ভাষণসমগ্র

১৯৫৫-১৯৭৫

শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

শেখ হাসিনা

সম্পাদনা

এ কে আব্দুল মোমেন

ভাষণসমগ্র
১৯৫৫-১৯৭৫

ভাষণসম

১৯৫৫-১৯৭৫

শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

শেখ হাসিনা

সম্পাদনা

এ কে আব্দুল মোমেন

চারুলিপি

উৎসর্গ

বাংলাদেশের লক্ষকোটি নতুন প্রজন্মকে

এজন্যে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে সফলতা অর্জন তারাই করতে পারবে। সেই সফলতা অর্জনের জন্যে আমাদের নতুন প্রজন্মদের বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, জানতে হবে তাঁর স্বপ্ন, , তাঁর আশা, তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্য, তাঁর জীবনচরিত।

বস্তুত বঙ্গবন্ধুকে চিরঞ্জীব করে রাখতে হলে তাঁর স্বপ্ন "সোনার বাংলা"—একটি সমৃদ্ধশালী, উন্নত, রুচিশীল, অসাম্প্রদায়িক, স্থিতিশীল অর্থনীতি যেখানে কেউ ঝরে পড়বে না এবং সবার জন্যে কাজের সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সবার জন্য নিশ্চিত হবে—এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। সকল নতুন প্রজন্মই তা অর্জনে সফলকাম হোক—এই হোক আমাদের সকলের প্রার্থনা ।

সূচিপত্র

ভূমিকা :: শেখ হাসিনা ১৭

প্রসঙ্গ কথা : এ কে আব্দুল মোমেন ২৫

সময়রেখা ১৯৫৫–১৯৭১

১. Remember: absolute power corrupts absolutely ৩৩ Thursday, the 22nd September, 1955, Karachi

২. Why give bluff to the people of East Bengal? ৩৬ Wednesday, the 28th September, 1955, Karachi

৩. You can bluff some people sometime but you cannot bluff everybody for all time ৪০

Saturday, the 1st October, 1955, Karachi

8. The people of East Pakistan will come to realise that they have been deceived ৪৪

Wednesday, the 9th November, 1955, Karachi

৫. If the Orders are issued in English and Urdu, they must definitiely issue in Bengali ৪৭

Tuesday, the 17th January, 1956, Karachi

৬. Why not make constitution for every other community?৪৯

Saturday, the 21st January, 1956, Karachi

৭. The press will have liberty to write their mind and mobilise public opinion ৬৯

Friday, the 3rd February, 1956, Karachi

৮.Government will have to separate the Judiciary from the

Executive ৭৪

Monday, the 6th February, 1956, Karachi

৯. Everybody in East-Pakistan wants that Bengali should be the State languages of Pakistan ৭৮

Tuesday, the 7th February 1956, Karachi

১০. Only three subjects will be given to the Centre, namely, Foreign Affairs, Currency and Defence ৮১

Wednesday, the 8th February, 1956, Karachi

১১. We the representatives of East Pakistan claim parity in all matters ৮৭

Thursday, the 9th February, 1956, Karachi

ভাষণসমগ্র ১ক

১২. There must be parity in all respects ৯২

Saturday, the 4th February, 1956, Karachi

১৩. If you do not allow the people to work constitutionally then people must have to follow unconstitutional means ৯৫

Monday, the 13th February, 1956, Karachi

১৪. The property of the zamindars should be confiscated; no compensation should be paid to them ১০৩

Tuesday, the 14th February, 1956, Karachi

১৫. We must now safeguard our rights ১১০

Wednesday, the 15th February, 1956, Karachi

১৬. Bengali is one of the State language ১১৫

Thursday, the 16th February, 1956, Karachi

১৭. The proclamation of Martial Law or emergency only with the approval of the National Assembly ১১৯

Friday, the 17th February, 1956, Karachi

১৮. Dacca and Karachi should be two Capitals of Pakistan১২৩

Tuesday, the 21st February, 1956, Karachi

১৯. I appeal the reservation of 20 seats for women in the National Assembly ১৩৫

Tuesday, the 28th February, 1956, Karachi

২০. We supported Joint Electorate ১৩৭

Thursday, the 11th October, 1956, Dacca

২১. রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ১৪৭

করাচি অ্যাসেম্বলী চেম্বারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের আইনপরিষদের অধিবেশনে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

২২. জয়েন্ট ইলেক্টরেট বাঞ্ছনীয় ১৫০

করাচি অ্যাসেম্বলী চেম্বারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের আইনপরিষদের অধিবেশনে, ১২ অক্টোবর ১৯৫৬

২৩. আওয়ামী লীগের ৬-দফা ১৫৭

লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

২৪. আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি ১৫৯

৪ চৈত্র ১৩৭২

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে ৯ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হলে ৭ জুন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়, ১৮ মার্চ ১৯৬৬

২৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দী ১৭১

ঢাকা সেনানিবাস কোর্ট রুমে দেয়া জবানবন্দী, ১৯ জুন ১৯৬৮

২৬. জনগণের রায় আমরা পেয়েছি ১১৭

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ২০ লাখ লোকের সমাবেশে, ৩ জানুয়ারি ১৯৭০

২৭. ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো ১৮১

পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালা, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০

২৮. এই নির্বাচনে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে ১৮৯

জয়দেবপুর সমাবেশে, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০

২৯. নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে সংকটমুক্ত করতে চাই ১৯১

সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে, নভেম্বর ১৯৭০

৩০. আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি ২০৫

ঢাকা হোটেল শাহবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ২৬ নভেম্বর ১৯৭০

৩১. নির্বাচনী আবেদন ২১০

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩২. প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ২১৪

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩৩. জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয় ২১৬

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য অর্জনের পর আওয়ামী লীগ অফিসে দেশি-বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩৪. সাত কোটি বাঙালির জয় ২১৮

চট্টগ্রাম সন্দীপ হাইস্কুল মাঠে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্তদের উদ্দেশ্যে, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০ ৩৫. ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রেই সুবিচারের নিশ্চিতি ২১৯

ইয়াহিয়া খানের জবাবে, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩৬. ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় ২২০

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩৭. জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে ২২২

আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ ইত্তেফাক ও সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

৩৮. উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান ২২৩

পাবনার পুলিশ ময়দানে আহমদ রফিকের স্মরণে এক শোকসভায়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

* ৩৯. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করুন ২২৪

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশনস-এর সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০

৪০. বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করুন ২২৫

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ সংগঠনের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকার রমনা গ্রীনে, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১

৪১. আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র ২২৭

নবগঠিত পটুয়াখালী জেলার সদর দপ্তরের জনসভায়, ১১ জানুয়ারি ১৯৭১

৪২. শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে ২২৯

পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত শিল্পী সমাজ সম্মানে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭১

৪৩. চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে সফল হওয়া যাবে না ২৩১

তৃতীয় দফা আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের সাথে বাসভবনে, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭১

৪৪. জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার চেষ্টা ২৩২

সংবাদপত্রে, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৪৫. পাকিস্তানে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে ২৩৩

মৌলভীবাজার ও রমনা লালবাগ থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৪৬. আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট ২৩৫

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৪৭. ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমি ২৩৮

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৪৮. ওয়াদার সাথে বেঈমানি করতে পারি না ২৪০

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দু-দিনব্যাপী এক যৌথ অধিবেশনে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৪৯. শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায় ২৪২

শহীদ মিনারে ছাত্রজনতা সমাবেশে, ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৫০. বাংলাদেশের মাটি থেকে গণবিরোধী শক্তিকে উৎপাটিত করুন ২৪৩

ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৫১. শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে ২৪৮

ঢাকার তেজগাঁওয়ে ঢাকা শিল্পবণিক সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা সভা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

৫২. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক ২৫০

হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে সাংবাদিকদের কাছে, ১ মার্চ ১৯৭১

৫৩. ৩ মার্চ শোক দিবস হিসেবে পালিত হবে ২৫২

ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনায়, ২ মার্চ ১৯৭১

৫৪. হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না ২৫৪

ঢাকায় পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের আয়োজিত জনসভায়, ৩ মার্চ ১৯৭১

৫৫. বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ২৫৬

জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে, ৪ মার্চ ১৯৭১

৫৬. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ২৫৭

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, ৭ মার্চ ১৯৭১

৫৭. আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ২৬০

জনসভায় উত্থাপিত দাবি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্রে, ৭ মার্চ ১৯৭১

৫৮. প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা ২৬৬

নির্ধারিত সম্মেলন প্রত্যাখান করে সংবাদপত্রে, ১ মার্চ ১৯৭১

৫৯. উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন ২৬৭

সামরিক বাহিনীর জারিকৃত আইনের বিরুদ্ধে, ১৩ মার্চ ১৯৭১

৬০. হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না ২৬৮

ঢাকায় ৩৫ দফা নির্দেশ, ১৪ মার্চ ১৯৭১

৬১. আমরা এ কমিশন অনুমোদন করি না ২৭৭

ঢাকায় তদন্ত কমিশন প্রত্যাখান করে, ১৮ মার্চ ১৯৭১

৬২. আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ পালনের জন্যে অভিনন্দন জানাই ২৭৮

ঢাকায় আন্দোলনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে, ২০ মার্চ ১৯৭১

৬৩. সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত ২৭৯

পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে, ২১ মার্চ ১৯৭১

৬৪. দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই ২৮০

৩২ নাম্বার বাড়ির সামনে প্রতিরোধ বাহিনীর সালাম গ্রহণের সময়, ২৩ মার্চ ১৯৭১

৬৫. অশুভ শক্তির চক্রান্ত সফল হবে না ২৮১

বাংলাদেশ ব্যাপী হরতালের আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে, ২৫ মার্চ ১৯৭১

৬৬. স্বাধীনতার ঘোষণা ২৮৩

পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারিত। ২৫ মার্চ ১৯৭১

বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১–১৯৭৫

৬৭. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২৮৪

১৭ এপ্রিল ১৯৭১

৬৮. এই মুহূর্তেই আমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই ২৮৭

লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২

৬৯. অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে ২৮৯

পালাম বিমানবন্দর নয়াদিল্লিতে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

৭০. ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা ২৯০

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে ঢাকার সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

৭১. ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী ২৯৩

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক জনসভায়, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

৭২. ঢাকা ২৯৬

ঢাকা আজিমপুর, ২৬ মার্চ ১৯৭২

৭৩. আসুন সমবেতভাবে সোনার বাংলা গড়ি ২৯৯

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে, ২৬ মার্চ ১৯৭২

৭৪. স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব ৩০৫

বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে, ১০ এপ্রিল ১৯৭২

৭৫. শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায় ৩১০

১০ এপ্রিল ১৯৭২

৭৬. গণপরিষদ একটা সুপ্রিম বডি ৩১৭

১১ এপ্রিল ১৯৭২

৭৭. ১৯৭২ সালের মহান মে দিবস ৩১৯

জাতির উদ্দেশ্যে, ১ মে ১৯৭২

৭৮. আমার কর্তব্য আমি করবো ৩২৪

রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায়, ৯ মে ১৯৭২

৭৯. পাবনা ৩৩১

১০ মে ১৯৭২

৮০. আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি ৩৩৮

সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে, ৭ জুন ১৯৭২

৮১. মাইজদিকোর্ট, নোয়াখালী ৩৪৮

২৬ জুন ১৯৭২

৮২. সিলেট ৩৫৪

২৮ জুন, ১৯৭২

৮৩. কুষ্টিয়া ৩৫৭

৩ জুলাই ১৯৭২

৮৪. কুমিল্লা ৩৬৪

৪ জুলাই ১৯৭২

৮৫. সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা করতে নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করুন ৩৭১

জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে, ১৬ জুলাই ১৯৭২

৮৬. চিকিৎসার জন্য লণ্ডন যাত্রাকালে ঢাকা বিমানবন্দরে ৩৭৮

২৬ জুলাই ১৯৭২

৮৭. চারটি মৌলিক আদর্শের উপর শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে ৩৭৯

খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে গণপরিষদে, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

৮৮. আরোগ্য লাভ করে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের উদ্দেশে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে ৩৯১

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

৮৯. সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষকে সেবা করুন ৩৯৩

পি.জি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে, ৮ অক্টোবর ১৯৭২

৯০. শাসনতন্ত্র : ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নির্দেশনামা ৩৯৯

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ১২ অক্টোবর ১৯৭২

৯১. এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্তে লেখা 807

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ৪ নভেম্বর ১৯৭২

৯২. জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির পর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা ৪২১

২০ নভেম্বর ১৯৭২

৯৩. জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান ৪২৫

৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৯৪. শাসনতন্ত্র : গণপরিষদ সদস্যদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি ৪২৮ স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

৯৫. নয় মাসের ইতিহাস বড়ো করুণ ইতিহাস ৪৩০

বরগুনায় বিশাল সমাবেশে, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩

৯৬. বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত অধিবেশনে ৪৩৬

ঢাকায় বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত অধিবেশনে, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৩

৯৭. নির্বাচনকে সামনে রেখে গণভবনে মন্ত্রীদের উদ্দেশে ৪৩৮

১০ জানুয়ারি ১৯৭৩

৯৮. টাঙ্গাইল ৪৪৫

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৯৯. সুনামগঞ্জ ৪৫০

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

১০০. গোপন হত্যা দেশের মঙ্গল বয়ে আনে না ৪৫৫

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩

১০১. সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা প্রসঙ্গে ৪৫৯

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩

১০২. বাংলার মাটিতে ষড়যন্ত্র চলবে না ৪৬০

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে, ২ জুন ১৯৭৩

১০৩. ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জয় করা ৪৬৪

জাপান সফরকালে টোকিওতে জাপান-বাংলাদেশ সমিতি কর্তৃক এক সভায়, অক্টোবর ১৯৭৩

১০৪. এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু ৪৬৭

জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

১০৫. গণতন্ত্রের নামে গুপ্তহত্যা চলে না 473

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রথম বৈঠক, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৪

১০৬. বাংলার দুঃখী মানুষের নিকট থেকে সরে যেও না ৪৭৬

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪

১০৭. জহুর আহমদ চৌধুরীর গুণের ইতিহাস আছে ৪৯৫

জহুর আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবের ওপর, ১ জুলাই ১৯৭৪

১০৮. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ ৪৯৮

জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশনে, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

১০৯. রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ৫০৪

মিশরের কায়রোতে এক ভোজসভায়, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪

১১০. আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে আমাদের বাঁচতে হবে ৫০৬

চট্টগ্রামে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪

১১১. কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে ৫১১

জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

১১২. পুলিশ এখন জনগণের ৫১৬

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

১১৩. সংসদ সদস্যদের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা ৫২০

জাতীয় সংসদে, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

১১৪. শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো ৫৩১

স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

১১৫. বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ দুঃখ দূর হবে যদি দুর্নীতি বন্ধ হয় ৫৪৪

টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে,

৮ মার্চ ১৯৭৫

১১৬. দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে ৫৪৮

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়, ২৬ মার্চ ১৯৭৫

১১৭. আপনারা কিন্তু সবাই এক ৫৫৯

নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গভবন, ২১ জুলাই ১৯৭৫

১১৮. বিনা কারণে সিস্টেম পরিবর্তন করি নি ৫৭৩

বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে

পরিশিষ্ট

জীবনপঞ্জি : শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০-১৯৭৫ ৫৮৯

ভূমিকা

আব্বা তখন গোপালগঞ্জের মিশনারী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র, সময়টা ১৯৩৯ সাল। সে সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী স্কুলটি পরিদর্শনে এলেন। কিন্তু স্কুল নিয়ে ভোগান্তি শিক্ষার্থীদের। স্কুলের ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে, বৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের কষ্ট করে ক্লাস করতে হয়। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কে এত বড়ো নেতাদের সামনে এই দাবি তুলে ধরবে । শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত নিলো, স্কুল-ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্কুলভবনের ছাদ ও অন্যান্য সমস্যা তুলে ধরা হবে। আর, শেখ মুজিবই তা তুলে ধরবেন। অতিথিদের সামনে তিনি ঠিকই দরাজ গলায় স্কুলের নানা সমস্যা তুলে ধরলেন। একইসাথে দাবি জানালেন, স্কুলের জন্য একটি ছাত্রাবাসেরও। কিশোর মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী আর বক্তব্যের পারদর্শীতা লক্ষ্য করলেন এ কে ফজলুল হক। শেরে বাংলা নিজ পকেট থেকে নোটবুক বের করে কিশোর মুজিবের ঠিকানা লিখে নিলেন। পরে কোলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন ।

ন্যায্য দাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রকাশ শুরু কিশোর বয়স থেকেই। পরবর্তীতে যার বিস্তৃতি স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রারম্ভিকা পর্যন্ত। বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের, কিন্তু তাতে স্বাধিকার ছিল না, ছিল পরাধীনতার গ্লানি। শাসকদের শোষণ-নিপীড়ন, অন্যায় আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা। ঘটনার সেসব পালাক্রমে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যেতো কখনো কখনো। কিন্তু তাতে স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি স্থান পায় নি। গেল কয়েক শতকের ইতিহাসে ব্রিটিশ-বিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নানা আন্দোলনের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু তাতেও বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি স্থান পায় নি মোটেও। কিন্তু প্রথম বাঙালি ও বাংলাদেশের নিজস্ব অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার ভাবনা জেগেছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের চেতনায়। সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও শাসক শ্রেণীর শক্ত ভিতে কাঁপন তৈরিতে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘকালের লড়াই-সংগ্রামে অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল সহজ সরল উচ্চারণের সাবলীল ভাষণ, যাতে উঠে—এসেছে অত্যাচারিতের আবেদন, শোষকের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠের হুংকার, ন্যায় ও যথার্থ অধিকার আদায়ের বজ্রকঠিন শপথ ।

স্বাভাবিক ভীতির কোনো বালাই ছিল না বঙ্গবন্ধুর স্বভাব-চরিত্রে। বলতে গেলে শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন অনেকটা ডানপিটে ও একরোখা স্বভাবের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সত্য ও উচিত কথা বলার অভ্যাস থাকায় কারো সামনেই তিনি কথা বলতে ভয় পেতেন না। ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ ও পাকিস্তানীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় কণ্ঠস্বরের সমান তেজ বঙ্গবন্ধুর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। মানবিক অন্যান্য গুণের সঙ্গে সাহসিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃপ্ত-বলিষ্ঠতার জন্যেই তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আপামর জনসাধারণ ।

জনসাধারণের অধিকার আদায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ, শিক্ষার্থীদের মৌলিক দাবি বা স্বাধিকারের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু বরাবরই ছিলেন সক্রিয় লড়াকু সৈনিক। সাধারণ কর্মী থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব... সবকিছুতেই সিদ্ধহস্ত এই পুরোধা প্রবাদ পুরুষ। লড়াই সংগ্রামের নানা পর্যায়ে নরম সুরে কথা বলেছেন, গর্জে উঠেছেন শক্তিশালী কণ্ঠেও। তাঁর ভাষণ ও বিবৃতি জুড়েই ছিল দেশের স্বাধিকার, গণতন্ত্র, সাধারণের ন্যায্য অধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক শিষ্টাচার, সমঝোতা ও সহনশীলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য পালন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বপালন, শিক্ষার গুরুত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়। সে সময়ের ভাষণগুলো পড়লে মনে হয় আজও প্রাসঙ্গিক, যেন সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এসব ভাষণ দিয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় যা এখনো কালোত্তীর্ণ ও অনুকরণীয় ।

১৯৫৬ সালের ২১শে জানুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের করাচি অধিবেশনে ইসলামিক রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সম-অধিকার নিয়ে আলোচনায় বঙ্গবন্ধু কথা বলেন দেশের গণতন্ত্র, বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন,

"দেশে কোর্ট-কাচারি আছে, আছে প্রচলিত আইন এবং কাউকে শাস্তি দিতে হলে যথাযোগ্য বিচারের মাধ্যমে সেটা দিতে হবে। আমরা জানি যে, বিগত

সাত বছর এই পবিত্র সংসদের অনেক সদস্যকে বিনা বিচারে জেলে নেওয়া হয়েছে। একজন মাননীয় সদস্য পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁকে পাকিস্তানের স্বার্থে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।"

১৯৬৪ সালের কথা। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হলো। ঢাকার আশেপাশের এলাকাগুলোতে সংখ্যালঘুদের ধরে হত্যা করা হচ্ছিলো। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করেন। বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবারকে নিজের বাসায় আশ্রয় দেন। কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া আর প্রকৃত অর্থে দুর্ভোগে পড়া মানুষদের কাতারে মিশে তাদের সহযোগিতায় কাজ করা বড়ই দুরূহ—যেটি বঙ্গবন্ধু সবসময় করতেন। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও অনন্য। ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে দেওয়া এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

"শাসনতন্ত্রে লিখে দিয়েছি যে, কোনো দিন আর শোষকেরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশা-আল্লাহ্। দ্বিতীয় কথা, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে, এর মধ্যে কারও কোনো হাত থাকা উচিত নয়। তৃতীয়ত, আমি বাঙালি। বাঙালি জাতি হিসেবে সম্মানের সাথে বাঁচতে চাই। চতুর্থ, আমার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। তবে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, বুদ্ধিস্ট তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। তবে একটা কথা হলো—ধর্মের নামে আর ব্যবসা করা যাবে না।"

সেই কিশোর বয়স থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতিসত্ত্বার স্বতন্ত্র পরিচিতি নিয়ে সচেতন। তাই তো সারা জীবনই তিনি নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ছিলেন সোচ্চার। দরিদ্র মুসলমান কৃষক, জমিদার শ্রেণির নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তি ছিল তাঁর জীবনের প্রথমদিকের আন্দোলনের বড়ো অংশ। আর জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণার সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সুষম সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যেই ছিল তাঁর আন্দোলন- লড়াইয়ের পূর্ণ অবয়ব। তাই তো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে স্বাধীনতারও ডাক দেন। তবে তিনি বেপরোয়া ছিলেন না বলেই সরাসরি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি। ১৯৭১ সালে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

ও সহনশীলতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় । ২৯শে জানুয়ারি সাংবাদিকদের দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

"আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নয়, সমস্ত পাকিস্তানেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই সমগ্র জাতির প্রতি আমার ও আমার দলের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আছে। তবু জনাব ভুট্টো ও তাঁর দলসহ বেলুচ ও সীমান্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক দল ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গেও আমি আলোচনা করতে চাই।"

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। জাতিসংঘে প্রদত্ত তাঁর এ ভাষণটিও ছিল ইতিহাস কাঁপানো এক শ্রেষ্ঠ ভাষণ এ ভাষণে তিনি বিশ্বের অসহায় বুভুক্ষু দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তার বক্তৃতায় পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত এক শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলারও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

"অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বুভুক্ষুর তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো না। আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে সেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।" রাজপথের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। আবার, স্বাধীনতা লাভের পর সরকারে থাকাকালীনও তিনি ছিলেন যথার্থ দায়িত্বপালনের ব্যাপারে সতর্ক। অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর দেশকে স্বাবলম্বী করতে সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতিও ছিল তাঁর সজাগ নির্দেশনা। সবাইকে সাথে করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার নির্দেশনা ছিল সব সময়। তারই প্রতিফলন ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী বক্তব্যে। সেদিন তিনি বলেছিলেন,

"দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া-কথায় চলে না।

সেদিন ছাত্ররা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা করো। মনে রেখো, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম করো, আর আত্মশুদ্ধি করো। তাহলেই দেশের মঙ্গল করতে পারবা।"

দুর্নীতি ও অনিয়ম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। সামাজিক এই সমস্যাটি ব্যক্তি চরিত্রে কলুষতা ছড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা পাওয়া যায় ১৯৭৩ সালের ৩রা জানুয়ারিতে বরগুনায় এক জনসভায় দেওয়া ভাষণে । তিনি বলেছিলেন,

"এখনো কিছুসংখ্যক লোক, এত রক্ত যাওয়ার পরেও যে সম্পদ আমি ভিক্ষা করে আনি, বাংলার গরিবকে দিয়ে পাঠাই, তার থেকে কিছু অংশ চুরি করে খায়। এদের জিহ্বা যে কত বড়, সে কথা কল্পনা করতে আমি শিহরিয়া উঠি। এই চোরের দল বাংলার মাটিতে খতম না হলে কিছুই করা যাবে না। আমি যা আনব এই চোরের দল খাইয়া শেষ করে দেবে। এই চোরের দলকে বাংলার মাটিতে শেষ করতে হবে।"

১৯৭৫ সালের ১৫ই জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহ ও বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

"সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহ্র কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে।"

আর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আবেদন ছিল সততা, পরমতসহিষ্ণুতা, অধ্যাবসায় আর কঠোর পরিশ্রমের। ১৯৭৩ সালের ১৯শে আগস্ট ঢাকায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"রাস্তা নেই, ঘাট নেই, রেলওয়ে ব্রিজ এখন পর্যন্ত সারতে পারি নাই। চরিত্র এত জঘন্য খারাপ হয়ে গেছে, যেই ধরি—পকেটমাইর ধরি, চোর-গুণ্ডা ধরি, লজ্জায় মরে যাই— ছাত্রলীগের ছেলে, ভাই-বোনেরা। পুলিশ দিয়া নকল বন্ধ করতে হয় আমার, এ কথা কার কাছে কবো মিয়া? এ দুঃখ বলার জায়গা আছে মিয়া? তোমরা নকল বন্ধ করো । ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন নিয়া সংগ্রাম পরিষদ করেছ, তোমরা গার্ড দিয়া নকল বন্ধ করো । তোমাদের আমি সাহায্য করি। পুলিশ দিয়া আমাদের নকল বন্ধ করতে দিয়ো না তোমরা। পুলিশ দিয়ে আমি চোর সামলাব।"

সমাজের সুষম উন্নয়নে নারী ও পুরুষের অবস্থান ও মর্যাদা নিয়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন বরাবরই সচেতন। ঢাকার আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আবেদন ছিল নারীদের যথাযথ সম্মানের বিষয়টি। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চের ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"আমার জীবনেও আমি দেখেছি যে, গুলির সামনে আমি এগিয়ে গেলেও কোনো দিন আমার স্ত্রী আমাকে বাধা দেয় নাই। এমনও আমি দেখেছি যে—অনেকবার আমার জীবনের ১০/১১ বছর আমি জেল খেটেছি, জীবনে কোনো দিন মুখ খুলে আমার ওপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে বোধ হয় জীবনে অনেক বাধা আমার আসত। এমন সময়ও আমি দেখেছি যে আমি যখন জেলে চলে গেছি, আমি এক আনা পয়সা দিয়ে যেতে পারি নাই আমার ছেলেমেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তার দান যথেষ্ট রয়েছে। পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা হয়। মহিলার নাম বেশি ইতিহাসে লেখা হয় না। সে জন্য আজকে আপনাদের কাছে কিছু ব্যক্তিগত কথা বললাম। যাতে পুরুষ ভাইরা আমার, যখন কোনো রকমের সংগ্রাম করে নেতা হন বা দেশের কর্ণধার হন—তাদের মনে রাখা উচিত, তাদের মহিলাদেরও যথেষ্ট দান রয়েছে এবং তাদের স্থান তাদের দিতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে যতগুলো ভাষণ দিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে অন্যতম ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণ। মাত্র ১৯ মিনিটের এ অলিখিত ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য মুক্তির প্রেরণা। সে সময়ের রেসকোর্স ময়দানে স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দেওয়া সহজ সরল ভাষার এ ভাষণে যেমন রয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমুন্নত রাখার আহবান, তেমনি রয়েছে চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাকও। সে সময়ের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতার পূর্ণ

প্রতিফলন ঘটেছিল সে ভাষণে । রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, আর আত্মোপলব্ধির স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিফলন ছিল জাতির জনকের দ্বিধাহীন উচ্চারণে—যা হাজার বছরের বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদ । অলিখিত সে জাদুকরী ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বপ্নে বিভোর করেছিলেন বঙ্গবন্ধু । এরই ধারাবাহিকতায় আসে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ডাক, শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ —

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ..." বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল। গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই দিন বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এদিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইন্‌শাআল্লাহ্ ।" এরপর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা, জাতীয়তাবোধ ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে ভিত রচিত হয়, তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ দেন। এতে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের বাঙালি নতুন প্রেরণা খুঁজে পায়, খুঁজে পায় স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা । এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ।

তাঁর অন্যসব ভাষণ থেকে ভিন্ন এই ভাষণ—যার স্বতন্ত্রতা একে বিশেষায়িত করেছে। ২০১৭ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা 'ইউনেস্কো' বিশ্ব-ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ভাষণটিকে ।

আজকে আমাদের যে প্রাণের বাংলাদেশ, এই দেশের নামটিও তিনিই প্রথম তাঁর ভাষণে উচ্চারণ করেন। পাকিস্তান সরকার যখন এই ভূখণ্ডের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান রেখেছিল, তখন এর প্রতিবাদ করেন বঙ্গবন্ধু। যখন পাকিস্তান হয় সে সময় এই ভূখন্ডের নাম ছিল পূর্ববঙ্গ। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহিদ সোহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যু- বার্ষিকীতে তিন নেতার মাজারের সামনে এক সভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্রথমবারের মতো এই

দেশের নামটি হবে 'বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "এক সময় এ দেশের বুক হতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে 'বাংলা' কথাটির সবশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।"

তিনি বলেন,

"একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ... বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার প্রতিও অমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি—আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের বেশিরভাগ বক্তৃতায় নির্যাতিত মানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। তাদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের পক্ষে কথা বলেছেন। গণতন্ত্র, ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তৃতায় যেমন দেশ গড়ার নির্দেশনা রয়েছে তেমনি রয়েছে সোনার মানুষ গড়ার উপকরণ । বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি অংশগ্রহণ, আন্দোলনে নেতৃত্বপ্রদান আর বৈচিত্র্যময় ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাজার বছরের শোষণ ও বঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই বঙ্গবন্ধু বেশি ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গভীর দর্শন সমৃদ্ধ ।

সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, ইতিহাস, গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল স্বতন্ত্র ও প্রজ্ঞাময় নিজস্ব ভাবনা, যা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বহুরৈখিক বক্তব্যে। তাঁর এসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ। সে দায় দেশের ও দুনিয়ার মেহনতি মানুষের প্রতি। সে দায় থেকে তিনি নিজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পক্ষে জনসাধারণকে সচেতন করে গেছেন, লড়াই করতে শিখিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যে মানুষের অন্তরে তিনি তাঁর "সোনার বাংলার" স্বপ্ন গ্রথিত করে গেছেন যা শুধুমাত্র একজন রাষ্ট্রনায়ক ও পরিপক্ক নেতার পক্ষে সম্ভব।

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ/উপনিবেশবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতন্ত্র, সব ধরনের

বৈষম্যের বিরোধীতা, রাজনৈতিক সমঝোতা ও সহনশীলতা, আত্মসমালোচনা, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধাচারণ, নারীর প্রতি আস্থা ও সম্মান, সকল ধর্মের, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে তাঁর ভাষণে। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির কাণ্ডারি। আজীবন আপসহীন এবং লড়াই-সংগ্রামে ক্লান্তিহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভাষণ, বক্তব্য ও বিবৃতি তাই আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ, অন্তহীন প্রেরণার উৎস। আগামী প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনামূলক পাথেয়। এসব কালজয়ী ভাষণ আমাদের জাতীয় সম্পদ, ঐতিহাসিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। কেবল বাঙালির জন্যই নয়, পৃথিবীর নানা দেশে মুক্তিসংগ্রামে অনিঃশেষ প্রেরণা—যাতে রয়েছে সময়োপযোগী দিঙনির্দেশনাও

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতার সাথে পরিচিত করানো একান্তই প্রয়োজন, যেন তারা বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। এগুলো অধ্যয়ন করলে নতুন প্রজন্ম দেশকে জানতে পারবে, একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে এবং বৃহত্তর জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত ও আত্ম- উৎসর্গ করার প্রেরণা পাবে।

বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ উদযাপনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ১১৮টি বক্তৃতা সংগ্রহ করে তা প্রকাশ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উদ্যোগ। নানামুখী ব্যস্ততার মধ্যেও দুরূহ এই কাজটি সম্পাদনা করেছেন ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ পরামর্শ দিয়েছেন ও বানান সংশোধনক্ষেত্রে অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন। 'ভাষণসমগ্র' বইটি সুচারুরূপে প্রকাশ করার জন্যে চারুলিপি প্রকাশনের প্রকাশক হুমায়ূন কবীরকে ধন্যবাদ জানাই। এমন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্ম গড়ে উঠবে মননশীলতায়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রভাবিত হবে গৌরবময় সভ্যতায়, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় । তৈরি হবে নেতৃত্ব, সমৃদ্ধ হবে দেশ ।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ-কথা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয় সন্তান। বাবা-মা তাঁকে ডাকতেন খোকা বলে ।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানতে হলে তাঁর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ও "কারাগারের রোজনামচা" যেমন পড়া অতীব প্রয়োজন, সেই সঙ্গে অবশ্যই জানতে তথা পড়তে হবে তাঁর বক্তৃতার মালঞ্চ। বঙ্গবন্ধু জীবনে অনেক বক্তৃতা করেছেন, অনেক ভাষণ দিয়েছেন এবং এইসব ভাষণের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য, গরিব-দুঃখী-নির্যাতিত মানুষের জন্যে তাঁর ভালোবাসা, বাংলা ও বাঙালির জন্যে চিন্তা-চেতনা, তাঁর মানসপ্রকৃতি ফুটে উঠেছে। সম্ভবত এসব বক্তৃতা কোনো একটি একক বই-এ সংকলিত হয়নি, সেজন্যে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ভাষণসমগ্রে ১৯৫৫- ১৯৭৫ কাল পর্যন্ত তাঁর দেয়া ভাষণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো ।

ভাষণসমগ্রে তাঁর বক্তৃতা যেমন লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ, সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন ও জন-বান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠায় সংসদের ভিতরে ও বাইরে তাঁর জোরালো বক্তব্যগুলোও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা "ইউনেস্কো" বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের বক্তৃতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বক্তৃতা

"বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের" প্রতিষ্ঠা করে এবং এই একটি বক্তৃতা নির্জীব, নির্যাতিত বাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সুদক্ষ লড়াকু সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলে। অতি উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ১৯ মিনিটের অলিখিত বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন বাঙালি জাতির বঞ্চনা ও□নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তেমনিভাবে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে সামরিক শাসন বিলুপ্ত করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আবেদন জানিয়েছেন। দেশবাসীকে তাঁর অবর্তমানে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" সেই ভাষণে জাতির জনক উচ্চারণ করেছিলেন— "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" অতএব, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও নির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেছেন—মাঠে-ময়দানে, জনসভায়, গণপরিষদে, সংসদে, জাতিসংঘে, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় এবং নির্বাচনী এলাকায়। তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়ে জাগ্রত করেছেন বাঙালিদের। যুগিয়েছেন সাহস, দিয়েছেন পরামর্শ ও দিঙনির্দেশনা ।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি বক্তৃতা জাতির জন্যে একটি দিক নির্দেশিকা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তাঁর ৬-দফা। এ বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি বাঙালির মনের কথা, তাদের নির্যাতন ও বঞ্চনার কাহিনী এবং প্রদেশসমূহের বৈষম্য কমানোর মৌলিক বাস্তবভিত্তিক পথ-নির্দেশনা ও কী কী করতে হবে তার সুস্পষ্ট দিঙনির্দেশনা ও রোডম্যাপ তুলে ধরেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ অনুসরণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে জেল-জুলুম ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাসমূহে লক্ষ্যণীয় যে, এসব বক্তৃতায় রয়েছে নতুন প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মানুষের মতো মানুষ হবার পথনির্দেশনা। তিনি সব

সময়ই আশাবাদী, আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী ও আইনানুগ গঠনমূলক সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি তাঁর দলকে সব সময় গণতান্ত্রিক নিয়মে দাবী আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই তিনি সত্যিকার গণতন্ত্রের এবং ন্যায্য আইনের প্রতিভূ।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে, যেমন—'বন্যা নিয়ন্ত্রণ', 'জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা', 'গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ', 'ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগ্রাম', 'প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা'র পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার, 'পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন', 'যমুনাসহ অন্যান্য নদীর উপর সেতু' ও শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের উপর জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। জোর দিয়েছেন মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে। তিনি বলেন—"সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ঠ বিনিয়োগ আর হতে পারে না" (ইন্‌শাল্লাহ্ সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো)। তিনি কারিগরি শিক্ষা, নারীদের শিক্ষা, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও পাঁচ বছর বয়স্কদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের দাবী জানিয়েছেন। কৃষির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়নের রোডম্যাপ, উন্নত জনসেবামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা ছিল যুগের চেয়ে অনেক উত্তম ও সুদূরপ্রসারী। তাঁর লোকাল গভর্নর পদ্ধতি চালু থাকলে ২০ বছর আগেই হয়তো তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়িত হতো।

বাঙালিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জাতিকে বার বার যে পিছু টানে তা বঙ্গবন্ধু হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন—তাই তো তিনি লেখেন "বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' শব্দটি অনুপস্থিত, কিন্তু বাংলা ভাষায় তা রয়েছে"–অর্থাৎ অপরের সুখে বা শ্রীতে নিজে কাতর হওয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাঙালি জাতিকে পিছু টানছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে সম্পাদিত জাতির জনকের ভাষণসমগ্রে ১৯৫৫-১৯৭৫ পর্যন্ত সময়কে তুলে ধরা হয়েছে—যা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনীতির সময়কাল।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা তাঁর সকল ভাষণ সংগ্রহ করে প্রকাশ করার চিন্তা-ভাবনা করি এবং তাঁর সবগুলো বক্তৃতা সংগ্রহ করতে থাকি। যদি আমাদের চক্ষু-আড়ালে কোনো ভাষণ থেকে থাকে

তবে দ্বিতীয় মুদ্রণে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণসমূহ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । সময়রেখা ১৯৫৫-১৯৭০ পাকিস্তান পর্ব। বাংলাদেশ পর্ব ১৯৭১-১৯৭৫ পর্যন্ত । সকল ভাষণ একত্রিত করা গেলো এবং কিছু কিছু ভাষণের রেকর্ড অস্পষ্টতার কারণে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় নি। আশা করছি ভবিষ্যতে গবেষকরা তা উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন—এই প্রত্যাশা রইলো ।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয় এবং সে সমস্ত আলোচনা যাতে আরো বস্তুনিষ্ঠ হয়, আরো প্রাসঙ্গিক ও তথ্যনির্ভর হয়—সে ক্ষেত্রে 'ভাষণসমগ্র' সহায়কের ভূমিকা পালন করলে আমরা আনন্দিত হবো ।

বঙ্গবন্ধুর ছবি দেয়ালে আঁটকালে বা তোরণ নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করা হলো তা নয়, দেয়াল বা তোরণ ভঙ্গুর, তা ভেঙে যেতে পারে। সেজন্যে তাঁকে চিরঞ্জীব করে রাখতে হলে—তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। হৃদয়ে ধারণ করার জন্যে তাঁর বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তাঁর রচিত বই— অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়াচীন, জয় বাংলা—তাঁর সাক্ষাৎকার, আলাপচারিতা এবং তাঁর দেয়া ভাষণ পড়তে হবে। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুকে জানার কোনো বিকল্প নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ভিডিওটি উদ্ধার করার ফলে জনগণ তাঁর ভাষণটি দেখতে পাচ্ছেন, তা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন। এই গ্রন্থটিও বঙ্গবন্ধুকে জনগণের কাছে পরিচিত করবে, এই আমাদের কামনা ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন। একটি প্রতিষ্ঠান। একটি অভ্যুত্থান। একটি বিপ্লব। জাতি নির্মাণের কারিগর। তিনি ইতিহাস ও মহাকাব্যের মহানায়ক। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশের জাতির পিতা। তিনি বাঙালির অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে জীবদ্দশায়ই কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে হত্যা করা হয়। বাঙালি জাতির জীবনে এই কালরাত্রি যদি না আসতো তবে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা

হিসেবেই গড়ে তুলতেন ।

মোদ্দা কথা—যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে, ততদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু ন্যায় ও সত্যের জন্যে ত্যাগ, জনগণকে ভালোবাসা এবং বাঙালি জাতিকে বিশ্ব-মাঝে সমুন্নত করেছেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন "সোনার বাংলা" আমরা যদি অর্জন করতে পারি, তাহলেই তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে ।

'ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫' বইটি প্রকাশনায় 'চারুলিপি প্রকাশন'-এর কর্ণধার হুমায়ূন কবীর ও আমার স্ত্রী সেলিনা মোমেন, যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন সেজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ দেশবরেণ্য লেখক, গবেষক। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে 'ভাষণসমগ্র' বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বানান সংশোধন করে বিভিন্ন দিঙনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের জন্য শিল্পী সব্যসাচী হাজরাকে ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ জানাই আমার ব্যক্তিগত সহকারি ইমদাদুল হক, খন্দকার সোহেল, লিপি, রবিউল ইসলাম রুবেল এবং সুহৃদ অশোক রায় নন্দীকে। তাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না ।

ভাষণসমগ্রে ২০টি ইংরেজি ও ৯৮টি বাংলাসহ সর্বমোট ১১৮টি ভাষণ সংগৃহীত করা হলো। পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবনপঞ্জি। বইটি পাঠ করে পাঠক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে প্রভাবিত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আশা করি ।

জানুয়ারি ২০২০

এ কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মত বাঁচতে জানে । আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও বেঁচে থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না । বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে । বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই ।

সময়রেখা

১৯৫৫–১৯৭১

Remember: absolute power corrupts absolutely

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, Karachi, with Mr. Speaker, the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss amendments of certain clauses in the Constitution.

Mr. Speaker: That was not a similar case. Mr. Abul Mansur Ahmad has also moved a separate amendment saying that the word "on the advice of the Council of Ministers" be inserted.

Yes, Mr. Abul Mansur Ahmad, you may move the amendment.

Mr. Abul Mansur Ahmad : Sir, Have you allowed this? Then I move : "That is sub-clause (1) of clause 4 of the Bill after the words 'Governor- General' occuring in the first line, the words on the advice of the Central Cabinet be inserted."

Now, Sir, I have go another amendment on the same line to the same clause you may call them.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I want to speak on this amendment.

Mr. Speaker: Mr. Abul Mansur Ahmad has put another amendment also on the same lines. Let him move that amendment also.

Mr. Abul Mansur Ahmed : Sir, I move...

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I rise to support the amendment moved by my honourable friend, Mr. Abul Mansur Ahmad, and while doing so I would request my friends who are now occupying the opposite benches to be careful and support the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad. The reason why I ask them to do so that they have in store some kind of dismissal either at the hands of the Governor-General or his agent, the Governor of a province.

Sir, our Prime Minister declared that ours is a democratic country. Definitely we believe in democracy and we are fighting for democracy. I do not know when it will come but we are fighting for it. We are the representatives of the people and the Governor-General in this country is appointed by Her. Majesty the Queen of England. That being the position, the Ministers who are the direct representatives of the people, should advise the Governor-General and he must be bound to act according to the advice tendered to him by his Minister. If this suggestion is not accepted, I know the same 'fortune" may come to my friends who are now sitting opposite as came to earlier Ministries. It is just a question of time. It may take two months or six months, or a year or two years.

The Honourable Members sitting opposite can emulate the example of India. There the President is Dr. Rejendra Prased and do you think that he can do anything without the advice of the Prime Minister, without the Permission of the Council of Ministers? That is not possible. Even the Queen of England will not be able to do so because she will have to accept the advice of the Council of Ministers. If, however,

you believe that it is a dictatorial country, that the Governor-General is all powerful and he can dissolve the Constituent Assembly : he can demarcate the Federal Area, in that case I have not much to say. But then this is absolutely against the fundamental principles of democracy. I request you, please, my friends, do not forget the recent past. Sir, I would request through you to my friends (although I have directly requested them to which I was not entitled and which was a mistake) that a democratic provision should be inserted. Otherwise a time is coming when you will realise the consequences of this wrong action. I can assure you that every democratic country will accept the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad. We say whatever advice the Council of Ministers tender to the Governor-General, that advice must be accepted by him. That is the principle of democracy. But to keep power in their own hands and at a later stage come forward with the argument that the Governor-General does not like the area of Gadap, we have decided to demarcate the Federal Area at Clifton or at Kutchery Road, they are embodying these provisions.

Sir, you come from a province where the people are fighting for democracy. I would request my friends, through you, not to go against the fundamental principles of democracy. I would warn them that a time is coming very soon when they themselves might be dismissed. For that situation, if not for anything else, I would request them to accept the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad.

Mr. Deputy Speaker: Which is the amendment?

Mr. Zahiruddin: The amendment moved is:

"That parts (a) and (c) of sub-clause (1) of clause 4 of the

Bill be omitted, and the remaining parts be renumbered accordingly".

Sir, I would not have risen at this moment for speaking on this amendment in which we all believe.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Sir, my friend Mr. Zahiruddin has spoken at some length on clause 4 which is before the House. Here we are giving absolute powers to the Governor-General and to the Governor who will be the main executive head of the new province. Sir, I ask how can you think of violating the fundamental principles of democracy. We may have a clause saying that the representatives of the people of West Pakistan will govern the province but what is the meaning of all that we are doing in this Bill. We claim ourselves to be a democratic country and this is what we have been proclaiming to the world and all the time we are giving more and more powers to one man. He can do all that he likes. I think my friends on the other side of the House must accept our suggestion and omit these two clauses (a) and (c). You may replace them after consulting us- we are quite prepared for that. I would again urge upon my honourable friends to drop these two parts, otherwise the country will turn into an absolute dictatorship and an autocratic country. We are the representatives of the people and we have to give a constitution to the country in respect of which we have made promises to the nation. I request them : Please omit these parts (a) and (c) whereby you are giving absolute powers. Remember absolute power corrupts absolutely. This is a saying in the English language. Please do not give absolute power to one man who is not our representative- may be he is the Head of the State. But I say: Absolute power corrupts absolutely.

Thursday, the 22nd September, 1955, Karachi

Why give bluff to the people of East Bengal?

The Consituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Mr. Speaker, the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the chair to discuss about Karachi, the Federal Capital and salary of the provincial Governors.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): I do not want to go into details. In one amendment you say that the Central Capital will be administered by the Central Government while in the other amendment you are giving power in the hands of the Governor. It is just giving with left hand and taking away by the right I know my friends- very few of them are present here- the members of the United Front have declared that Karachi is the Federal Capital and Karachi must continue to be the Federal Capital. Why give bluff to the people of East Bengal? They have to go back to East Bengal and face the people of whom they have made this declaration. I can tell my friends that in the long run truth will shine and they will be out. For a few days you can bluff the people of East Bengal but not for long. Mr. Narul Huq Chowdhury went to Gadap and inspected the site for making capital there. Now, I ask you: "How long can you bluff the people of East Bengal that this is West Pakistan Unit." Let us be fair to the people of Pakistan. Tell the people frankly that it is to be centrally administered and then give all the powers to the Governor-General. Why give all the powers to

the Governor who is an autocrat. We are here to decide the issue, what should be the Federal Capital, whether Gadap or Karachi. The people have sent us here. We are the representatives of the people here who have to decide whether it will be Karachi, Hyderabad, Peshawar or Lahore. Why this camouflage. I would apeal to them through you that when today this amendment is passed, it will be known to the world that political deception has been practised upon the people of Pakistan. I know that some of the United Front Members when they go back to East Bengal, will not come out of their houses. With what face can they ask the people of East Bens gal "Please give me vote"? It is a Coalition Government of the Muslim League and the United Front and for all this the United Front are also responsible. I tell friends frankly- to every member of the United Front Party- that you have told the people of East Bengal that Karachi will not be in One-Unit. Let us see how they can go back to East Bengal and what will they say to the people there. I request them : allow the people to fight constitutionally, otherwise the people will fight unconstitutionally. Do justice to the people, care for the sentiments of the people, respect the sentiments of the people, and allow them to decide. This is their demand. We know how much we have paid and how much we have spent here and spent there. We are not fools. We know it, Sir. I tell you and appeal to : them be courageous. Do not try to bluff. Sir, I appeal to the old man of East Bengal. We respect him.

Mr. Speaker: Order, order, I have already stated that you cannot address in this manner any Honourable Member of this House.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I have said "the old man". I have not said anything else.

Mr. Speaker: That is an uncourteous term; it is unbecoming of the Honourable Member.

Sheikh Mujibur Rahman : He is old man and I respet him. I will call him the "old man of Pakistan."

Mr. Speakper: I am surprised that the Honourable Member is using the same word again.

Sheikh Mujibur Rahman: Very well, an Honourable Member of this House, or rather the Honourable Interior Minister of the Government of Pakistan. I want to request him.

Sir, you have told the people of East Bengal that Karachi will be the Federal Capital. Now, Sir, they are taking away Karachi and I appeal to him please be careful, please keep Karachi for the Federation of Pakistan and if you do not do it, he will reap the consequences. Thank you.

Honourable Deputy Speaker: The Honourable Member, Malik Mohammad Firoz Khan Noon, had finished his speech before we adjoumed. Now, Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Sir, I want to support the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad about the salaries of governors of West Pakistan and other provinces. Sir, the amendment has suggested that the Governor should get only Rs. 3,000 per month. You know, Sir, the Governors are getting and will get Rs. 6,000 per month with free furnished bungalow and also other things free. Sir, we declare to the world that we are an Islamic country and we will follow Islamic principles. Now, is it following the Islamic principles when you give Rs. 6,000 to the Governor while the poor people of our country are dying of starvation and hunger? Sir, the people of my country have not got any

shelter. They cannot get food, they cannot get clothes and sometimes respectable women have to sell their honour for food and cloth. Now, Sir, whose money is it that we are going to spend? It is the money of the poor cultivators of this country- the jute and cotton cultivators and it is the money of the common man who pays taxes and out of those taxes we are going to pay Rs. 6,000 per month to the Governor. Sir, we pretend that we are an Islamic country, but a peon here gets Rs. 50 per month, an orderly gets Rs. 70 per month, a clerk gets Rs. 100 or Rs. 150 and in this Islamic country these leaders of Islam will get Rs. 6,000 per month. Now is it Islam, about which we are boasting too much and about which we are declaring from the house-top?

Sir, that great Chinese Leader, Mao Tse Tung, the Chariman of 60 crore of people of his country, only gets Rs 500 per month-of course with free furnished house and other things which our Governors and Governor-General are also getting here. But here in this country of 7 crores and 50 lakhs, were 95 per cent of the people are suffering from different diseases and cannot get any medicine and shelter, we are going to pay to the Governors Rs. 6,000 per month. Sir, when I move at night in this city of Karachi, I see citizens of Pakistan lying on the footpaths under the open sky and side by side there are palatial buildings with beautiful cars. This is the position in an Islamic country. Here our Ambassador at Washington and in that rich country of America, President Eisenhower get less than that. Sir, you cannot understand the position. I will ask my friends not to insult Islam any more. You have no right to talk of Islam when you are going to pay Rs. 6,000 to your Governors.

Sir, I tell you an instance to illustrate the economic condition

of the country. A few days ago in Punjab there were 57 vacancies for labourers and for those 57 vacancies 5,000 people came. Now we cannot provide employment to all of them, we cannot give them food and clothes and we are giving fat salaries to our great leaders, many of them are rich people and they can sacrifice that money for the sake of the country. They can work without taking anything, not even a single penny, from the Government and they can continue the administration. They have got lot of money in their banks, but still they will take the money which the poor people have given. Whose Pakistan is that? It belongs to the poor.

My friends talk about refugees. We have got about 3 lakhs of refugees who came from Assam, Bihar and West Bengal and they have no land, no shelter. Even in Karachi, Sir, you might have seen because you definitely must be moving about and you go to Nazimabad, Lalukhet and to the areas lying beside the mazar of the Quaid-i-Azam and you will find shelterless people. Even the soul of Quaid-i-Azam must not be getting absolute peace when he would be seeing that these people of Pakistan, who have migrated from India, sacrificed their everything- hearths and homes, their children and families having been massacred are not getting shelter and houses. When the rains come, their position is the worst and they have to run for shelter and Government sends that fire brigade to rescue them. Sir, during the recent rains, we got telephones from these poor people from Drigh Road and I rang up the Refuge Minister, Sardar Amir Azm Khan, to save them and he sent the fire brigade to remove them to safety. Then, Sir, so far as education is concerned, in our country, we cannot even get education. In Ceylon everybody gets free education up to M.A., from top to bottom, but here

even facilities for primary education are not there. Sir, you know what these Governors, Ministers and Ambassadors are getting. Here I can give you an example and I can tell you in front of the Interior Minister, who was the Chief Minister of Bengal, and for a few days I also worked with him. Fortunately, I was for a few days Minister with him and we used to take Rs. 1,000 per month. I do not see why our Central Ministers should not take Rs. 1,000 per month and why Rs. 3,000 per month. Let them make a sacrifice for the sake of the people, for the sake of the country. The people of our country are without food, without shelter, and when they die for want of food, Government will make a report that the man had died due to cholera or malaria.

Sir, you have money, you have food but these poor people are suffering because they are without food, they are without shelter.

On the Pakistan Day we distributed rice among the poor people and it was immediately published in the press that rice was distributed by Government officials to the poor people of Pakistan. Sir, is that not an insult to the citizens of Pakistan? We appeal to them for the sake of Pakistan, please make sacrifice, you have the majority vote accept the amendment of Mr. Abul Mazur and show that you have made some sacrifice and you will make sacrifice for the poor people of Pakistan, for your country and you will not sanction more than Rs. 3,000 per month but he will get free furnished quarters, free furnished quarters for his family, for his servant. Please, for God's sake accept this most reasonable amendment and show that you have feelings for the poor people of Pakistan who have no shelter, who have no food and are dying.

Wednesday, the 28th September, 1955, Karachi

You can bluff some people sometime but you cannot bluff everybody for all time

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Mr. Speaker, the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about unlimited powers given to the Governor-General.

Mr. Speaker: Motion moved.

"That in the Schedule to the Bill after item No. 38, the following new items be added, namely:

38A. Government of India (Third Amendment) Act, 1954 ... 17th July, 1954.

38B. Government of India (Fourth Amendment) Act, 1954 ... 17th July, 1954.

38C. Government of India (Fifth Amendment) Act, 1954 ... 21st September 1954.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Sir, supporting the amendment of Mr. Ataur Rahman Khan, I will request my honourable friends on the other side with due respect and three are there leaders on that side, that these amendments are based on true principle of democracy. This is a sovereign body and we who are in the Opposition and

who are not Ministers- they are Ministers and it is for their safeguards that Mr. Ataur Rahman has come out with his amendment. Well, my friends on the other side may say that it is right that we are on the Government Benches today, but tomorrow there may be someone else. But I say that they are in power today, and it is for their safeguard that we are moving this amendment. Sir, you must have seen during the short history of eight years of Pakistan, how governors have dismissed Ministers without assigning any cause whatsoever. We have also seen at the Centre how sometimes the Governor-General has dismissed some Ministries. Sir, you know that it is a democratic country. The Prime Minister has declared that he will fight for democracy and for upholding the democratic principles and definitely every member of the house will also join him in that fight for democracy. In view of that, Sir, I request them to accept the amendments. Sir, you can easily understand who is going to be the Governor-General-as appointed man. Now who is the Prime Minister? Prime Minister is the man who is the representative of the people and in whom people have confidence and in whom even the members of this House have confidence because they have elected him by a majority and so we want to give these powers to him and not to a man who is not a representative of the people but has been appointed by Her Majesty the Queen of England. Now, Sir, how is it possible for the people of Pakistan to expect justice from a man who is not their representative. So, for the principles of democracy, I support this amendment. Sir, we want the Governor-General to be a figure-head and he must act on the advice of Ministers and Cabinet. You know how these powers were created, and were given to Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah. Now you can understand, Sir, that the man of the cali-

bre of Quaid-i-Azam who achieved this State of Pakistan for us and who had every love for the progress and prosperity of Pakistan and who sacrificed all for its achievement, if he had all these people believed that they will receive justice from him and nobody would have objected to that. Now, Sir, those people who captured power by manipulation, by intrigue, by forming cliques or by dishonest means and became Governor-General, they will not have any respect for democratic principles. Now they made no sacrifice for Pakistan and there may be a particular man who may have suppressed the Independence Movement of Indo-Pakistan and if incidentally he becomes the Governor-General, we can never expect justice from him. So we do not want to give those powers to a particular man who is not responsible to the people. We cannot expect honey from the teeth of snake. From there we can only expect poison. So it is for these reasons that we want to give power to our friends who have every chance of being dismissed very soon-today or tomorrow. It is only for their safeguard that we want to give them power. It is not out of any mercy for them or that we have some affection for them, but it is on a question of principle- principle of democracy that we are giving them these powers. Now in the One Unit bill we have given all these powers to one man-the Governor-and today we are going to give these powers to the Governor-General. If this process continues, I do not know where their country will go, and what will happen to Pakistan. If we do this the responsibility for that would fall on the representatives of the people. If we give this power to the Prime Minister, who is a member of this House we can discuss it with him, but what will happen if they are given to the Governor-General. One fine morning the Governor- General, may send a notice to the members of the

Constituent Assembly that since you are after curtailing my powers, you are not working properly and you are dismissed. If we give these powers to him, he will say that you were going to curtail my powers, I have no respect for you people and so you are dismissed here and now. What will be the consequences of that and what will be the fate of Pakistan? What will be the fate of democracy in this country? I want to know this much from the Prime Minister for Pakistan that if you give this power to the Governor-General, can he not destroy democracy in Pakistan? We are telling him from the Opposition: take power in your own hands, give power to the Cabinet, to the representatives of the people, not to a particular man who has no responsibility to the people of Pakistan. I appeal to the Honourable Law Minister for whom people say that he knows what is democracy, but of course I do not know because I have not worked with him, but I can appeal to him through you that he may request his friends who have become Ministers and are thinking of becoming Prime Minister, to convince them that we are giving powers to them and they can utilize it. If they do not accept, what can we do.

Mr. Abdul Aleem: You will have a chance.

Sheikh Mujibur Rahman: Definitely that time is coming very soon. They have accidentally come into power. But we will come to power not by accident. We have suffered and we have every chance. You have come to power by mere fluke, by manipulations and intrigues. We have undergone sufferings, we have suffered bullets and definitely we will come to power, then the people's representatives will come into power. You can bluff some people sometime but you cannot bluff everybody for all time.

I may tell you, Sir, you are a member of the United Front Party, these people promised the people of East Pakistan on this particular point that there will be abolition of section 92A and not giving power to the Governor- General. This was a promise made all over East Bengal when the general elections were held there. Section 92A was imposed on East Bengal by the Pakistan government only after two months. The clique at the Centre imposed section 92A regime on East Bengal not for the benefit of the people, but in order to keep power in their hands. You have not suffered, we have suffered and suffered considerably. We are ready to give power to him, not to the Governor-General. I do not wish to say anything about my friend, Mr. Aleem, personally. He is a very great friend of mine. If he minds it, I will not say it.

People have elected their representatives and one fine morning we see in the paper, the Governor-General is satisfied and section 92A is imposed and arrests made. I appeal to them in the name of democracy, in the name of Pakistan: "Do not give power to a particular man who is not your representative. I warn you my friends, time is coming very soon and you will reap the consequences. Therefore, I appeal to you to accept it for your sake, for the sake of the country, for the sake of your prestige. With these few words I support the amendment.

Mr. Speaker: The House will rise now for Maghrib Prayers.

Saturday, the 1st October, 1955, Karachi

The people of East Pakistan will come to realise that they have been deceived

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Mr. Speaker, the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss Miscellaneous issues.

The Honourable Deputy Speaker: You may move your amendment after the members have spoken.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Honourable Deputy Speaker, Sir, I have to speak in Bengali and I am very sorry that you do not understand it but still I have to speak.

(Interruptions)

Sheikh Mujibur Rahman: The Honourable Deputy Speaker does not understand Bengali for which I am sorry.

Honourable Speaker, Sir, I thank you for your kindly giving me an opportunity to express myself in Bengali today.

The intention of amendment moved today by Sardar Amir Azam Khan is not good. Had his intention been good we would never have objected to it. We object to it because the intention of the amendment is not good. This amendment has been moved only to save some of his friends of Karachi and to safeguard their interests. We know it very well that

97 members of Karachi will elect only 13 persons. In my speech I am rather compelled to say to those of my friends of the United Front who have made an extensive tour of East Bengal and declared in different mass meetings that Karachi still remains the Federal Capital and has not been included in the new Province of West Pakistan. The people of East Pakistan will come to realise that they have been deceived. The mere fact that we are electing our representatives to West Pakistan Assembly from Karachi proves that Karachi has been included in the new Province of West Pakistan and so it is no more the Federal Capital. How will the Honourable Mr. Fazlul Haq and his friends show their faces to the people of East Bengal? I do not know how they say that Karachi has not been taken away and still remains the Capital of Pakistan. It cannot be denied that deceiving in such a way will not bring any gain to them. I request my friends of the United Front to explain the reasons for deceiving the people of East Bengal in this way. They should admit that Karachi is no more our Federal Capital. You may do what you like, you may make the Capital at Gadap, or take it in the Arabian Sea or in the Bay of Bengal instead of Karachi, but I know that the people of East Bengal are aware of this fact. The mere fact that Karachi is electing its own representatives to the West Pakistan Assembly is a helping factor to make the people understand that Karachi no more has the status of the Capital of the Federation. The four by-elections will prove that the public cannot be deceived so easily. My honourable friends who have deceived the public have by remaining in the United Front unconditionally surrendered to the Muslim League. I am afraid that Sardar Amir Azam Khan has moved the amendment to save his friend Mr. Haroon. You are free to adopt many means to achieve your selfish

ends, and bring up any measure in this House in the name of the country and the people. You are well aware of your majority in the House and confident of carrying and motion you like by brute majority. My friends belonging to the United Front have made an unconditional surrender to the Muslim League in return of a few portfolios in the Cabinet and have agreed to ride roughshod over the legitimate rights of the people of East Bengal. It is very painful to me to have learnt that the Assembly is to be shortly adjourned again for 21 days. The leader of our party, M. Suhrawardy, had a few days ago proposed the adjournment of the House for ten to fifteen days so as to enable the Leaders to return to East Bengal for having a look at the ravages of flood in that part of the country and devising ways and means for relieving the distress of the flood-stricken population there. But the Prime Minister turned down the proposal with the charge that the Opposition only wanted today the passage of the Constitution Bill on that pretext. But may I ask why have you called us to assemble here today only for a couple of days, spending lakhs of rupees for the short meeting. The amendments to the One-Unit Bill were adopted by conveniently reducing the quorum from 27 to 20 and then the House is going to be adjourned for 21 days. I think the people will not tolerate this sort of hoax my longer. They will soon get at the truth that after the adoption of the One-Unit Bill the question of constitution-making will be shelved for good. Now that the One-Unit Bill has been passed, you are trying to bring in your yesmen, the Gurmani group and the Daultana group to sit as the members in the Assembly. The Constitution has not been presented to the House. It is expected to be introduced after 21 days. No agreement seems to have yet been reached between the United Front and the Muslim League and God

knows when they will come to a compromise. I hope wiser counsels would prevail and the Party in power would see it way to accepting the amendment moved by Mr. Suhrawardy.

The Honourable Pir Ali Mohammad Rashdi (West Pakistan: Muslim) : Sir, will you permit me if I speak in Sindhi because this is something in which Sindhis are very vitally interested.

Mr. Ataur Rahman Khan (East Bengali: Muslim): Yes, Yes.

Sehikh Mujibur Rahman: Yes, If you please.

Wednesday, the 9th November, 1955, Karachi

If the Orders are issued in English and Urdu, they must definitiely issue in Bengali

The Constituent Assembly met in the Assembly Chamber, with Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss about the circulation of the order of the day in Bengali along with English and Urdu.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): Sir, on a point of privilege, Sir, in the Rules of Procedure of the Constituent Assembly of Pakistan under Rule 29, the official languages of the Assembly have clearly been mentioned as three: English, Bengali and Urdu. But as you know, Sir, the Orders of the Day are circulated in English and Urdu and not in Bengali. I do not know whether you know it or not and whether it has been done intentionally or not. But, Sir, I would like to know why this thing has been happening from the office of the Constituent Assembly, why it has been done and why Bengali has been excluded. This was my point of privilege to which I wanted to draw your attention.

The Honourable Sardar Amir Azam Khan (West Pakistan: Muslim): Sir, may I say a few words in this connection.

Honourable Deputy Speaker: No. Will the Honourable Member please read the rule to the House?

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, Rule 29 reads:

"(1) the members shall address the Assembly in Urdu, Bengali or English provided that the Chairman may permit any member, who cannot adequately express himself in any of these languages, to address the Assembly in his mother tongue.

If a member desires that an English translation of a summary of his speech delivered in a language other than Urdu or Bengali should be read to the Assembly, he shall supply a copy to the Chairman who may in his discretion, allow it to be read to the Assembly. Such translation, if read to the Assembly, shall be included in the record of the proceedings of the Assembly.

(2) The official records of the proceedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English."

This is the point on which I have raised a point of privilege.

Honourable Deputy Speaker: Are proceedings not being kept in Urdu, Bengali and English?

Sheikh Mujibur Rahman: The proceedings have definitely been kept in Bengali. But the question is that since three languages have been recognized as official languages, all the three should get equal status. If the Orders of the Day is issued in English and Urdu, they must definitiely issue in Bengali also because Orders of the Day is part of the proceedings.

Honourable Deputy Speaker: What did you say?

Sheikh Mujibur Rahman I say, Orders of the Day is also part of the official records.

Honourable Deputy Speaker: Now you have made the issue still more confusing by undertaking to give a reply on behalf

of the member who actually raised this point of privilege. Will the Honourable Member who raised this point of privilege try to clear up the matter?

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I want to know whether the Orders of the Day is an official record or not. It has been issued by the office of the Constituent Assembly. It has been clearly laid down in rule 29 (2) of the Rules of records that the proceedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English. This is for consideration whether this is a part and parcel of the official records or not. Sir, according to our interpretation this is an official record, because it is issued to the Members of the Constituent Assembly from the office of the Constituent Assembly. When the Orders of the Day has been issued in two languages, i.e. in English and Urdu, then why not in Bengali? So far, Orders of the Day were issued in English only, but when it has been issued now in English and Urdu, what is the intention of excluding Bengali? We want to know who has done it. Is it under your orders, or some official has done it? I do not say that it has been done intentionally, you are Deputy Speaker and your interpretation is final, but I would like to say that our interpretation is that it forms official records and when the Orders of Day were issued in English and Urdu it should also have been issued in Bengali.

Tuesday, the 17th January, 1956, Karachi

Why not make constitution for every other community?

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with the Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss equality of all citizen in Islamic state.

Honourable Deputy Speaker: It is most unfortunate and regrettable that Mr. Farid Ahmad should have made in his speech such references to an Honourable Member. I would like to encourage Honourable Members to respect one another (Hear, hear) and this objective will not be attained if Members in their speeches use such nasty personal reference against one another.

Moulana Abdur Rashid Tarkabagish: Thank you.

Honourable Deputy Speaker: Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Mr. Deputy Speaker, Sir, my honourable friend, Mr. Farid Ahmad, has delivered a speech supporting the considertion of the Bill and opposing the motion or Mr. Abul Mansur Ahmad.

Sir, I want to say something about the Draft Constitution that has been laid before the House for consideration by the Honourable Mr. I. I. Chundrigar. Sir, this Draft Constitution is the embodiment of down-right treachery and sheer bluff.

It begins with the name of "Constitution for Islamic Republic of Pakistan." Sir, we want to make an Islamic Republic of Pakistan. The name is already here. May I ask a question from my Nizam-i-Islam friends, particularly and from the members of the United Front, whether a non-Muslim can preside over the Constituent Assembly to frame an Islamic Constitution or not? Sir, I have respect for you. It is, I think and I feel, that my country has given a non-Muslim the responsibility for a little while over this sovereign body and to frame a constitution for a over seven crores of the people of Pakistan, but we have started in the name of Allah, but, Sir, when we are going to make an Islamic Constitution I ask whether a non-Muslim who does not believe in La ilaha illal- Lah Muhammadur Rasulallah, who does not believe in the last Prophet of Allah, can preside over such a constitution-making body as ours? I know that I will get an answer from the Holy Quran or from the Sunnah or from the history of Islam or from the history of the Muslim Rule.

(Interruption by an Honourable Member.)

Sheikh Mujibur Rahman: If they say, then I have nothing to say, but I think it is an insult to speak in this fashion. We are all Pakistanis. Call everybody, every citizen, a Pakistani, irrespective of whether he is a Muslim, Hindu, Sikh, Christian or a Buddhist. Pakistan is for Pakistanis. Pakistan has not been formed for the Muslims alone. My friend says: "We want to make a constitution for all the Muslims of the world." All right, then, why are you not making a constitution for the 50 crores of Muslims of the entire world? You have the monopoly because we the Pakistanis are Muslims, but there are Muslims in India, Muslims in Indonesia, we have Muslims in Iraq, in Egypt and in Turkey and at other places. Muslims

are not only in Pakistan. Then why should their constitution be confined to the Muslims of Pakistan alone, it should be for the Muslims of the world, as if you have a monopoly from Allah that you would make a constitution for the whole Muslim world? Why not make constitution for every other community in Pakistan, so that there should be two Houses one for the Muslims and another for the minorities, or say five or six Houses, for also Hindus, Christians, Buddhists, etc., each having one House for themselves. But you are making an Islamic Constitution. My friends says: 'Oh, Islam;' but Islam means justice; Islam means equity; Islam means fairplay; Islam means equal distribution of wealth among the people according to the needs of individual. My friend of the United Front says that they cannot. They want to bluff the people of Pakistan in the name of Islam. This is only a label and not the idea. They have exploited the masses of Pakistan for the last seven or eight years in the name of Islam, in the name of Rassulullah.

If they are sincere and honest to Islam, let them give an Islamic Constitution based on equity and justice where equal distribution of wealth is assured.

Mr. Fazlur Rahman (East Bengal: Muslim): On a point of privilege. The sponsor of the Bill should have been here to listen to the speeches on the motion before the House. His absence is a great disrespect of the house.

Honourable Deputy Speaker: How does that constitute a point of Privilege?

Mr. Fazlur Rahman: The dignity of the House is involved. The sponsor of the Bill should have been here to listen to the speeches so that he may have to been in a position to anh

swer the points that are being raised. He should have shown that amount of respect to this Honourable House.

Honourable Deputy Speaker: What is the breach of privilege involved? Mr. Fazlur Rahman : "Privilege" is the dignity of the house. Honourable Deputy Speaker: Mr. Mujibur Rahman.

Sheikh Mujibur Rahman: I was speaking of the supposed Islamic Constitution. It is a level here and not the ideal that we cherish. You have seen the fundamental rights embodied in this draft Bill. I would like to draw your attention to the fact that every Constitution of the world lays down provisions which forbid the government of the day to interfere with fundamental rights. However, in the fundamental rights enumerated in our draft Constitution, we have a serious handicap. They are subordinate to the whims of the government of the day. Today the Muslim League and the United Front Party are in power but tomorrow some other party may assume the control of the executive power of the country and they may or they may not show respect to these fundamental rights because ample powers have been given to the government to violate these provisions of fundamental rights. Such a Government may curtail the rights of the people and restrict their liberty. All Constitutions of democratic countries contain an inviolable provision whereby the government of the day cannot encroach on the fundamental rights of the inhabitants of that country. The fundamental rights are beyond the reach of the Government of the day. Let us examine all that we have provided in respect of fundamental rights: there will be freedom of assembly, association and all that, but these are made subject to such restrictions as may be imposed by the Government for "Public order". There is that well known plea: "In the interest

of Pakistan"? which can be utilized by the Government of the day-what is the 'interest of Pakistan'? and what is "public order"? We know what crimes they have committed on the plea of "interest of Pakistan" and "public order": they have oppressed people; they have detained persons and they have utilized people for corruption, nepotism and bribery on the excuse of "public order". They have used these pleas to suppress their political opponents. By way of illustration I draw your attention to clause 9 of the draft Bill: "Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any restrictions imposed by law in the interest of public order". If every citizen, I ask, has a right to assemble without arms, how can there be any apprehension of violation of public order? All the generous provisions of fundamental rights have the appendage of "public order: and in the interest of Pakistan". These provisions show the tendency of the farmers of the draft Constitution. Wherever they are giving a right to the people by one clause you will find a corresponding provision by which they take back all they give. That is very interesting. Mr. Deputy Speaker, you must have read many Constitutions but I am sure you would not have come across such a thing.

We would like to remind the Honourable Member of the House, through you of the provisions of Quran and Sunnah in relation to justice: nobody without trial. If I committed a sin, I will be sent to hell-after proper. If I have done good, I shall be sent to heaven-after trail. Let us see what this "Islamic Constitutions" provide: anybody can be detained without trial "in the interest of public order and Pakistan". Sir, there are courts; there are laws in force and if anybody is to be punished he must be punished after proper trial. We have

already noticed that during the last seven years members of this August House have been detained without trial. An Honourable Member of this house goes to East Bental and he is detained under Public Safety Act-"in the interest of Pakistan". You should not ignore the basic fact that an Honourable Member of this house represents ten lakhs of people. Mr. Farid Ahmed cannot refute this. I have got documents in my possession to support my point. Then take the case of Mr. Abdus Samad, M.L.A., Kh. Azizur Rahman. M.L.A., Abdul Mannan and others.

Honourable Deputy Speaker: We are taking up the case. You need not refer to it at this stage.

Sheikh Mujibur Rahman : I am only illustrating the use of "in the interest of Pakistan." How they curtailed the liberties of the people?

Honourable Deputy Speaker: Please talk in general terms.

Sheikh Mujibur Rahman: In this way, Sir, the Baluchistan leader, Mr. Abdus Samad, has been arrested under the Frontier Crimes Act. He is "anti- Pakistani" because he has gone against the One-Unit scheme.

I had no intention of referring to the 21-point Programme but for the reference made to it by Mr. Farid Ahmad. He said that was an election manifesto and you cannot talk of Constitution at the time of provincial elections. I say, you have to do it. You can give a thesis to the people so that they understand things; you can give them some points. I challenge him now. Unfortunately he has been defeated in the District Board as well. He said that people have not voted for 21- Point Programme. You should know that 3,000 people of

East Bengal have suffered because they were anxious to give this provision in the manifesto that nobody will be detained without trial; there will be no Safety Act. I say that if anybody is against Pakistan, produce him before a court. If you adopt this approach I can assure that everybody will support you. What you intend to do- put the political rival in the jail!

I challenge my honourable friends to quote a single injunction in Islam whereby a man may be permitted to hold ten or fifteen lakh acres of land and simultaneously another Mussalman may die of starvation on the streets of Karachi and Dacca. Can they show an injunction in Islam? Can they produce anything to support them in their feudalism of jagirdaris and zamindaries; "Nobody can take the property of a zamindar without providing compensation"? Who will give the compensation-the people who have tilled and toiled; to whom will the compensation be paid-to the people who have enjoyed in the name of Islam. How long will they bluff the people of Pakistan in the name of Islam? You are insulting Islam before the whole world. You are discrediting Islam. Can they prove that Islam means some people working in mills for Rs. 60 per month and other people going round the world squandering people's money? Islam means equal distribution of wealth. Do they contemplate distributing the wealth of the country to the poor cultivators? What do we find in the Punjab, Frontier and in Sind? You tour for a whole day and you see the property of one man. Whose property-Talpur's property; whose property-Daultana's property; Mian Iftikharuddin's property. It is not the property of the man who works on the field; it is not the property of the poor "Mussalman". It is not the property of the poor Mussalman who believes in La llaha-illallah-Muhammadur Rasul

Ulla. They are the same Mussalmans. The rich "Mussalmans" are going to London and Paris and wasting the money of the people who work whole day.

Mr. Abdul Aleem (East Bengal : Muslim): That is why we want a Constitution.

Sheikh Mujibur Rahman: Will it be Islamic, Mr. Aleem, please let me know. Mr. Abdul Aleem: We want a Constitution therefore.

Mr. Zahiruddin (East Bengal : Muslim): That is why you want to protect them (the feudal lords).

Sheikh Mujibur Rahman : I am sorry my friends has interrupted. You are giving protection to jagirdars, zamindars and big people. You are making Constitution for the people of Pakistan. But the people of Pakistan will not accept it. Distribute the properties. It is clearly said by Islam that there should be equal distribution of wealth. The whole property should be equally distributed. We do not want that their properties should be confiscated; give them so much as they can live peacefully in their homes with their families. Take their other properties and give it to the masses. Give them 10 bighas or 10 or 5 acres. Work on the principles of Islam. Establish Islamic principles and philosophy and then speak about Islam. This is absolutely a mockery of Islam and democracy. Here the chaprasi is getting Rs. 45 per month while the head of the State gets 1,000 rupees per month. Is this Islamic State? What our Khalifas took in the Islamic State, what was the expenditure of our Khalifas; what Hazrat Muhammad (Sallallaho-alaihe-wasallam) took from the Public Exchequer? He did not spend a single penny from the state funds.

Mr. Abdul Aleem: We will to it gradually.

Sheikh Mujibur Rahman: My friends call me a Communist. I cannot understand how they call me a Communist. I am a Mussalman.

Honourable Deputy Speaker: Why do you take notice of what they are saying? Please carry on.

Sheikh Mujibur Rahman: About East Bengal I know the position. He has come by the backdoor and next time he will get proof of that Insha-Allah. Here there is Zamindari system, you know. Then you know who suffered for Pakistan -the poor refugees but where they are living and what is their position. Big properties and lands have been left by Hindu and Sikh landlords and zamindars. But these properties have been taken away by the landlords coming from India, who were a privileged class. That land has not been equitably distributed among poor masses who are living in Lalookhet and near the Mazar of Quaid-i-Azam. I do not know weather the Quid-i-Azam's soul is in peace or not, for them. They have no shelter, they have no land, why do not you distribute that land according to Islamic tenets? Do not do mockery to Islam, give them to the people. But you would not give these lands to people, because you want to satisfy the privileged classes as you have to depend on privileged classes to govern this country. Although the condition of masses and refugees is so poor, these landlords have been given safeguards, in the Constitution. We cannot change the Constitution every now and then and how can you give lands to poor refugees and masses or to poor cultivators who are also Muslims, better Muslims than these big people. They believe in Allah and say their prayers. How many rich people say their prayers I do

not know but I have seen poor masses saying their prayers all right, whether they have got their jainamaz or not. You are making a Islamic Constitution and you talk of Islamic ways but what you are giving in one way you are taking away in another way, and the poor masses have to suffer most.

Now, they talk of Islam and Islamic way but what they will do in case of Judiciary-they will endeavour to separate, how silly it looks, it may take 25 years, it is all vague, there should be categorical provision in the constitution. Then what they have done is that a Judge of a High Court can be transferred from one province to the other. Now Executive wants to control the Judiciary, is this Islamic Constitution? I want to know what was the position of the Qazi? Even the Khalifa had to go in front of the Qazi for the charges. That is Islamic Constitution, but here we want to separate Judiciary from the Executive. God knows in how many years; it may take 25 years! It may be after our death. They say "The State shall endeavour to separate Judiciary from the Executive as soon as possible". Is this according to the wishes of the people of Pakistan? In every Constitution you will find that Judiciary has been separated from the Executive. Here the ruling junta and the privileged classes want to keep power intact in their own hands. Can you expect justice in such conditions where the Executive wants to control the Judiciary? Now they will say we will transfer you from Lahore to Dacca and from Dacca to Lahore. This is a new thing that have done that the High Court Judges can be transferred from this province to that.

Honourable Deputy Speaker: What part of the Constitution have you jumped to?

Sheikh Mujibur Rahman : I am speaking about Judiciary. If you want to know the provision I can give you.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury (East Bengal: Muslim) : Transfer of Judiciary is the function of the Executive.

Sheikh Mujibur Rahman : Not without the permission of the President, I know.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury: It is clause 30, you want to delete it.

Honourable Deputy Speaker: Please carry on.

Sheikh Mujibur Rahman: Now, Sir, about Islamic language. What is the language of Islam, Sir, Arabic, Urdu, Persian or Bengali. What is the language of the Mussalmans, who will judge it? My friend says Urdu. I would say Bengali. Persians will say Persian. Turks will say Turkish. Indonesians will say Indonesian. Other people will say their own language. Sir, why this vague thing. What is this draft? Two official languages? and the Provincial Government and Central Government will try to make a national language. Here is provision for official language and here is provision for national language. One of my honourable friend, a member of this House, who is the Foreign Minister, told in Dacca that this means State language. Then why there is still need for national language? He wants to bluff the people of East Bengal and the people of West Pakistan.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury: Official language means State language.

Sheikh Mujibur Rahman: Official language does not mean

State language. Official language means official language. If that is not so, why there is this provision about national language in Article 31, which reads: "It shall be the duty of the Federal and Provincial Governments to take all possible measures for the development and growth of a national language". What is national language and what is official language, is it not a bluff, Sir? You have recognized two languages but Article 31 talks of development of a national language. Sir, you know the whole history. West Pakistan is not against Bengali becoming State language. I have visited Lahore, I have gone to people in Karachi, in Peshawar and Rawalpindi and I find that people as a whole are not against Bengali becoming State language, because the people of East Bengal do not claim that there will be only one State language and that will be Bengali. They do not, because they know in Punjab they speak Punjabi language but Urdu is the medium of instruction and so is the case in Frontier, where their language is Poshtu but the medium of instruction is Urdu and so in Sind, the language is Sindhi but medium of instructions is Urdu. Urdu-speaking people in Pakistan are less than Punjabi-speaking people but most of the people in West Pakistan receive instructions in Urdu. We have told that people of East Bengal are not sectarian. Do not say that. Never have they declared that they want only one State language, that is Bengali, although they are 59 percent in the country and their medium of instruction is Bengali. They have asked for two State languages for Pakistan. They have sacrificed blood for this. Everybody whether Minister or Prime Minister who has been elected from East Bengal, has promised that he will make Bengali as one of the State languages. Now, they want to go back on this for six ministerships. How long will you continue as Ministers? The history

of Pakistan and the world is there. So many Ministers have come and gone. Mohammad Ali Bogra has gone to Washington. Nazimuddin has gone and living at Clifton, so is Ghulam Mohammad living at Clifton. Power is nobody's monopoly. Power may come and power may go but the people will continue, the country will continue.

Sir, I want to draw your attention to the fact that general people in West Pakistan are not against Bengali being declared as one of the State languages of Pakistan. It is only the ruling Junta that wants to show to the world that the people here are not agreeable to Bengali to be declared as the State language with Urdu and this they are doing to meet their own selfish ends. The United Front people have betrayed the people of East Pakistan and they have betrayed their electorates. Sir, you must have noticed that even in the Passport, Urdu has been used along with English. I ask who has allowed that to be done and if that was allowed, why not there also appeared Bengali as well. I ask this question : why have you used Urdu when it has not been declared as the State language of Pakistan. Then, Sir, in the Defense Services also the training is imparted in Urdu and English. There also Bengali has been neglected.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Choudhury: As soon as the Constitution is passed, Bengali will be included.

Sheikh Mujibur Rahman: This is a very happy thing for me to note. But at present, the training in the Defence Forces is imparted in Urdu and English. Who is responsible for all this discriminatory treatment with Bengali? Or is it being done under the direction of the Government or the Constituent Assembly has declared Urdu to be the only State language

of Pakistan? I want that our young men and boys should receive their training in Urdu, Bengali and English, in all the three languages. As I told you, our West Pakistani brethren are not against Bengali, but the ruling junta, the ruling clique will not allow that to happen; that is the unfortunate part of the whole thing. After all what is the harm of Bengali if also included? If we do not know Urdu, we should learn Urdu and if they do not know Bengali, they should learn Bengali and in this way harmonious relations between the two wings of Pakistan can be brought about. Of course, they have included it in the Constitution, but there again they are not doing anything practical to show that really they are having Bengali as the State language of Pakistan. They should know that they cannot bluff the general masses any more and that they have to frame the Constitution in the interest of the country and for the general well-being of the masses and not only for the benefit of the ruling junta.

Now, Sir, they have declared Pakistan a democratic country. May I ask what is the meaning of "democracy"? A parliamentary form of government, in the name of Islam, no doubt. They are giving wide powers to the President-in fact they have given all powers to the President. Sir, we have experience of Mogul dynasty; we know about the Pathan dynasty. But, now let them create another dynasty known as the Chowdhury dynasty in Pakistan. The present Prime Minister is a Chowdhury and a dynasty should be created in his name, because a Constitution will be framed during his tenure of office. Though you will be having a parliamentary form of government, yet you have given the power of dissolution to the Head of the State, which is against and quite contrary to democratic principles.

Honourable Deputy Speaker: You have two minutes left to complete your speech.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, you should give me more time; I have not been speaking irrelevant and that is why you have not interrupted me once. I am not speaking like my other friends here- I mean like my friend, Mr. Farid Ahmad.

Mr. Abdul Aleem: Like Mr. Abul Mansur Ahmad.

Sheikh Mujibur Rahman: He was quite to the point throughout his speech and even my honourable friend, Mr. Hamidul Huq, could not challenge him.

So, Sir, I was speaking about the dynasty. We Muslims have been governed in the past by these dynasties and we are also fit to be governed by them lie that and it is, therefore, that I say let there be yet another dynasty known as the Chowdhury dynasty. And, this they are creating by giving full power, wide powers to the President to dissolve the Assembly. The President has got to be elected indirectly-elected by the Central Legislature along with the Provincial Legislatures, but he can dissolve the directly elected Parliament. That is the power that they have vested in him. He can dismiss Ministers, he can suspend the Constitution by declaring emergency.....

Honourable Deputy Speaker: All these points have been met by Mr. Abul Mansur Ahmad.

Sheikh Mujibur Rahman: These are now points: points about the new dynasty. My friend, Mr. Abul Mansur Ahmad has given his ideas in a philosophical way. I am not a philosopher, nor am I a good lawyer and therefore I am putting all these things in a direct way. I am a direct man myself.

Honourable Deputy Speaker: You mean the way of expression is different? (Laughter)

Sheikh Mujibur Rahman: My point is that by giving such wide powers to the President, they have virtually created a dynasty. If you permit me, I can read out the whole section to you. They have given power to one man-a person who is not directly elected. The Head of the State can dissolve an elected Parliament though he himself is elected indirectly. He will nominate Chief Minister and the Cabinet who will function according to his advice and during his pleasure. He will not act on the advice of the Cabinet, that is the whole point. So, I say that his is quite contrary to democratic principles. Under the democratic Constitution, the Head of the State is only a figurehead, but unfortunately in Pakistan it is not so. Sir, this word "dismissal" is got rid of the sooner the better it is. In Pakistan we hear of so many dismissals. Rather the history is complete with dismissals. You see one day Mr. Feroze Khan Noon dismissed; next day Mr. Fazlul Haq dismissed and yet another day Mr. Mohammad Ali dismissed and God along known when our present Prime Minister will be dismissed. What is this all? There is no stability at all. Are we living in Saudi Arabia or in Pakistan where people can be dismissed?

Mr. Abdul Aleem: I say, you were also dismissed.

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, I was also dismissed and put into jail. I was a Minister in the East Bengal Cabinet; I was dismissed and from Government House I was sent straight to the Central Jail. I am very happy for that.

Honourable Deputy Speaker: Most unfortunate!

Sheikh Mujibur Rahman : No, I was not unfortunate; rather I was happy. Honourable Deputy Speaker: Good, please carry on.

Sheikh Mujibur Rahman: So, Sir, that is about dismissals. This dismissal business must stop forthwith. This dismissal business is very dangerous in Pakistan.

Now, I come to the question of electorates. Sir, nowhere in any Constitution in the world, you will find that they have provided for electorates in it except perhaps in the case of South Africa where they have two races, the privileged class and the unprivileged class. They have in South Africa, Indians, Pakistanis and the Africans. But in Pakistan there is no such difference. But they have deliberately left this provision untouched in the Constitution. Why they have done so? They want to deceive the minority community living in Pakistan. Sir, I recently had been to East Bengal and there I had the chance of discussing the Constitution with the masses in general. There, the people want joint electorates, but they are helpless, they cannot raise there feeble voice against the Centre and if they dare to do that, the next day the Ministry of Mr. Abu Hussain Sarkar will fall. I fail to understand why they do not want to give joint electorate to the people when they are themselves asking for it. Nowhere in the world, there are separate electorates excepting in South Africa where they have got two classes, the privileged class and the unprivileged class. Here inspite of the persistent demand by the minority for joint electorates, you are not agreeable to it. What is this all? Is it democracy or what that you are denying the right to the people to exercise their own freewill. I say they had not the moral courage to put down in writing that there shall be joint electorate or separate elec-

torate. They have not the courage to face the masses and therefore they want to hoodwink them. I know the views of the people in Bengal over this Constitution. I had been to Dacca recently.

My friend cannot dare to face the people of East Bengal. Though Mr. Fazlul Huq is considered to be a most popular man, he could not address the public meeting the other day at Dacca. Nobody could hear him, with the result that Mr. Fazlul Huq had to leave the place under the protection of Armed Police.

Mr. Abdus Sattar Later on High Court Judge and President of Bangladesh. (East Bengal : Muslim): That is your monopoly.

Sheikh Mujibur Rahman: They have absolutely neglected the people of East Bengal in every respect. The people of East Bengal are at one on the question of joint electorate excepting a few Moulanas. Our Moulanas gave fatwa against the joint electorate. They want separate electorate. But you know, Sir, that many of our Moulanas have come in this House on the basis of joint electorate. Moulana Athar Ali is the Member of this Honourable House. In East Bengal Hindus and Muslims and jointly voted and Moulna Sahib was elected to this House. But they say that the system of joint electorate is non-Islamic. They have raised the question of jaiz and na-jaiz on this issue. Sir, this question of jaiz and na-jaiz is very dangerous because for the last eight years of the existence of Pakistan we have been voting jointly in every election of Municipality, District or Union Board, etc. Here also in the election of the Municipal Corporation of Karachi, the people voted jointly but nobody objected then or no Moulana raised the question of its character being un-Islamic. What has hap-

pened to the recent election to the interim West Pakistan Legislature? Why did they not raise a voice that his election was non-Islamic? Sir, Mr. Khuhro was returned and saved because of the votes of the Hindus. It is because of the system of joint electorate that he got himself returned.

Now, Sir, you have seen that during all these years we have had joint electorate. But not they say that if you ask for joint electorate, you are acting against Islam; you are going against Quran and Sunnah. If it is a sin or accepted, we will go to hell. So, they say to ask for a joint electorate, it is a sin or a crime. Sir, if it a sin or a crime then how we would be pardoned by God for committing crimes for eight long years by voting in our elections jointly? Our fathers and grand-fathers voted jointly and perhaps for this reason they are living in the hell. I shudder to think how Allah will pardon then because for years and years together they voted jointly in the elections of Municipalities, District and Union Boards, etc. These Moulanas have been giving this fatwa. They are crying hoarse that the joint electorate is anti-Islamic. According to the fatwa, Sir, the Muslims all over the world are kafirs because they vote jointly. I will justly point out how the Muslims of different countries are voting jointly, and yet they are the true followers of Islam. In India the four crores of Muslims are voting jointly. In Indonesia, the Muslims, Christians, the Chinese and Buddhists, they are all voting jointly. Seven croes of Muslims in Indonesia who are also staunch followers of Islam vote with the Christians and other communities. In Burma Buddhists and Christians vote with Muslims. In Lebanon, Syria, Egypt and Iran, everywhere the Muslims are giving joint votes with Christians and Jews, etc., and still they are the true Muslims. You know out of 50 croes

of the Muslims population of the world, we have 6 croes of the Muslims and if we accept joint electorate, we would be kafirs as all the Muslims are already kafirs according to the argument and fatwa of these Moulanas. Therefore, you have seen, Sir, that everywhere Muslims are voting jointly. But if we incorporate joint electorate in our Constitution, we would be acting against Islam and every Muslim who says La Illal-Lah will be kafir. In East Bengal this sort of fatwa is daily pronounced and lot of money is being spent by the zamindars-money is coming from the backdoor-to launch propaganda in large scale against the joint electorate.

Then, Sir, I come to the question of parity. We accepted parity because, as my Leader has rightly told, we wanted to prove that we the Muslims of both wings of Pakistan are one nation. We accepted this parity between East and West wings because the Muslims of Pakistan are one nation. In our passports for the foreign countries, it is written "Pakistani Christians", "Pakistani Muslims", "Pakistani Persis", "Pakistani Buddhists". We have spent money for that to show that we are Pakistani Muslims, Pakistani Christians, Pakistani Buddhists, Pakistani Persis. So you can understand the position.

Honourable Deputy Speaker: You have already taken forty minutes. Sheikh Mujibur Rahman : I have only two or three points to deal with. I hope my friends would also allow me to speak.

Honourable Deputy Speaker: Your friends will give you the same advice. Sheikh Mujibur Rahman: My friends will give me some privilege because they know I speak like that.

Now, Sir, I come to Railways. Sir, in this Draft Constitution

Bill power has been given to the President who will appoint an authority, I cannot understand what they think about the people of Pakistan.

Honourable Deputy Speaker: Where has it been provided?

Sheikh Mujibur Rahman: It has been provided in the Draft Constitution Bill. One member will be nominated by the Centre....

Mr. Abul Masnur Ahmad : By the President.

Sheikh Mujibur Rahman: One by the President, two by the East Bengal Government. Then, Sir, East Bengal Assembly will have no power to discuss their budge and similarly: West Pakistan Assembly will have no right to discuss their Railway budget and how its administration is going on. They it has been provided that if future Parliament thinks to take over the control of the Railway from the Provincial administration, the Central Government can take it back any time because the emergency provision to this effect has been provided there. There have given absolutely nothing to the Provinces. Sir, the Railways of East Bengal have been absolutely ruined during the last eight years.

II of 1946-50, which have been certified by the General Manager, and the Chief Auditor, and which accounts are immutable and unchangeable and presented before the Legislature as such, it is found the E. B. Railway had a net profit of Rs. 139 lakhs in 1949-50.

Honourable Deputy Speaker: Who wrote this note for you?

Sheikh Mujibur Rahman : I myself wrote it. I know how to make notes. What do you think of me, Sir?

Honourable Deputy Speaker: You said you would be reading from a note.

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, from a note of mine and I am entitled to read it. I am reading from my notes because there are some facts and figures which I cannot give you extempore.

Honourable Deputy Speaker: Then it is part of your speech and not a note. Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, I had prepared a long speech, but you have curtailed the time.

Honourable Deputy Speaker: That is right. Do not call it a note. Call it a part of your speech and read on.

Sheikh Mujibur Rahman : All right, Sir. I call it a part of my speech. So, Sir, E. B. Railway had a net profit of Rs. 159 lakhs in 1948-49 and a net profit of Rs. 139 lakhs in 1949-50. But Annexure 'G', page 51 of the Appropriation Accounts, Part I of the Pakistan Railway, 1951-52 show that E.B. Railway suffered a loss of Rs. 95 lakhs in 1948-49 and a loss of Rs. 107 lakhs in 1949- 50. Such reversal of certified and immutable account is not only preposterous and unthinkable in any commercial concern but the same is even actionable in law. To add to the wonders, the present management of the Railway still tries to argue out this too obvious contradiction in their accounts in 1948-49 and 1949- 50 that they had some other accounts of debits, not taken into consideration in the Profit and Loss Accounts of these two years. The management at the same time vehemently maintains that profit and loss accounts to those years are perfectly correct. Explanation cannot possibly be clumsier and more stupid. In a word, E. B. Railway must have been a profitable concern, though it has made only a nominal profit as is shown in the positive dif-

ference between the incoming and outgoing of E.B. Railway in the Accountant General, Pakistan Revenue's returns. But from 1950-51, it has been a deliberate effort of the Railway administration to represent E. B. Railway as a losing concern throughout, even by reversing previous accounts to cover up their gross mismanagement and bungling of the worst type.

In fact, if E.B. Railway administration was only tolerable efficient, it could have earned a respectable amount of profit in place of a nominal profit of Rs. 21 lakhs a year. Even the profit and loss accounts in the Appropriation Accounts of Pakistan Railway underestimate profit by deduction from gross earnings an average charge of about Rs. 120 lakhs a year for the entire capital account of the E.B. Railway asset, the bulk of which has been received as an inheritance from pre-partition India and not formed by any subsequent capital expenditure. The entire interest charge has moreover been made over to the Central Railway Reserve Fund rather than to the Reserve fund of the E. B. Railway. Moreover appropriation to the depreciation fund, from the gross earnings have also worked out to an annual average of Rs. 99 lakhs. Accounting apart, expenses of the E. B. Railway were unnecessarily inflated by purchasing from Japan 25 MGYD class locomotives at a cost of Rs. 150 lakhs, 10 diesel engines at a cost of Rs. 1 crore, 13 XB engines at 1 crore and 700 wagons at a cost of Rs. 210 lakhs, in all costing Rs. 560 lakhs, all of which are lying idle and cannot be used.

Honourable Deputy Speaker: Very interesting, but all of it is irrelevant. Sheikh Mujibur Rahman : I am sorry, Sir, but I have to finish it. Honourable Deputy Speaker: Please, finish it quickly.

Sheikh Mujibur Rahman : All right, Sir, the losses due to this only works up to Rs. 80 lakhs a year. Moreover nine old but good engines of E.B. Railway were made over to North Western Railway at their depreciated book values and in their place nine diesel engines were bought by E. B. Railway on which interest charge was made heavier hereby. Again E. B. Railway has suffered an average annual loss of RS. 12 lakhs a year, by maintaining a surplus staff of per-partition India and by giving expatriation allowance of about Rs. 2 lakhs a year for employees preferring domicile in the Western wing of the country. If E. B. Railway were and are even tolerably efficiently managed, it could easily give and can give an annual profit of Rs. 300 lakhs. A question may be asked here, how could E. B. Railway mismanage and bungle its affairs so badly as to bring it to the level of nearly no profit. The answer is simple. The Railway Division of the Ministry of Communications could not maintain any effective control from distant Karachi on the Chittagong management who worked like little dictators and did whatever they liked. It has been the general experience that whenever control and check on commercial concerns have been slack, bungling have inevitable taken place. E. B. Railway also has not been an exception. Karachi administration could not maintain any effective check on the Chittagong Railway authorities, while East Pakistan Government and the public were helpless onlookers of the bungling that little Railway dictators perpetrated there. It should, therefore, be frankly admitted that commercial concerns like Railway in East Bengal cannot be administered from distant Karachi and as such the same should be controlled locally as a Provincial subject. Now, you know, sir.....

Honourable Deputy Speaker: You have had 50 minutes as

against the time limit of 30 minutes.

Sheikh Mujibur Rahman : Please give me a few minutes more.

Honourable Deputy Speaker: Five minutes only.

Sheikh Mujibur Rahman : No, sir, give me 15 minutes more, and I will finish. Honourable Deputy Speaker: I shall see to finish to that.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, there is control everywhere in Pakistan and here also you have put a control on us.

Honourable Deputy Speaker: Have you lost something?

Sheikh Mujibur Rahman : No, Sir, I wanted to say one thing more about East Bengal Railway. Just a second, Sir. There are four heads of departments and none of them is Bengalee. Deputy head of departments are four and Bangalee is only one. So this is the position. Anyhow, I have done with it and now I am going to other points-about regional autonomy which is the demand of the people of East Bengal.

Honourable Deputy Speaker: This, I hope, is your last point, because it is also your last chance.

Sheikh Mujibur Rahman : If you give me 15 minutes, Sir, I shall try to finish and if I cannot finish in 15 minutes I will sit down. So, Sir, I was speaking about the Defence and my friend, Mr. Abul Mansur, has told you so many points, but I want to add one or two points more. You know, Sir, sometimes they say how many Bangalees are in that department. Now I want to tell you about these points.

Honourable Deputy Speaker: These points are irrelevant.

Sheikh Mujibur Rahman: Why, Sir, It is a question of regional

autonomy. We, the poor Bangalees want our due share.

Honourable Deputy Speaker: But that will come when you are discussing it clause by clause. You will have your chance to say all these things at the time. Why do you to say all of it just now?

Sheikh Mujibur Rahman : All rights, Sir. I must obey your orders. Then, I was speaking about regional autonomy and parity in all respects. Now that is a very interesting point, Sir, no doubt, about it. Now they ask to as why we want regional autonomy. Sir, is it against Islam also? I do not know when the fatwah will come from our Maulanas that this is also against Islam as my friend, Mr. Farid Ahmad Chowdhury, said.

Mr. Abdul Aleem: He is not Chowdhury.

Sheikh Mujibur Rahman : I know. He is Mr. Farid Ahmad. He is a friend of mine.

Honourable Deputy Speaker: I do not know whether all that you have said is against the Rules. (Laughter)

Sheikh Mujibur Rahman: So, Sir, It is one of the fundamental principles of the Constitution. Many points have been said about it and I want that these points should be added up to them.

Honourable Deputy Speaker: Go on. Add up.

Sheikh Mujibur Rahman: My friends say, why you want regional autonomy. It is not in the 21-point Programee. It is a vague thing. I wish my friend Mr. Farid Ahmad could say this things to the people who have elected him. You know, Sir, when elections come people give you a manifesto and

this 21-point Programme was given by the people. They voted for us on this basis of this 21-Point Programme. They never voted for Mr. Suhrawardy or for Mr. Fazlul Hoq or for Maulana Bhashani. The people voted for these 21 point, otherwise these people who have been elected and have come here, would not have come to this Constituent Assembly in the whole of their lifetime. This thing is categorically said in clause 1 and if you will permit me to read it as you have permitted others, I shall show it to you...

Honourable Deputy Speaker: This has been read before.

Sheikh Mujibur Rahman Sir, with Defense, Foreign Affairs and Currency, the Central Government can be a strong Central Government.

Honourable Deputy Speaker: We have heard this argument from Mr. Abul Mansur. We want some new arguments.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I am not going into details. I am only referring to it. Our friends say that with the three subjects, it will be a weak Centre, but Sir, we can prove that it will be a strong Centre. Sir, why are the people of East Bengal for the last eight years fighting for regional autonomy? Sir, unfortunately there is no more time at my disposal, but if you permit me I can show you what injustice they have done to the people of East Bengal. Sir, according to Mr. Gurmani, East Bengal used to pay 25 percent of revenues to the Central Government. They say that it later decreased to 20 percent and now it is only 14 present. This is what they say. So, it is decreasing day by day. According to this decrease, Sir, in 1960 it will be nil. East Bengal is no ruined...

Honourable Deputy Speaker: So, Mr. Abul Mansur also in-

formed us. (laughter)

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I am only pointing it out to you. Sir, it is like this: there are two hands to the body of Pakistan. One is West Pakistan and the other is East PakiP stan. They are making one hand strong and the other hand weak. Sir, this policy is wrong and will ruin the country. In the Central Government Services, those who from 56 percent population are not getting 5 percent share. The East Bengal people are educated, but they are not getting their share. Sir, we do not blame the West Pakistan people. In fact we want autonomy for them also. If East Pakistan gets autonomy, the West Pakistan people will also get autonomy. We blame the ruling junta. These jagirdars, zamindars, these big landlords and ruling junta of West Pakistan have suppressed the people's opinion in West Pakistan. They are so much suppressed, they cannot cry, they cannot demand, but the people of East Pakistan are politically conscious. They challenge anybody and everybody. They challenge Mr. Fazlul Haq, Mr. Suhrawardy, Moulana Bhashani; they challenge their leaders. They tell their leaders, "you have done this wrong and we will not vote for you", but they have been suppressed, persecuted and they have been economically ruined. They have no land; no shelter. But, Sir, we have nothing against the people of West Pakistan but against the ruling junta, who have entered the Constituent Assembly through the backdoor. One who were not even in the District Board and have become Foreign Minister of Pakistan and such people want to speak on behalf of the people of East Pakistan and say that the people of East Bengal support this Draft Constitution. Sir, I have just come from East Pakistan and know the mind of the people there. I know that they have rejected

this non-Islamic, undemocratic and dictatorial Constitution, and it cannot be accepted by the people of Pakistan, particularly the people of East Pakistan. These people are thinking that they will sit in Karachi like Mr. Pathan he will never go back to East Pakistan; he is domiciled here. So these people are also thinking that they will earn some money and make a house here. They cannot go back because they are going against the demand of full regional autonomy, which is the demand of the people. You can kill us, You can jail us. Some times we hear that our lives are in danger, but we are not afraid. We have been elected by the people on the basis of 21-point programee, on the basis of regional autonomy. They can betray, but we cannot.

Mr. Abdul Aleem: We have never betrayed.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, the people of East Bengal will never accept the Draft Constitution. You can arrest us. You have already arrested our friends and you will arrest more. I would appeal to my friend Honurable Mr. Chundrigar, who fought in the federal Court about the dissolved Constituent Assembly and who has fortunately become the Law Minister now, to frame the Constitution on the basis of 21-point programes. If you want to push through the Constitution, you could do so, but if you press this Constitution then you are playing with fire. I have just now come from East Bengal, and I know the sentiments of the people there, of the agriculturists, the poor businessmen and other people of East Bengal. If you push through this constitution, God alone knows what will happen. We want that Pakistan should be saved from the ruling junta for the poor masses, who have achieved Pakistan after great sacrifices. These people who are now rulling were not 2-anna members in the struggle for Pakistan. They want

to destroy Pakistan in the name of Islam. If you frame the Constitution on the basis of 21-point programme, we will cooperate with you, we will join you, but if you go against the wishes of the people we will mobilize opinion not only in East Pakistan but also in West Pakistan against this dictatorial and undemocratic Constitution. If you agree to pass a democratic Constitution, we will help you to pass it within seven days, even within three days, but that Constitution should be on the democratic basis, on the basis of 21- point programme, otherwise we will oppose it tooth and nail.

Saturday, the 21st January, 1956, Karachi

The press will have liberty to write their mind and mobilise public opinion

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Honourable Deputy Speaker The Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss Freedom of press and Freedom of expression.

Honourable Deputy Speaker: Mr. Khaleque told us all about it.

Mr. Mahmud Ali: I have also provided in the amendment for non- authorisation. With these words, Sir, I commend my amendment for the acceptance of the House and hope that the Honourable Minister in charge of the Bill will see to the justice of those provisions and will accept my amendment.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I support the amendment of Mr. Mahmud Ali. I do not like to deliver a long speech, as my other friends have already shown that "freedom of expression" does not cover "freedom of the press". Sir, it has not been specifically mentioned in the Constitution, because they want to suppress their political opponents. Sir, we are members of this House, but, you will be surprised to know that every letter of ours is censored. Perhaps you do not know but the Interior Minister knows. Every letter from our relatives, or wives is censored in Karachi. Although we are the

members of the Constituent Assembly, our phones are being tapped. Sir, the Minister of the Interior cannot deny that.

Honourable Deputy Speaker: Why do you not bring a privilege motion? Sheikh Mujibur Rahman: I will bring it Sir, when I have more proof. Sir, the Government is very shrewd.

Honorable Deputy Speaker: You admit it is shrewd.

The Honourable Mr. I. I. Chundrigar: Sir, if the Honourable Member is not sure of his facts, certainly he should not make a statement before the House.

Sheikh Mujibur Rahman: I have suffered, Mr. Chundrigar, I know what they do about these things. Our letters are censored, can you deny the fact? Can the Interior Minister deny the fact? Our phones are tapped and our letters re- censored. You say that "freedom of expression" means freedom of press. Do you know that in East Bengal how the editors are called and it is said "you cannot write this, you cannot write that". They cannot even write facts Sir, I can prove it. The Government of East Bengal writes, or a clerk writes it; the order goes from the Secretariat that "you cannot discuss these things". A sub-inspector goes on behalf of the Government to stop the Press from writing a particular thing. Mr. Haroon knows that this is done because for some time his Paper was also censored.

Sir, we are making a Constitution for the whole country, not for 80 persons sitting here. We want that freedom of press should be guaranteed specifically. Instances have been given here how our friends in the Government are behaving.

Sir, if you see the original clause, they have said that 'there will be freedom of expression, subject to any restriction im-

posed by law'. Sir, according to this, the government can impose any law. They can say, "your letter will be censored, your phones will be tapped, you cannot move". Therefore, it should be laid down that the Press will have freedom, the press will have liberty to write their mind and mobilise public opinion.

I, therefore, request the Honourable Law Minister to accept the amendment of Mr. Mahmud Ali, categorically mentioning all these freedoms, so that the people of Pakistan may be satisfied that they have some rights for them in the Constitution.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): Now Sir, supporting the amendment of Mr. Fazlur Rahman, I want to draw the attention of the Honourable Law Minister to the point that there should be no restriction in discussing the pacts or agreements entered into by our Government with any other friendly country. Mr. Mansur Ahmad has already discussed about this point and without going into any further detail, I would request the Law Minister to accept the amendment moved by Mr. Fazlur Rahman. I do not understand what is the harm in expressing our views with regard to friendly relations of the countries which are on friendly terms with us. The people and the press should have full liberty to talk about it. After all it is not going to harm the people who are in power. These friendly relations exist for the country and people as a whole. Sir, Honourable Members on that side have a right to put unreasonable restrictions if they do not want to accept the amendment moved by Mr. Fazlur Rahman. They can do it because they are in power. I would appeal to the Honourable Law Minister in the name of better Constitution because it is a matter of fundamental

principles of the citizens of Pakistan to accept this amendment. In this connection, I would say only one thing. In all democratic countries of the world, there are always two parties, one party is in power and the other is in opposition.

Our Government, Sir, has entered into several pacts with foreign countries, such as SEATO pact, Baghdad pact and several other pacts. Many people do not like these pacts. They have a right to discuss these things; Press have got a right to say that these pacts are harmful to the country; some paper may write in favour of Government, some may write against it. I do not know whether the Honourable Law Minister can produce before this House any Constitution of the world, where it has been written that nobody can discuss about the friendly relations of other countries which are friendly to each other. Every country of the world is friendly to each other. There are so many friendly countries in the world with whom we have good and brotherly relations.

Sir, they want only one party in Pakistan, because if there is one party, there will not be any oppositon or criticism about foreign relations. Our government does not like criticism; whatever foreign relations they make, you have to accept them. This is the fundamental point. The farmers of this Bill say it is a small point and why we take so much time discussing it. But, Sir, it is a very important point. Mr. Yusuf Haroon is ready there with instructions from his party...

Mr. Yusuf A. Haroon: It is all repetition. They are not putting forward any new argument.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I request the Honourable Law Minister and the Coalition Party to accept his amendment so that the people will have some right to say something about

our foreign relations with the foreign countries, which is the fundamental right of the people, Sir, this is an important matter, because if the Government formulates a wrong foreign policy, the country will be ruined. It is, therefore, necessary that the people should have right to speak about these matters. The country as a whole is responsible for the conduct of foreign relations. I, therefore, appeal to the Honourable Minister to accept this amendment...

Sheikh Mujibur Rahman: You have already taken one minute, Sir, I will now need six minutes.

Sir, My honourable friend, Mr. Hamidul Haq Chowdhury, has said that this is for the first time that we are getting our fundamental rights. Sir, we are getting the fundamental rights for the first time after we took birth. During the British days we had the right to deliver speeches, address the public meetings and mobilise public opinion against the British Government. This is the first time. that after independence we are getting these fundamental rights and therefore these rights should be granted.

Sir, Mr. Hamudul Haq Chowdhury will remember that in 1948 when he was Finance Minister under Khwaja Nazimuddin, who was Chief Minister of Bengal, we had declared Bengali State Language Day. Then, Sir, we were Lathi- charged, section 144 was imposed and I, along with many friends, was put in Jail. He knows, Sir, how to curtail the liberties of the people.

Honourable Deputy Speaker: How did you escape?

Sheikh Mujibur Rahman Sir, many times I sent to jail and escaped because I have got the courage. Sir, the members on

this side of the House know that I have addressed the largest number of meetings...

The Honourable Sardar Amir Azam Khan (West Pakistan: Muslim): Self tribute!

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, my experience shows that the restriction under section 144 is there many times. Sir, the members from that side have said that if we accept this, there will be no section 144. Sir, we do not want 144. We want to save ourselves from section 144; we want to save the country from it. We have suffered. For example, Sir, if Mr. Suhrawardy wants to address a meeting a sub-deputy collector or a magistrate can go to Mr. Suhrawardy and can say: "There will be disorder, I want to impose 144; Mr. Suhrawardy you go back". This is my first argument.

Honourable Deputy Speaker: What is your second argument?

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, my second argument is about provincial autonomy. What an argument has been given, Sir, by the Honourable Foreign Minister, who represents our country before the foreigners and who talks to the people from foreign countries. He discusses matters with all foreign diplomats in Karachi and abroad. Sir, where my countrymen will go if such a person represents Pakistan. I feel that whatever prestige is left to my country abroad, he will finish it and will bring down the respect of Pakistan in the foreign countries. Sir, he is not giving us autonomy so far as financial allotment is concerned, so far as our sales tax and other taxes are concerned, so far as our industries are concerned; but he is giving us autonomy where the fundamental rights are concerned. Sir, this question of fundamental rights is not a question for the province, or for the Centre; it is a question

which relates to all the provinces, it is a matter which concerns all the citizens of Pakistan. I cannot understand how it is provincial autonomy. Sir, restrictions are already there; now they are putting restrictions over and above them by giving power to the authorities...

I appeal to everybody to accept this amendment. I want to tell them that today you are in power, tomorrow you may not be in power, you may be in Opposition; then this 144 may be used in your meetings. In the name of Islam, which you utilize for vote, please accept this amendment and show to this country and to the world that this is a Islamic Constitution, and your country is a democratic country.

Friday, the 3rd February, 1956, Karachi

Government will have to separate the Judiciary from the Executive

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with the Honourable Deputy Speaker, Mr. C. E. Gibbon in the chair to discuss separation of Judiciary from the executive and about the guarantee to all citizens for food, clothing and shelter.

Honourable Deputy Speaker: The Honourable Member has got a very nice solution.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I want that everybody should get it. I do not want to have monopoly. We do not mind if they put on beautiful clothes, but people should also get it. Sir, what is the position? People are not getting Kafan. In East Bengal they do not get that piece of cloth to be buried and they are either thrown in the river or put in the grave without any cloth. This is the position. The people should get food, cloth, shelter, education, medical relief and employment. Sir, these guarantees should be given in the Constitution. In every civilised country they give this guarantee. People are going from place to place, they are not getting employment. They must get jobs. You curtail your pay, curtail your allowances; give them employment somehow.

Sir, everyday my friends say that we are speaking on every

amendment. We speak on these amendments so that Allah may give you sense to accept these very good amendments. We know you are not going to accept any of our suggestions, but one day people will get up and will say "You rulers, give us all these things" otherwise they will force you to go out. That day you will have to accept these amendments. Sir, with these words, I support Mr. Zahiruddin's amendment.

Mr. Chairman (His excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani) : Motion moved :

"That is clause 24 of the Bill, for the word 'Muslim' occurring in the second line, the word 'all' be substituted."

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I support the amendment and draw your attention to the fact that sometimes in international matters a country can make friendship with any other country of the world. Sir, if we categorically say that we are a Muslim State, then definitely we must make relations with other Muslim countries more cordial. Sir, might be if there is a war between Afghanistan and Pakistan other non-Muslim countries might help us. I do not think that anywhere in any Constitution of the world, it is written that the State shall endeavour to promote friendly relations with particular countries, no doubt we will do it, but why write in the Constitution. For example, in U.N.O. in connection with Kashmir issue, there are so many non-Muslim countries that are friendly to us, we have to play politics. There is the Muslim country of Indonesia which is friendly to India. Saudi Arabia is a kingdom, it is not a democratic country; no doubt we should be friendly with Saudi Arabia. Then there is Egypt and Iran. Naturally we should be on friendly terms with them; we should promote friendly relations with them. all, but

why write in the Constitution. The Honourable Law Minister is not here but Sardar Amir Azam Khan is here. I wonder if he can show me that in any other Constitution of any other country, it is written that they will have friendly relations with particular countries of the world. Today we may not be on good terms with India, but tomorrow we can be friendly with her. We can get more help from India than from any other country. Great Britain is a country with whom we are friendly; we are still member of the Commonwealth. Then why should we say that only with Muslim countries we will promote friendly relations. This is politics, you have to play it. Afghanistan is a Muslim country; but how can you be friendly simply because it is a Muslim country, when that country is claiming our land? How can we say that simply because it is a Muslim country; it must be our friend?

Mr. Abdul Aleem (East Bengal : Muslim): They are ignorant people.

Sheikh Mujibur Rahman: A time may come when you have to invade Afghanistan. Then if this provision is there, you cannot do it. Therefore, we should not have a provision like this. We should say that we will have friendly relations with all the countries of the world unless they themselves make us enemies. How can we be friendly with a country like Afghanistan? With these few words, Sir, I support the Amendment.

Mr. Chairman (His Excellency Mr. Mushtaq Ahmed Gurmani): Let there be no confusion. The Honourable Member has moved only one amendment which has been put by the Chair. There is no other amendment before the House.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, while supporting the amend-

ment that Judiciary be separated from the Executive, I submit that as you are already aware, people are not getting justice, because the Executive is controlling the Judiciary. We see that even in petty cases the Judiciary is sometimes influenced by the Executive to pass their verdict in their favour. I cannot understand why the Government side should refuse to accept the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad. The government side's argument, I can anticipate, will be that it up to the provincial Government to decide when they can be able to separate Judiciary from the Executive. It can also be argued by the other side that separation requires time. We accept it and they have also accepted that Judiciary must be separated from the Executive. Now, they say that we shall do that in future, and we have been told as soon as possible. Sir, this statement is absolutely vague. It may be that the new government will come and say the same thing that they will endeavour to separate the Judiciary from the Executive in five to ten year's time. Why do they not give and definite time, say, two years? If any Provincial Government cannot separate Judiciary from Executive within two years, such a government must immediately resign. People will have no confidence in that government, because it is not an efficient government. I say it should be easy and possible for them to separate Judiciary from the Executive in two years time. In seven years time if you can achieve Pakistan, you can very well effect the separation in two years. Two years time is not a matter of joke, but this will depend if they are sincerely trying to achieve it. If we can make a country prosper in seven years time, if we can throw off the yoke of British imperialism, it is not difficult for us to separate Judiciary from the Executive in a very short span of time, People can respect the Constitution when they can get justice. If

the people do not get justice, they will revolt against the Government. Therefore, in order to do justice to the people, Judiciary must be separated from the Executive. With these words I shall request that phrases like "we shall endeavour", "we will do everything that is possible", "as soon as possible in the future", "it will be done by the next government", "steps will be taken", "endeavours will be made" and so on, will not do. A definite time must be given, make it one year or more, but give a definite date within which period you have got to do it. It will be all right if they say after five years, but a vague statement will be of no avail. The next government may say we will do it after five years and this will continue indefinitely for ever. You are making this Constitution for the people of Pakistan and the people should get justice. I, therefore, request the Law Minster to think over the matter and see whether he can limit a time, within which the Government will have to separate the Judiciary from the Executive.

Monday, the 6th February, 1956, Karachi

Everybody in East-Pakistan wants that Bengali should be the State languages of Pakistan

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. C.E. Gibbon in the Chair to discuss about the state languages of Pakistan.

(At this stage Mr. Chairman (Mr. Abdus Sattar) vacated the chair which was occupied by the Honourable Deputy Speaker.)

Honourable Deputy Speaker: Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, in supporting my amendment I would like to draw your attention to the clause of the Draft Constitution itself. It says:

"It shall be the duty of the Federal and Provincial Governments to take all possible measures for the development and growth of a National Language."

At another place, they have again said that:

"The official languages of the Islamic Republic of Pakistan shall be Urdu and Bengali."

But you will notice, Sir, that in the present clause under consideration they say that all possible measures for the de-

velopment and growth of a national language will be taken by the Federal and Provincial Governments. I would specially like to draw your attention to the words "a national language" and, Sir, this seems to be very dangerous. Sir, the other day the Foreign Minister went to Dacca and he declared in a Press Conference that the official language means State language. During the British regime, English was also the official language and we also used Bengali as one of the official languages. We in Bengal, by official language, do not mean State languages.

Honourable Deputy Speaker: Do you know that there are three terms used in this connection-"State", "official" and "nation"?

Sheikh Mujibur Rahman : Anyhow, Sir, there was some ulterior motive in keeping these words "official language." Even if there was not any ulterior motive-take it for a moment-but in his Press Conference at Dacca, the Honourable Foreign Minister told that Urdu and Bengali shall be the official languages of Pakistan and provision had been made to that effect in the draft Constitution.

Honourable Deputy Speaker: Why are you pressing this amendment? The Honourable Foreign Minister has already stated that he intends to oppose the inclusion of this clause in the Bill.

Sheikh Mujibur Rahman : Unless it happens...

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury: Let them have that little advantage.

Sheikh Mujibur Rahman: There is no question of taking any advantage. But if that be your view, I say, yes, I take advan-

tage of this. When you were a Minister in Bengal in 1948 and when I started the State language movement, you asked your police to lathi charge me and I know my feeling about this question because I was lathi charged by your police and also I was sent to jail. The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury: It is not correct. Honourable Deputy Speaker: (addressing Mr. Mujibur Rahman) : Have you seen the rule that while speaking, you should address the Chair?

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, I know it. I am addressing the Honourable Member through the Chair. He is also one of the Members of the House. I also went to bring it to the notice of the Honourable Members of this House through you and convince them of any argument so that they may accept my amendment.

Honourable Deputy Speaker: Amendment to what?

Sheikh Mujibur Rahman : God knows when that another clause is coming before the House and amendments may come tomorrow that it is not a State language. We must be clear here and that is why I have provided it categorically here in my amendment that "it shall be the duty of Federal and Provincial Government to take all possible measures for the development and growth of the two State languages, namely, Bengali and Urdu". We must take all necessary steps immediately for the development and growth of these two State languages. Sir, Bengali is the mother tongue of the major population of Pakistan and I am prepared to give you history if you wish. Sir, in the areas then forming part of Sind, Baluchistan, Punjab, Frontier, Bahawalpur, etc. Urdu was the medium of instructions. In East Bengal, it is Bengali only that is the spoken language of the people. While here in West

Pakistan, we will find Urdu-speaking people, Sindhi-speaking people and Poshtu and Punjabi-speaking people. But there the population as a whole which is about 56 percent of the total population of Pakistan is Bengali-speaking. So in view of these reasons, I cannot understand what is this controversy. Why they do not end it? Why they are trying to twist. things and their intention is to twist everything and give a bluff to the people. They have ulterior motives in everything and they try to twist everything as they have been doing during all these eight years and bluffing this poor country of mine. This is my point, Sir. Why do they not accept my amendment immediately?

Honourable Deputy Speaker: Accept an amendment to a clause which is not going to exist?

Sheikh Mujibur Rahman : How can you say that, Sir? It still exists. This clause may be omitted and our amendment may be accepted for that, or they can bring another one by arrangement with us and by mutual understanding. It cannot be done like that. Tomorrow they may bring another clause. So it is better that they put in my amendment here. They can accept it if they believe in the form of democracy, and if they are sincere. They cannot do without it. They have got to accept this demand of the people and now to save their skin they are going to accept Bengali as one of the State languages of Pakistan. They have got to do it because of the people are behind it. If they had not done that God knows what would have happened to them and time is coming very soon when they will have to accept each and every demand of the people. This is the demand of the people, of everyone-little boys and girls, men and women, male and female and everybody in East-Pakistan wants to get this amendment

that Bengali and Urdu should be the State languages of Pakistan from today and onwards.

Tuesday, the 7th February 1956, Karachi

Only three subjects will be given to the Centre, namely,

Foreign Affairs, Currency and Defence

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly chamber, with Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss about autonomous powers for the provinces.

Honourable Deputy Speaker: Your time is up.

The question is...

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): Sir, I want to say a few words in support of the amendment moved by my honourable friend, Mr. Zahiruddin. I want particularly, in doing so, to draw the attention of the House and the attention of the Honourable Interior Minister, Mr. A. K. Fazlul Huq, who happened to be the Leader of the United Front then, that he as well as other members of the United Front then, that he as well as other members of the... the country, then only three subjects will be given to the Centre, namely, Foreign Affairs, Currency and Defence and the rest of the subjects will go to the East Bengal Province and West Pakistan Province. It is with that particular purpose that the amendment of Mr. Zahiruddin has been moved and placed before the house. Sir, I do not like to discuss the details

because they are known to everybody in this House. We have spoken on them so many times that it is no use repeating them.

Honourable Deputy Speaker: Are you speaking on the last amendment or on new clause 103A?

Sheikh Mujibur Rahman: I am speaking on 103. You can see it is stated here:

"Subject matter of Federal and Provincial Laws-Not withstanding anything in the two succeeding clauses, Parliament, shall have power to make laws in respect to (a) Defence of Pakistan and of every part thereof and all acts and measures connected therewith: (b) Foreign Affairs, (c) Currency".

That is exactly my point that I am placing before the House. They are ready to give power to the Parliament to deal with only three subjects. Sir, this is the demand of the people of East Bengal and they had elected members of this Assembly on that basis. Even Mr. Hamidul Huq Chowdhury was elected both directly and indirectly under the mandate. In the last general election in East Bengal we had told the people that if we come to power and if we frame the Constitution of the country, then only these three subjects will go to the Centre and other powers will go to the Provinces of East Bengal and West Pakistan. Unfortunately, Sir, I do not know what the Honourable Interior Minister will do of course, he will not accept the amendment. But in his heart of hearts he is convinced that he should fulfill the pledges given to the people at the time of general election. I would request him, as well as the Honourable Law Minister and the Prime Minister of Pakistan that they should accept this amendment

so that the pledges given to the people are fulfilled. I know that the Muslim Leaguers are not bound by the pledge to support this amendment; it is the United Front and the Awami League who are pledged to the people of East Bengal and they should support and try to influence their friends of the Muslim League with whom they have formed a coalition to support this amendment.

Sir, only the other day, Mr. Hamidul Huq Chowdhury said here in this House that we have got -21Point Programme here in this document. Now is the time for him to prove that really -21Point Programme is carried out in the Draft Constitution by accepting this amendment. If he accepts this amendment, we will know it, otherwise it is absolutely plain to us that they are only bluing the people of East Bengal in order that they may vote for them again. I know they will not get the votes in the next election.

Sir, with these few words I support the amendment moved by my honourable friend, Mr. Zahiruddin, and I would request the honourable Law Minister and the Interior Minister to influence their partymen to accept this amendment, which will do great benefit to the people of East Bengal.

Honourable Deputy Speaker: Leave it to me.

Sheikh Mujibur Rahman : Leave it to them.

Mr. Zahiruddin: The position here in this... of the House.

Sheikh Mujibur Rahman : Supporting the amendment of my honourable friend, Mr. Abul Mansur Ahmad, I only wish to draw the attention of honourable members on the other side of the House to two or three things. I shall do that in two or three minutes. Sir, definitely the Central Government and

the Central parliament should have some power so far as international matters are concerned; we have no objection for that and nobody should object to it. But, Sir, the Central Government can also make treaties in respect of some subjects included in the Provincial List. You see, Sir, there is the subject "Food" and the subject "Salt". Under both these subjects, the Central Government may make treaties with any foreign country. My point is that they should, before entering into an agreement, consult the Provincial Government concerned. Sir, you are giving provincial autonomy with one hand and taking it away by the other because you are not going to consult the Provincial Government in the matter of subjects which have been given to them while you are entering into treaty with foreign countries. Of course, they have said here that they will consult the Governor. Why should they not consult the Government? They will consult the Governor and who is going to appoint the Governor? The President will appoint him and therefore he will be consulted. He will only agree to what the President will ask him because he has been appointed by the President or by him under instruction from the Central Government.

Honourable Deputy Speaker: Will the Governor give his consent even if there is no food in the Province?

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, because he has got to save his job as he has been appointed by the President.

Honourable Deputy Speaker: It will be a foolish thing for him to do. Sheikh Mujibur Rahman: Yes, sir, I feel so.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury Sheikh Mujibur Rahman can become a governor.

Sheikh Mujibur Rahman: I am thinking to be a foreign Minister in your place.

The Honourable Mohammad Nurul Huq Chowdhury (East Bengal : Muslim): Very good!

Sheikh Mujibur Rahman : And I will be able to have the confidence of the people.

Mr. Yusuf A. Haroon: That is the only post for which he is longing:

Sheikh Mujibur Rahman: So, Sir, my point is that this power should be given to the Government instead of the Governor and therefore, I feel that the suggestion of my honourable friend, Mr. Abul Mansur Ahmad, is a very good one and it should be accepted. Do not try to bluff the people of East Pakistan; they have seen through your game. You are giving provincial autonomy by one hand and taking it back by the other. You have got to be honest with the people.

Mr. Yusuf A. Haroon: It is irrelevant, Sir.

Sheikh Mujibur Rahman : It is not irrelevant. You are there only to move for closure motion.

Honourable Deputy Speaker: Order, please. You cannot attack the right of an Honourable Member to move for closure.

Sheikh Mujibur Rahman: That is the only thing which he can do He always moves a closure motion and always creates disturbance in the House.

Sir, with these words, I support the amendment moved by Mr. Abul Mansur Ahmad and request my honourable friends on the other side of the House, at least, to accept this pure

and simple amendment which will give some safeguards to the Provinces.

The Honourable Sardar Amir Azam Khan (West Pakistan: Muslim) : Sir, I will not take much time to this honourable House. I am really very much surprised to hear the speeches which have been delivered by my honourable friends sitting opposite.

Sheikh Mujibur Rahman: We are also surprised on this side.

Mr. Chairman (His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani): Yes. Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I support the amendments of Mr. Zahiruddin and oppose the clause as a whole. Sir, in a federal Constitution I have not seen such a provision. It is a new clause for a new country. It is a new clause because of the fact that West Pakistan and East Pakistan are separated by 1,000 miles.

What is the motive behind this clause? When I went to East Bengal with this Draft Constitutional had conversation with people of all shades of opinion. The intelligentsia remarked that formerly East Bengal was a colony and by this constitution they want to make East Bengal still greater colony and a market of the Industrially developed areas of West Pakistan. All this may not be a fact but you know that there is salt industry in Karachi. You cannot say that salt industry cannot be developed in East Pakistan; we have resources there and yet we have suffered. You may recollect that salt shortage when it was sold at Rs. 16 per seer in East Bengal whereas in Karachi it was being sold at four piece per seer: the same Pakistan, the same people. What is the cause? It is the bad policy of the Government, the government will not allow the people of East Bengal to prepare salt. Salt is a big cottage

industry of East Bengal and if they give Rs. 10 lakhs, within five years, East Bengal will be self-sufficient in salt. But they would not allow. I do not blame my friends of West Pakistan. I blame all the administrators who for eight years have been connected with the Central Government. You cannot say that there were no Bengalees in the administration. There were hundreds of Bengalees who were in-charge but like Mr. Hamidul Huq Chowdhury they forget East Pakistan when they come here. Like Mr. Ghayasuddin Pathan, he is thinking because he cannot go to East Bengal. This is the position. This is the suspicion in the minds of the people of East Pakistan. It may be possible that you cannot export gur from East Pakistan without the permission of the Central Government to other foreign countries, but if this provision is accepted then the Central Government can interfere with all things and can say this cannot go here and this cannot go there.

In the matter of industry due attention should be paid to East Pakistan where there are 800 people per square mile. Here you can construct many barrages and provide employment. If Industry is not developed in East Pakistan, people will suffer and die. When the people do not get food they can be up to anything. If you help them they have a chance of serving their country in their humble way. If my children suffer I can turn into a thief and a dacoit. I do not know what will be the consequences. I appeal that this particular clause may be omitted. I request my friend in-charge, who is one of my best friends, to omit this clause. That will be better for the Constitution, for the country and for all.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Now, Sir, my amendment ... of the House. Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I support this amendment. Sir, you are treasurer of the United Front and

you were directly connected with that directive. Whenever we see anything about directive, we feel that something is ahead of us. Sir, is this autonomy that we have been granted according to Mr. Hamidul Huq Choudhury and my friends of the United Front to the people of East Bengal? Sir, is it defined when the Pakistan Government will have the right to interfere in the provincial matters? Sir, this happens everywhere in the world. Two or three political parties hold meeting and they clash. The Provincial Governments are also representatives of the people as is the Federal Government, they are responsible for the administration of that area; they are responsible for the law and order of that area.

Sir, you know you mentioned Adamjee Jute Mill, that was the very day you remember...

M. Chairman (Mr. Abdus Sattar): You cannot repeat that.

Sheikh Mujibur Rahman: You know in connection with the trouble at the Adamjee Jute Mills and in connection with other things, the Provincial Government of East Bengal should have applied to the Central Government and had asked for the Prime Minister to come to East Pakistan to look into the matter himself and to see for himself as to what was being done, but instead of that the Chief Minister of East Bengal was called here. He had meetings here with the Prime Minister, the Governor-General and with other Ministers and about 50 M.L.A.s of the United Front were arrested. Sir, if every now and then in every matter the Federal Government has to intervene then what is the necessity of having a Provincial Government. Why have a Federal Government? Why not have a unitary form of Government? What is being done at present in that directions are being given

whereby powers are indirectly being placed in the hands of the Central Government to interfere in every aspect of provincial matters. Even if there is a riot, at that time they can interfere and impose their power, which is there. They can act under section 93 or they can dismiss the Government; they can dissolve the Assembly by these things they have got powers of interference. So, Sir, this amendment should be accepted and this power should not be vested in the Central Government.

Wednesday, the 8th February, 1956, Karachi

We the representatives of East Pakistan claim parity in all matters

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber with Honourable Deputy Speaker. The Honourable Mr. C. E. Gibbon in the chair to discuss about Parity in service and in all matters between the two parts of Pakistan.

Mr. Zahiruddin: Why Parity in representation alone?

The Honourable Sardar Amir Azam Khan: What I was submitting was that there is a very great confusion in the minds of our honourable friends and I request them to give up this inferiority complex because an adequate provision has been made.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, Supporting this amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad as I do, I had no intention of speaking but my honourable friend, Sardar Amir Azam Khan, forced me to say something in support of the amendment. I support whatever Mr. Abul Mansur, Mr. Gomez and Mr. Zahiruddin have said-

Honourable Deputy Speaker: So many members have spoken on this amendment.

Sheikh Mujibur Rahman: It is an important amendment. What we came to the Constituent Assembly we became confused,

seeing the attitude of our friends who occupy the Treasury Benches.

Mr. friends have told just now that why this inferiority complex? Sometimes we ponder; why this inferiority complex on both sides? For seven years East Pakistan was in a majority and there was that inferiority complex "that we are in a minority and let us live together as brothers and Pakistanis. For this reason accept parity." East Pakistan has a population of 56 percent and West Pakistan has only 44 percent population. With a view to establishing good relations and to ensure co-operation and to remove any misunderstanding created in both the wings by the ruling clique for seven years, we thought that if we accept Parity, our friends of West Pakistan will feel confident and they will shake off their inferiority complex and they will be our brothers and they will do justice to the people of East Pakistan. I have refered to this before several times....

Honourable Deputy Speaker: Order, please.

Mr. Abul Masnur's new clause is:

"In the Civil Service of Pakistan..."

Sheikh Mujibur Rahman : I am coming to that Sir.

Honourable Deputy Speaker: "In the Civil Service of Pakistan."...

Sheikh Mujibur Rahman: Why in the matter of Services we should have parity? People of East Bengal claim parity today; we claim representation according to population, in the matter of services. They will not accept it. It was a promise of the leaders of West Pakistan that parity not only

in representation but in all respects- services, etc. shall be ensured. Now you are going back on promises which you made at Muree and Karachi. We the people of East Pakistan and we the representatives of East Pakistan claim parity in all matters. We should be guided in all things on population basis. Not only in the matter of representation there should be parity in the services-defence-everything, we will have parity. We will fight to the last. I request leaders of the United Front to keep the interest of East Pakistan before those of theirs. Particularly I request our esteemed the Leader, Mr. Fazlul Huq, Mr. Hamidul Huq Chowdhury and Mr. Biswas and others that they have promised Parity in all respects.

We wanted this in all respects. I do not know what has happened to them. I would appeal to them: Please, request your friends from West Pakistan to try to understand the sentiments of the people of East Pakistan. It will create disaffection and distrust if these things are not accepted. For all these reasons I support the amendment. I again request Mr. Fazlul Huq to influence his friends in the Coalition Party to accept our amendment and provide parity in civil services and in all respects.

Honourable Deputy Speaker: Sheikh Mujibur Rahman!

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I rise to support the amendment of Mr. Zahiruddin as well as to support my amendment. Sir, my learned friend, Mr. Zahiruddin has already discussed about the Federal form of Government and what should be the power of the Provincial Governments. Sir, this is a democratic country where a certain party might be in power today in Centre and certain other party might be in power in the Provinces. Take the case of the last Ministry which

was in power at the Centre. Here the Muslim League was in power, but in East Bengal in the last election people voted against the Muslim League and voted for other party, namely, the United Front party and thus they came into power. Now, Sir, what happened there during that time? Officers who were under the direct control of the Central Government but were working in that Province refused to carry out or obey the orders of Ministers of the Provincial Cabinet or the Provincial Legislature, because they believed that the provincial Government had no power to take any action against them if they violated the orders of the Ministers or the Ministry. Because of this reason these officers did not care at all to carry their orders or instructions. I will quote an instance here which will show you how certain officers callously disobey the orders of the Provincial Ministers. My honourable friend Mr. Biswas will remember when a case in the Dacca High Court in which the Chief Secretary of East Bengal was called for cross-examination, he declared that he used to send report to the Central Government after every fortnight about the activities of Ministers as to what they were doing. He did this because he did not care for the Provincial Ministers knowing well that he was under the control of the Central Government and no harm could be inflicted upon him by the Provincial Government. Now, Sir, how do you expect that these officers will work under the guidance and control of the Provincial Ministers? How can you say that you have given us Provincial autonomy? If an efficient administration is required in the Province, these officers must be kept under the control of the Provincial Governments.

Honourable Deputy Speaker: Who was the officer who made

that statement? Sheikh Mujibur Rahman: He was the Chief Secretary of East Bengal. When he was called by the High Court of Dacca in a case for cross-examination, he declared in the High Court that he used to send reports to the Central Government on Ministers including the Chief Minister. Now you can realise, Sir, how he could dare to send report to the Central Government on the activities of the Ministers and the Chief Minister. These Civil Service officers always keep this fact in their minds that they are not under the control of the Provincial Governments and they are as such protected by the Central Government and it is from there that they get their directives and instructions; they show their loyalty to the Central Government.

Honourable Deputy Speaker: I hope, the Honourable Member is making this statement with a full sense of responsibility.

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, I am saying this with a full sense of responsibility. There are Ministers in the Provincial Governments who can easily understand the position. There are so many experienced Ministers on that side who were Ministers in the Provinces. They know how these Central Services officers work in the Provinces. They have got no hesitation in violating the orders of Ministers or the Provincial Government. Of course, if these exist a good relation between the Centre and the Provinces, then it is expected that the Provincial Ministers or the Chief Minister might influence the Central Government to take any action against those Central Services officers who do not act according to the instructions of the Provincial Government, but if any party other than the party in Centre is in power in the Province, the Provincial Government is helpless in taking any action against them when they violate their orders because both

the parties will be at logger-heads and each party will try to throw the other or the party in power in the Province might try to capture power in the Centre as it happened in the case of United Front party is East Bengal. Therefore, in the name of good administration and a good working of Federation, I have come forward with this amendment so that these officers must work according to the advice, guidance and direction of the Provincial Government and whenever it is deemed necessary, they can be asked to go out of the province and work under the Central Government. Therefore, I request my friends on the other side-nobody is there-and I request my honourable friend Sardar Amir Azam Khan, who will probably reply to accept my amendment. Sir, you would kindly see that form this provision we have excluded Military personnel. Therefore, only the question of Civil Services of Pakistan remains. In accepting my amendment they should also show that they are giving some power even to the Provincial Government with respect to their services.

The Honourable Mr. Hamidul Huq Chowdhury Secondly, within two months of its enforcement it will be put before the National Assembly and then extended for four months more and not for three or four years. In other words in all for six months. Therefore, Sir, as this provision is limited in all aspects and subject to control of Legislature and public opinion, and it is one which is there for the purpose of safeguarding a situation which may or may not arise, which under the present system is essential. Unless this provision is there, you may create a vacuucm in respect of administration of large territories. We have kept it in the hope that there will be no abuse and if there is any abuse the public opinion is the proper check.

Chaudhri Aziz Din (West Pakistan: Muslim): The question may now be put. Sheikh Mujibur Rahman: I want to take two or three minutes of the House. The Honourable mover has told that we are making a Constitution with federal structure while the Indian Constitution is a unitary Constitution. You know, and I think, nowhere in the world this clause finds a place in the federal Constitution. If the Honourable Member who just spoke and supported this clause on the grounds of giving absolute power to Central Government to use it against Provincial Governments, I would have had nothing to say. But here we are providing for Federal Constitution and Federal Government has no power like 201 anywhere, where the Federal Government can take any action except in case of armed rebellion or foreign aggression. Now, Sir, Mr. Hamidul Huq has said that we had, this house had, revalidated section -92A. Yes Sir, we have done it. But then, the then Law Minister in his speech in Muree declared categorically after the judgement of the Federal Court that this -92A was declared illegal and at that time -92A Government was functioning in Bengal and so all the functions and acts done and passed during -92A would become illegal and so Government was faced with a very big crisis. Even if a man had been convicted of murder he could demand compensation, had not the Constituent Assembly revalidated this -92A. You should not forget that revalidation was done for the past periods and not for future. Then the Law Minister categorically declared in this very Constituent Assembly that it is for the past period and not for the future. So this argument and accusation cannot be levelled against him and does not arise now. We are making a federal Constitution. I do not want to repeat the history and the experience of past years of this -92A, as it has been discussed by my friends on this side.

They have said what has happened and how this power has been misused by the Central Government especially against the population Government which was voted in office by 97 percent population of East Bengal. Sir, I, on behalf of my party oppose this clause because it is against the fundamental principle of Federation.

Thursday, the 9th February, 1956, Karachi

There must be parity in all respects

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Mr. Speaker, the Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss the right to form political parties and trade unions etc.

Honourable Deputy Speaker: Although I gave them a long rope yesterday, I am quite sure that I did not allow them go to on repeating the same argument over and over again.

(Interruptions)

Mr. Abul Mansur Ahmad (East Bengal : Muslim): Mr. Deputy Speaker, Sir, clause 10 in the draft mentions about "associations" only. It is ... they tried to form

Honourable Deputy Speaker: It seems to be a favourite pass-time with you. Mr. H.S. Suhrawardy: It is the favourite passtime of the Government. Sheikh Mujibur Rahman: Not with us, That is the tendency. For two or three months when we started an opposition party this thing happened. We declare our State as a democratic State, in which they have no right to stop it. Here, there and everywhere you can see-subject to any restrictions imposed by law. Sir, this phraseology is a very dangerous thing. You can understand what capital can be made out by putting this phrase by the party in power. How within a few months of their coming

into power they suppressed our workers in general who continued to demand what Moulana Bhashani and others had demanded. They passed two years in jail, because the Muslim League party did not like that any other political party should struggle for the country. Is it democracy? Has not every citizen the right to form an association in democracy? The democracy should come forward to save the country from chaos. You have seen these things within a short span of ten years. You know that in all countries of the world, according to international law, workers of factories have the right to form trade unions for collective bargaining.

Honourable Deputy Speaker: So Mr. Mahmud Ali said.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am speaking of the Government, the party in power and still they would not allow trade unions to be formed, would not allow the workers to work in the country in their best interests. How can it be proved that it is a trade union if it is not mentioned in the Constitution that you have the right to form trade unions? Unless there is a mention in the Constitution in respect of the formation of Political parties, how can they be allowed to form any political parties? Any time the party in power can say- Constitution has not laid down anything about political parties; therefore they cannot be formed. There is one Communist Party in Pakistan. If the Communist partydeclares that they have no extra-territorial loyalty and they are loyal citizens of Pakistan, how can the Government declare it illegal? In fact, they have no right to do so. Sir, in this way, parties have been declared illegal and workers have been put behind the bars; Government have no sympathy for them. If anybody goes against the fundamental rights provided by the State and if he has extraterritorial loyalty, Government can always

take action against him; even hang him, but if any party declares categorically that it wants fight for the interests of the country, it has the right to organize the party for the interest of the country, particularly when it says that its members are loyal citizens of the State. The Government has no right to declare them illegal. Sir, they have tried their level best many times to declare our party illegal, but probably the opinion of the public is in our favour, they were unable to declare us illegal. Therefore, Sir, you can realize the implications and consequences of this phraseology. This clause is very vague:

"Citizens shall have the right to form associations, trade-unions and political parties for the end which are not forbidden to individuals by Penal Law."

Sheikh Mujibur Rahman: The Honourable Prime Minister has said that in the Central Services there are 25 percent Bengalees. I question that statement and I will prove that is incorrect when the proper time comes. When Mr. Suhrawardy was the Law Minister he went to East Bengal and had discussions with us and at the instance of the Prime Minister and Mr. Gurmani he said that parity should be accepted in order to remove suspicion, It was pointed out that for eight years there was this fear between the two wings- one wing trying to dominate the other wing. We, in the interest of the country, thought that the misunderstanding must be removed and we sacrificed our representation from 56 percent to 50 percent. At Murree also there were several discussions between the various component units and the principle of parity in all respects was agreed upon. Here the Honourable Prime Minister reiterated again and again his promise of parity. I do not doubt his sincerity but I think he

is helpless on account of the attitude of the party....

Sir, this fact must be realised that it cost an individual Rs. 200 to come from East Bengal to this place. If you recruit in East Bengal and give a job you will find a large number of people from East Bengal coming forward. There are such a large number of M.A.s. and B.A.s.... (Interruptions) ... Sir, my time has been spoiled.

There must be parity in all respects. We do not say that you implement parity at once. What we say is that unless and until parity is reached, Bangalees must get first preference. We must co-operate and there should not be a stepmotherly treatment met out to East Bengal. When you want a certain thing to be done, you agree to a thing and the next day you disagree.

There must be parity in all respects and not merely in the matter of representation. Take the case of business. Bangalees do not get one percent business. They come from East Bengal; stay in Hotels and spend Rupees ten or fifteen per day and go back without a license.

And this is all by way of request. However, all this cannot continue for all time. We do not offer the treats; we want to live together in Pakistan. But please do justice. If you fail to do, a time will come when the consequences may be disastrous.

With these words I request the Honourable Law Minister and the members of the United Front to accept this amendment-Parity in all respects.

Saturday, the 4th February, 1956, Karachi

If you do not allow the people to work constitutionally

then people must have to follow unconstitutional means

The Constituent Assembly Pakistan met in the Assembly Chamber with Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss about the Safety and Preventive Detention Acts and economics disparity between the two Provinces.

Honourable Deputy Speaker: The question is...

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Sir, my amendment is also of the same type and there are other amendments also standing in the name of Mr. Nurur Rahman and others which are also of the same form. If we move them all together, then we can go on speaking one by one.

Honourable Deputy Speaker: This amendment is for substitution of the whole clause. Therefore, after this I will take up the other amendment.

Sheikh Mujibur Rahman : Allright, Sir, I will support the amendment of Mr. Mahmud Ali. He has, Sir, given the history and I would not lie to...

Honourable Deputy Speaker: You need not repeat that.

Sheikh Mujibur Rahman : So, Sir, I want to give some more history and I would not like to repeat. But I will give some history because I have also suffered under this Act.

Honourable Deputy Speaker: You carry on, but do not repeat.

Sheikh Mujibur Rahman: I am not going to repeat, Sir, after all you should allow me to say what I am going to say. Sir, can I request the mover of this bill to show from any Constitution of world that such a provision exists anywhere except in India? Sir, there is one thing. We have started with the name of Islamic Republic of Pakistan. It is a very good name and definitely we are very happy for that. But can I request him to show that can anybody be punished in the Islamic law without trial? So far as I know, nobody can be punished without trial. If it is so, then I think, it is a bluff to the people. Sometime back there was an Islamic Convention in East Bengal, where they categorically declared that nobody can be detained without trial. Now, I would ask Moulana Athar Ali and Mr. Farid Ahmad to come forward and categorically say that Islam permits a man to be detained without trial? Sir, in East Bengal during the last seven years this particular law has been used against the political opponents of the party in power in such a way that it is never to be seen in the history of the world. The people who fought for the achievement of Pakistan, the people who suffered for the achievement of Pakistan, the people who ruined their careers for the achievement of Pakistan, were the very persons against whom this particular law had been used. It was used against those persons who sacrificed their all for the sake of Pakistan. Why? For the personal interest of the ruling junta of the Muslim League. Sir, you know, that nothing has happened during the last

seven years in amendment. No foreign country has attacked our motherland, there has not been any armed rebellion. But still this Act has been used against all political workers. Still so many members of the Legislature like Mr. Abdus Samad, Mr. Mannan, Mr. Mofizul Islam and others are detained under this act without trial and still an Honourable Member of this house, Sardar Fazlul Karim, who had been bailed out, is being detained because of this Safety Act. Sir, is it not an insult to us, to you, Sir, and to the nation and to the people of amendment that a representative of 10 lakh of people has been arrested and put into jail without showing any cause? Sir, you may say, you require it for some time. You require it to arrest people like Maulana Bhashani and other political workers. Since 1948 to-date many political workers in East Bengal have suffered. Those who fought for the achievement of amendment have been detained in amendment under this Act without trial. It is the history of these long seven years.

Mr. Zahiruddin (East Bengal: Muslim): Shame, Shame.

Sheikh Mujibur Rahman: Even Mr. Suhrawardy was externed from East Bengal by this Public Safety Act. It is the history of amendment. Hundred and one workers have suffered on account of this Act. Well, you can say we have also suffered. Now, Sir, I would not like to repeat what has been said by Mr. Mahmud Ali. But Sir, I like to tell you one thing. Even the Karachi University authorities have started a thing like that and how shamelessly they are doing this.

Honourable Deputy Speaker: What did you say?

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, this is a thing which the Karachi University authorities have also started like the Intelligence Branch of the Government of amendment. This is a form in

which they want a sort of bond from the students to say that they are not connected with any subversive activities. Now, Sir, I do not know the definition of this word "subversive".

The students of Karachi University are also required to give this bond that they are not connected with any subversive activity.

Honourable Deputy Speaker: Where are you reading from?

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, this is a form which has been supplied to the students of the Karachi University to be filled and signed by them.

Honourable Deputy Speaker: How am I to know that is a genuine form? Please let me see it.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, it is a genuine form. I will show it to you. Honourable Deputy Speaker: I am not denying it. Let me see it.

(The form was shown to the Honourable Deputy Speaker.)

Sheikh Mujibur Rahman : This is what the form says. This is what they ask the students to pledge, "That I shall not indulge in any activities subversive to Pakistan or prejudicial to the University of Karachi, etc." Who are they, Sir, to ask them to say all this? Are they Interior Minister or Police Commissioner that they can ask students to make a pledge like this? Sir, this is happening all over Pakistan; this is being done in all the Universities of Pakistan. They get encouragement from the Education Ministers of the Centre and the Provinces. They ask students to make a pledge like this as if all the students of Pakistan are anti-State and only the Ministers, M. C. A. and Parliament Secretaries of

Government side are loyal, who have fortunately become Ministers through backdoor.

Sir, it has been promised by us to the people of East Bengal that these black laws, these sort of clauses will not be in the Constitution. If there is proof against anybody, you have got the courts, you have got the Judiciary, you can produce them before the courts, you can punish them, hang them; you have got the right to do that but why are these black laws here, saying that people will be detained for subversive activities. Sir, this is the ground which is generally used against the persons who work for the country, who work for the people of Pakistan.

Honourable Deputy Speaker: Your time is up.

Sheikh Mujibur Rahman : Please give me one or two minutes more. Sir, I appeal to them, and particularly the members of the United Front Party not to agree to this provision. Sir, the members of the United Front Party made promises to the people at the time of the elections that they will not agree to such laws.

Sir, the other day the Honourable Foreign Minister said that this Constitution is based on -21Point Programme. Sir, I ask- is it not written in the -21Point Programme categorically that if we come our successful we will not allow to pass these Safety Acts and will not use Safety Acts any more? Sir, with your permission I shall show that...

Honourable Deputy Speaker: You only asked for a minute more.

Sheikh Mujibur Rahman : I will finish in a minute. Sir, it has been laid in the -21Point Programme to repeal Safety

and Preventive Detention Acts and release all the prisoners detained without trial and try in open courts and to safeguard rights of the people, to permit them to hold meetings and to allow them facilities for forming trade unions for the purpose of collective bargaining, etc. I ask the Honourable Foreign Minister, Sir, is this the -21Point Programme on the basis of which you are forming this Constitution? How long can you bluff the people? No more. The time is ripe now and East Bengal people are politically conscious and understand all this.

Sir, I appeal to them to accept the amendment of Mr. Mahmud Ali for the greater interest of Pakistan. If you do not allow the people to work constitutionally then people must have to follow unconstitutional means. Sir, this is the history. Allow people to work constitutionally, otherwise they will overthrow the Government by unconstitutional means. Allow people to work and mobilize public opinion constitutionally, otherwise they will go underground. Sir, this is what happens. You must learn from history that if you do not allow people to work constitutionally, then they overthrow Government by violent means.

Sir, I request them to accept this Amendment and prove to the world that they are believers in democracy, that they are believers in Islam, whose name they are utilizing for their ulterior purposes. The clause, as it stands, Sir, is against Islam, it is against democracy and against civilization. I, therefore, appeal to them to accept the Amendment of Mr. Mahmud Ali.

Honourable Deputy Speaker: Will the honourable Law Minister please hear about the addition of the world "lawfully" after

the world "acquire"?

The Honourable Mr. I. I. Chundrigar: How can it be lawfully acquired? When we use the word "acquire" it means acquired lawfully.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, after the achievement of Pakistan a lot of property has been acquired by people unlawfully. How is it that a person came to Pakistan with only Rs. 10,000 today has become a man of 10 lakhs? He may have made money either through Food Department or through the Ministry of Refugees and Rehabilitation or by means of getting permits from the Commerce Department or by menans of black-marketing and hoarding. Why has the Government not confiscated this property? Did they try to find out how this money has been made? Have they not got the right to seize it, if no satisfactory explanation in this respect is forthcoming from the person concerned? That is my point. I would like the Honourable Minister for Law to understand my point, I do not want to mention the names. In short, I know how things have happened. I know of a man who in Calcutta before partition was in the Muslim League. He came to Pakistan and started doing permit business. You do not know that in Pakistan 420 and permit business are going on. He had no business, no shop, no factory, no land, but we see that after two or three years he has become a man of 10 or 20 lakhs. There are hundreds of cases to quote in this strain. The Government should have power in their hands to investigate how a particular person without any work, without any business, without any property, got so much money. That is the point to which I want to draw the attention of the Honourable Minister. In Karachi, we have seen that money is jumping in the streets. There man does

not know where to stand.

Honourable Deputy Speaker: Where do you see money jumping? (Laughter)

Sheikh Mujibur Rahman: Jumping in the air, either in the Export Department or Import Department, outside the building.

Honourable Deputy Speaker: You take me along next time. (Laughter) Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I have not got the capacity. Otherwise I would have been a different man. Now, as regards food...

The Honourable Mr. I. I. Chundrigar : Mr. Deputy Speaker, Sir, this has nothing to do with food. There must be some relevancy.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, food crisis means that a man has done black-marketing and for the sake of making money he has killed thousands of people.

The Honourable Mr. I. I. Chundrigar: It has got nothing to do with this clause.

Sheikh Mujibur Rahman: Because you have categorically written in this clause that every citizen shall have the right to move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof; to acquire, hold and dispose of property. My point therefore is that he will acquire property lawfully. If he has some property acquired lawfully, then he can dispose it off. If he is a Zamindar, he can sell his property, he can make a house either in Karachi or in Lahore, but if a man has not got a single penny, how can he earn Rs. 20 lakhs or make a house? I want to know whether Government has a

right to acquire about such property and if it is found that he has earned money or acquired property by foul means or by black-marketing or by giving bribes to officers, etc. then why not the Government have the right to make necessary investigations? That is why I say "property, if acquired lawfully", if he has acquired it from his father, we have nothing to say. If he has not a single bigha of land or even Rs. 500 in any bank, but he suddenly becomes a man worth five or ten lakhs...

Mr. Yusuf A. Haroon (West Pakistan: Muslim): I agree with you. Sheikh Mujibur Rahman: I therefore want to draw the attention of the Honourable Law Minister to this point and that is the reason why I request him to accept only one word "lawfully" and do justice of the people of Pakistan by incorporating it in the Constitution, so that this sort of corrupt people must be punished and their property be confiscated.

With these words I commend my amendment to the acceptance of the House.

Mr. Chairman (His Excellency Mr. Mushtaq Ahmed Gurmani) : Your time is up.

Mr. Mahmud Ali: But then, Sir, the overall question remains that what should be the economy of Pakistan.... the clause itself.

Sheikh Mujibur Rahman : Should I oppose the clause itself or should I speak in favour of the amendments?

Mr. Chairman (His Excellency Mr. Mushtaq Ahmed Gurmani) : You can oppose the whole clause if you so like.

The clause as well as the amendments are before the House.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I have amendments also in my name but I will oppose the clause as a whole, as I feel there is no use to keep this clause here in the Constitution.

Chawdhri Azia Din: But you wanted the Constitution to be more rigid.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, this proposed Council is to remove disparity between East Pakistan and West Pakistan in the economic sphere of life and that is why this provision has been incorporated in this Draft Constitution. It is neither national nor economic nor Council. What power does it have? Absolutely no power, it is an advisory board. At the centre there will be equal Ministers of both Provinces, six from East Pakistan and six from West Pakistan and the Ministers sitting in the Central Cabinet together can sanction money, pass budget and do whatever they like. Then what is the necessity of giving bluff to the people that here we are providing for you an Economic Council when as a matter of fact everything will be decided by the Central Cabinet or Central Ministers? Why did we want parity? The reason is obvious.

You know, Sir, P. I. D. C. has been set up by the Pakistan Government for the industrial development of the country and what are they doing-Sixteen projects consisting of about 337 millions of rupees plus 17 projects at a cost of 400 millions of rupees have been taken in hand by them. There is another authority known as the Central Engineering Authority for the developing of hydel-electric power and other generating power in the country, costing several crores of rupees. How much have they spent for the development of East Bengal out of this? Not more than 25 percent of the total cost of

these multifarious projects, people of East Bengal want their safeguard by this system of parity-parity not for numbers, parity for the economic development side by side with the people of West Pakistan and our brothers in West Pakistan. What are they doing now? We have our food Minister without food in East Bengal and Pakistan as a whole

and our Foreign Minister without any foreign policy in Pakistan and at the same time without any economic development we are going to have Economic Council. I cannot understand what is the meaning of providing for this Economic Council in the Constitution. Sir, much has already been said by my friends on this side, so I would not go in detail because I do not like to torture my friends opposite-although they said in a jubilant mood that they would sit for the whole night-because they appear to be tired now.

If you read the clause carefully, you would find, Sir, that there is absolutely no power given to that Economic Council. There are only plans and advices to be found there. Government might accept its advice and might not accept. This is the position. Sir, on the 15th of March, when the legislature sits for budget session, we may find that the legislature would not accept the recommendation of the Council. Now what can they do? There is no authority here to enforce the legislature to accept its recommendation. This provision is absolutely vague. Sir, I tell you the people of East Bengal are firm and resolute in their demand; they will not budge an inch. I am afraid how my friends opposite who come from East Bengal will dare to face the people of that Province when they go back. They have provided this Economic Council in the Constitution to befool them that, "look here, we have provided this Economic Council for the development of your

Province." But the people of East Bengal are quite conscious of the fact that it is merely to show them, nothing more, nothing less. It does not hear them. Sir, the people of East Bengal are politically much more conscious. They are not fools.

Mr. Abdul Aleem: We will explain it to them.

Sheikh Mujibur Rahman: You will explain, I will explain and everybody will explain. But be courageous, be honest in your principles and convictions.

The Ministers sitting there who claim to be politically conscious and represent the people of East Bengal, I appeal to them to look to the interest of East Bengal; sit with your brothers from West Pakistan and find out ways and means for the agricultural and industrial development of the Province of East Bengal. Be honest to your pledge given to them. Do not forget them. Do not be misguided by the promises of the persons who are sitting by our side. Why are you incorporating this clause in the Constitution unnecessarily when you know that this Economic Council absolutely has no power and cannot do anything? Then why bluff the people whom you represent here by accident? I feel, Sir, that this clause is absolutely unnecessary and I oppose it as a whole and I commend this amendment for the acceptance of the House although I know I will be outvoted.

Monday, the 13th February, 1956, Karachi

The property of the zamindars should be confiscated;

no compensation should be paid to them

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Honourable Deputy Speaker, the Honourable Mr. E. E. Gibbon in the Chair to discuss about the abolition or Zamindari and Jagirdari systems.

Honourable Deputy Speaker: Chaudhri Sahib (Chaudhri Aziz Din), What is worrying you? I can hear every words what you are saying, from here.

Mr. Abdul Mansur Ahmad : Sir, in fact this demand has been so persistent on behalf of the ... on the other side of the House.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, supporting the amendment of my honourable friend, Mr. Abul Mansur, I request the friends of the Treasury Bench to consider and accept that amendment because they have started their Constitution with the words and in the name of Islamic Republic of Pakistan. Sir, the salaries which the Leaders and Ministers of our country are drawing, I think, are taxing heavily the poor masses of the country. Now, what is the economic condition of the country? What is the condition of the poor masses of the country? We are making in Islamic Constitution and

we are Musalmans. Sir, Islam has taught us the lesson of equal distribution of wealth according to the needs of the individuals. But Sir, here what we are seeing? A poor peon is getting Rs. 50 a month and the head of the State, who is also a Mussalman, will get Rs. 12,000 per month and everything free. Are we not Mussalmans? Why are we exploiting our own breathe? We cannot exploit them any more. We have exploited them enough for the last eight years as far as possible and for God's sake do not exploit them any more in the name of Islam. Sir, in China-and I have been to China-the Chairman of the 60 crores of people of that country is taking Rs. 600 per month (Pakistani currency). Then why should a country of seven crores of people economically ruined, should pay so much? Why should we pay so much when our people are dying and are not getting food, clothing and shelter, when our people are moving in the roads asking for alms, one piece or two piece for their belly; when our sisters are selling their honour for the sake of their hunger? What right have the leaders, the representatives of the people, got to take Rs. 12,000 per month? Sir, the other day an honourable Minister said that "I used to earn that much in business". I will say, then go and earn, do some sacrifice. You have not come here to earn money, to get good house, draw touring expenses and other things. If you want to earn money you can earn outside, but when you have come as representative of the people to serve the people, then you should not become rich at the expense of the poor, because it is the poor who give the taxes, it is their money; you have no right to enjoy at their expenses. Give Rs. 150 to that poor man who is getting Rs. 100 instead of giving high salaries. Bring them down from 12,000 to 5,000 and do justice to poor people. We are Mussalmans. I have seen the poor employees

of our Assembly working, while you have taken meal, they are on duty without meal even. You are exploiting poor people.

I do not agree with my friend because he is giving six thousand rupees. I think two or three thousand rupees per month is sufficient for any man to live decently. It is not a place to exploit. But they live in palatial buildings. I request my friends who are Ministers and those who are thinking of becoming Ministers to accept the amendment and show to the world that they are sincere to Islam, they are sincere to Pakistan and sincere to humanity.

With these words, Sir, I commend the amendment for acceptance of the House.

Mr. H. S. Suhrawardy: But do not fetter the Provincial Legislatures.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, in supporting the amendments of my friends I want to draw your attention to some facts and I will also try to reply to what has been said by Honourable Mr. Khuhro just now. Sir, he has spoken something about the report of Mr. Masud and he wanted to defend the permanent settlement and Jagirdari system of West Pakistan. Sir, sometimes we are confused between these two words. We in Bengal say "Zamindari", in West Pakistan we say "jagirdari". Somehow we got the property from the British government. My friend has just now said that Lord Cornwallis gave these lands as a permanent settlement in 1793 to some people of Bengal to exploit the masses. But, Sir, there was some idea in giving these lands by Lord Cornwallis to these zamindars and he had in his mind that these zamindars will look after the betterment of the peasants. But what did these zamindars

do, Sir? They miserably failed in keeping these poor peasants contented. They suck their blood instead. They acquired enough property. They made palatial buildings in Calcutta, Ranchi, Madhupur, Darjeeling and Shillong and enjoyed their life in the midst of honey and moon and they always tortured the poor peasants and made their life miserable. Now, Sir, there is jagirdari in West Pakistan. Between the feudal landlords of East Pakistan and the feudal landlords of West Pakistan, there is no difference. Both of them have been the exploiters of the peasants from the very beginning and they are still exploiting them in the name of Islam, in the name of Pakistan, in the name of humanity. Sir, I have got with me a book called "The Permanent settlement in Bengal". It is an Indian Citizen series. I have got it from the Library. From the passage which I am going to quote it will be clean what was the intention of Lord Cornwallis in giving these lands to these peasants. Sir, it says: "Lord Cornwallis expected that the zamindars created by him would evince a lively and practical interest in the progress and education of their tenants; but his expectations have been falsified. The zamindars of the present day have got into the possession of the original estates by purchase or redemption of debt, and do not show the same sympathy for and attachment to their tenants as did the original zamindars, with whom the settlement was made. The society has thus lost a stable element which was expected greatly to influence and accelerate its progress. It was expected that the limitation of the Government demand would limit the demands of the tenants. But the system of sub-infeudation which has been introduced since that time has not given the desired relief to the ryots, who have to pay for the profits of a large number of middlemen, everyone of whom successively leses his lands to a subordinate tenure-

holder at a profit. This profit is enjoyed by them without their contributing anything towards increased production."

Now, Sir, why are we opposing compensation? My leader has just now said that one man is in possession of 50 thousand acres of land, and I ask Honourable Mr. Khuhro, who is the Revenue Minister of West Pakistan, whether he has distributed any land to the poor landless cultivators of his Province. In referring to Masud Report he said that for the first time during these seven years Honourable Mr. Khuhro has developed West Pakistan in such a way that every peasant of West Pakistan has got land. Sir, Mr. Masud was an I. C. S. officer and he is still an I. C. S. officer of West Pakistan. I wonder why Honourable Mr. Khuhro has spoken for discrediting the Masud Report. I think he is not thinking of contesting Honourable Mr. Khuhro in the election. Sir, Masud Report shows the miserable plight and condition of Sind, how the Zamindars exploit the poor Haris and poor peasants of this country, Sir, I would like to discuss about the note of dissent of Mr. Masud.

Honourable Deputy Speaker: Are you discussing it?

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I am going to relate the condition of the Haris and in supporting the amendment, I want to mention one thing.

Honourable Deputy Speaker: Is your amendment, based on the Masud Report?

Sheikh Mujibur Rahman: Our amendment is based on this that the property of the zamindars should be confiscated; no compensation should be paid to them. I wanted to show how these zamindars have luxuriously enjoyed their life at

the cost of these landless cultivators who are working day and night and are dying of starvation. In Pakistan these landless cultivators have got the right to get back the lands because we have achieved? Pakistan not for rich people but for the economic emancipation of the poor masses of Pakistan. We achieved independence for bettering the lot of the poor man, otherwise the Britishers were better than these people who are ruling our country at present. We wanted economic emancipation from the British Imperialists and the zamindars. But what have we seen for the last eight years? The rich has become richer and the poor, poorer, such is the condition going on in Pakistan. Then, Sir, Mr. Masud, who is an I. C. S. officer and who has no interest with them, has written this minute of dissent and this is what he says: "The zamindar might at any time send for the Haris for beggar (forced labour) for the construction of his house or sinking of a well, or some other minor work. The Hari might be called to come with his plough and bullocks to cultivate the private fields of the zaminder or to spend a few days on hunting with him; or to render some domestic service. He is thus always at the beck and call of the zamindar and he dare not refuse, as annoyance of the zamindar would spell his doom". Now Sir, that is the condition of the "Haris" of Sind. I myself have toured Sind and have seen some places. I also went there for hunting purposes and I have seen the poor cultivators of Sind. And here Mr. Khuhro says we are giving them land. Now the Revenue Minister of West Pakistan says that conditions are going to change, although they could not change them, during the last 7 or 8 years and conditions of the Haris are becoming worse and worse.

Honourable Deputy Speaker: Where is it?

Sheikh Mujibur Rahman : In Sind, Sir, in the interior of villages. They cannot get food for them.

The Honourable Mr. M.A. Khuhro: When was the Report wirtten? Sheikh Mujibur Rahman : 7 or 8 years before. But during this period you have not changed the conditions of the Haris. You have all along been exploiting the poor masses. Now, Sir, in East Bengal, I want to tell my friends that there was a movement about 30 years ago. It was the peasant movement and my leader, Maulana Bhashani, was there when Bengal-Assam Conference was held in 1933 and most of the zamindars, Sir, as Malik Firoz Khan Noon said and he is right, were Hindus, about 90 percent of them. But whether they were Hindus or Muslims, they were the same oppressors and suppressors of the poor masses and that is why we are against the zamindars and jagirdars of East Bengal. The Hindu zamindars were living and enjoying in Calcutta, Rajshahi and Madhupur and Muslim zaminders were enjoying in Darjeeling and Shillong and both of them were the exploiters of the poor masses of East Bengal. Now, Sir, we want not to give them compensation and distribute the land among the poor masses of the country. Now, Sir, I was telling about Mr. Masud's report and here again I wanted to read another line from there:

"Without the removal of despotic control of the feudal lords over the mean and helpless and shelterless Haris and without the abolition of zamindari, election on adult franchise basis will be of little use for the illiterate and down- trodden."

Now, Sir, we are talking of democracy and this is the type of democracy that we are going to have. We are talking of free elections and I believe so long as Dr. Khan Sahib is there, he

will try to have free elections and he can stop his officers from interfering in the elections. But how could he stop these big zamindars and these big landlords? He cannot do it. Landlords will go and ask the poor people, his tenants to vote for him and they will have no other choice because the poor peasants have to depend on him. So zamindari is not an answer for the progress and development of the country. Sir, here I will show you from an economic report of U.N.O. entitled "Economic Survey of Pakistan: 1955", what they say about this part of the world, It reads:

"However the present rate of domestic capital formation is low and the balance of payments is under severe pressure. The outstanding problem therefore is to moderate the race of industrial development and shift the emphasis more to the relatively neglected field or agriculture which countries to be the country's principal economic asset."

So, Sir, the statement of Mr. Khuhro is absolutely baseless because it is a report of the U.N.O. and it says that agriculture development is decreasing day by day.

(At this stage the Honourable Member saw the red light)

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, one or two minutes more. So, Sir, our stand is quite clear. We do not say anything about industry. We want to do away with this jagirdari system. Now, Sir, I cannot understand the stand of my friends of the United Front. I have already mentioned that because of this peasant movement, we who belong to the middle class, have got this chance to come to this constituent Assembly and it was the result of that 30 years movement. Similarly this state of affairs will not continue for any longer time in West Pakistan also and the voice of the people who have

been oppressed and suppressed will win in the end. Please read the history of China and see what had been happening there. Please do not oppress the poor masses so much. Give them some share and treat them as your brothers and they will love and respect you. If you oppress them, a day will come very soon when they will rise against you. How long you can suppress them for another 10 ,5 or 20 years and as it has been done in China, so it will be done here. This Chiang Kai Shek used to oppress them and the result was that they overthrew him.

Now, Sir, they talk of Islamic Constitution and of Islam. Now, where is Maulana Athar Ali and others and I ask him, is it Islamic democracy that one man should have 50 thousand acres with him and sleep comfortably, while another man living beside his house should die of starvation. Is it Islam? Please do not insult Islam. You have no right to do that. If this is the type of Islam, the future generations will not know it. They will run away from such Islam. So I would request them not to use Islam in that way. Now Maulana Maudoodi went to East Bengal and gave fatwa that abolition of zamindari without compensation is non-Islamic. Sir, I can understand why he has given this fatwa. It is very easy to get a fatwa. When we were fighting for Pakistan issue, some of my friends who are big Maulanas in East Bengal, in Sylhet referendum, gave the fatwa that if you go to East Pakistan, it will be un- Islamic.

The Honourable Pir Ali Mohammad Rashdi: Not so of Maulana Maudoodi. Sheikh Mujibur Rahman: I am talking of some big Maulanas and not about Maulana Maudoodi.

Honourable Deputy Speaker: You wanted only two minutes

and now you have taken four minutes, Please wind up.

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, I have got Rs. 30,000 in my pocket, I can get 10 fatwas. We have fought against these people of the Jamiatul-Ulama-i- Hind in East Bengal. So we know how to get fatwa. It is a very easy thing. But we are seeing the condition of the people here. Is it Islamic brotherhood, fraternity and equality? Now, why these people have been suppressed?

Honourable Deputy Speaker: If they are not suppressed, how did you get the report?

Sheikh Mujibur Rahman: Well, Sir, it is in the market. I will get it. Sir, I appeal to them to accept it. Sir, the land should be distributed to poor masses of the country, who fought for the independence of the country.

Mr. Chairman (His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurimani): That point has been made.

Mr. Mahmud Ali : I am making one more point of it which he has left out. Sir, even... Mr. Zahiruddin.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I will speak just for a minute or two. I notice the Honourable Foreign Minister has come. I hope, I will receive due attention if is provided:

"Other Ministers ... shall be appointed and removed from office by the President, but no person shall be appointed a Minister of State or a Deputy Minister unless he is a member of the National Assembly."

Why not use one word: "Be appointed Minister and a Minister of State." That is sufficient. I think there is no ulterior motive. We have seen through these eight years how

big businessmen are appointed. They are sent for-probably by radiogram-and on arrival they enter the G. G. House and the appointed Ministers! We have got at one time several of these persons who are not even members of the House. It is quite a different thing if you appointed an efficient man for service of the country but then what about appointing so many at one time. Why take from outside when there are so many members of the Assembly and there are so many candidates also.

My request is that if there is no ulterior motive behind this, they should accept the amendment of Mr. Zahiruddin which is an amendment that would be acceptable in any democratic system.

Tuesday, the 14th February, 1956, Karachi

We must now safeguard our rights

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber with Honourable Deputy Speaker, The Honourable Mr. C. E. Gibbon in the Chair to discuss about proposed amendments relating to provincial autonomy.

Honourable Deputy Speaker: Sheikh Mujibur Rahman

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, in supporting the amendment of Mr. Abdul Mansur Ahmad, I want to draw your attention...

Honourable Deputy Speaker: Have you not got your own amendment? Sheikh Mujibur Rahman: Yes, Sir, I have; but I want to say something on the amendment.

Honourable Deputy Speaker: On first.

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, on first.

Sir, although my friend, Mr. Zahiruddin, had requested the Government side not to discuss this clause at present, till we have decided the question of joint or separate electorate, still they have forced us to discuss this clause. Sir, for us it is a vital question; it is a question of life and death. We accepted parity on certain understanding that we shall get parity everywhere but that promise has not been fulfilled. They have now violated the fundamental principles of parity on which we agreed for parity. That is why we no longer

want parity. We want representation according to population, because as I told you earlier it is a vital question for the people of East Bengal. What sort of electorate we will get in the Constitution, should be decided first, whether we are going to have joint electorate or separate electorate. Without that it is useless to discuss the clause under consideration. If they say that Muslims are a nation then between the Muslims of East and West Pakistan there must be parity. If they say Hindus are a nation, the Hindus of East and West Pakistan must have parity; if they say Christians are a nation, then the Christians of West and East Pakistan must have parity. The question is that the population of East Bengal 56 percent and the population of West Pakistan is 44 percent but we accepted parity for good will, for co-operation and for brotherhood and to show that we want to live together like brothers who are Pakistanis. The disaffection has been created by the ruling junta who are holding the reigns of the government and that is why some suspicion exists in certain sections of the people of Pakistan and with this end in view we accepted parity for creating affection, good will and co-operation. We are Pakistanis and above all we are Pakistanis.

Honourable Deputy Speaker: You said all this before.

Sheikh Mujibur Rahman : I have to repair it, because it is a very vital question for the people of East Pakistan and I would continue to draw their attention to this aspect of the question till I die because they have finished Pakistan. You have decided for 50 :50 from both the sides. Out of 150 seats, 30 Hindus will come from East Pakistan and in West Pakistan 150 seats will go to the Muslims. Now, Sir, these West Pakistani leaders want to divide and rule us. It is impossible to tolerate this. They want to bluff those representatives of

East Pakistan who are now sitting with them on the other side of the House by not deciding the question of joint or separate electorate first. If they have come forward with this clause then the question of representation must be decided according to population. Why can you not do it? You claim to be a democratic country; you claim to be an Islamic country; you claim it to be a country of justice; you will do justice to everyone. If it is a fact, Sir, then you must accept the principles of democracy. You must accept that the representation must be according to population. Sir, I ask them through you why do they not accept this demand of ours? They say, no parity. What is the reason for saying so? As my friends have rightly said that when we wanted parity in our services, they refused with thanks; when we wanted parity in our business, they refused with thanks and when we want other things, they refuse with thanks. They say, whatever they give us, we should accept it. We must now safeguard our rights. Whatever mistake we did in the past we have forgotten all about it, but we are not going to commit any blunder now. We committed some blunder believing our friends opposite, not the friends of West Pakistan, but the ruling junta of West Pakistan. Now they want to rule us. This is my point. I want to tell you that now the question of parity is no more. We the people of East Pakistan are in majority and we must, therefore, get representation on the basis of our population. If they refuse, we have nothing to say. We know that in this they will get the assistance and help of our friends from the United Front, some of whom are being made as Ministers and they may say that, "All right, we have got Ministership, we will vote with them." But the time is coming and knocking at the door and they will get the consequences. With these words, I commend and support

the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad.

Honourable Mr. Abdul Latif Biswas (East Bengal: Muslim): Sir, I rise...

Sheikh Mujibur Rahman: You have killed us without food.

Honourable Deputy Speaker: Will you please withdraw that?

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I said that he is a Food Miniser but we are going without food. Is it not unparliamentary?

Honourable Deputy Speaker: It is not unparliamentary, but it is an unkind remark.

The Honourable Pir Ali Mohammad Rashdi: It is a reflection.

Sheikh Mujibur Rahman : It is not a reflection.

Honourable Deputy Speaker: Please withdraw your remarks.

Sheikh Mujibur Rahman: If you say that it is an unkind remark, then I will show kindness to my friend in future.

Honourable Deputy Speaker: The time of the Honourable Member is up. Mr. Zahiruddin: I will just take one minute. So, Sir, my objections first of all are that you are encroaching upon the provincial autonomy, if this has been done deliberately. If it is a mistake it must be corrected. So far as the second point is concerned I am quite sure that you are committing a mistake here and if you do not make proper provision, a clever Government will give you a lot of trouble. With those words I support the amendment.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): I want to draw your attention to the fact that it is not by mistake that they have excluded it; my point is this that they have

intentionally not provided for it. I can prove it from the amendment of my friend, Sardar Amir Azam Khan. Sir, we have here three lists-the federal list, the concurrent list and the provincial list. Now, Sir, it is categorically written in the Constitution that we are giving some powers to the provinces, but by this clause, Sir, so beautifully and tactfully they have taken away that power to the Central Government. Now, Sir, here it has been written that even if an Assembly passes a Bill it will go to the Governor for assent. He can give his assent or what he can do, he can withhold his assent. Then if the Governor withholds his assent, then it will go to the Legislature again...

Honourable Deputy Speaker: I have got it already.

Sheikh Mujibur Rahman: Then, Sir, here is another power of the Governor... Honourable Deputy Speaker: I know that.

Sheikh Mujibur Rahman: You know of it, but they do not understand. I want to convince them, not you. I know you are already convinced by what has been said by my honourable friend, Mr. Zahiruddin, but they do not understand...

Honourable Deputy Speaker: Try your luck!

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, we are unfortunate that they do not understand what we are saying. The position is this that here it is stated categorically that if the President withholds his assent, then what will happen... has the Legislature any power to discuss, or consider or to pass it again?

Then in the matter of the concurrent list, the Governor either gives his assents to the Bill or reserves the Bill for the consideration of the President.

Now, if it had been written here that this apple is to the concurrent list then it could have got some meaning in it; they have not written anything to that effect, so that even in respect of matters on the provincial list the President can veto it. Sir, now are we to understand whether this applies to the Provincial or the concurrent list? If the provincial list is passed on the advice of the Centre, then the President will work according to the advice of the Cabinet.

Honourable Deputy Speaker: And the Governor will also work on the advice of his Cabinet.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, already the Governor has no power, the Governor is the agent of the President. The Governor is not the elected representative of the people of the province.....

Honourable Deputy Speaker: Are you suggesting that the President may appoint a person as a Governor of a Province who is person a non grata with the Ministers of the Province?

Sheikh Mujibur Rahman: They have been doing this for the last eight years. The same people in power and God alone knows how long they will continue in office by manipulation, by intrigue, by clique and God alone knows whether Pakistan will be saved from this clique. This is my point of view.

Then, Sir, about the concurrent list. Now, Sir, the concurrent list is not the provincial list. A province has nothing to do with the concurrent list; it is in the hand of the Central Government. The something has happened in this clause : that the Governor can always send to the President and the President can always, if he likes, withhold his assent. Provincial subjects have come into the hands of the Central

Government through the agent or representative of the Central Government. It is not a mistake, Mr. Zahiruddin; it has an ulterior motive: they want to say that they are giving provincial autonomy and at the same time they are taking all subjects from the hands of the province to the Centre. I say that people are not such fool as not to realize what is being done; you cannot bluff the people on this side, because they understand something of the Constitution and they know how you are giving and how you are taking it away. You are saying in the Constitution that you are giving something by one clause and you are taking all the powers of the province to the Central Government. I say that you have deliberately written "for the consideration of the President" so far as the concurrent list is concerned. There can be some meaning of it. Nothing is written here either in the concurrent list or the provincial list. You, Sir, know the danger of the President being all powerful. It will not even go back to the Central Legislature for reconsideration of the issue. So it will go to the waste paper basket. Even the Provincial Legislature will surrender. I request them to consider this point realize how they are going to bluff the people.

Honourable Sardar Amir Azam Khan: We may also present our point of view. Sir, they are in confusion and they are creating confusion in the minds of the people (Interruptions).

Honourable Deputy Speaker (Addressing to the Opposition): You talk about their being touchy, but I observe you are more touchy.

Sheikh Mujibur Rahman: We are so touchy that we sometimes think of dying in the Assembly.

Wednesday, the 15th February, 1956, Karachi

Bengali is one of the State language

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber with Mr. Speaker the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about the state languages and the regional language of Pakistan.

Mr. Speaker: You have had your say. Please resume your seat. Sheikh Mujibur Rahman! You want to speak?

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Many others will also speak. If the Deputy Speaker of the House gave five minutes time it was on an assurance given to the House that if an Honourable Member made important points, the time could be extended to ten or even fifteen minutes.

Mr. Speaker: Anyway! Please speak on the point and not on the time. Sheikh Mujibur Rahman: I am opposing the amendment of Sarder Amir Azam Khan.

The Honourable Sarder Amir Azam Khan: The amendment has been moved by Mr. Yousuf Haroon.

Sheikh Mujibur Rahman : In your name! I do not know where from the third pilot of the Bill got this encouragement. The amendment has come before the House while we are actually framing the Constitution, and so many clauses have already been passed. It is not a question of insulting the President; it is a question of election-pure and simple. It may be that

the election of the President may be unfair and the affected person must have a right to appeal to the judiciary. This provision is not for any Acting President, in which case we may have ignored. In a House of 300 representatives it is possible that there may be two, three or even four candidates for the office of the President and in the counting of votes it is just possible that there may be a mistake—may be unintentional. Well, the defeated candidate must have a right to challenge the election of the President.

How is it they have come forward with this amendment at this stage? Have they got any threat from a person who is likely to become the President of the Republic of Pakistan? Perhaps that is the reason why they have come forward with the amendment that the validity of the election of the President shall not be questioned in any court of law. Can you quote a single instance from the constitutions of the world where such elections cannot be questioned in a court of law? Well, it is the question of fair and free elections. We are not insulting the President. You have provided that the House can discuss the activities of the President and here you say that his election cannot be questioned. What is your intention? Do you want to make a farce of it a discredit Pakistan in the eyes of the world just to satisfy one or two persons?

An Honourable Member: Why not quote some other instances?

Sheikh Mujibur Rahman : I am not going to challenge the second pilot. This is the position. Supposing I contest Sardar Amir Azam Khan and I am defeated. For my satisfaction I should have a right to challenge the election. It is surprising that these people come forward with anything and everything

they like. God knows where they are sending Pakistan! I would appeal to them to consider the issue and withhold the amendment. I would counsel them to consult their leaders, the Prime Minister and the Law Minister before they come forward with such an amendment.

With these words I oppose the amendment of Honourable Sardar Amir Azam Khan, moved by Mr. Yosuf Haroon.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, while speaking on the motion before the House I recall the sacrifices and sufferings undergone by the students of East Bengal as a result of which about fifteen hundred people went to jail. In the end the Government recognized their demand on account of the force of public opinion, and accepted Bengali as one of the State languages.

Sir, I can appreciate the force of the argument that it requires time to replace English, but the question is what is the period of time involved. If the State patronises the State languages, then I do not think more than ten years are necessary. I remember to have gone to China in 1952, three years after their liberation in 1949 and was impressed by the manner in which they had substituted Chinese during that small period. The same thing could be done here. may take two years or three years or a little more, but the largest should be ten years. In the circumstances I appeal to the mover of the Bill to accept this amendment of ten years.

Sir, may I refer to sub-clause (2) of clause 221 of the Bill: "On the expiration of ten years from the Constitution Day, the President shall appoint a Commission to make recommendations for the replacement of English." This is all very vague. Everything should be categorically stated here,

because God knows what will happen and we have seen many times how the people of Bengal have been cheated; how the people of Pakistan have been cheated. I hold the same views about Urdu. They also want, with us, that English should be replaced by Urdu and Bengali within ten years. They are very anxious; it is their demand. In all their meetings they are demanding the same thing. I am not speaking for Bengali alone. I am speaking for Bengali and Urdu, because these are the two State languages of Pakistan today.

Another point is that if we have accepted two language it does not mean that the languages of Sind and the Punjab and Frontier should be finished. We want that their languages should also be developed, but it is impossible without Government help. All provisions for their development should be categorically stated here because they may not get a shock afterwards. Here in West Pakistan there are several languages which are well developed : Sindhi, Poshtu, Punjabi and Baluchi and there are pictures produced in those languages. If the West Pakistan Govt. patronises these languages, definitely it will go a long way to develop them and each one of them can be one of the best languages of the world. Every language can be developed. I have another amendment on the subject which I am not moving because I am lending my support to this amendment.

I request that if they accept this amendment of Mr. Mahmud Ali : "Notwithstanding anything in this clause the Federal and the Unit Government shall take all possible..."

Mr. Speaker: You have already spoken.

Sheikh Mujibur Rahman : I am giving my point.

Mr. Speaker: You need not repeat.

Sheikh Mujibur Rahman : '...measures for the development and growth of all natal languages of Pakistan, namely, Bengali, Punjabi, Sindhi, Poshtu, Baluchi and Urdu."

If I mention here the name of a country some of my friends may be frightened—I am speaking about Soviet Russia. That country also, Sir, helped the other states like Uzbekistan and others to develop their own languages and the Central Government of Russia is helping them. They have recognised every national language of the country and these have been developed in such a way that those are one of the best languages. Similarly we have our groups. We have made on Unit and there are three or four languages in that Unit: Sindi, Punjabi, Baluchi and Pushtu. These four languages are there. We must provide in the Constitution that the West Pakistan Government must take all steps to develop these four languages. Otherwise what will happen? It might be that a particular province who are in a majority, may suppress the other languages of the Unit. This is the point to which I wish to draw the attention of the House. I would appeal to them to accept the amendment of Mr. Mahmud Ali and our amendments, about ten years. If I speak in Bengali they cannot follow; if they speak in Urdu, I cannot follow. But if we can develop, I will speak in Urdu and they will speak in Bengali and this will lead to greater friendship and co-operation and Pakistan will become stronger. Ten years is a sufficient period.

Thursday, the 16th February, 1956, Karachi

The proclamation of Martial Law or emergency only

with the approval of the National Assembly

The Constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber with Mr. Speaker, the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about the proclamation of Martial Law or emergency only with the approval of the National Assembly.

The Honourable Mr. M.A. Khuhro : What is Islamic in it?

Mr. Zahiruddin: I.will let you know. Sir, the principles that should have been accepted in the Constitution... of the House.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I support the amendments moved by my friend, Mr. Zahiruddin. He has discussed the history of Martial Law in the Punjab and the catastrophe that it caused in Punjab, and the dismissal of the Daultana Ministry. Sir, during the last 8 years of Pakistan's existence we have been that whenever people try to create public opinion in favour of their demands, it is indirectly threatened that martial law will come. Do not demand for food; otherwise martial law will come, do not demand anything otherwise Martial Law will come. During the last eight years we have seen how politician are almost ousted from the political field and some service people come at the top of

the administration. Some people are Marshal, Major General and they directly or indirectly become Head of the State. Sir, once the tiger tastes human blood it will always try to taste the blood of the human being. That is the habit of the tiger. Similarly, Sir, those who get into power by any way, and if the people mobilize public opinion, then they try to retain the power and use the power of Martial Law. Sir, we are not asking for exclusion of Martial Law. The amendment of Mr. Zahiruddin is very clear. Mr. Zahiruddin wants that Martial Law should be applied when there is war or armed rebellion. We agree that if there is war or armed rebellion in the country, the Pakistan Government has the right to save the country be imposing Martial Law. But, Sir, when there is no such emergency, what right Government has got to curtail the civil liberties of the people by imposing Martial Law? Sir, we have seen during the last two or three years that when the Constituent Assembly was dissolved we were told that Martial Law will come and the right of Federal Court or Supreme Court will be suspended and that they will give constitution to the country. This was all mentioned and they tried it, Sir, but because there was one democrat in the Cabinet, they failed to do it. They always try to keep their power by declaring Martial Law. Sir, they should not be given so much power except in case of war and rebellion.

Sir, I appeal to the Honourable Members on the Government side who are in power today and God knows when they will be ousted to accept the amendment of Mr. Zahiruddin and do justice to the people. Martial Law sometimes plays such a havoc in the country that history has not seen. We have already seen what happened in the Punjab. Sir, during the days of -92A one person, who had gone from Karachi to

administer, threatened that if you persist we will declare martial law. That was the position. If you address public meetings or say one word against -92A, I will put martial law and fire. Sir, that was openly declared and those people are still in power. Sir, because there is a danger that if there are elections, these particular people may not be elected. Therefore they will say because they are going out, they should apply martial law and keep power in their hands. Therefore, Sir, I appeal to them to accept the amendment to my friend Mr. Zahiruddin, because it is for the betterment of the country and people as a whole.

Mr. Chariman (Mr. Abdul Sattar): Motion moved.

"That after sub-clause (9) of clause 199 of the Bill, the following new sub- clause be addedd, namely:

"(7) A Proclamation issued under clause (1) shall, if approved by National Assembly, remain if force until it is revoked."

Mr. Mahmud Ali Mr. Chairman, Sir, during the last 8 years of independence, we have been tired or proclamations... of the House.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am supporting the amendment of my friend, Mr. Mahmud Ali. I want to draw the attention of the House through you to the proclamations and emergencies, how many times within 8 years the Central Government have declared emergency and issued proclamations. We have seen how emergency is declared. One Ministry goes and another ministry comes. The Leaders here have so much used it that nowhere in the world it has been used so much. Sir, why use this vague word "internal disturbances." We do not object if the have this power during war or rebellion

in the country and use it for they safety of Pakistan, but what is the meaning of "internal disturbances?" The mover of the Bill has not clarified it. Sir, one day the people will rise. They know it. The democratic movement will grow and reactionary forces will have to vacate the chair.

Sir, how can we accept the vague words 'internal disturbances'? If you put 'war or rebellion' we will accept, but if you say 'internal disturbances' we will oppose, and a day will come when we will go and oppose words and say everywhere that we do not want to give power to one man, who may become a despot one day. Sir, the Prime Minister will be there; the Speaker will be there. They can call the National Assembly; they can discuss whether there is internal disturbance and if the Assembly feels they can request the President to declare an emergency and issue a proclamation. Sir, take the example of East Bengal. I do not want to repeat it as I have said many times in this House. Everyone knows how emergency was declared on account a Adamjee Jute Mill and Provincial Government was suspended. What did they do? The executive authority of the Federation shall extend to the giving of directions to a Province as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised. What does it mean? They will, sitting here in Karachi, govern East Pakistan in an emergency. This is our provincial autonomy; this is our self determination and this is the full provincial autonomy both of East and West Pakistan. This is the Federation which we are making; then why do you not have a unitary Government? You are giving power with the left hand and taking it back with the right hand. You are telling the people of Pakistan that you are giving them provincial autonomy. You have passed this Constitution and

everywhere you have taken everything from the people of the Province. There is only one power there; and in the name of emergency and internal disturbances you are taking back this particular power also. Of course, you can say that in other countries of the world there is a provision like this, but in countries like the United Kingdom, which you wish to copy, they respect democracy and they respect the wishes of the people. Our leaders who were in power before and who are still in power, many of them do not repeat the wishes of the people of Pakistan. Leave out the words "internal disturbance", but if you do not do that then we must oppose it. That is my point of view. Under (b) of sub-clause (2) of clause 199 you are giving absolute powers to the executive authority of the Federation to govern the Provinces. It means that there is no provincial autonomy. They have taken everything back.

I request my honourable friend, Sardar Amir Azam Khan and the Honourable Foreign Minister that they should consider carefully whether the words "internal disturbance" are not very vague. They should withdraw these words from this clause of the Bill.

With these few words I request the mover of the Bill to accept this amendment.

Friday, the 17th February, 1956, Karachi

Dacca and Karachi should be two Capitals of Pakistan

The Constituent Assembly met in the Assembly Chamber with Mr. Speaker the Honourable Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about joint electorate and two capitals at Karachi and Dacca.

Motion for Adjournment

Martyrdom for Recognition of Bengali as State Language

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal : Muslim): Mr. Speaker, I beg to move:

"That the House be adjourned today, the 21st February, in the memory of the martyrs who laid down their lives for the cause of getting Bengali as State Language."

As you know it was 21st February when our brothers sacrificed their lives for the sake of getting Bengali as State language in the streets of Dacca. The Government of Bengal declared this day as holiday. So this Assembly be adjourned in the memory of the martyrs who sacrificed for the cause of the country and the mother-tongue. So I move this adjournment motion and I draw you attention that it should be discussed and the House should be adjourned.

Mr. Speaker: The Honourable Member will get another chance

to speak on that.

Mr. Muhammad Abdul Khaleque : Only one minute.

Now, Sir, what does it say? It does not satisfy the claim which we have put forward in our amendment. We have definitely said in accordance with the demand of the people of East Bengal that Capital of Pakistan must be at Karachi and at Dacca and in consonance with their demand, we have put it there and we request Honourable Mr. A.K. Fazlul Huq to kindly make his party accept this demand of our amendment. With these few observations I commend our amendment to the acceptance of the House.

Sheith Mujibur Rahman: Sir, in opposing the substitution clause of Sardar Amir Azam Khan and supporting the amendment of Mr. Abul Mansur Ahmad, I want to draw the attention of that part of the House through you, Sir, to certain important facts which they appear to have absolutely forgotten. Sir, we are claiming at the top of our voice in Karachi and in Dacca and all over Pakistan that it is an Islamic State where Muslims can ordain their lives according to the teachings of Islam. You remember, Sir, when we wanted Pakistan, we had declared that the ten crores of Muslims of India constituted one nation and Sir, out of those ten crores of Muslims, five crores are still left in India at the mercy of those fanatic Hindus. Have you ever imagined what would be their fate if you declare Pakistan "Islamic Republic of Pakistan"? If you declare today that Pakistan is an Islamic Republic and name it as an "Islamic Republic of Pakistan", the fanatic Hindus such as R. S. S. and Mahasabhaists might agitate tomorrow for declaring India a "Hindu Republic of India" for taking vengeance on those unfortunate four crores of the Muslims

of India who have sacrificed everything for the achievement of Pakistan and for making a separate State for seven crores of the people of Pakistan who are enjoying the fruit of their sacrifice today. Is it not fact that today we are throwing those unfortunate Muslims of India to the ocean or are we not throwing them in front of these Hindu fanatics? These were the unfortunate Muslims who sacrificed everything for the achievement of Pakistan and are still living in Hindustan : in Madras, Bombay, Delhi, Calcutta, Bihar and U. P. What right have we got living in Pakistan, to kill the unfortunate Muslims of India, I cannot understand, Sir. Why are they playing with those Muslims? They have played with them, still they are playing and they will play more. Such has been the tactics always of the ruling junta, the ruling junta which is always out to get power by manipulation. It is their habit to give bluff to the people in the name of Islam and in the name of religion. Whenever the people of Pakistan want food, clothing and shelter, our leaders of Pakistan say: Kashmir khatre men hai, kashmir khatre men hai.-Kashmir is in danger, Kashmir is in danger.

And in this way they want to divert the attention of the masses towards that particular issue. It is not an issue. Now they have created an atmosphere that Awami League is against in Islamic Constitution. I say to them, "No, the Awami League is not against an Islamic Constitution if it is based on the fundamental principles of Islam, that is equality, fairplay and equal distribution of wealth according to the need of individual. Do it first. You are not making a democratic and Islamic Constitution." You are making a reactionary Constitution, a Constitution not for the people but for the ruling junta to govern the country according

to their own fancy and desire. So you are giving bluff to the people of Pakistan in the name of Islamic Republic of Pakistan. If you look to all the clauses starting from the Fundamental rights to the Provincial Autonomy which they have claimed to have given to the provinces, you would find that everywhere they have done injustice to the people of Pakistan. Now, Sir, how injustice and Islam can go together? Obviously, they cannot go together, when there is injustice, when there is corruption, when there is nepotism, when there is bluff, when there is falsehood prevailing all around. If you really provide in the constitution, fundamental principles of Islam and accept them in the name of Islam, nobody would object to it. Even the Hindus will not object to it. In the amendment moved by Honourable Sardar Amir Azam Khan, you will find the words "territories of Pakistan." That Pakistan shall be Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan... and then again in sub-clause (2) he has said "the territories of Pakistan" in two places but he has not mentioned what is the character of Pakistan or what will be the character of Pakistan, whether Socialistic, Capitalistic, etc. Nothing has been mentioned there. That is the tactics they are playing with the people of Pakistan. They simply say that Pakistan shall be of Islamic character and will be a Federal Republic. They do not say that Pakistan will be an Islamic State. They are not doing that. Sir, their days are numbered and they want to bluff the Muslims of Pakistan who are mostly illiterate. I tell you, Sir, that if the people of Pakistan say to our party that the Awami League has no right to govern the country, we will leave politics, we have got that moral courage." But my friends opposite do not have that moral courage because they want to keep power in their own hands and pockets. But, Sir, they cannot

do it because history has so many times proved it that you cannot bluff the people for all the time. For some time you can bluff the people, but for all times you cannot bluff them. Why do you not give the country a character? Why do you not say that it will be a Socialistic State where land will be distributed among the poor classes of the people and His Excellencies will not get Rs. 12,000 a month. Sacrifice some money and give it to the poor masses who are dying of hunger and starvation. They are actually the Mussalmans who are dying in the streets. They have achieved Pakistan. Go to East Bengal and see how the people are dying. There is scarcity of food there and this is the month of February, Sir, which is the cultivation time and they have no food and famine has started. Within two or three months there will be a famine which you may not have seen in the history of Pakistan and, Sir, sometimes I feel that 1943 may be repeated. Now, what the government is doing? What action they are going to take or taking while the Muslims are dying?

Mr. Speaker: You have made out your point, but now you are digressing.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, is it your Islamic State? Suppose I have some money and a Hindu beggar comes to me and asks for money. Should I not give him because he is a Hindu? No, whether he is a Hindu beggar, or a Muslim beggar or a Christian beggar, they are one and the same. There is no difference between poor and poor as there is no difference between a big landlord and a big landlord. I have seen, Sir, in Calcutta riots, how big and moneyed people who had crores of rupees saved their lives and came over to Pakistan. It were the poor rickshawalas and gariwalas who sacrificed their lives for Pakistan. Can you tell me, Sir, whether any big

man died in the name of Pakistan? It was the poor masses of India who died and made sacrifices for Pakistan. Now you are playing with the poor masses of Pakistan in the name of Islam. Sir, let Pakistan be a pure and simple Pakistan of the people. Do not try to hoodwink the people of Pakistan in the name of Islam.

Now, Sir, there is another question about the minorities. What right we have got to treat them in this manner? Before the achievement of Pakistan, had you declared in the last Convention of 1946 at Delhi, where I was also present, that Hindus will not be able to live in Pakistan? Hindus have every right to live in Pakistan, Christians have every right to live in Pakistan. Read the history of Islam and see how the rulers of Islam have treated the minorities and how they have given them rights. Now, if you behave in this way and declare that your country is an Islamic Republic, at once the minorities become second class citizens. At least I feel so and my conscience says that it is against the fundamentals of Islam. You have no right to treat them in that fashion. They are living here, they are paying taxes and so they have every right to govern the country. You have no right to say that. Show them the Islamic character, the true Islamic character, otherwise they will feel that there is something wrong with the fundamentals of Islam and there is not much difference in the fundamentals of Islam and other religions. Islam is for the good of the humanity: As a Mussalman, I believe in my religion and it is my duty to obey it. Allah will punish me for my faults. Is there anywhere that the Government will punish me if I do not say prayers five times a day? Is there in the Holy Quran, can you show me? I think there is nowhere mentioned that the Government will punish me

and put me in jail if I do not say my prayers. It is my new character and my own personal matter. Now, Sir, Muslims are not living only in Pakistan. There are so many other countries where they may be in a hopeless minority. We are living in a civilized country and it is the atomic age and we should see what we are doing. We should not try to cheat people in the name of Islam. If you want an Islamic Republic of Pakistan, do justice on the basis of Islam so that people may feel that it is Islam. You cannot bluff them in the name of Islam. Now-a-days what do we find? Everywhere there is corruption, nepotism, bribery and favouritism and people are dying of hunger and starvation. This is not Islam. If you make such an Islamic Republic of Pakistan today, when the next generations come after five years or ten years and see all this happening in the name of Islam and in an Islamic State, what will be their feeling for Islam? Today the position is that if you go to a court for getting justice, we have to pay bribe. If you go to a shop for buying something, you have to pay black-market prices, and if you go to a pleader there also you have to pay money for telling lies. When they will-I mean when the next generation-will see all these thing happening in Pakistan, they will at once turn away from it and they will not care for Islam. And, Sir, sometimes I feel that my friends who are sitting on the other side have decided to kill and spoil the name of Islam in the world. With these few words, Sir, I support the amendment of my friends, Mr. Abul Mansur Ahmad.

Honourable Deputy Speaker: So the House has agreed to sit beyond 11 o'clock.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I rise to support my amendment and at the same time oppose the amendment of Mr. Sattar.

Sir, this is a very vital point so far as the Constitution is concerned.

Honourable Deputy Speaker: What is the vital point.

Sheikh Mujibur Rahman: The question of electorate, that we are discussing now in clauses 153. Sir, in my amendment I have said:

"All elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of joint electorate."

Now, Sir, what I feel is this that only to fight the catastrophe that is coming on the East Bengal Ministers, they want to have this clause and they want to send this issue back to the Provinces.

Mr. K. K. Dutta has come forward with an amendment that if the Provincial Assemblies decide what sort of electorate would be, then that system, whether joint or separate electorate, would form part of the Constitution. Now another amendment has come in the name or Mr. Sattar that it should go to the National Assembly and the National Assembly will decide whether there will be joint electorate or separate electorate.

Honourable Deputy Speaker: What is your objection as a Member of the Central Legislature.

Sheikh Mujibur Rahman: I am speaking as a Member of the Constituent Assembly and the same number of members will sit in the National Assembly: we are not going to sit in a House of 310 members. We are going to sit with the same 80 members. So what is the harm to accept it now? Do they want this in order to take time, in order to give bluff to

the people, nothing more; nothing less. Sir, it is always the minorities who want separate electorate. (Interruptions.)

Honourable Deputy Speaker: Order please.

Sheikh Mujibur Rahman: I know Mr. Aziz Din will interrupt me but I can go on speaking in spite of his interruptions. I do not care of him.

Honourable Deputy Speaker: You should care for what I say. Please carry on with your speech.

Sheikh Mujibur Rahman Certainly. You are Deputy Speaker of the Assembly.

Honourable Deputy Speaker: Please do not take notice of the interruptions. Sheikh Mujibur Rahman : I am not taking any notice of the interruption. Sir, what I was submitting was that only the minorities want reservation of seats or electorate. In pre-partition India, the Muslims of India wanted separate electorate because they were only 10 crores whereas the Hindus were 32 crores and to safeguard their interests they wanted separate electorate because they felt that their interests will not be safeguarded by the brute majority of the Hindus. But, Sir, now in Pakistan we are 85 percent Muslims and 15 percent are minorities including Hindus, Christians, Buddhists and Parsis. Now we fear that if there is a joint electorate the minorities will sweep us, that is all the 85 percent Muslims of Pakistan. This is the idea of my friends in West Pakistan. They feel the East Bengal Muslims are not politically conscious and the 20 percent minorities of East Bengal will control the Muslims of East Bengal. Sir, my friends will probably remember that in 1946 elections when the Hindu zamindars of Bengal- the Hindus

of Bengal were big businessmen, they were advocates, they were Doctors, 90 percent zamindar were in their hands; they were District Magistrates, they were S.Ps.-were against the creation of Pakistan and when there was a fight about the Pakistan issue, the Mussalmans of Bengal voted for Pakistan whereas persons who claimed to be more of Mussalman than the Mussalmans of East Pakistan, they were divided. There was a Unionist Ministry in the Punjab, G.M. Syed Ministry in Sind and Khan Sahib's Ministry in the Frontier and they were all against Pakistan. Now after the achievement of Pakistan, do you think specially when the District Magistrates are Muslims, when the S. D. O.s are Muslims, in short, everybody is Muslim, the Hindus will control us and sell us away and, therefore, out of fear, they say there should be separate electorate because if we keep joint electorate, Hindus will finish us as we have no confidence in the Muslims of East Bengal who have sacrificed everything for the achievement of Pakistan and their fear is that we will sell Pakistan in the hands of the minorities. Sir, in this connection I would invite attention of some of our friends, particularly the so-called Mullas of our country to another point of view. Sir, they are declaring that if the joint electorate is conceded, then it would be un-Islamic because it is against the principles of Islam. Now, Sir, we are in a very difficult position, so far as East Bengal and the Muslims of Pakistan are concerned. They say that if you give vote jointly with the Hindus or the minorities, then you will have to go to hell, not in the heaven. Heaven is closed for us. This is the Fatwa that is going on.

Honourable Deputy Speaker: Who said so?

Sheikh Mujibur Rahman : Some Mullas of our country have

said so. An Honourable Member: We have not decided that.

Sheikh Mujibur Rahman: You cannot decide anything except by brute majority.

Honourable Deputy Speaker: Is that the way?

Sheikh Mujibur Rahman : They sometimes...

The Honourable Pir Ali Mohammad Rashdi: They have no sense of honour!

Sheikh Mujibur Rahman : I am sorry, he has more honour than me! These Mullas have given Fatwa that if you vote jointly, you go to Dozakh. Now, Sir, ever since on hundred years, we in East Bengal have been voting jointly with the minorities in the Union Board, in the District Board, in the Municipal Board Elections. Similarly in West Pakistan in all such elections, people have voted jointly. It is a fact. Even in this Constituent Assembly, we have been elected to this House on the basis of joint electorate. Even the leader of the Nizam-i-Islam Party, Moulana Athar Ali, most respected and an eminent Moulana, has been elected to this House on the basis of joint electorate.

Moulana Hafiz Athar Ali (East Bengal: Muslim): You have mentioned my name. What are you saying? I do not understand English. Speak in Bengali or Urdu that I may give you a fitting reply.

Honourable Deputy Speaker: What is that?

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, he says that I should speak either in Bengali or Urdu so that he may understand me. But my difficulty is that if I speak in Bengali, my friends on that side will not understand me and as regards Urdu, I know

very little of it and I cannot express myself in that language.

Honourable Deputy Speaker: Have you got any other difficulty? I shall try to remove them.

Sheikh Mujibur Rahman : My another difficulty is that I am suffering from throat trouble.

Honourable Deputy Speaker: Why do you not take a throat tonic and try to be relevant? (Laugher)

Sheikh Mujibur Rahman : You are not giving me patient hearing, because you are busy in drafting something. I am always on my point.

Honourable Deputy Speaker: I am not a doctor, but whatever I am drafting is for your benefit.

Sheikh Mujibur Rahman: So, sir, in this very House we have come on the basis of joint electorate and we have jointly voted. Our Moulana Athar Ali and Mian Abdul Bari have also come on the basis of joint electorate. Now the position is that all the Members of this Constituent Assembly will go to hell according to the Fatwa at these Moulanas. I am also in a very difficult position because I am a Mussalman and I fear in Allah, because I do not want to go to hell.

Honourable Deputy Speaker: You will have no competition there.

Sheikh Mujibur Rahman: Sometimes I tell that let me go to the hell because it is better to rule in Hell than to serve in Heaven. Now, Sir, that is the position with the 7 crores of Muslims in Pakistan. According to the statistics collected, we the Muslims are about 50 crores in the whole of the world. Now, Sir, in India there are about 4 crores of Muslims, in

Indonesia 7 crores, in Turkey 1 crore and 80 lakhs, in Egypt 2 crores, in Iran 1 crore 50 lakhs and in all the countries of the world there are Muslims.

Honourable Deputy Speaker: But there are only 5 minutes.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I have got two or three amendments and I got 10 miniatures, 5 minutes for each amendment, Now, Sir, if you interrupt sometimes; I lose my point. Sir, I was feeling that about 50 crore Muslims are there in the world in 1 everywhere there is joint electorate. Now our Alims, our Mullah, and some Moulanas are declaring that if we support joint electorate, there is no alternative for us but to go to hell. Now, Sir, all the 50 crores of Muslims will go to hell and we the 7 crores of Muslims will go to heaven. So that is the position. Now, Sir, do not want and like the Muslims of Pakistan to be frightened by minorities because they know how to safeguard their interest. So far as East Bengal is concerned, it has 56 percent of the total population of the whole country. Now my Leader, Mr. Suhrawardy, when he was the Law Minister...

Honourable Deputy Speaker: Where did he get the ticket from hell or heaven?

Sheikh Mujibur Rahman: He will certainly go to heaven. He is an open minded person and he is always supporting the cause of justice. Now, Sir, I was telling that when he was the Law Minister, then it was decided that we accept parity and parity in all respects. Sir, through our Leader we went to see in Murree and you were not there.

Honourable Deputy Speaker: I think I was there.

Sheikh Mujibur Rahman : No, Sir, you were not present there.

Dr. Khan Shahib was there. His Excellency Mr. Gurmani was there and some other leaders of West Pakistan were present. In the Government House of Murree, we discussed and accepted parity on the basis of joint electorate. Now when we had the majority, it was said that Bengalees are in majority and they will govern and rule us. When they accepted parity that was for mutual understanding and goodwill and cooperation and to put the two wings of Pakistan like two brothers. Now they have raised this question of joint electorate, which means that Hindus will get some seats and Muslims will get some seats.

Honourable Deputy Speaker: You have got 2 minutes left.

Sheikh Mujibur Rahman : Out of 10 minutes, Sir?

Honourable Deputy Speaker: No, out of 15 minutes.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I will finish. Sir, by interruping me, you have taken two or three minutes.

Mr. Abdul Aleem (East Bengal : Muslim): Sir, he is in Murree!

Honourable Deputy Speaker: Order, please, please. But he is in his correct seat at least, which you are not.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, he is always parity. Now if 150 come from East Bengal, then naturally there will be 25 or 30 minority members and 110 will come from the Muslims. Now, Sir, they are dividing us to rule as they are doing it today. Now, there is a point which I would like to discuss and to tell you and on which I hope my leader will also speak. Now if this amendment of Mr. Abdus Sattar is accepted, by this they want to send it to the province without any power, Now, is it not a bluff? It is the demand of every person

in East Pakistan that we want joint electorate. There is no parity and if they pass this Constitution by brute majority, we know how to eat with that because the people of East Bengal are behind us and they will not accept it. You are giving this bluff to the people of East Bengal and you will see its consequences. There will be joint electorate. Can I ask, Mr. Aleem, "Have you not promised this to the people and now you are trying to shirk that responsibility?" With these words, Sir, I commend my amendment for the acceptance of the House and I oppose the amendment or Mr. Abdus Sattar who also promised that it will be joint electorate ans now unfortunately for the sake of power, he has violated it.

Honourable Deputy Speaker: Mr. Yusuf A. Haroon! Do you want to speak on your amendment?

Mr. Yusuf A. Haroon: I will speak later on should there be any need, otherwise I do not want to say anything. I would rather listen.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, my amendment is clear. I do not like to speak on this motion for more than a few minutes because this is the demand of the people of East Pakistan that there should be two Capitals because in a country like Pakistan one wing of which is about 1,200 miles away from the other wing, it is necessary to have two Federal Capitals. My friends on the opposite say that it cannot be done. I can cite illustrations of some countries. Sir, in South Africa there are three, in India there are two Capitals, namely Delhi and Simla and at the same time in Pakistan because of the peculiar geographical condition of this country, there should be two Capitals. Ours is absolutely a new country and one wing being separated by 1,200 miles from the other, it is

impossible to work without two Capitals, one should be at Dacca and the other at Karachi. Is it possible on the part of the people of East Bengal to come over to Karachi to ask for a small remedy, even so far as the business is concerned or other matters are concerned. Now in this Constitution what do we see? In the Federal Constitution, they have made Unitary Constitution and as such all powers vest in the hands of Centre and for everything the people of East Pakistan will have to come to Karachi. If the people of East Pakistan have to come to Karachi, they have to spend at least 400 rupees for coming and going. How, is it possible for a poor man to come from East Bengal to Karachi for a small remedy? It is impossible, specially when the country has been divided into two wings separated by 1,200 miles by a foreign territory. Therefore, Sir, what is the harm in keeping two Capitals? Supposing if there are 10 Ministers, six of them can remain here and six can go there and in this way exchange themselves, for the administration of the country as a whole. In this way the people can directly approach the Central Government and the Central administration for any grievance. I have already told you that it is absolutely necessary to have two Capitals because it is rather a unitary form of Constitution because in the name of Federation they have taken all the powers in the hand of Centre.

Honourable Deputy Speaker: It is harmless to advance on absurdity!

Sheikh Mujibur Rahman: How do you say that it is absurd? We have created to wings by separating each wing by 1,200 miles. Is it not absurdity?

Honourable Deputy Speaker: You were directed by the

honourable speaker to speak about the amendment know as "Federal Capital".

Sheikh Mujibur Rahman: Yes, I am saying about the Federal Capital.

Honourable Deputy Speaker: But your amendment say "Capitals".

Sheikh Mujibur Rahman: Two Capitals-"Dacca and Karachi". This is my point of view to which I want to draw your attention that there should be two capitals for the people of Pakistan, because the majority of the people are living of East Bengal. We may accept parity or any other recommendation. But it must always be kept in mind that at least 56 percent of the population of the people of Pakistan are living in East Bengal and the Capital is in Karachi and the people of East Pakistan are not getting any direct fruit of the Federal Capital being here because it is impossible for the people of East Bengal to come every now and then for the redress of there small grievances. Sometimes our Capital Ministers go there for two or three days to visits their houses and come back. The people do not get any chance to see them. Sometimes they go to see the food situation and instead of that they go to their villages and address public meeting and spend the public money, money of the poor people. So, Sir, the people of East Bengal want that their representatives should be there so that they can approach them for the redress of their grievances. Now, Sir, we have seen how the food situation in the province has deteriorated and people are dying without food, and the Central Government is responsible for it because the Provincial Government cannot continue without the help of the Central Government.

Mr. Yusuf A. Haroon: Sir, on a point of order. Have you accepted his amendment? If you have not accepted it and if he is speaking on amendment, then it is irrelevant to the subject of the amendment.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, you accepted my amendment. I am very sorry, the mind of my friend is not here. It is somewhere outside the house. I am sorry for him. My point is that you have accepted my amendment and I am speaking on my amendment. With these few words, Sir, I request them to accept my amendment that there should be two Capitals of the Federation - Dacca and Karachi.

Honourable Deputy Speaker: I have not accepted your amendment.

Sheikh Mujibur Rahman: You have, Sir. Then where was the point in my speaking on it?

Honourable Deputy Speaker: I have been waiting for all this time to see how it was relevant.

Sheikh Mujibur Rahman: You could say "it was irrelevant." But you have accepted it and I have moved it.

Honourable Deputy Speaker: When I give you a long rope to prove whether it is relevant not, you object to that. When I will give you a short rope to prove whether it is relevant or not, you object to that. Now, what do you want me to do?

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, you could have said that it is irrelevant.

Honourable Deputy Speaker: I repeated it and asked you to show how this amendment is relevant and you have been allowed to link it with this amendment. If it is not

relevant, please try and make it relevant. I will give you that opportunity. Now I am not here to coach you as how to do it.

Sheikh Mujibur Rahman: It will go with clause 218 of this bill. Honourable Deputy Speaker: Where should it come?

Sheikh Mujibur Rahman : My amendment is coming.

Honourable Deputy Speaker: But this is a substitution clause.

Sheikh Mujibur Rahman : My amendment will come first as I have sent it three months ago. His amendment has come today.

Honourable Deputy Speaker: Make your point.

Sheikh Mujibur Rahman: I have already submitted what I had to say on my amendment and I comment it for the acceptance of the House that 56 percent of the total population of Pakistan are living there and they demand that Dacca and Karachi should be two Capitals of Pakistan.

Tuesday, the 21st February, 1956, Karachi

I appeal the reservation of 20 seats for women in theNational Assembly

The constituent Assembly of Pakistan met in the Assembly Chamber, with Mr. Speaker the Honourble Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about the increase of woman seats in the National Assembly.

Mr. Zahiruddin: Wait for your demise. Do not worry. It is coming so, Sir, the position will be... of the house.

Sheikh Mujibur Rahman : Sir, I do not like to give any long speech on this because my friend has already dealt with it sufficiently. I only wish to point out that in East Bengal Assembly where there are 309 members, 12 seats have been reserved for women. Where as in our Constitution we are only giving 10 seats to our women. What would be the position? Though we have not yet decided the question of electorate whether it will be joint electorate or separate, how many seats will go to the minorities and how many seats will go to the majority. On the basis of separate electorate we have 9 Muslim seats and 3 non.. Muslim for women in East Bengal Assembly. Therefore, I appeal to the Honourable Prime Minister that when we have got 12 seats reserved for women in East Bengal Assembly, what is the harm if we have 20 seats reserved for them in our National Assembly because they are half of the population of Pakistan. Our Mulla

elements might give a fatwa and raise a voice as some of them have already started saying that our womenfolk must remain inside their houses and should not dabble in politics. For this reason I have been thinking to give a suggestion to the Honourable Minister of Industries to Instruct Valika mills to produce more burquas because sooner those Mullas start saying that they should remain inside their house, more burquas will be needed. Therefore, Sir, I appeal to them to accept the amendment of my friend Mr. Zahiruddin for the reservation of 20 seats for women in the National Assembly because they are our sisters and they have got every right. They are equal citizens of Pakistan. If we do not provide this safeguard for them, it will be difficult for them to compete in open seats with men. If the amendment of Mr. Zahiruddin is accepted, then we will be doing a great service to our womenfolk and that will also be better for the development of nation and by that men and women can work together for the emancipation of the country.

Mr. Yusuf A. Haroon: Sir, the Honourable Members from the opposite seem to be champions of the rights of our women!

Sheikh Mujibur Rahman : You are the champion of the rights of women in Karachi!

Honourable Deputy Speaker: Sheikh Mujibur Rahman!

Sheikh Mujibur Rahman Sir, the amendments moved by Mr. Yusuf Haroon relate to a important matter and I want to draw his attention to certain point so that he may reconsider the matter. Sir, one of the amendments says that:

"2. The Chief Election Commissioner shall appoint Presiding Officers to preside at the meeting of the National Assembly,

which shall be held at Karachi, and the meetings of the Provincial Assemblies of East Pakistan and West Pakistan, which shall be held at Dacca and Lahore respectively."

Sir, for the National Assembly there will be a Speaker and the Speaker should preside over the election of the President. Now, the Chief Election Commissioner will be appointed by the President and we have already passed the provision that President's election cannot be questioned in a court or law. Now, Sir, the question is that we have Rules of Procedure of the House both as the Legislature and National Assembly. Their argument might be this that the Speaker cannot vote because he is a member of the House, but according to the Rules of Procedure, Sir, the Speaker should preside over the election of the President as it is he who has to preside over all the functions of the House.

(At this stage two Honourable Members were discussing something amongst themselves and were noticed by the Honourable Member, Sheikh Mujibur Rahman.)

Sheikh Mujibur Rahman: I am sorry, they do not care to hear our arguments because they have got a majority and that is why they do not care and are unwilling to hear what we may say from this side of the House.

Now, Sir, the position is that the Chief Election Commissioner will be appointed by the President and this Chief Election Commissioner will appoint President Officers who will preside over the meeting of the National Assembly and they will also preside over the meetings of the Provincial Assemblies. Sir, as we have already got a Speaker for the National Assembly.

We supported Joint Electorate

The National Assembly of Pakistan met in the East Pakistan Assembly Chamber, in the Morning with Honourable Speaker Mr. Abdul Wahab Khan in the Chair to discuss about the adoption of resolution in favour of joint electorate.

Sheikh Mujibur Rahman : Mr. Speaker, Sir, After long years we have got our Constitution which was framed by the Coalition Ministry, viz. Muslim League and United Front. At that time we demanded that the electorate issue should also be decided. But unfortunately the Muslim League-United Front Party decided to postpone it on the plea that public opinion was to be obtained. Sir, the Muslim League who ruled the country for eight years failed to frame the Constitution. Now, again they want to postpone this issue on the ground of eliciting public opinion and they have put in three amendments to the Bill, one by Mr. Azia Din of the Muslim League who has given the time limit of 15th December, another by Mr. Latif Biswas who has given a time limit of 15th November. Sir, when anything comes before the House for a decision they want to postpone it on the plea that we have not taken public opinion thereon. I hope my friends will withdraw their amendments, because we have given sufficient time to the country and the two Houses have given their verdicts- West Pakistan has given their verdict in favour of separate electorate and East Pakistan for joint electorate. The people

of East and West Pakistan have accepted this verdict. so there can be no question of obtaining further public opinion in the matter. It is only delaying tactics adopted by the Muslim League during their long eight year's rule in the country. We have seen that the Muslim League has done four things during their regime, viz, corruption, nepotism, bribery and machination and, Sir, they are speaking about Islam and religious matters. Sir, I am not a Moulana, I want to deal with the matter in a practical manner. My friends Mr. Fazlur Rahman, Mr. Daultana, delivered very good speeches. Mr. Daultana knows very good English and his speech is a good literature, but there is nothing in it, they signify nothing.

Sir, Mr. Bari said that if there is no separate electorate there will be no Islam in Pakistan. Mr. Fazlur Rahman said that he has achieved Pakistan on that basis of religion which is the only tie between East Pakistan and West Pakistan. I want to tell Mr. Fazlur Rahman that Muslims wanted Pakistan not on the question of religion but on the question of economy. Because the Muslims in India were poor, they wanted safeguard for the minorities and they wanted a homeland. I would mention here for the information of the House that the Lahore Resolution did not contemplate exchange of population, even on a small scale for it only said that the geographically contiguous units should be demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re- adjustments as might be necessary, that the area in which the Muslims were numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute independent states-Thus it is clear that the Lahore Resolution was never intended to carry the Two Nation Theory to its logical conclusion, complete exchange

of population between Hindu India and Muslim India.

Now, Sir, you can understand what was the idea of Muslims of India to get Pakistan for their homeland. Some Maulana of the Nizam-e-Islam Party declared jehad. That decision is against the fundamental principal of the Islamic Republic of Pakistan. As declared by Mr. Suhrawardy there are about 50 crores of Muslims in the world. But in Pakistan we have only 7 crores Muslim population. According to the Nizam-e-Islam Party, Mr. Bari and Mr. Fazlur Rahman we Muslims of Pakistan are not Musalmans. Sir, in Egypt, Turkey, Lebanon, Indonesia, Iran, China and also Russia, in all these places there is joint electorate and even in Morocco, Iraq and Sudan there is joint electorate. So according to my Maulana friends of the Nizam-e-Islam party, the people of all these places are not Muslim.

Pir Ali Mohammad Rashdi: On a point of order, Sir, I want to know whether repetition is allowed or not.

Sheikh Mujibur Rahman : It is no point of order. I am not repeating. Pir Ali Mohammad Rashdi: I live to hear you. But let the Chair rule that repetition is allowed. Because same consideration should be shown to us also.

Sheikh Mujibur Rahman : I have to raise this question because I have to refute one thing which Mr. Fazlur Rahman said that Mr. Suhrawardy will destroy Pakistan. I want to tell him that they have ruined Pakistan and if Pakistan is to be saved it will be saved by Mr. Suhrawardy and nobody else.

According to them we East Pakistani Muslims are not Muslims because we want joint electorate and in West Pakistan they are Muslims because they want separate electorate. We have

seen fatwas from Maulanas, particularly from the Nizam-e-Islam and Moudoodi group that if there is joint electorate Islam will be in danger. Sir, Mr. Athar Ali, Mr. Nurul Huq Choudhury and Mr. Farid Ahmed all these three have been elected to the National Assembly on the Nizam-e-Islam ticket on the joint votes of the Hindus and Muslims. They did not oppose this joint voting which made them members of the National Assembly. And now they are opposing joint electorate in the country. Here we are working jointly passing laws and other things which according to them have become illegal and na-jaez. Similarly as the Constitution was passed on the joint votes of both Hindus and Muslims, according to them, that has also become un-Islamic. Sir, in East Pakistan we are voting jointly for the last 30 or 40 years in the District Boards, Municipalities and the Union Board elections. All these bodies according to Maudoodi are un-Islamic no doubt. Mr. Fazlur Rahman said that Hindus who opposed Pakistan cannot be expected to be loyal to Pakistan. What about the Maulanas of the Nizam-e-Islam Hindu and Maulana Moudoodi and Maulana Ataulla and other maulanas who also opposed Pakistan taking the money of the Congress.

Pir Ali Mohammad Rashdi: Sir, this is a serious reflection on the Maulanas.

There are two Maulanas sitting here. They do not say anything because they do not understand what he says, and Sir, you are also a Maulana (laughter.)

Mr. Speaker: I am not a Maulana.

Maulana Hafiz Athar Ali (East Pakistan: Muslim): Mr. Speaker, I could not follow what Mr. Mujibur Rahman said about Maulana.

Pir Ali Mohammad Rashdi: He says that Maulanas do all this for remuneration.

Mr. Speaker: He does not say this.

Maulana Hafiz Athar Ali: He has said that we are anti-Pakistani. We strongly protest that this is a false charge.

Mr. Nurur Rahman (East Pakistan: Muslim): Speak in Bengali, please. Mr. Speaker: Order, order!

Maulana Hafiz Athar Ali: If he call us anti-Pakistani, I shall only say this... Sheikh Mujibur Rahman: I spoke about the Maulanas of Jamat-e-Ulama- e-Hind.

Maulana Hafiz Athar Ali: Sir, if I had understand his speech I would have given a fitting reply. The adverse remarks against Islam which Mr. Suhrawardy made in his speech yesterday evening and supporting them by citing examples from Iran and Egypt, etc. have made me sad.

Mr. Speaker: Order, order. Please take your seat.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, Allah will judge what I said about the Maulanas and not Maulana Athar Ali.

Sir, the Jamiat-e-Islamia supported the Muslim League on the achievement of Pakistan. But after the achievement of Pakistan when there was a great killing at Lahore and there was a court of inquiry by Justice Munir now the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, what Maulana Moudoodi said about the Quaid-e-Azam and what did he say about Pakistan. The book is with me. I can place it on the Table. We should not forget one point, that is, we have got three crores of Mussalmans in India who have sacrificed and suffered for the achievement of Pakistan. Maulana Moudoodi declared in

a question and answer from-" (Q) If we have this form of Islamic Government in Pakistan, will you permit Hindus to base their Constitution on the basis of their own religion? (A) Certainly, we should have no objection even if the Muslims of India are treated in that form of Government as shudras and malichas and Manu's Laws are

applied to them depriving them of all share in the Government and the rights of a citizen. In fact such a state of affairs already exists in India. What the Maulana Moudoodi did say about the Shudras. At the time of partition and agreement was arrived at that the Muslims of India will be treated equally with the Hindus; similarly in Pakistan the Hindus will be treated equally with the Muslims. We have some responsibilities for the Muslims of India who sacrificed everything for Pakistan and we should not leave them at the hands of the Hindu Mahasabha. Sir, they speak of two-nation theory. Why do they not speak of five-nation theory? If that be the case then let the Christians, Hindus, Buddhists and Parsees have their everything separate, viz., their Assemblies, their Speakers and their own Ministers.

One point I want to raise, Sir, is that if we go to other countries, should we say on our passport "Pakistani Hindu, Pakistani Muslim, Pakistani Christian"? Is it not better that when we go to foreign countries we say we are Pakistanis we are Pakistanis first, Pakistanis last and Pakistanis at all times. They however want to create such a situation where we may say we are Pakistani Muslims, Pakistani Christians and Pakistani Hindus, etc.

Sir, I may now refer to some of the attacks made by some of my friends opposite. Now, Sir, a section has come from

the Krishak Sramik Party. Their leader is Mr. Hamidul Huq Choudhury and the standing Resolution of this Party is Joint Electorate. The manifesto issued by them supports joint electorate but now they have declared their support to the separate electorate. I cannot understand on what principle their policies are based. Now Mr. Fazlur Rahman has declared that in the Awami League Council meeting Mr. Suhrawardy opposed it. He is an old Parliamentarian who had been a Minister in the Central Government for long four, five or six years...

Mr. Speaker: What is the use of bringing in all these irrelevant things? Sheikh Mujibur Rahman : I will come to the point. You have allowed him to make an incorrect statement. I am now giving his qualifications-how many qualifications he has.

Mr. Speaker: No necessary.

Sheikh Mujibur Rahman: He was the Minister for Education, for Industries, for Economic Affairs and a number of other Departments and he betrayed the people of East Pakistan from beginning to end. Now he has declared that Mr. Suhrawardy opposed joint electorate at the Awami League Council meeting. I may tell him that Mr. Suhrawardy delivered his speech at the Awami League Council meeting supporting Joint Electorate.

Mr. Hamidul Huq Chowdhury: When was it? Sheikh Mujibur Rahman : It was in Dacca.

Mr. Hamidul Huq Chowdhury: When was it? In 1955? Sheikh Mujibur Rahman: In 1954 or 1955. I am not sure.

Now we have been told by Mr. Fazlur Rahman that we have declared for Joint Electorate in order to catch the minority

votes. There was a Ministry—the Ministry of Mr. Abu Hussain Sarker-in which Mr. Basanta Kumar Das and Mr. Majumdar were Ministers. All the minorities were with the United Front Party in the Centre and in the Provinces. In this Centre Mr. A. K. Das was there. There was a coalition there. If our Party was opposed to it we could have declared havoc in the country on the communal issue but we love our country, we love our people and our policy is based on definite programme and one of the items of that programme is that Pakistan is to be saved from disturbances in the country on a communal basis. That is the case and still we are told that we want joint electorate to catch the vote. Mr. Fazlur Rahman does not know that during the last nine years almost everyone of our workers has suffered for three or four or five years in jail. According to the law of democracy today one man is in power, tomorrow he may be in the Opposition. If you want to give us a challenge we are ready to take it and say that the people of East Pakistan have voiced their support to the joint electorate. So far as he is concerned I give him a challenge that if tomorrow he contests, whether it be on joint or separate electorate, he will forfeit his deposit money!

Now, Sir, Mr. Suhrawardy's integrity has been challenged that Mr. Suhrawardy is a British toy! I may tell Mr. Fazlur Rahman that during his long administration he has economically, financially, socially and culturally-in all respects ruined East Pakistan, rather the whole of Pakistan, not merely inside but also outside Pakistan. It is Mr. Shurawardy and his Coalition Party which will establish full sovereignty of Pakistan and there will be a foreign policy for Pakistan which the whole world will recognize and they will say that Pakistan has now got an independent foreign policy and that Pakistan has now

got a Government and that Pakistan will develop rapidly because Mr. Suhrawardy is a man who knows how to work. What does Mr. Fazlur Rahman understand? We know many things about all these people. I do not like to attack anybody personally.

Now, Mr. Mian Bari has questioned the loyalty of some of my friends. He has said that the Hindus by giving money will purchase Muslims of East Pakistan if there is a Joint Electorate. Sir, I do not like to say—but still I have to say it might-many of my friends-that in the year 1946 there were-you know, Sir, you have come from Bengal and the district of Barisal-Hindu zamindars, Hindu money-lenders, Hindu talukdars, Hindu advocates and Hindu doctors. The Mussalmans of Bengal voted for Pakistan on the call of the Quaid- i-Azam though crores of rupees had been spent. I want to mention here that at that time in the Punjab there was the Unionist Ministry of Khizir Hyat Khan and there was no Muslim League Ministry there. It was in Bengal that there was a Muslim League Ministry. In the Frontier Province also there was a Congress Ministry. Now, in the Frontier Muslims were massacred. Of course, I do not question the bonafides of those people there-I salute them-who fought against the Britishers, as they had to undergo long periods of jail where they remained for years and years in their fight against the Britishers. I respect them. Now, that there has been a partition and we have got Hindus living in Pakistan, who are serving Pakistan and who will serve Pakistan like all other citizens of Pakistan they should be treated on equal footing. This is a principle of our policy which we intend to follow.

Now, sir, these people say they will purchase Mussalmans of Bengal. I may tell my friends opposite that during the last

general elections in East Pakistan in the year 1954 the Muslim League had spent from 25 to 30 lakhs of rupees against the combined United Front which had only spent about Rs. 1 lakh, and they were heavily defeated here. Only 9 seats they got out of 309. Why could they not purchase the Mussalmans of East Pakistan, I have toured many of the countries of the world and I also know the Mussalmans of Bengal and I know that they are better Mussalmans than others. They might be illiterate but they are not fools and to say that 15 percent of the population will govern and purchase the 85 percent of Muslims and recapture their seats what do you think about it? What do they think about East Pakistan Mussalmans? It is an insult to question the loyalty of the Mussalmans of East Pakistan. When they were 46 percent in Bengal they failed to be purchased, except by betrayers who now are supporting the separate electorate. I know-I do not like to mention names-but I would ask the Maulana Sahib to keep his head on his shoulders and tell one of his Ministers, who was in the previous Government, that the Hindus opposed Pakistan from beginning to end. Sir, I do not like to say that Mr. Basanta Kumar Das and Mr. Ashrafuddin Chowdhury joined together and as Ministers there was no agreement.

Mr. Nurul Huq Chowdhury (East Pakistan Muslim): Point of order. Mr. Ashrafuddin Chowdhury is not a member of this House.

Mr. Zahiruddin : Mr. Nurul Huq Chowdhury is not in his seat, he cannot speak from another seat. He is not on his own seat.

(Mr. Zahiruddin kept standing and was seen by Mr. Speaker.)

Sheikh Mujibur Rahman : He is not in his seat.

(Interruptions)

Mr. Speaker (addressing Mr. Zahiruddin): Please resume your seat.

Sheikh Mujibur Rahman: He was after all a Minister. He wants to sit in the front! Mr. Huq was a Minister on behalf of the Nizam-e-Islam Party at the Centre. Mr. K. K. Dutta was also a Minister and they were governing the country by sitting together. Is it not a crime, is it not na-jaiz? But when we Muslim Hindus and Christians vote together it becomes un-Islamic and we will go to Dozakh.

Mr. Speaker: You have dealt with jaiz and na-jaiz. I do not think. You have anything further to add.

Sheikh Mujibur Rahman: They say that Pakistan will be divided. Pakistan will continue. Pakistan will continue whether Mr. Fazlur Rahman is there or Mr. Bari is there or Mr. Suhrawardhy is there. Pakistan has come to stay, and it will continue.

Mian abdul Bari : On a point of order. He has called me 'Bari'. My name is Abdul Bari. Sheikh Mujibur Rahman : I am Sorry, I say Maulana Mian Abdul Bari. We know public opinion and if the people of West Pakistan are educated they will accept joint electorate for the whole of Pakistan.

Mr. Speaker: That is all?

Sheikh Mujibur Rahman: We want to work for the betterment of the country and do something for the poor. The Muslim League have ruined them and finished them.

Mr. Farid Ahmad : As I understand, Sir, I do not want to put word for word. Sir, before you deleted the word Muslim from

your organisation there was a ban against non-Muslims for entering the organisation and I am not incorrect when I say that official resolution was adopted only last year. So, sir.....

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, official resolution come every year. We supported joint electorate from the beginning i.e. 1952 when the resolution came there in the Working Committee of the Awami League of East Pakistan. You can see the mainfesto of 1952 and it will be found there.

Mr. Farid Ahmad : Mr. Suhrawardy was the....accordingly.

Sheikh Mujibur Rahman : Question may be put now.

Many Members from Opposition benches : No, no.

Sheikh Mujibur Rahman: I say the question may be put. You take the opinion of the House.

Thursday, the 11th October, 1956, Dacca

রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার

পাকিস্তান কন্সটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী করাচীতে এ্যাসেম্বলী চেম্বারে ডেপুটি স্পীকার মি. গিবনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রাজনৈতিক দল করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি করার অধিকার নিয়ে আলোচনা করে ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার : গতকাল তাদেরকে বিস্তারিতভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হলেও একই বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে বারবার বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদ (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : জনাব ডেপুটি স্পীকার স্যার, সংবিধানের ১০নং ধারায় শুধুমাত্র এসোসিয়েশনের কথা বলা হয়েছে ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার : মনে হচ্ছে বিষয়টা আপনাদের কাছে বেশ প্রিয় ।

এইচ এস সোহ্রাওয়ার্দী : এটা সরকারের প্রিয় বিষয় ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমাদের জন্য নয়। আপনাদের আচরণটাই এরূপ। আমরা বিগত দুই অথবা তিন মাস ধরে বিরোধী দলের' ভূমিকা পালন করার পর থেকে এমনটা ঘটছে। আমরা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বলে থাকি এবং একটা গণতান্ত্রিক দেশে সব দলেরই বিরোধী দল করার অধিকার রয়েছে এবং সেটা বন্ধ করার অধিকার তাদের নেই। আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে যত ইচ্ছা রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সবারই রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা খসড়া সংবিধানে যেটা অন্তর্ভুক্ত করেছে সেটা খুব বিপদজনক। এতে বোঝা যায় যে তাদের মতলবটা সৎ নয়। ক্ষমতায় যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তারা আমাদের সাধারণ কর্মীদের অত্যাচার করতে শুরু করেছে। কর্মীদের দুবছর ধরে জেলে রেখেছে কারণ, মুসলিম লীগ চায় না যে অন্য কোন রাজনৈতিক দল দেশের জন্য সংগ্রাম করুক। এটা কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে কি প্রত্যেক নাগরিকের

রাজনৈতিক দল অথবা অন্যান্য সংগঠন করার অধিকার থাকে না? গণতন্ত্রই দেশকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। স্যার, আপনি জানেন যে, দুনিয়ার সব দেশেই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কারখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার : জনাব মাহমুদ আলিও একই কথা বলেছেন ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : স্যার, আমি সরকার ও ক্ষমতাশীল দলের সঙ্গে কথা বলে চলেছি। তারা শ্রমিক ইউনিয়ন করতে দিতে সম্মত নয় এবং তারা শ্রমিকদের তাদের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করার সুযোগ দিতে চায় না। সংবিধানে যদি শ্রমিক ইউনিয়ন করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে তাহলে কীভাবে প্রমাণিত হবে যে শ্রমিকরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার ইউনিয়ন করছে। একইভাবে সংবিধানে রাজনৈতিক দল করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা কীভাবে দল গঠন করবে? সুতরাং রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক ইউনিয়ন করা সম্ভবপর নয়। পাকিস্তানে একটি কম্যুনিস্ট পার্টি আছে। কম্যুনিস্ট পার্টি যদি ঘোষণা করে যে তাদের অন্য কোন দেশের প্রতি কোন আনুগত্য নেই এবং তারা পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক, তাহলে সরকার তাদেরকে কীভাবে বেআইনী ঘোষণা করতে পারে?

প্রকৃত পক্ষে তাদের সে অধিকার নেই। একইভাবে রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের নেওয়া হয়েছে জেলে। সরকারের তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। তবে যদি কেউ রাষ্ট্রপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করে এবং তার বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকে তাহলে সরকার সব সময়ই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে; এমনকি তাকে ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল যদি সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে যে তারা দেশের স্বার্থে কাজ করতে চায় তাহলে দেশের স্বার্থেই তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার থাকবে—বিশেষ করে তাদের দলের সকল সদস্যরা যদি রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হয়ে থাকে। সরকার তাদেরকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য বহুবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্ভবত জনমত আমাদের পক্ষে থাকার কারণে তারা কৃতকার্য হয় নি। সুতরাং স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন যে এ ব্যাপারে কেন তারা অস্পষ্ট শব্দগুলো ব্যবহার করে পরিস্থিতি কতটা ঘোলাটে করছে। এ ব্যাপারে তাদের প্রণীত ধারাটি হোল, পেনাল আইনের বিধি-বিধানে নাগরিকদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিষিদ্ধ

নয় এমন উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দল করার অধিকার থাকবে—ধারাটি খুবই অস্পষ্ট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সার্ভিসে বাঙালিদের সংখ্যা ২৫%। আমি যথা সময়ে এটা প্রমাণ করবো যে, বক্তব্যটা সঠিক নয়। জনাব শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী আইন মন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলায় গিয়ে আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর এবং জনাব গুরমানীব নির্দেশে তিনি বলেন যে, দুই অঞ্চলের মধ্যকার সন্দেহ দূর করার জন্য প্যারিটি গ্রহণ করা উচিৎ। তিনি বলেন যে, বিগত আট বছর ধরে দুই অঞ্চলের মধ্যে এই সন্দেহ বিরাজ করছে এবং একে অন্যের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছে। আমরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং এই ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য আমাদের প্রতিনিধিত্ব ৫৬% থেকে ৫০%তে নামিয়ে আনতে সম্মত হই। মারীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে সব বিষয়ে প্যারিটি মেনে নিতে সম্মত হই। এখানেও মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার প্যারিটি মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। কারণ আমি তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহাতীত। কিন্তু তাঁর দলের মানসিকতার কারণে তিনি হয়ত অসহায় ।

স্যার, আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে আসতে একজনকে ২০০ রুপিজ খরচ করতে হয়। আপনি যদি পূর্ববঙ্গ থেকে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন এবং পূর্ববঙ্গের লোকদের বিভিন্ন চাকুরিতে নিয়োগ দিতে চান, তাহলে পূর্ববঙ্গের অনেক লোক পাবেন। অনেক ছেলেমেয়েরা এম. এ. বি. এ. পাস করে বেকার বসে আছে। সব ব্যাপারেই প্যারিটি হওয়া উচিৎ। আমরা বলবো না যে, এখনই প্যারিটি কার্যকর করেন । আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হোল—যতক্ষণ প্যারিটি কার্যকরীভাবে চালু না হয় ততক্ষণ বাঙালিদের অবশ্যই প্রাধিকার দিতে হবে। আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে এবং পূর্ব- বাংলার লোকদের সঙ্গে বিমাতামূলভ আচরণ পরিহার করতে হবে। কোন কিছু করতে চাইলে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একদিন কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরের দিনই সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হলে সেটা যথাযোগ্য হবে না। সব ব্যাপারেই প্যারিটি নিশ্চিত করতে হবে; শুধুমাত্র প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারে করলে হবে না। যেমন ব্যবসাবাণিজ্যের বিষয়টা ধরা যেতে পারে। বাঙালিরা ১% ব্যবসাও পায় না। তারা পূর্ব- বাংলা থেকে এসে হোটেলে থাকে এবং প্রতিদিন ১০/১৫ রুপিজ খরচ করে লাইসেন্স না পেয়ে ফিরে চলে যায়। এটা চিরদিনের জন্য চলতে

পারে না। আমরা ভয়ভীতি দেখাচ্ছি না । আমরা পাকিস্তানে একত্রে বসবাস করতে চাই। আমরা সুবিচার চাই। আপনারা যদি ন্যায় বিচার করতে ব্যর্থ হন, আপনারা যদি পূর্ববঙ্গের লোকদের প্রতি সদয় আচরণ না করেন তাহলে ফলাফলটা হবে খুবই ভয়াবহ। এই কথাগুলো বলে আমি মাননীয় আইন মন্ত্রী এবং যুক্তফ্রন্টের সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানাবো সব বিষয়ে প্যারিটি মেনে নেওয়া সংক্রান্ত সংশোধনীটি গ্রহণ করতে।

করাচি অ্যাসেম্বলী চেম্বারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের আইনপরিষদের অধিবেশনে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

জয়েন্ট ইলেক্টরেট বাঞ্ছনীয়

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১১, ১৯৫৬, সকাল : ৯ ঘটিকা ।

পাকিস্তান জাতীয় সংসদ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সংসদ চেম্বারে স্পীকার জনাব আব্দুল ওহাব খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা বিষয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আলোচনা হয় ।

শেখ মুজিবুর রহমান : মাননীয় স্পীকার স্যার, কয়েক বছর পর আমরা একটি সংবিধান পেয়েছি যা যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার তৈরি করেছে। ঐ সময়ই আমরা ইলেক্টরেট ব্যবস্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগ—যুক্তফ্রন্ট সরকার জনমত গঠনের দোহাই দিয়ে বিষয়টি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। স্যার, মুসলিম লীগ তাদের আট বছর শাসনকালে গঠনতন্ত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। এখনও পুনরায় তারা জনমত গঠনের দোহাই দিয়ে এই বিষয়টি স্থগিত করতে চায় এবং এজন্য বিলে তিনটি সংশোধনী এনেছে। একটি সংশোধনী এনেছেন মুসলিম লীগের জনাব আজিজ দিন যিনি ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছেন। জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস আনীত সংশোধনীতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত। স্যার, সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন বিষয় উত্থাপন করা হলেই তারা জনমত যাচাই করার দোহাই দিয়ে সেটা স্থগিত করতে চায়। আশা করি আমার বন্ধুরা তাঁদের সংশোধনীগুলো প্রত্যাহার করবেন। কারণ আমরা এ ব্যাপারে দেশের মানুষকে অনেক সময় দিয়েছি এবং দুই প্রাদেশিক সংসদও এ বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান সেপারেট ইলেক্টরেটের পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তান জয়েন্ট ইলেক্টরেটের পক্ষে তাদের মতামত দিয়েছে । পূর্বপাকিস্তানের জনগণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। তাই এ বিষয়ে আর নূতন করে জনমত যাচাইয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এটা মুসলিম লীগের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসি করার একটা প্রচেষ্টা

মাত্র যা তারা বিগত আট বছর ধরে করে আসছে। আমরা জানি যে, মুসলিম লীগ তাদের রাজত্বকালে দেশে চারটি জিনিস করেছে আর তা হলো—দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, ঘুষ এবং ষড়যন্ত্র। স্যার, এখন তাঁরা ইসলাম ও ধর্মের ব্যাপারে কথা বলছেন । স্যার, আমি একজন মওলানা নই। আমি বাস্তবসম্মত উপায়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে চাই । আমার বন্ধু জনাব ফজলুর রহমান এবং জনাব দৌলতানা খুব ভালো বৃক্ততা দিয়েছেন । জনাব দৌলতানা ভালো ইংরেজি জানেন এবং তাঁর বক্তৃতা ছিল সাহিত্যের মতো। কিন্তু এতে বিষয়বস্তু তেমন কিছু ছিল না, ছিল না উল্লেখ করার মতো কিছু ।

স্যার, নেজামই ইসলাম পার্টির জনাব বারী বলেছেন যে, দেশে সেপারেট ইলেক্টরেট-এর ব্যবস্থা চালু করতে না পারলে পাকিস্তানে ইসলাম থাকবে না। জনাব ফজলুর রহমান বলেছেন যে, তিনি পাকিস্তান অর্জন করেছেন ধর্মের ভিত্তিতে যা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র সেতুবন্ধন। আমি জনাব ফজলুর রহমানকে বলতে চাই যে, মুসলমানরা পাকিস্তান চেয়েছিল ধর্মীয় বিবেচনায় নয়, আর্থিক বিবেচনায়—কারণ, ভারতে মুসলমানেরা ছিল, তারা একটা আলাদা আবাসভূমি চেয়েছিল। সংসদের অবগতির জন্য আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, লাহোর প্রস্তাবে জনসংখ্যা বিনিময়ের কোন কথা সন্নিবেশিত ছিল না। একমাত্র এটাই বলা ছিল যে, ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত ইউনিটগুলো অঞ্চল হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে এমনভাবে যে—প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমেও যেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠন করা যায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, লাহোর প্রস্তাবে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধারণাটা ভারতের হিন্দু এবং ভারতের মুসলমানের পরিপূর্ণ বিনিময় কখনও ছিল না ।

এখন স্যার, বুঝতে পারেন ভারতের মুসলমানরা কী কারণে পাকিস্তান চেয়েছিল। নেজামই ইসলাম পার্টির কয়েকজন মওলানা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন—যা ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের মূল নীতিমালার বিরোধী। সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা হলো ৫০ কোটি, কিন্তু পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা হলো ৭ কোটি। নেজামই ইসলাম পার্টি এবং জনাব ফজলুর রহমানের মতে আমরা পাকিস্তানের মুসলিমরা মুসলমান নই। স্যার মিশর, লেবানন, তুর্কি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, চীন, এমনকি রাশিয়ায়ও জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মরক্কো, ইরাক এবং সুদানের মতো দেশেও

জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই আমাদের নেজাম-ই ইসলাম পার্টির মওলানাদের মতে এই সমস্ত দেশের লোকেরা মুসলমান নয় ।

পীর আলি মোহাম্মদ রাশদী (পশ্চিম পাকিস্তান : মুসলমান) : স্যার, আমি জানতে চাই যে একই বক্তব্য বার বার দেওয়াটা কী বিধিসম্মত কিনা ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি একই বক্তব্য বারবার পেশ করছি না ।

পীর আলি মোহাম্মদ রাশদী (পশ্চিম পাকিস্তান : মুসলমান) : আপনার বক্তব্য আমার ভালো লাগে। কিন্তু সভাপতির কাছে শুনতে চাই যে, একই বক্তব্য বারবার দেওয়া যায় কিনা। কারণ তাহলে আমরাও সে সুযোগটা পেতে পারি।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : এই বিষয়টা আমাকে তুলতে হয়েছে কারণ—জনাব সোহ্রাওয়ার্দী পাকিস্তান ধ্বংস করবেন বলে জনাব ফজলুর রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমি তাঁকে বলতে চাই যে তাঁরাই পাকিস্তান ধ্বংস করেছেন এবং একমাত্র সোহ্রাওয়ার্দীই পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। তাঁদের মতে আমরা পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমান নই, কারণ আমরা জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চাই আর পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমান কারণ তারা সেপারেট ইলেক্টরেট ব্যবস্থার সমর্থক। আমরা মওলানাদের ফতোয়া শুনেছি—বিশেষ করে নেজামই ইসলাম এবং মওদুদী গ্রুপের কাছ থেকে যে, জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চালু করা হলে ইসলাম বিপদে পড়বে। স্যার, জনাব আতাহার আলী, জনাব নূরুল হক চৌধুরী এবং জনাব ফরিদ আহম্মদ নেজামই ইসলামী টিকেটে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত ভোটে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হিন্দু মুসলমানদের এই মিলিত ভোট প্রদানের বিষয়টিতে আপত্তি করেন নাই এবং নির্বাচিতও হয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁরা দেশে জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। এখানে আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করছি, আইন পাস করছি এবং অন্যান্য কাজ করছি যা তাঁদের মতে বেআইনী এবং না-জায়েজ হয়ে গেছে। একইভাবে সংবিধানও অনুমোদিত হয়েছিল হিন্দু এবং মুসলমানদের যুক্ত ভোটে এবং তাঁদের মতে এটাও ইসলাম-বিরোধী হয়ে গেছে। স্যার, পূর্বপাকিস্তানে আমরা বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে জিলা বোর্ড, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে হিন্দু মুসলমানরা যুক্তভাবে ভোট দিচ্ছি। মওলানা

মওদুদীর মতে এই সংস্থাগুলো নিঃসন্দেহে বেইসলামী। জনাব ফজলুর রহমান বলেছেন যে, যে সমস্ত হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল তাদের কাছ থেকে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য আশা করা যায় না। তাহলে নিজামই ইসলাম পার্টির মওলানাগণ মওলানা মওদুদী, মওলানা আতাউল্লাহ এবং অন্যান্য মওলানা যারা কংগ্রেসের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল তাদের ব্যাপারে কী হবে?

পীর আলি মোহাম্মদ রাশদী (পশ্চিম পাকিস্তান : মুসলমান) : স্যার, মওলানাদের চরিত্রের উপর এটা একটা কালিমাস্বরূপ। এখানে দুজন মওলানা বসা আছেন। তাঁরা কি, বলছেন না কারণ—তাঁরা উনি কী বলছেন সেটা বুঝতে পারছেন না। স্যার, আপনিও তো একজন মওলানা (হাসির রোল)।

মাননীয় স্পীকার : আমি মওলানা নই ।

মওলানা হাফিজ আতাহার আলি (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : মাননীয় স্পীকার, জনাব মুজিবুর রহমান মওলানাদের সম্পর্কে কী বলেছেন সেটা আমি বুঝতে পারি নাই ।

পীর আলি মোহাম্মদ রাশদী (পশ্চিম পাকিস্তান : মুসলমান) : তিনি বলেন যে,

মওলানারা পয়সার জন্য এসব করে থাকেন ।

মাননীয় স্পীকার : তিনি একথা বলেন নাই ।

মওলানা হাফিজ আতাহার আলি (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : তিনি বলেছেন যে, আমরা পাকিস্তান বিরোধী । আমরা জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে—এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ ।

নুরুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : অনুগ্রহপূর্বক বাংলায় বলুন ।

মাননীয় স্পীকার : শান্ত হন, শান্ত হন ।

মওলানা হাফিজ আতাহার আলি (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : তিনি আমাদেরকে পাকিস্তান- বিরোধী বললে আমিও তাঁকে...।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি জামাতই উলেমাই হিন্দু এবং মওলানাদের সম্পর্কে বলেছি।

মওলানা হাফিজ আতাহার আলি (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারলে যথাযোগ্য জবাব দিয়ে দিতাম। জনাব সোহ্রাওয়ার্দী গতকাল বিকেলে ইসলাম- বিরোধী যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং সেগুলোর সমর্থনে ইরান এবং মিশরের যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন সেটা আমাকে ব্যথিত করেছে।

মাননীয় স্পীকার : শান্ত হন, শান্ত হন। অনুগ্রহকরে যার যার আসনে বসুন।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : স্যার, আল্লাহ্ শুনেছেন। আমি মওলানাদের সম্পর্কে কী বলেছি। জনাব আতাহার আলী সম্পর্কে কিছু বলি নি। স্যার, জামিয়াতই ইসলামিয়া পাকিস্তান অর্জনে মুসলিম লীগকে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর লাহোরে যে বিরাট হত্যাযজ্ঞ হয় এবং বিচারপতি মুনিরের নেতৃত্বে (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) যে তদন্ত কমিটি হয় সেখানে মওলানা মওদুদী কায়েদে আজম এবং পাকিস্তান সম্পর্কে কী বলেছিলেন? আমার কাছে রেকর্ড রয়েছে এবং এটা আমি হাজির করতে পারি। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতে ৩ কোটি মুসলমান রয়েছেন যাঁরা পাকিস্তান অর্জনের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পাকিস্তানে যদি এই ধরনের ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমরা কি হিন্দুদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্ম মোতাবেক সংবিধান তৈরী করাটা পছন্দ করবো? নিশ্চয়ই ভারতে মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের সরকার যদি এরূপ ব্যবহার করে তাহলে আমাদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয় যেখানে— মুসলমানদের নাগরিক হিসেবে থাকবে না কোন অধিকার, বঞ্চিত করা হবে সরকারি সব কিছু থেকে। আসলে ভারতে বর্তমানে এটাই ঘটছে।

দেশ বিভক্তির সময়ে মোটামুটিভাবে এটা ঠিক হয়েছিল যে ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মতোই ব্যবহার করা হবে। একইভাবে পাকিস্তানেও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের মতই ব্যবহার করা হবে। ভারতের মুসলমানদের প্রতি আমাদের কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে যাঁরা পাকিস্তানের জন্য তাঁদের সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদেরকে পুরোপুরিভাবে হিন্দু মহাসভার উপর ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। স্যার, তাঁরা দ্বিজাতি তত্ত্ব থিওরীর কথা বলে থাকেন। কিন্তু পাঁচ-জাতি থিওরীর কথা তাঁরা কেন বলেন না? আর তাই যদি হয় তাহলে খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং পারসীয়ানদের জন্য সবকিছু—যেমন তাঁদের সংসদ তাঁদের স্পীকার এবং তাঁদের নিজস্ব মন্ত্রী আলাদা আলাদা হওয়া উচিত।

স্যার, এখন আমি আমাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত অন্যান্য দলের কিছু বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাই । জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টির স্থায়ী রেজুলেশনে জয়েন্ট ইলেক্টরেটের কথা বলা হয়েছে। তাদের মেনিফেস্টোতেও জয়েন্ট ইলেক্টরেটে কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখন তারা সেপারেট ইলেক্টরেটের সমর্থনদানকারীদের প্রতি সমর্থন প্রদানের কথা বলছে। আমি বুঝতে পারছি না—কী নীতির ভিত্তিতে তাদের রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে। জনাব ফজলুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় জনাব সোহ্রাওয়ার্দী এটার বিরোধিতা করেছেন ।

মাননীয় স্পীকার : এই সমস্ত বিষয়গুলো এনে লাভটা কি যা সংশ্লিষ্ট নয়?

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসছি। আপনি তাঁকে অসত্য বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি এখন তাঁর অতীত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিচ্ছি ।

মাননীয় স্পীকার : প্রয়োজন নেই ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : তিনি শিক্ষা-মন্ত্রী ছিলেন তিনি শিল্প-মন্ত্রী ছিলেন এবং অর্থ বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন এবং অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন। তবে তিনি শুরু থেকে সব সময়ই পূর্বপাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি এখানে ঘোষণা করেছেন যে, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় জনাব সোহ্রাওয়ার্দী জয়েন্ট ইলেক্টরেটের বিরোধিতা করেছেন। আমি তাঁকে বলতে চাই যে, জনাব সোহ্রাওয়ার্দী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় তাঁর বক্তৃতায় জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন।

হামিদুল হক চৌধুরী (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : এটা কখন হয়েছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : এটা ঢাকায় হয়েছিল?

হামিদুল হক চৌধুরী (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : কখন হয়েছিল এটা? ১৯৫৫ সালে?

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : ১৯৫৪ সালে অথবা ১৯৫৫ সালে আমি নিশ্চিত নই। এখন জনাব ফজলুর রহমান বলতে চান যে, আমরা সংখ্যালঘিষ্টদের ভোট পাবার জন্য জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা সমর্থন করছি। জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী পরিষদে জনাব বসন্ত কুমার দাস ও

জনাব মজুমদার মন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের দুটোতেই সকল সংখ্যালঘিষ্টরা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জনাব এ কে দাস ছিলেন। সেখানে কোয়ালিশন সরকার ছিল। আমাদের দল যদি এর বিরোধিতা করতো তাহলে দেশে জাতি ধর্ম বিষয়ে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হতো। কিন্তু আমরা দেশকে ভালবাসি, জনগণকে ভালবাসি এবং আমাদের কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতিধর্মের কারণে সংগঠিত গোলযোগের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। এটা সত্ত্বেও আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে, ভোট পাবার জন্য জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। জনাব ফজলুর রহমান জানেন না যে, বিগত নয় বছরে আমাদের প্রায় সকল কর্মীই দুই অথবা তিন অথবা চার বছর জেল খেটেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজকে একদল ক্ষমতায় গেলে কালকে হয়ত সেই দল বিরোধীদলে থাকবে। আপনাদের যে কোনো চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করতে রাজী আছি এবং জোর দিয়ে বলতে পারি যে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ জয়েন্ট ইলেক্টরেটের পক্ষে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। উনার ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে, উনি যদি কালকেই জয়েন্ট ইলেক্টরেট অথবা সেপারেট ইলেক্টরেট-এর ভিত্তিতে নির্বাচন করেন তাহলে উনার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

যাই হোক, স্যার, জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর সততা চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে যে, তিনি ব্রিটিশদের একজন পুতুল মাত্র। আমি জনাব ফজলুর রহমানকে বলতে চাই যে, তাঁর শাসন আমলে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে পূর্বপাকিস্তান তথা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি দেশের জন্য ভেতরে ও বাইরে একটা খারাপ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন। জনাব সোহ্রাওয়ার্দী এবং তাঁর কোয়ালিশন দলই কেবলমাত্র পারে পাকিস্তানের জন্য একটা সত্যিকার সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করতে যা সারা দুনিয়ার স্বীকৃতি পাবে। তাঁর নেতৃত্বে দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। জনাব ফজলুর রহমান সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলতে চাই না

স্যার, এদিকে জনাব মিয়া বারী আমার কয়েকজন বন্ধুদের দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা চালু হলে হিন্দুরা টাকা দিয়ে পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের কিনে নেবে। স্যার, আমি কিছু বলতে না চাইলেও বলতে হয় যে, আমার বক্তব্য হয়ত আমাদের অনেক বন্ধুকে আঘাত করতে পারে । ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কায়েদে

আজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়, যদিও কোটি কোটি রুপিজ খরচ করা হয়েছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, ঐ সময় পাঞ্জাবে ক্ষমতায় ছিলেন জনাব খিজির হায়াত খানের ইউনিয়নিস্ট মিনিস্ট্রি এবং সেখানে মুসলিম লীগ ছিল না। তবে বাংলায় ছিল মুসলিম লীগ মিনিস্ট্রি এবং সীমান্ত প্রদেশে ছিল কংগ্রেস সরকার এবং সেখানে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। তবে ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরে সংগ্রাম করেছে এবং অনেক জেল জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করেছে। ভারত বিভক্তির পর অনেক হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানে বাস করছে এবং পাকিস্তানের অগ্রগতির জন্য কাজ করছে অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে। তাদের সঙ্গে সমভাবে ব্যবহার করা উচিত যা আমাদের দেশ পরিচালনার আদর্শ এবং এটা আমরা মেনে চলতে চাই।

স্যার, ঐ সব ব্যক্তিরা বলছেন যে তাঁরা বাংলার মুসলমানদের কিনে নেবেন। আমি আমার সরকারি দলের বন্ধুদের জানিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ পূর্বপাকিস্তানে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ রুপিজ খরচ করেছিল যেখানে যুক্তফ্রন্ট খরচ করেছিল মাত্র এক লক্ষ রুপিজ। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভীষণভাবে হেরেছিল এবং ৩০৯ আসনের মধ্যে তারা পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। তারা পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের কেন কিনতে পারে নি? আমি দুনিয়ার অনেক দেশ সফর করেছি এবং পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদেরকে আমি ভালোভাবে চিনি। আমি জানি, এরা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে অনেক ভালো। তাঁরা অশিক্ষিত হতে পারেন কিন্তু বোকা নন। এটা কি হতে পারে যে লোকসংখ্যার ১৫% দেশকে শাসন করবে এবং ৮৫% মুসলমানদের কিনে আসনগুলো পুনঃ দখল করবে। এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন? তাঁরা পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের সম্পর্কে কী চিন্তা করেন? পূর্বপাকিস্তানের মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাটা অবমাননাকর। তারা যখন বেঙ্গলে লোকসংখ্যার ৪৬% ছিল তখনও তাদেরকে কেনা যায় নি কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক বিশ্বাসঘাতকদের ছাড়া—যারা এখন সেপারেট ইলেক্টরেট ব্যবস্থা সমর্থন করছে। আমি জানি, কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করতে চাই না। তবে হিন্দুরা কিন্তু প্রথম থেকেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছে। তবে আমি বলতে চাই না যে, জনাব বসন্তকুমার দাস ও জনাব আশরাফ উদ্দিন একসঙ্গে মন্ত্রী হলেও তাঁদের মধ্যে মতের ভিন্নতা ছিল ।

নুরুল হক চৌধুরী (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : জনাব আসরাফ উদ্দিন চৌধুরী এই

সংসদের সদস্য নন।

জহির উদ্দিন (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : জনাব নুরুল হক চৌধুরী তাঁর আসনে বসা নেই এবং অন্য আসন থেকে তিনি বলতে পারেন না। (জনাব জহির উদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মাননীয় স্পীকার তাঁকে দেখতে পান)।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আপনাকে আপনার আসনে বসতে হবে । মাননীয় স্পীকার (জনাব জহির উদ্দিনকে সম্বোধন করে) : অনুগ্রহ করে আপনি বসুন । শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : তিনি তো একজন মন্ত্রী ছিলেন এবং প্রথম সারিতে বসতে চান। জনাব নুরুল হক চৌধুরী কেন্দ্রে নেজামই ইসলাম পার্টির পরিচালনা করছিলেন। এটা কি অপরাধ নয়? এটা কি বেআইনী নয়? কিন্তু আমরা মুসলমানরা হিন্দুরা এবং খ্রিষ্টানরা একসঙ্গে ভোট দিলে সেটা ইসলাম-বিরোধী হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে আমরা দোজখে যাব ।

মাননীয় স্পীকার : আপনারা আইনী এবং বেআইনী বিষয় নিয়ে আলাপ করেছেন এবং আমার মনে হয় না এ বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলার আছে ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : তাঁরা বলেন যে, পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে যাবে। পাকিস্তান কি টিকে থাকবে? জনাব ফজলুর রহমান অথবা জনাব বারী অথবা জনাব সোহ্রাওয়ার্দী থাকুক বা নাই থাকুক পাকিস্তান থাকবে এবং পাকিস্তানের জন্মই হয়েছে টিকে থাকার জন্য এবং এটা টিকে থাকবে।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি দুঃখীত। আপনি মওলানা মিয়া আব্দুল বারী। জনমত কি আমরা জানি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা যদি শিক্ষিত হয়ে থাকেন তাহলে তারা পুরো পাকিস্তানের স্বার্থে জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানাবে ।

মাননীয় স্পীকার : আপনাদের বক্তব্য শেষ ।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চাই এবং গরিবদের জন্য কিছু করতে চাই। মুসলিম লীগ তাদেরকে শেষ করে দিয়ে গেছে । ফরিদ আহম্মদ (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : স্যার, আমি যেটা বুঝি সেটা হলো যে আপনার সংগঠন থেকে মুসলিম শব্দটা বাদ দেওয়ার

পূর্বে অমুসলিমদের জন্য আপনার সংগঠনে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল এবং মাত্র গত বছরই সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেটাও মিথ্যা নয়। সুতরাং স্যার...।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে ।

বিরোধী দলের অনেক সদস্য : না, না।

শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ববঙ্গ : মুসলমান) : আমি বলবো যে এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে । আপনারা সংসদের মতামত নিন ।

করাচি অ্যাসেম্বলী চেম্বারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের আইনপরিষদের অধিবেশনে, ১২ অক্টোবর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগের ৬-দফা

এক. পাকিস্তান হইবে একটি "ফেডারেশন" বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই—ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য । পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে । সরকার হইবে "পার্লামেন্টারী" ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইনসভা হইবে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসনসংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

দুই. যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে—যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ ।

তিন. সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে ।

অথবা

বিশেষ ব্যবহার শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে । এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন "স্টেট ব্যাংকের" পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি "রিজার্ভ ব্যাংক" থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

চার. শাসন সম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্যে এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্যে কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গরাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা

বাঞ্ছনীয় ।

এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোন ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে ।

পাঁচ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

ছয়. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে ।

লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬-দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন ।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণির সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি—তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ৬-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে ।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী।

ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকার দলে । আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনি বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্বপাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন ।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে ।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে

৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর- প্রস্তাবের নাম শুনলেই যাঁরা আঁতকাইয়া ওঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমি স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান ।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভালো, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক ।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে ।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন । আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটিমাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র- বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয় । এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে ।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না ।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড়ো বড়ো ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে

ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট' । এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান হইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে ।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না ।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁরা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না। পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড়ো বড়ো শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রীদফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে ।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্শার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে ।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায়

ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না ।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও

আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না ।

আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে ।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর

বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই, আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না; কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না । এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসারবাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে । ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিং ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিং ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে ।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে ।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে ।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে ।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি

চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে ।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না ।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা ।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা, আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন

পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন ।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পাশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়াও উপায়ান্তর নাই ।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম । তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করত এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব

পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে ।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে:

এক. তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন ।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, ঐ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক

ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুশ শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইবে পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা- সরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে

ধনী হইতাম। আপনারা পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণ গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না ।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের

হটাই চাই । আপনাদের হটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই । দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

১. প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমারা ইচ্ছা করিলেই গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম । তা করি নাই ।

২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম ।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।
৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম ।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম ।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম । দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানী মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম । আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর

হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না ।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ- বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে—কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক । যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি ।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়—পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে

কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন । দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহীর অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদের হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়া সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল- জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই- বোনেরা, আল্লাহ্র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি ।

৪ চৈত্র ১৩৭২

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে ৯ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হলে ৭ জুন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়, ১৮ মার্চ ১৯৬৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে

শেখ মুজিবের জবানবন্দী

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে ।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে, ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একই নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান ।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদ এবং পরে জাতীয় বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতোমধ্যে কয়েক বৎসর কারা-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটকে রাখে । আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা

১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়—যেমন : ঢাকা ত্যাগ করলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত ।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহ্রাওয়ার্দী মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই ।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি । সেই

সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতা পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান—আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ৬-দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ৬-দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—উভয় অংশের জন্যেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে ।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্যে ৬-দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানাবলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেপ্তার করে ।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনবলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা ৭টায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, ৮টায়, পুলিশ পুনরায়

আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানাবলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেপ্তার করে। এবারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিতে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেপ্তারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয় ।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত ৮ মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত ১টার সময় পুলিশ "ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম, এন, এ, জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন

আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ- সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী-লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধিবলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয় ।

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেপ্তার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী

সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন, আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখে রাত ১টার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারো সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রচার করিতে হয় ততই উত্তম ।

এই বিচারকার্য শুরু হওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি ।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এ. এস. সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের কখনো দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুল রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সি. এস. পি. অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে

জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামাল উদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই । আমি কখনো ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই । তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আট জন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম. এন. এ. ও এম. পি. এ.। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের ৫ জন ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম. এন. এ., এম. পি. এ. ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই ।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল— দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্যে ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—৬ দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে।

দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিশ্চেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে—তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক ।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে । অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র-জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যে কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই ।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না ।

ঢাকা সেনানিবাস কোর্ট রুমে দেয়া জবানবন্দী, ১৯ জুন ১৯৬৮

জনগণের রায় আমরা পেয়েছি

শুরু করার আগে আমি ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ৭ই জুনের আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সব এমএনএ এবং এমপিএ-সহ প্রতিজ্ঞা করছি, এসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। গত ৭ই জুনের পর আপনাদের সামনে রেসকোর্সে এই প্রথম উপস্থিত হয়েছি। নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচন-জয়ের মাধ্যমে তাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করেছে।

আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নয়, আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করবো, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি। যদি কেউ 'এ রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১-দফার প্রতিফলন থাকবে, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬-দফা ও ১১-দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬-দফা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই ।

কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই—নীতির প্রশ্নে কোনো আপোস নাই ।

আমরা দেশের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো, কারণ আমরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রক্রিয়ায় যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে নির্মূল করা হবে।

অতীতে আমাদেরকে হিন্দুদের এজেন্ট হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হয়। কারণ আমরা বাঙালি। এ দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। আমরা অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। অন্যায়ের শিকার কীভাবে হয় তা আমরা জানি। তাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায়বিচার করব। যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী করতে দিয়েছি। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে প্রথম জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা কী পেলাম? অবিচার ।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছো ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল । লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইলো। রিলিফ কাজের জন্যে বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল—অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোন হেলিকপ্টার আসলো না। আমরা এসব বে-ইনসাফির অবসান করব ।

বাংলার গরিব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোনো আপোস নাই ।

আওয়ামী লীগ সরকার যদি গঠন হয় তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক-অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব হতে দেয়া হবে না ।

আমি পুনর্ব্যক্ত করছি—যে যাই বলুক না কেন, ব্যাংক, বীমা ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের

মধ্যে বিতরণ করা হবে। ২৩ বছর দেশের গরিব জনগণকে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল শোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ এই শোষণের শেষ দেখতে চায়। শুধুমাত্র কয়েক মাস সময় আছে, লুটপাট যা করার করে নেন। এরপর আর সময় পাবেন না ।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না । পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে । তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাস জমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকায় ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।

এবছর প্রদেশে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল। আমরা আর খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হতে পারি না। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শীতকালীন শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে ।

গত ২০ বছর ধরে শুনে এসেছি টাকা নেই, টাকা নেই। এবার আমি দেখিয়ে দেব বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে টাকা পাওয়া যায় কিনা।

পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকার মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বানের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে '৬২ সাল থেকে শুধু পরিকল্পনার কথাই শুনে আসছি। সাম্প্রতিক মহাপ্লাবনে যে-সব এলাকায় বাঁধ ছিল সেখানে লোকক্ষয় কম হয়েছে আর বাঁধহীন এলাকাগুলোয় জনমানবের চিহ্ন নেই বললেই চলে। মনপুরা দ্বীপ যা বাঁধের আওতায় নাই সেখানে ২৬ হাজার জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার লোক এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। '৬২ সাল থেকে সাইক্লোনের হাত থেকে এদের বাঁচানোর জন্যে যে টাকা এসেছে তার হিসাব দিতে হবে এবং অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে ।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরাই চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করব । বর্তমান সরকারের কোনো অধিকার নেই এটা তৈরি করার। আপনাদের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা বাক্সে বন্ধ করে রাখুন। চতুর্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে হবে। বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের কর্মচারী, ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিংহল ও বার্মাসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো সাথে শত্রুতা নয়। কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান করা হবে। আমরা কাশ্মীর এবং ফারাক্কা সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চাই। অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্যে পাকিস্তানী জনগণ সব সময়ই আরবদের সাহায্য করে যাবে।

আমি বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে সে অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা বিপুল অর্থের এক-দশমাংশও যদি জনগণের জন্যে খরচ করা হয় তবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য মুছে যাবে এবং তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। অস্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের দিন অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমেই অপরকে জয় করা যেতে পারে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ দেব এ জন্যে যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তিনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ আজও নির্বাচন ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্প্রতি ঢাকায় একটি গোপন সভায় মিলিত হয়েছে। নির্বাচন ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্র থেকে এসব কর্মচারীকে বিরত রাখার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, জনগণের কর্তা হবার আশা ত্যাগ করুন, জনতার সারিতে নেমে জনগণের খাদেম হোন। না হয় ইয়াহিয়া সাহেব তো ৩০৩ করেছেন, আমরা শুধু জনতাকে বলে দেব—'ভালো লোক নয়, বের করো বাড়ি থেকে'। আমি সবার হাতে লাঠি দেখতে চাই। সবাই লাঠি তৈরি রাখুন। আমি হুকুম করলেই লাঠি ব্যবহার করে তাদের শায়েস্তা করবেন। প্রয়োজন হলে এদের কামান- বন্দুককেও লাঠি হাতে বাংলার মানুষ

রুখবে ।

ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয় নি। নির্বাচন শেষ না হতেই খুন করা হয়েছে আমার এক সহকর্মীকে। যে যুবক বাংলার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, জেল খেটেছিল সেই আহমদ রফিককে আমি মনোনয়ন দিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদে। তাঁকে চোরের মতো তার বাড়ির সামনে ১৩টি ঘায়ে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মনে রাখা উচিত—চুরি করে বিপ্লব করা যায় না। খুলনায় আমার ছোট ভাই সংগ্রামী কর্মী মমতাজকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। যে কোনো ষড়যন্ত্র বাঙালিরা প্রতিহত করবে। প্রয়োজন হলে বাঁশের আর সুন্দরীর লাঠি নিয়ে এসব সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবে। অবশ্য আমার নির্দেশের আগে কিছু করতে যাবেন না। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে শান্তি রক্ষা করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই আমরা আমাদের কর্মীহত্যাও সহ্য করে আছি ।

নির্বাচনের পরদিন থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। এটাও এক ধরনের ষড়যন্ত্র। কারা এসব করেছে? তারা কি সেইসব ভুঁড়িমোটা পুঁজিপতি নয়, যারা এখনই দাম বাড়িয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার শেষ চেষ্টা করছে? তারা এখনো লোভের মধ্যে রয়েছে, আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই—অনেক খেয়েছেন, এবার মুখ বন্ধ করুন, নচেৎ জিহ্বা কাটা যাবার সম্ভাবনা আছে। এসব পুঁজিপতিরাই যে নির্বাচনের সময় ইসলাম রক্ষার নামে, সংহতির নামে আওয়ামী লীগকে কোনো না কোনো উপায়ে পরাস্ত করার জন্যে পূর্ব বাংলায় টাকা ঢেলেছেন—তা আমাদের জানা আছে। এক শ্রেণির লোক নির্বাচনের সময় 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল' বলে চিৎকার করেছেন। নির্বাচনে জয়ের ফন্দি খুঁজছেন পিডিপি করে, ইসলাম ফ্রন্ট করে, আরো কতকিছু করে। অথচ নির্বাচনের পর কি কেউ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে, রোজা রাখতে নিষেধ করেছে? যদি না করে থাকে তাহলে এসব অপপ্রচারের জন্যে কি তাদের 'কোড়া' মারা উচিত নয়?

এ দেশে ইসলাম, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবই থাকবে এবং বাংলাদেশও থাকবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর গত এক দশকে যে অত্যাচার হয়েছে তার অবসান হবে। মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হবে এবং তারা আর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকবে না। ২৩ বছর পর এ দেশে কোনো

মোহাজের নেই। সবাই এখন বাঙালি । মোহাজেরদের আমি বাংলার মাটির সাথে মিলে যাবার আহ্বান জানাই। এখনো যেসব মোহাজের পুনর্বাসিত হন নি, তাদের সবাইর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে ।

যে সব রাজবন্দী বিনা বিচারে এবং যেসব রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে রয়েছেন, অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিন এবং রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে সে সব কিছুই প্রত্যাহার করুন। নতুবা আমরা কয়েক মাস পরেই ক্ষমতায় যাচ্ছি, তখন সব কিছু করব।

প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারা জীবন মনে রাখবো । অত্যাচার নিপীড়ন এবং কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ২০ লাখ লোকের সমাবেশে, ৩ জানুয়ারি ১৯৭০

ইনশাআল্লাহ্ সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবো

জনগণের মুক্তির জন্যে যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেসব বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত, আমি আজ জাতীয় বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছাই নি জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেই সব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে সক্রিয় থাকবে। এজন্যে প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপোসহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষপর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশেপাশেই থাকবে, স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোনো জাতি কোনোদিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায় নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। ক্ষমতাসীন চক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছে, আঘাতের পর আঘাত হেনেছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি, বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে, সে সংকটসমূহের অবসান ঘটাতেই হবে। আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলো বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি ।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং-সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা-সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগও দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর-প্রথা কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। ছিটেফোঁটা ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প, শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা, মজুরি যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক- পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও

বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য তারা আমদানি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিন গুণ বেশি বিদেশী দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত ৫০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা ১৫ ভাগ । দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধু অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হতে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে প্রতি মণ মোটা চালের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সে চালের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে সরিষার তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ টাকা থেকে ১৪০ টাকা—ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তার পরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমসের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত ২২ বছরে ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, এসব অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ

পাঁচসালা পরিকল্পনায় । কেন্দ্রীয় সরকার যত বড়ো শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি ১১-দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয়বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এজন্যেই মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি।

এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ- আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে—যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণি ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো—অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি । অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায় । নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন । বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপসাধন করতে হবে। শৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিততর করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পসুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ-হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার

ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ আয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাটসম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সেই জন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে ।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষিব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক । পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারি জায়গীরদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমিদখলের সর্বোচ্চসীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদেরকে বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি-রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি-রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ—সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি-সম্পদ গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন ।

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তম্ভ রয়েছে সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা

করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ-কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলি। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলি সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্ত বায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে ।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল-ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের

সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর-উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন ।

চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেয়া দরকার। শিল্প- শ্রমিকরা গণআন্দোলনের মতোই অর্থনীতিক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম-আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যাদানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে ।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন-বেতনভুক্ত কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। মোহাজেরদের একত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন ।

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে-অঞ্চলে এবং মানুষে-মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহের নির্দেশিত ইসলাম নীতির পরিপন্থী কোন আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না ।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনো মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এ জন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিপূর্বে 'সিয়াটো-সেন্টো' ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি ।

কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব—এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে, আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ।

আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি ।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট রূপে আমরা গ্রহণ

করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে—যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই কারণেই আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্রবাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয় ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে—আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একত্রে বসবাস করতে পারে ।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশের সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো।

পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালা, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০

এই নির্বাচনে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে

আসন্ন ডিসেম্বরের নির্বাচন ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে শোষিত ও অবহেলিত বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায়—বাঙালিরাই হবে তাদের নিজেদের সম্পদের মালিক ।

বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়। একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ- দুর্দশার জন্যে দায়ী। এসব রাজনৈতিক পরগাছা সামান্য লাভ ও মন্ত্রিত্বের লোভে বাংলার মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে শোষকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে ।

আসন্ন নির্বাচনে এসব রাজনৈতিক গরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে ।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের আহ্বানেই ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই হক সাহেবকেই দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম সেনানী, তাঁর উপরও নেমে এসেছিল জেল-জুলুম ও অত্যাচারের খড়্গ। বাংলার দুর্ভাগ্য ছাড়া এটা আর কী হতে পারে?

কিন্তু আমি সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আমি শেরে বাংলার মতো তেমন বৃদ্ধ হয়ে পড়ি নি। নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহলে আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্যে আমি গণআন্দোলনের ডাক দেব। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্যে এটা আমার শেষ সংগ্রাম। গত গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ঋণ শোধ করতে প্রয়োজন হলে যাতে আমি

জীবনও বিসর্জন দিতে পারি তার জন্যে আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। কারণ বীর শহীদদের সংগ্রামের ফলেই আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছি। নির্বাচনের পর জনগণের বিজয়ের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রয়োজন হলে গণআন্দোলন শুরুর যে-পরিকল্পনা আমার রয়েছে তাতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত থাকার জন্যে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি ।

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার আওয়ামী লীগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রদত্ত কর মওকুফের সুযোগ প্রত্যাহারও আমরা প্রস্তাব করেছি।

কিছু সংখ্যক লোক জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব লোক সমান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানী যে কোনো নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার জন্যে আমি সংখ্যাগুরু নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাই ।

জয়দেবপুর সমাবেশে, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০

নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে সংকটমুক্ত করতে চাই

[১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রদত্ত বেতার ভাষণ]

আজ থেকে ২৪ বছর আগে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার রঙীন আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন জনগণ ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেয়া সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের প্রতি এদেশের এক শ্রেণির নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব স্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। কেবল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই নয়, সারা দেশের বারো কোটি মানুষই আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশে পরবাসী। পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কিনা তা জনগণই তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা-উত্তর জীবনে বিগত ২৩টি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষী কেবল আমি বা আমার দলই নয়, সাক্ষী প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান সালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারই সূত্র ধরে এদেশের আরও কত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মী অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলশ্রুতিতে এদেশের মানুষ আজ তাদের অধিকার ফিরে পেতে চলছে। জনগণকে নিরবচ্ছিন্ন এদেশের মানুষ আজ তাদের অধিকার ফিরে সংগ্রামের সৃষ্ট ফসল হিসেবে এইবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সমাধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দুই যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ আজ এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের উপরই এদেশের আপামর জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারাক্রমে জাতি আজ এক চরম সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্কট থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী যে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে তাকে উপলক্ষ করে প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিকরা সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায়ের প্রভুদেরকেই আবার ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই তাদের এ কারসাজি বুঝা কঠিন নয়। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ-চক্রের এই বাঙালি দালালরা পাকিস্তানের জন্মাবধি নির্বাচন এড়িয়ে জনগণ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে, কখনও পশ্চাৎদ্বার দিয়ে, কখনও বা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি গিয়ে কুচক্রী ও কায়েমিস্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণস্বার্থের সমাধির উপর নিজেদের ভাগ্যের ইমারত গড়েছেন, আবার আন্দোলন দেখলেই পিঠটান দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে নতুন কোনো সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুরব্বীদের হয়ে গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করা। কে না জানে যে, এবারকার নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতার মসনদে গিয়ে বসে পড়বেন, সে সুযোগ সেখানে নেই। ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করার পরই কেবল উঠতে পারে মসনদে বসার প্রশ্ন, তার আগে কখনই নয়। নির্ধারিত মেয়াদের আগে শাসনতন্ত্র তৈরির কাজ সমাধা করতে না পারলে দেশ বিপর্যয়ের কোন অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে তা ভাবতেও দেশপ্রেমিক মাত্রেরই গা শিউরে ওঠার কথা। এতে বিচলিত বোধ করবেন না কেবল তাঁরাই —যাঁরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় বহাল হওয়ার খোয়াব দেখেন অথবা সে কাজে সিদ্ধহস্ত ।

জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা

আওয়ামী লীগ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্বাসী, আর বিশ্বাসী বলেই তাঁদের হয়ে জন্মাবধি তারা সংগ্রাম করে এসেছে। জনগণের অভিরুচি অনুযায়ী দেশ শাসিত হোক, এই কামনাই তাদের সংগ্রামী চেতনার মূল উৎস। তাই

পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই জনগণের সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে দেশকে যখন বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র হয়, তখন তা নস্যাৎ করার জন্য তারা দেশব্যাপী জাতীয় ভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন চেয়েছে। আর জনগণের প্রতি আস্থাহীন দেশ ও দেশের সম্পদ লুট করে ভাগ্য গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী আমাদের প্রতিপক্ষীয় এক শ্রেণির রাজনীতিকরা কায়েমিস্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্ত-নেতৃত্বে, জোতদার, জায়গীরদারদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব প্রচেষ্টাই এ যাবৎ নস্যাৎ করে এসেছেন। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই।

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা এই সোনার বাংলাকে শোষণের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিতে মেতে নেপথ্যের এক শ্রেণির কুচক্রীরা যে মতলব এঁটেছিল, এই বাংলার 'মীর জাফর'রাই বার বার সে মতলবের বাস্তবায়ন-প্রধান হাতিয়ার হয়ে কাজ করে এসেছে, আর তাই এদেশের তেরো কোটি মানুষের আজ এ দুরবস্থা। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে কায়েমিস্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তবাদী নেতৃত্বের চক্র ও চক্রান্তের প্রতিভূ-স্থানীয় যে মুসলীম লীগকে বাংলার বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, কয়েকটি মাস না যেতেই বাংলার কোন সে ছদ্মবেশী 'সু-সন্তানরা' সেই মুসলীম লীগ চক্রের সাথেই রাতারাতি হাত মিলিয়ে বাংলার সাত কোটি মানুষের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র রচনায় মত্ত হয়েছিলেন, তাও কারও অজানা নয়। পরবর্তীকালে দেশে জাতীয় ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যখন এদেশের বারো কোটি মানুষের শত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দেশব্যাপী 'কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছিলেন, মোনেম খাঁ জাতীয় বাংলার কোনো সে মীরজাফর সেই স্বৈরাচারী শাসকের গললগ্ন হয়ে সোনার বাংলাকে অপর অঞ্চলের উপনিবেশ তথা শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্ত বাস্তবায়নের 'পবিত্র দায়িত্ব' পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন, সে কাহিনীরও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন করে না ।

বাংলার করুণ ইতিহাস

তাই বলি, বাংলা আর বাঙালির ইতিহাস—সিরাজদ্দৌলা বনাম মীরজাফরের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস—বাংলায় আপামর মানুষ বনাম জনাব মোনেম খাঁদেরই ইতিহাস। এ ইতিহাস বড়ো করুণ, বড়ো মর্মন্তুদ। এ ইতিহাস আবার গৌরবদীপ্তও বটে। বাংলার কচি প্রাণ সালাম-বরকতের তপ্ত তাজা রক্তের

পিচ্ছিল পথে নূরুল আমীনের, আর সার্জেন্ট জহুর- মনুমিয়া-আসাদ-শম্ভু-আলাউদ্দিন আর আনোয়ারদের শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনীর তপ্ত অশ্রুর রোষানলে মোনেম খাঁদের ক্ষমতার আসনচ্যুতিও এদেশের ইতিহাসের কত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবু শিক্ষা তাদের হয় নি। হয়তো বা অতীতে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এ দেশকে কায়েমি স্বার্থের অবাধ শোষণক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছিল আপনি—বা আমিও সে ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারিনি। সে শিক্ষা যদি তাদের হত; অথবা দেশবাসী যদি তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হতেন তাহলে ১৯৬৯-এর প্রচণ্ড গণ- অভ্যুত্থানের মুখে সেদিন যাঁরা নিজের নাম-ঠিকানা গোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আজ আবার তাঁদেরই কথিত এদেশের 'গরু-ছাগলের' দরবারে ভোটপ্রার্থী হন বা হতে পারেন কোনো দুঃসাহসে! আমার বিচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, এক মহা অগ্নিপরীক্ষা। এ চ্যালেঞ্জের জবাব জনসাধারণ কীভাবে দেবেন, এ অগ্নি-পরীক্ষায় কীভাবেইবা তাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান, তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

তবে, আমরা বুঝি, আমরা দলীয় সহকর্মীরা যা বোঝেন অথবা এদেশের সংগ্রামী ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সমাজ যা বোঝেন, এক কথায় তা হল এই যে—এবারকার সাধারণ নির্বাচনই বাংলার সাড়ে সাত কোটি তথা সারা দেশের তেরো কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের প্রথম ও শেষ সুযোগ। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে তিনি সক্ষম হবেন, তবে ভুল করবেন নিঃসন্দেহে। আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো-বা কোনোদিনই আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। জনগণের এতদিনের সংগ্রামসাধনা, ত্যাগ ও তিতীক্ষার পর দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ও সুযোগ আবারও যদি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী সেই একই পুঁজিবাদী, ধনকুবের, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থশিকারী, আমলাতন্ত্র বা একনায়কত্ববাদের হাতে চলে যায়, তাহলে দেশ ও দশের সর্বনাশ অবধারিত। আর বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকালে জনগণ ভোটাধিকারটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে কুচক্রীদের হাত থেকে সে দায়িত্ব ও সুযোগ যদি ছিনিয়ে আনতে পারেন তবেই দেশ ও দশের কল্যাণ। এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ চাই

ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সম্পদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের বারো কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ—সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের। পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাঁদের অধিকাংশই জীবনে সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভু। তাঁদের কণ্ঠে কখনও দেশের কৃষক শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তারা চাইবেন গণ- স্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাদেরকে মোকাবিলা করে এদেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা। ইতোমধ্যেই অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ একশত কেউ বা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্য তাদের এমনই দরদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় 'যে কয়টি আসন পাওয়া যায় ভালো' এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নামছেন। তারা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ তারা নির্বাচনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টাই করতে চান না। তারা জানে, যেন-তেন প্রকারে গুটিকয়েক আসন যদি তারা এখান থেকে পার করিয়ে নিতে পারে তাহলে তাদেরকে বগল-দাবা করে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবে। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে ।

সত্যের ভিত্তিতে ছয় দফা

আরেকটি প্রশ্ন হল, নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ অনেক দলই বাংলার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু কীভাবে দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যকার

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে, কী করে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলির মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তার কোনো কর্মসূচীই জনসাধারণের সামনে তাঁরা ঘোষণা করেন নি। ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না। রাজনীতির অঙ্গনে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নীতিতেও আমরা বিশ্বাসী নই। তাই, জনগণের জন্য আমরা যা চাই তা সুস্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি ঘোষণা করি। এ কারণে, আমাদের বহু নির্যাতনও পোহাতে হয়, কখনও 'রাষ্ট্রদ্রোহী', কখনও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আবার কখনও 'বিদেশী চরে'র আখ্যাও আমাদের পেতে হয়েছে। তবু জনগণের জন্য যা সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছি তা থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হই নি। রক্তচক্ষুর সামনে সত্যকে বর্জন করি নি-রক্তচক্ষু দিয়েই তার জবাব দিয়েছি। দীর্ঘ তেইশ বছর অত্যাচার, নির্যাতন, শাসন, শোষণ আর বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে সর্বশেষ কর্মসূচী হিসাবে আমার দল ৬-দফাকে জাতির সামনে পেশ করেছে। এদেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজও ৬-দফার সারবত্তা অনুধাবন করে তাদের ১১ দফা কর্মসূচীতে ৬ দফাকে স্থান দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের সত্যিকার মুক্তিচিন্তার স্বর্ণফসল হিসেবে কাউন্সিল অধিবেশনে ও কর্মিসমাজে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৬ দফা। এই কর্মসূচীকে আওয়ামী লীগ কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় নি। ৬ দফার গুণাগুণ বিচারের ভার আমরা জনগণের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। ৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান- বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি, ৬ দফা বাঙালির আত্মমর্যাদার সম্মানজনক আত্মপতিষ্ঠার দাবি, ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন-মরণের সংগ্রাম। তাই এবারকার নির্বাচনে আমার দলের জয়ের অর্থ— ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন-মরণের সংগ্রাম। তাই এবারকার নির্বাচনে আমার দলের জয়ের অর্থ ৬ দফারই জয় আর ৬ দফার জয়ের অর্থ—এদেশের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রামের জয়।

লেবেল-সর্বস্ব ইসলাম নয়

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। একথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য—লেবেল-সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে । আমাদের ইসলাম হযরত রসুলে করীম

(দঃ)-এর ইসলাম, যে-ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসরামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যাঁরা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫জনই মুসলমান সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাশের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই ইসলামকে যাঁরা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়স্থা করে তোলার কাজে।

কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনী ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থেরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হল : বাংলার স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে আর বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বাংলার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল, কিন্তু আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামী লীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গদলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই ধিকৃত দলটিতেই ভিড়ে গিয়েছেন, যে দলকে দুদিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করেছে। ফলতঃ সর্বনাশ হয়েছে বাংলার আর বাঙালির, সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি কতে চাই নে। এবার আমাদের কথা হল-কর্মসূচী বলতে কিছু থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্যজোট গঠন করবো, এখন নয় ।

আমার জীবনের স্বপ্ন

জাতির এ মহা সন্ধিক্ষণে বাংলার জননায়ক শেরে বাংলা পরলোকে, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীও আজ আমাদের মাঝে নেই। মানিক ভাই-এর ক্ষুরধার লেখনীও আজ চিরতরে স্তব্ধ । প্রাচীন নেতাদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা অতীতের নিয়মে এখনও পশ্চিমাঞ্চলের সেই কায়েমি স্বার্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে রেখেছেন, নয়তো নির্জীব নিষ্কর্মা হয়ে বসে পড়েছেন, অন্যের শলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। শত প্রতিকূলতার মুখে গর্দান খাড়া রেখে কথা বলার মতো নেতৃত্বের আজ বড়ই অভাব। নিজের সীমাবদ্ধ সামর্থে দেশবাসীর খেদমত করতে গিয়ে অতীতে বহু পরীক্ষার আমাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার সংগ্রামী জীবনের স্বপ্ন ও

সাধনার আলোকে বিচার করে নিশ্চিতই আজ আমি বুঝতে পারছি ভাগ্যহত বাংলার—এদেশের আপামর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বাসনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার যে বিরাট গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন—জনগণের দোয়া আর শুভেচ্ছা যা কিনা আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয় ।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য: নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবি নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করে যেতে পারি, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী সুন্দর জীবনের ছক এঁকেছিল, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করবো ।

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বৎসর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখন আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তাঁরা দেন না। বিগত গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকে রুষ্টও হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনোদিন ছিল না, আজও নাই। তাই রুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাই নি। তাঁদের দৃষ্টিতে এ আমার অপরাধ হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয় ।

লোকশক্তির প্রত্যাশী

ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে—কায়েমিস্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমরা চাই-ই চাই। সে শক্তি জোগাতে পারেন কেবল জনগণই। একারণে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার প্রার্থনা : জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার

যাতে আমরা আদায় করে আনতে পারি, তার জন্য জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ জনগণের শাসনতন্ত্র চাহিদামতো পাশ করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয়ের চাবিকাঠি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি তাঁরা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তাঁদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচারে ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেলেও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এদেশের বারো কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আপনি আমি জ্ঞানতঃ শরীক হতে পারি কিনা, তা বিচারের ভার আপনাদের উপরই আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

বাংলার মীরজাফরদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়ে এই কথাই বলতে চাই যে, তেইশটি বছরের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাঙলার অতীত আজ লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জাতির এহেন দুর্দিনে বাঙলার ভবিষৎ সন্তানদের বাঁচাবার দায়িত্ব আপনার। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ যদি আপনারা আমাকে ও আওয়ামী লীগকে দেন তাহলে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত, যারা আজ সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত ও শূন্যহস্ত, তাদের মুখে ইনশাআল্লাহ্ আমরা হাসি ফুটাতে পারবো—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলার সকল অধিবাসী — সে সংখ্যাগুরুই হোক বা সংখ্যালঘুই হোক সকলকেই আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে,—মরণপণ করে বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যাঁরা ঘুমিয়ে আছেন তাঁদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই : জাগো, বাঙালি জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের বারো কোটি মানুষের মুক্তি ।

সামন্ত নেতৃত্ব-লাঞ্ছিত পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর মানুষও আজ তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তোমরা তাদের নিরাশ করো না ।

জয় জনগণের জয়!

জয় বাংলার জয়!!

সকলের সমান অধিকার, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব

যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলোই বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি ।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিদ্যমান, তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

অসহনীয় অবিচার

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় ৭৫ ভাগ, তা এ দুই ৬ জন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় শিল্পসম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে করপ্রথা কায়েম রয়েছে, তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা । বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় করা হয়। অপরপক্ষে, লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে,

বোনাস ভাউচারের বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ, অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ করে দিয়েছে।

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তাঁরা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির একপঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প-শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা মজুরী যা বাড়ছে—তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুলকলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

ভয়াবহ বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে—গত বাইশ বছরে সরকারি রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র পনেরো শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র তেরো শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশি বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে । নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু-হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে, তার কারণ—বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচশ' কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছে।

চাকুরিতে বাঙালির বঞ্চনা

সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার তেইশ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে- মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে-ক্ষেত্রে মোট চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঐ একই চাউলের দাম গড়ে ৪৫-৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতি মন ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি সের নেই তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস্-এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন—এসব অবিচার তারই পুঞ্জিভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই । এই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড়ো শক্তিশালীই হোক না কেন অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী, যে-কর্মসূচী ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে-কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায়

না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্বশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ- আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত । এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশন সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামূলক শর্ত-সাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকুরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা রো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে চান—বোধগম্য কারণেই তাঁরা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে ।

আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক ও কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণি সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের নামে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলোসহ দুর্নীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রঙ সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পসুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এযাবৎ বাংলার পাটের আঁশ প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া বেপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্পসম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীর মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কৃষিবিপ্লব অত্যাবশ্যক

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারী, জমিদারী, সরদারী প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমিরাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি । আমরা বর্তমান ভূমিরাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা ভাবছি ।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মৌলভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পঁচিশ শ কিলোওয়াটস বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং

জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদের উপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। আভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি ।

শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে—সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো—নিম্ন

আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতোটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন ।

চিকিৎসা ক্ষেত্রের এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসাকেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুলসংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সনেলদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার ।

শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা

গণ-আন্দোলনের মতোই শিল্পশ্রমিকরা অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বেঁচে থাকার মতো মজুরী, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম-আইন বাতিল করতে হবে। শিল্পকারখানা-শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরীর কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে । ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন-বেতনভুক্ত কর্মচারী ও অল্প-উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূলে স্থিতিশীলতা আনতে হবে ।

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের

মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবেনর সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, এজন্যে উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকুলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে—সেজন্যে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে—সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের প্রত্যাশী কোনোকিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না ।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনোমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতোমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনোও জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে—সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

'কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব'-এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি—প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের

সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করো ।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে গণভোটেরূপে আমরা গ্রহণ করেছি।

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে ।

রাজনীতি ও সেনাবাহিনী

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করতে দেয়া কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয় ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবার করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে

সক্ষম হবো ।

সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে, নভেম্বর ১৯৭০

আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি

নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা—এই চারটি জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল সফর করে আমি সবেমাত্র এখানে ফিরেছি। গত ১২ই নভেম্বর রাতে এবং ১৩ই নভেম্বরের ভোরে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্ব তা অবগত হয়েছে। মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যে আপনাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের কাছে বাঙালি আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে ।

আমাদের হিসাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। অবশ্য কারো কারো মতে এই সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। যে সমস্ত এলাকায় এখনো হাজার হাজার মানুষ ও মৃতদেহ সৎকারের অভাবে পড়ে রয়েছে, সে সকল এলাকায় বাতাস গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। খুলনায় পাইকগাছা, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, বোরহানুদ্দিন, চর লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা দ্বীপসহ ভোলার প্রায় সর্বত্র, কালাইয়া ও বাউফল থানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, গলাচিপা থানার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে চর অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত দ্বীপসমূহ, রাঙ্গাবালি, বড়ো বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, চরকাজল ও পানপট্টিসহ পটুয়াখালী জেলার দুর্গত এলাকাসমূহ, নোয়াখালী জেলার উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ— বিশেষভাবে হাতিয়া, চর গাজী, চর আবদুল্লাহ, চর আলেকজাণ্ডার এবং রামগতি থানা ও সুধারাম থানার অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলে ৯ দিনের বেশি সময় আমি ঘুরেছি।

এ সমস্ত অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখে গেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাপ্রলয়ের ধাক্কা সামলে যারা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে, তারা যে কী ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করছে, তাও ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। পটুয়াখালী, ভোলা

ও নোয়াখালীর বহু অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০/২৫ ভাগ এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রাণে বেঁচেছে সত্য, কিন্তু ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদিপশু অর্থাৎ পার্থিব সহায়সম্বল হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের পরনে কাপড় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, এমন কি বহুস্থানে তৃষ্ণার পানিটুকু পর্যন্ত না খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। তাদের শরীরের আহত স্থানে ঘা হয়ে গেছে। এভাবে অসহায় বাত্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীরা অনাহারে, অনাশ্রয়ে এবং রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দায়িত্ব পালনের প্রতিটি পর্যায়ে সরকারের চরম ব্যর্থতা। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার দুদিন আগে 'সুপারকো' ও আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে খবর পাওয়া সত্ত্বেও উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় নি। হতভাগ্যদের কিছু লোককে অন্তত অন্যস্থানে অপসারণের কোনো প্রকার চেষ্টা করা হয় নি। ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা অথবা ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপণের তেমন কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয় নি। সরকার মৃতের যে হিসাব দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য রকমের কম। প্রাথমিক সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৫০ জনের মতো বলে জানানো হয়েছে।

যদি প্রলয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্ধারকাজ ও সাহায্য অভিযান চালানো হতো, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানো সম্ভব হতো, হাজার হাজার লোক—যারা প্রলয়ের ধাক্কা সামলেও টিকে ছিল তাদেরকেও অনাহারে, অনাশ্রয় ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হতো না। যদি নৌ-বাহিনী তৎপরতার সাথে উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করতো তাহলে হাজার হাজার লোককে সাগরে সলিলসমাধি লাভ করতে হতো না। উদ্ধার কাজ ও সাহায্য অভিযানের এই ব্যর্থতা ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু উদাসীনতা আর অপরাধের এখানেই শেষ নয় ।

আমি যে সমস্ত অঞ্চল ঘুরেছি সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পরেও বাত্যা-দুর্গতদের কাছে এক আউন্স রিলিফও পৌঁছায় নি। তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে বৃক্ষমূলে। এমন পানি তাদেরকে পান করতে হচ্ছে, মানুষ ও গবাদি পশুর লাশে যা পচে দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেই পানি পান করে তাদের মুখে দেখা দিয়েছে দগদগে ঘা। উদরাময় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং

কলেরা মহামারী আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজকর্মী এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ রিলিফ দল দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্যে গিয়েছেন, প্রশাসন ব্যবস্থার অসহযোগিতার ফলে তাদেরকেও নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যানবাহন ও যোগাযোগের সামান্যতম সুবিধা দিয়েও সাহায্য করে নি। যানবাহনের এই চরম সংকট দেখা দিত না যদি সরকার বিশেষ করে মার্শাল 'ল' সরকার সময়মতো তার ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য জেলা থেকে লঞ্চ ও অপরাপর নৌ-যান রিকুইজিশনের ব্যবস্থা করতেন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় তা দুর্গত এলাকার কাজে ব্যবহার করতেন। সেক্ষেত্রে তথাকথিত 'দুর্গম' এলাকার প্রশ্ন দেখাই দিত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা বলতে পারি। কেননা, আমি নিজে একটা ছোট্ট ভগ্নপ্রায় লঞ্চের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপসমূহসহ প্রায় প্রতিটি দুর্গত অঞ্চলে যেতে পেরেছি। সরকারের এ সমস্ত ব্যর্থতা এবং লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে সাইক্লোনের ১০ দিন পরেও অনেক জায়গায় এতটুকু সাহায্যও পৌঁছয় নি ।

বর্তমানে কিছু কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু কিছু হেলিকপ্টার পরিদৃষ্ট হয়। আগে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিমানযোগে রিলিফ নিক্ষেপের কাজ শুরু হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এটা প্রদেশব্যাপী জনগণের উচ্চ এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদেরই ফলশ্রুতি। সত্য কথা বলতে কি, সারা বিশ্ব থেকে বিপুল পরিমাণে সাহায্যসামগ্রী এসে না পৌঁছলে অবস্থার হয়ত কোনো পরিবর্তন হতো না। বাংলাদেশের দুর্গত মানুষ বিশ্বসমাজের মহানুভবতাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, আমাদের সরকারের এটা লজ্জারই কথা ।

আমাদের দুর্গত ভাইদের জন্যে বহির্বিশ্বে অন্ন-বস্ত্র, ওষুধ এবং ঐ সমস্ত জিনিস দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক পরিবহণ সরঞ্জাম পাঠিয়েছেন। বাঁচা-মরার প্রশ্নে যে সমস্ত দেশ উদার হস্তে সাহায্যদ্রব্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশের মানুষ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার দুর্গত ভাইদের প্রতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্রুত ও মানবিক সাড়া দেওয়ায় সেসব দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি জানাই আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ।

বিদেশ থেকে দ্রুতগতিতে প্রাপ্ত বিপুল সাহায্য কেবল আমাদের সরকারের টালবাহানা এবং ঔদাসীন্যকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। ভাগ্যের পরিহাস,

যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পটুয়াখালীতে মৃতদেহ দাফন করতে হচ্ছে ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যদের। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ অলসভাবে বসে আছে, সেখানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তের দেশের হেলিকপ্টরের জন্যে। যেক্ষেত্রে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের জন্যে উদার হস্তে সাহায্যের কথা ঘোষণা করতে পেরেছে মাত্র দুদিনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্গতদের জন্যে ৫ কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণা করতে সময় লেগেছে ১০ দিন। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে ধরা হলে শুধুমাত্র চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সাহায্যের পরিমাণ অনেক ছাড়িয়ে যাবে ।

যেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দানশীল ব্যক্তিরা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলার মানুষের রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা বাইশ পরিবারের কেউই আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য ঘোষণা করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত বস্ত্রশিল্প এ যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধানতম বাজার হিসাবে ব্যবহার করেছে, তাদের কেউই এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্যে একগজ কাপড় দেয় নি । এ জন্যেই কি বিগত দু'দশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি? এ জন্যেই কি বাংলাদেশের পাটচাষী অভুক্ত থেকে করাচী ও লায়ালপুরের পুঁজিপতিদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে সহায়তা করেছে?

জাতীয় সংহতির সেই খুঁটিরা আজ কোথায়? ইসলামের স্বয়ম্ভূ রক্ষকরা আজ কোথায়? কোথায় আজ মওলানা মওদুদী, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ? কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা? বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে দুর্গত মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু সাহায্য দেয়ার জন্যে তাঁদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না ।

বর্তমান অভিজ্ঞতা একটি বিষয় আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং প্রতিটি বাঙালি সেই মহাসত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, তা হলো এতদিন, যাবৎ আমাদেরকে একটি কলোনি ও বাজারে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত অধিকার আমাদেরকে

ভোগ করতে দেয়া হয় নি। আমাদের জীবন-মরণের সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় রাওয়ালপিণ্ডি এবং ইসলামাবাদে। সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার আমলাদের হাতে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য অবহেলা ও বৈষম্যের জন্যে আজ তাদেরকেই আমি দায়ী করছি, কেননা তারাই বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতির রুদ্ররোষের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। বাংলার ১০ লাখ আদম সন্তান প্রাণ হারিয়েছে, আরো ৩০ লাখ মৃত্যু এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে আমাদের বাস করতে হচ্ছে বন্যা এবং সাইক্লোনের মধ্যে।

আজাদীর ২৫ বছর পরেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে এমন কি পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি হয় নি। ১০ বছর আগেও একবার ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই এলাকায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এবার ১০ বছর পর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশক আগে ঘূর্ণিবাত্যা প্রতিরোধী স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পূর্ণ এক দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও এসব পরিকল্পনা একগাদা প্রকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছে এবং তা এখনো কার্যকর করা হয় নি। এসব ঘূর্ণিবাত্যা- প্রতিরোধ আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্যে গত ১০ বছরে মাত্র ২০ কোটি টাকার সংস্থান হয় নি । অথচ ইসলামাবাদের বিলাস বৈভবের জন্যে ২২০ কোটি টাকার অভাব হয় নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের মংলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্যে ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়নি।

এসব দেখেশুনে আজ আমাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাংলাদেশকে যদি প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে অবশ্যই আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে। তখনই কেবল আমরা ক্ষমতাসীন চক্রের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নই হোক আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রাম পুনর্গঠন বা ঘূর্ণিদুর্গতদের পুনর্বাসনই হোক, যে কোনো জরুরি সমস্যার সমাধান করতে পারব।

উপকূলবর্তী এলাকায় যারা বেঁচে আছে, তাদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ ও খাবার পানি যোগানোর জন্যে অতি শিগগির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর মাত্র কয়েকদিন বিলম্ব হলে সাহায্য গ্রহণের জন্যে সেখানে আর কাউকে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ যদি দেশে গণসরকার প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে তাঁরা সাহায্যদ্রব্য দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্যে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে নিয়োজিত করতে পারতেন। আমলাদের যদি কোনো গণসরকারের কাছে নিজেদের কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হতো, তাহলে তাঁরা এত উদাসীন হতে সাহস পেতেন না ।

দেশবাসীকে আরেকটি ঘূর্ণিবাত্যা ও গর্কির (সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস) অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এক ব্যাপক পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্যে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বাঁধ ও ঘূর্ণি-প্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সুষ্ঠু বিপদ-সংকেত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। যারা প্রাণে বেঁচে গেছে, তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে গবাদি পশু ও বিদ্যুৎচালিত লাঙ্গল সরবরাহ করতে হবে। তারা যাতে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে, সেজন্যে শীতকালীন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে বীজ ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। এর সবই করা সম্ভব যদি আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারি। আমরা আজ শপথ নিচ্ছি, বাংলার উপকূল অঞ্চলে এবার যা ঘটেছে তা আর ঘটতে দেব না। এবারের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সারা বিশ্বের কাছে এই মহাসত্যই তুলে ধরেছে যে, ৭ কোটি বাঙালি কত অসহায়। শুধু শহরে-বন্দরে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নয়, বাংলার প্রতিটি পল্লীতে, প্রতিটি অলিতে-গলিতে, দ্বীপাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় এই মহাসত্যই আজ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক-মোক্তার আমাদেরই হতে হবে। আমাদের সম্পদ কীভাবে ব্যয়িত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের। আর আমাদের তহবিল কীভাবে কোথায় ব্যয় করব, সেই ক্ষমতাও থাকতে হবে আমাদেরই হাতে।

আমরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হতে চাই না। জনগণকে সর্বসময় ক্ষমতা অর্জন করতে হবেই। নির্বাচনে যদি হয়—ভালো, আর যদি না হয়, জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তি তো অর্জন করতে হবে । বাংলার জনগণ অন্তরে এবং মনে ইতোমধ্যে ভোটের রায় ঘোষণা করেছে। তারা 'শক্ত কেন্দ্রের' বদৌলতে অনেক দুর্ভোগই

ভুগেছে। জাতীয় সংহতির নামে তাদের উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। শাসকদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যাবে, তাঁরা হুঁশিয়ার হোন, বাংলাদেশ আজ জেগেছে। বানচাল করা না হলে বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের রায় ঘোষণা করবে। আর যদি নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়, তাহলে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোক আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্যে, আমরা যাতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারি তার জন্যে, আর যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি তার জন্যে, প্রয়োজনবোধে আরো ১০ লাখ বাঙালি প্রাণ দেবে ।

ঢাকা হোটেল শাহবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ২৬ নভেম্বর ১৯৭০

নির্বাচনী আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,
আস্সালামু আলাইকুম । আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন ।
আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সঙ্কট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে ।

দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতনভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার ২৩ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম ।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিঈক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান—বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক- মেহনতি

মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে । ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তিসনদ ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে ।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন, অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইন্সাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ-সদস্যগণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তিসনদ ৬-দফা ও ১১-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও আদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যাঁরা এ দেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাঁদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে ।

আমার ভাইবোনেরা

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নাই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণির বাঙালি-বিদ্বেষীদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পিবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের

দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্যে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম—সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়ো। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন—বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন ।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তি পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই । আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সাথে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রে প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই

দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি, একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহ্ আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা—বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষের রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনে কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না । জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে-জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেঁজগাওর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে-শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে-শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে-ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে-সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দী শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে-কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো — তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে-আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো ।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।

নিবেদক- আপনাদেরই

শেখ মুজিবুর রহমান

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০

প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা

পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সনদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের ১৩ কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই এক কণ্ঠের আওয়াজ—সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁদের অধিকাংশই এ দেশের সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভূ। তাঁদের কণ্ঠে কখনো দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা চাইবেন গণস্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাঁদের মোকাবিলা করে এ দেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা। ইতোমধ্যেই আপনারা দেখেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ ৯০/৯৫টি, কেউবা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্যে তাদের এমনই দরদ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় যে কয়টি আসন পাওয়া যায়, ভালো—এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নেমেছেন। তাঁরা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নন, তার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ তাঁরা নির্বাচনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনো চেষ্টাই করতে চান না। তাঁরা জানেন যেনতেন প্রকারে গুটিকয়েক আসনে যদি তাঁরা এখান থেকে তাঁদের প্রার্থীকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাঁদেরকে বগলদাবা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে

সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই। তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে—কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই। এ কারণে, আপনাদের খেদমতে একটাই মাত্র প্রার্থনা; জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে নিতে পারি, তার জন্যে জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে আপনারা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ, আপনাদের চাহিদা মতো শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমরা চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের চাবিকাঠি। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি, আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচার ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেয়েও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এ দেশের ১৩ কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আমি আপনি জ্ঞানত শরিক হতে পারি কিনা তা বিচারের ভার আপনাদের উপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয়

আমাদের জনসাধারণ একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। একটি দুর্দমনীয় সংগ্রাম পরিচালনা করে তাঁরা এই রায় প্রদান করার অধিকার নিজেদের জন্যে অর্জন করেছেন। এই সংগ্রাম পরিচালনার সময় হাজার হাজার মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং অগণিত লোক বছরের পর বছর ধরে উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনসাধারণের সংগ্রামের এই প্রথম মহান বিজয়ের জন্যে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি ।

আমরা আমাদের শহীদানের স্মৃতির প্রতি সালাম জানাই। আমরা আমাদের জনসাধারণ, বীর ছাত্রসমাজ, মজুর ও কৃষকদের অভিনন্দন জানাই। আমরা যাতে একদিন প্রকৃত স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারি তার জন্যে এঁরা বর্বরোচিত নির্যাতনের মুখেও অকুতোভয় সংগ্রাম করেছেন।

আওয়ামী লীগের এই বিজয় প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের লাখো লাখো নির্যাতিত মানুষেরই বিজয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের, অর্থাৎ আমাদের ছাত্র, আমাদের মজুর এবং আমাদের কৃষকদের প্রাণঢালা ভালোবাসায় আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছি। এঁরা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আওয়ামী লীগ হলো তাঁদেরই দল। আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, তাঁরা এই সত্যটি আগামী ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক নির্বাচনেও প্রমাণ করবেন। আমাদের দলীয় কর্মীরা নিরতিশয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁরা আজ যথোচিতভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে বিরাট একতা ও ব্যাপক গণজাগরণই ছিল আমাদের কর্মীদের পুরস্কার। জনসাধারণ প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে সাধারণ নির্বাচনে একটি পরিষ্কার রায় প্রদান করেছেন। এই

নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্যে ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে গণভোটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান সে যাই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য সামনে রয়েছে এবং এই লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ৬-দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে একে সর্বতোভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ এবং এর অগণিত জনসাধারণকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও কায়েমি স্বার্থ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা ছাড়াও ক্ষুধা, বেকারত্ব, রোগশোক, বন্যা-দুর্ভিক্ষ এবং নিরক্ষরতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অতি জরুরি হয়ে পড়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ লোক মারা গেছে এবং বর্তমানে এ অঞ্চলগুলোতে ৩০ লাখ লোক শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের এই অবস্থা আমাদের অতীতের শোষণ ও অবহেলার নিষ্ঠুরতাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের পাহাড়প্রমাণ কর্তব্যকে ।

আমরা মনে করি, কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির অভিশাপ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যে আমাদের সব শক্তি ও সহায়সম্বল নিয়োজিত করার পবিত্র ওয়াদা করাই হলো জনসাধারণের এই বিজয়উৎসব উদ্যাপনের একমাত্র উত্তম পন্থা।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আমরা শোষণমুক্ত একটি নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করছি।

পশ্চিম পাকিস্তানেও গণজাগরণের ঢেউ জেগেছে। আমরা গণজাগরণের এই প্রথম লক্ষণকে স্বাগত জানাই। জনতাকে তাদের বাঙালি ভাইদের বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আদায়ের জন্যে আমাদের সমর্থন করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাই। পক্ষান্তরে আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তিসংগ্রামে আমাদের সমর্থনের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি ।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আজ যে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, তা আমরা আমাদের জনগণের ব্যাপক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে পারব। আমাদের জনসাধারণ আজ ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে

তাদের দায়িত্বাবলী বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আমরা শক্তি ও আশা লাভ করি । গণঐক্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই একমাত্র আমাদের সমাজের পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষের মধ্যে অবিচার দূর করার কার্যকরী কর্মসূচি রচিত হতে পারে। তাই আমরা আমাদের লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষের দুর্গতি লাঘবে, স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির জন্যে অতীতের সমস্ত তিক্ততা, বিভেদ এবং শত্রুতা ভুলে গিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছি ।

জয় বাংলা!

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য অর্জনের পর আওয়ামী লীগ অফিসে দেশি-বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

সাত কোটি বাঙালির জয়

আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এটা আমার জয় নয়, এটা ৭ কোটি বাঙালির জয়। আমার কথা মতো কাজ করায় এবং সর্বদা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর জন্যে আমি জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

আমি পুনরায় জনগণের প্রতি আশ্বাস দিচ্ছি, ৬-দফার উপর ভিত্তি করেই দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। আওয়ামী লীগ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং ইনশাআল্লাহ্ আমরা এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো যার ফলে বাঙালিদের শোষণের যুগের অবসান হবে। যদি নির্বাচনে জনগণ অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে তাদের কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হতো। এখন কেমন করে বাংলার দাবি ঠেকিয়ে রাখা হয় সেটা আমি দেখবো ।

আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্যে আপনারা রক্ত দিয়েছেন এবং প্রয়োজন হলে সে ঋণ শোধ করার জন্যে আমিও রক্ত দান করবো ।

আমি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে অভ্যস্ত নই। যদি আমি একবার কোনো প্রতিজ্ঞা করি তাহলে সে প্রতিজ্ঞায় অটল থাকি। আজ আমার এক প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন নিকটতর হয়েছে। শিগগিরই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেয়া হবে ।

আমি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র চর এলাকায় বাঁধ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। এজন্যে টাকা নেই—এ কথা আমি আর শুনতে রাজি নই ।

ঘূর্ণিঝড়-পীড়িত জনগণকে সাহায্যের ভিত্তিতে রিলিফ দিতে হবে। তাদের ঋণ দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সব সাহায্যই বিদেশী রাষ্ট্রগুলো দিয়েছেন। সুতরাং টাকা- পয়সা, হালের বলদ, বীজ, গৃহনির্মাণের সাজ-

সরঞ্জাম এবং সবকিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যই তাদের বিনামূল্যে দিতে হবে।

অন্যান্য দুর্গত অঞ্চল সফরকালে আমি দেখতে পেয়েছি, দুর্গত জনগণের কাছে যথাযথ ও প্রচুর সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছাচ্ছে না। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্বহীনতা সহ্য করা হবে না, রিলিফ অর্থের কোনোরকম অনিয়ম করতে দেয়া হবে না । রিলিফ কর্মকাণ্ডে সকল সংশ্লিষ্টকে স্মরণ রাখা উচিত যে আইয়ুব খানের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রতিটি পয়সার হিসাব নেব ।

চট্টগ্রাম সন্দীপ হাইস্কুল মাঠে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্তদের উদ্দেশ্যে, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রেই সুবিচারের নিশ্চিতি

চট্টগ্রাম ও ঘূর্ণিউপদ্রুত সন্দ্বীপ সফর শেষে ঢাকা ফিরে আমি আপনার অভিনন্দন বাণী পেয়েছি। এজন্যে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের মানুষ অভূতপূর্ব একতা প্রদর্শন করে আমাদের ৬- দফা শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলার স্বপক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করেছে। একমাত্র ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রই অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছা অনুসারে শাসনতন্ত্র রচনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন, মহান আল্লাহ্র কাছে এটাই আমার প্রার্থনা ।

ইয়াহিয়া খানের জবাবে, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে ঐতিহাসিক রায়

জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়ে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং আমার প্রিয় দেশবাসী—ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রায় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিতেছি। ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র হতে পারে না ।

আমি চাল, খাওয়ার তেল ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যের ব্যাপারটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের কোনো চেষ্টারই একটি অংশ। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, ঐ ধরনের অপরাধমূলক কাজের জন্য যারা দায়ী জনসাধারণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই ধরনের শোষণ চলে অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থার দ্বারা এর অবসান ঘটাতে হবে যা আমাদের মেহনতি জনগণের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম ।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক শস্যহানির দরুন আমরা যে দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন, এতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মওজুদ ও বিতরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা জনগণকে জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ।

আমি আহ্বান জানাচ্ছি, বাংলাদেশের ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের রিলিফের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সাহায্য এসেছে, তার সমদুয় প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা উচিত । রিলিফ হিসাবে প্রাপ্ত এই ধরনের অর্থের বোনাস রেটের সুবিধা দেয়া উচিত। প্রাপ্ত সমুদয় বৈদেশিক

মুদ্রা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকাসমূহে ব্যয় করতে হবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের দ্বারা রিলিফ কাজে সৃষ্ট বিঘ্নসমূহ এখনো বিদ্যমান থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু এ যাবৎ প্রাপ্ত সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদ এবং এ যাবৎ এর কী পরিমাণ ব্যবহার হয়েছে, সে ব্যাপারে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক । এই ব্যাপারে যে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদানের জন্য আমি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাই ।

প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিতদের ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর প্রশংসা করি। আমরা সবসময় এ ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিতসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছি । আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, এই ক্ষমা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হোক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে কারাগারে আটক ছাত্র ও শ্রমিকসহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত সকল মামলা এবং বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীরও মুক্তি দেয়া উচিত ।

অন্যান্য মারাত্মক সমস্যাবলির মধ্যে ক্ষুধা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও বন্যা আমাদের সামনে রয়েছে। যাতে আমরা একটি উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, তজ্জন্য আমরা আমাদের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সম্ভব সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে

আমি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত, যার ফলে জনগণের সংগ্রামে নিবেদিত নির্ভীক সৈনিক এবং আওয়ামী লীগের দুইজন বিশিষ্ট সদস্যের মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটল। আহমদ রফিকের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপই পাবনার জনগণ তাঁকে এম. পি. এ নির্বাচন করেছিলেন। খুলনার মমতাজ ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। আমি এই দুই শহীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। তাঁরা গণ-দুশমন ও ষড়যন্ত্রকারীদের পূর্বপরিকল্পিত ও সুস্থমস্তিষ্ক হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এই অমানুষিক চক্রান্তের পেছনে কোন গণবিরোধী মহল সক্রিয় রয়েছে জনগণের তা অজানা নয়। জঘন্য অপরাধীদের বিচারের জন্যে সত্বর ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে ত্বরিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে এবং তারা এই সকল গণ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে পারে ।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ ইত্তেফাক ও সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

বাংলাদেশের শহীদদের তালিকায় আরো ২টি নাম অন্তর্ভুক্ত হলো। তাঁরা হচ্ছেন আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত পাবনার আহমদ রফিক ও খুলনার মমতাজউদ্দিন। তবে তথাকথিত বিপ্লবীদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মতো মারাত্মক উস্কানিমূলক কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার জন্যে আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। আমার দল যিশুর নীতিতে বিশ্বাসী নয়। আমি একজন মুসলমান এবং আমি জানি কী করতে হয়। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়, আমি সে নীতিতে বিশ্বাসী। তবে আমি বলব—তার আগে জনগণের উচিত সরকার এই ব্যাপারে কী করে, তার জন্যে অপেক্ষা করা। অবিলম্বে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আহমদ রফিক ও খুলনার মমতাজউদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের সরকার শাস্তি দিতে না পারলে বাংলার মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং তার মারাত্মক পরিণতির জন্যে সরকার দায়ী থাকবেন ।

এই ধরনের জঘন্য কার্যক্রমে জড়িত একটি বিশেষ দল সব সময়ই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বিরাট ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর সেই ষড়যন্ত্রের জাল আবার নতুন করে বিস্তার শুরু করেছে। আপনারা ৬-দফা ও ১১-দফার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আপনারা আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সকল রকমের বাধাবিপত্তি অতিক্রমের শক্তি যেন আমি পাই। আওয়ামী লীগ কিংবা ৬-দফা ও ১১-দফার দাবিতে ভোটদানকারী বাংলার মানুষ, কেউ দুর্বল নয়। আগামী ৩রা জানুয়ারি রমনা রেসকোর্সে আওয়ামী লীগ যে জনসভার আয়োজন করেছে, সেখানে আমি আমার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবো ।

আহমদ রফিককে মনোনয়নের আগেও দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে ৩ বার ছুরি দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। এ ধরনের কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, নয়তো গুণ্ডাদের জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শহীদদের স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত করা হবে। সবাইকে আমি নিহতদের আত্মার জন্যে দোয়া করতে বলছি।

পাবনার পুলিশ ময়দানে আহমদ রফিকের স্মরণে এক শোকসভায়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করুন

শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবিদের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তাঁরা তাঁদের মানুষ, তাঁদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্যে শিল্পচর্চা করবেন ।

জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্যে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছি, শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোন অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে। আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনো চক্রান্ত নেই, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ।

রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয় নি ।

স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে প্রায় কিছুই করা হয় নি। শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীদের তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করতে দেয়া হয় নি। যে সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মনের সম্পর্ক নেই তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না ।

ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি, করেছে। কিন্তু আমাদের জনগণ এই চক্রান্ত প্রতিহত

করেছে। আপনারা সবাই আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানেন।

বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতার এবং টেলিভিশনও এই ষড়যন্ত্রের দোসর। তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আজও এ ব্যাপারে উঁচু মহলে জোর আপত্তি রয়েছে । জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত সহ্য করবে না। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যেসব বাঙালি সরকারি সমর্থন পেয়েছেন, তাঁদের দিন আজ শেষ ।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশনস-এর সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০

বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করুন

বাংলার মানুষ—বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে না সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজও বাংলার গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয় নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্যে দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

অতীতে বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, হরফ-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, বানান-সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে তা রুখেছি ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুলকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এর উপর বারবার হামলা এসেছে। ভেবে অবাক হতে হয়, কাজী নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। গানের শব্দ বদল করে রেডিওতে গাওয়া হয়েছে। তারা মুসলমানী করিয়েছে। এ অধিকার তাদের কে দিল?...

নির্বাচনের ফলাফলই বলে দিচ্ছে—বাঙালি, বাঙালি হিসেবেই বেঁচে থাকবে, কেউ তা রুখতে পারবে না। এবারকার নির্বাচনে বাংলার জনগণ তাদের রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলার সম্পদ এবং বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কোনো মতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। বিগত ২৩ বছর ধরে একটানা শোষণ ও অবিচারের ফলে বাঙালিরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণির

নাগরিকে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই অন্যায় ও অবিচার মেনে নিতে পারে না। জনগণের স্বাধীনতার ফলভোগকে নিশ্চিত করার জন্যে আওয়ামী লীগ শেষপর্যন্ত লড়ে যাবে ।

ষড়যন্ত্রকারীরা শেষ হয় নি, তারা এখনো আছে। তাদের চক্রান্তে সহজে ক্ষমতা হস্তান্তরিত নাও হতে পারে। কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের সকলের উস্কানির মুখেও তোমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে। তোমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য বজায় রেখে তোমরা ঝিমিয়ে পড়ো না, ঘুমিয়ে যেয়ো না। আস্তে আস্তে চল, নীতি নিয়ে চল, কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো সচল, রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেতা, নীতি, সংগঠন ও আত্মত্যাগ—এই চারটি বিষয়ে একনিষ্ঠ থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়—তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দিব। যদি ৬- দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ করে দেয়া হয়, তবে কয়-দফা দিতে হবে তাও আমার জানা আছে। অতিবিপ্লবী কয়েকটা স্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উদ্ভব হয় মাটি থেকে এবং এর একটা বিশেষ অবস্থা ও ধাপ রয়েছে।

আজও বাংলার ইতিহাস রচিত হয় নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালির গৌরবময় ভূমিকাকে চাপা দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে পর্যন্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে বাংলার হাজার হাজার ছেলে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছে, বাংলার বহু সন্তান ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছে, চট্টগ্রামের পাহাড়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যারাকপুর থেকে শুরু হয়েছিল। সেদিন বাঙালিদের কেউই বেঈমানী করে নি। বড়ো নেতাদের দেশের লোকেরাই বেঈমানী করেছিল। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখ নেই। তাঁদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতীক্ষার গাথা-ভিত্তিক ইতিহাস রচনার জন্যে শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এইবার আর তারা ব্যান করতে পারবে না। যদি ব্যান করার চেষ্টা করে তবে আমরাই তাদের ব্যান করে দেব ।

তোমরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ো না। আজ ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে একতার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। একই একতা অক্ষুণ্ণ না থাকলে ৬-দফার সংগ্রাম

দুর্বল হয়ে পড়বে। ছাত্রলীগের মতো বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ভেঙে যেতে পারে, এমন কিছু করো না ।

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ সংগঠনের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকার রমনা গ্রীনে, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১

আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র

এটা প্রমাণিত হয়েছ যে আমি এবং আমার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র। গত নির্বাচনে জনগণ ৬-দফা ও ১১-দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। আগামী নির্বাচনেও জনগণ আমার দলের পক্ষে ভোট দেবেন। আমি আবারও বলছি—দেশের শাসনতন্ত্র অবশ্যই ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে। এতে কোনোরূপ বাধা দান করা হলে তার পরিণাম ভয়াবহ হবে।

নির্বাচনে হেরে গিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের দাবি স্তব্ধ করার জন্যে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। পাবনা থেকে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমপিএ আহমদ রফিক এবং খুলনার আরেক পার্টি-কর্মী মমতাজকে নির্বাচনের পরপরই খুন করা হয়েছে। সেদিন আমার ঢাকার বাড়িতে এক ঘাতককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এ কথাও নিশ্চয়ই আপনারা জানেন ।

রাতের অন্ধকারে চোর-ডাকাতের মতো জনগণকে হত্যা করে তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কোনোমতেই দেশের মঙ্গল করছে না। এরা জনগণকে বিশ্বাস করে না এবং জনগণের মতামতেরও তোয়াক্কা করে না। আমি এসব তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চিনি। শিগগিরই এরা এদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

কায়েমি স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠী আজও একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই মহলই ৮৩ বছর বয়সে দেশদ্রোহিতার অপরাধে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে অন্তরীণ ও মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। অথচ এসব নেতা না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না ।

গত ২৩ বছর যাবৎ একটানা শোষণে গ্রামবাংলা আজ বিরান হয়ে গেছে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা

হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষকে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং সামুদ্রিক বানের ছোবল থেকে রক্ষার জন্যে গত ২৩ বছরে কিছুই করা হয় নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যান্য দেশও খাদ্য ও রিলিফ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা নীরব আছেন। রিলিফ দ্রব্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা ও অবহেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীরা ভুলে যাবেন না এটা আইয়ুব আমল নয়। দুই-তিন মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হলেই রিলিফ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চাওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, দায়িত্বহীনতা কিংবা অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্যদ্রব্য অবিলম্বে প্রেরণ করা হবে। মঠবাড়িয়া ও অন্যান্য দুর্গত এলাকার খাজনা অবশ্যই মওকুফ করতে হবে।

আইয়ুব খান রাতের অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেন এবং জনগণকে কঠোর হাতে দমন করতে চেষ্টা করেন। তিনি জনগণকে মূর্খ ভেবেছিলেন। তাই জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেন, কিন্তু এ দেশের মানুষ রক্তের বিনিময়ে সেই ভোটাধিকার অর্জন করেছে।

দুর্গত এলাকার আসন্ন নির্বাচনে সকল আওয়ামী প্রার্থীকে আমার এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে ভোট দেয়ার জন্যে আপনাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আওয়ামী প্রার্থীদের নির্বাচিত করলে বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।

শোষণে আর নির্যাতনে সোনার বাংলাকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ বুভুক্ষু। কারো বিরুদ্ধে আমার শত্রুতা নেই। কিন্তু যারা বাংলাদেশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে কোনো আপোস নাই। দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলেই আমি রাজনীতিতে আছি। আমি অন্যের পয়সা চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে। দুঃখী বাংলার মানুষের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবন দান করতে আমি প্রস্তুত আছি ।

নবগঠিত পটুয়াখালী জেলার সদর দপ্তরের জনসভায়, ১১ জানুয়ারি ১৯৭১

শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি এগিয়ে আসবে

আজ ২৪শে জানুয়ারি, এক অনন্যসাধারণ দিন। এই দিনে আমার মনে পড়ে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদদের কথা। আইয়ুববিরোধী সেই গণআন্দোলনে আসাদ, মতিউর, আনোয়ারা, ডাঃ জোহা, জহুরুল হকরা জীবন দিয়েছে। আর তাদের রক্তের বিনিময়েই স্বৈরাচারীর পতন ঘটেছে। তাদের জীবন এবং অগণিত দেশপ্রেমিকের সংগ্রাম ও ত্যাগ- তিতীক্ষার বিনিময়েই আজ দিগন্তে স্বাধিকারের সূর্যালোক ঝলমল করে উঠেছে। সেই বীর শহীদরা চিরস্মরণীয়। আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি ।

দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সঙ্গীতে কবি-সাহিত্যিক-- শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি ।

আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্যে গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধামুক্তির জন্যে ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে ।

একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই—এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা

আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন।

জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণির শিল্পী- সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে?

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়? যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটাবার জন্যে বাংলার বীর ছাত্র-জনতা-শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদেরই গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন, বিএনআর-এর অর্থানুকূল্যে বই প্রকাশ করেছেন ।

'৪৭ সাল থেকে বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যে কেউ স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে এবং নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা করতে পারেন। যদিও জনগণ প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছে, তবুও বিপদের আশঙ্কা এখানো দূরীভূত হয় নি। পথ এখনো কণ্টকাকীর্ণ এবং অনিশ্চিত। সকল বিপদ ও অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার জন্যে আমি কবি-সাহিত্যিকদের আহ্বান জানাচ্ছি ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্য সেন। এই অগ্নি-পুরুষই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের বুকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করি তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদেরকে কখনো সম্মান করবে না। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, প তথা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারারই শামিল ।

আমি স্বীকার করি—আমাদের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এখনো তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা পাচ্ছেন না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি—যদি আমরা ৬ ও ১১-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন লাভে সক্ষম হই, তাহলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবকিছুই পাবেন।

সবকিছুই হবে তাঁদের। ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে— রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। জয় বাংলা স্লোগানেরও লক্ষ্য এই সামগ্রিক স্বাধিকার অর্জন। জনগণের সরকার কায়েম হলে বাংলার মাটিতে জাতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা ও একটি জাতীয় "ললিতকলা একাডেমী" গঠন করতে হবে।

মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্যে প্রস্তুত হন। আপনাদের সমস্যা শুধু আপনাদেরই নয়—এ সমস্যা সারা জাতির। শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতিই এগিয়ে আসবে।

পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত শিল্পী সমাজ সম্মানে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭১

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে সফল হওয়া যাবে না

জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে দেশে যে ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম চলছে, যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে সে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে প্রতিরোধ করা হবে। আমি ঘোরপ্যাচে বিশ্বাস করি না, আমি সোজা পথের পথিক এবং সমস্যাবলীর আমি সরাসরি সমাধান চাই ।

গত ২৩ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সনাতন ষড়যন্ত্র আজও চলছে। তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্র-জালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমী স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে ।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের কথা বলেছি। দেশের জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আর বিলম্ব করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান, উপকূল অঞ্চলে সাহায্যব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় আমরা জড়ভরতের মতো বসে থেকে আমাদের মানুষকে মরতে দিতে পারি না। তাই পিপল্স পার্টির নেতাকেও আমি এ কথা বলেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে এবং একটি বেসামরিক সরকার গঠন ত্বরান্বিত করার জন্যে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা দরকার ।

আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নয়, সমস্ত পাকিস্তানেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই সমগ্র জাতির প্রতি আমার ও আমার দলের একটা দায়িত্ব আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আছে। তবুও জনাব ভুট্টো ও তাঁর দলসহ বেলুচ ও সীমান্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক দল

ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের সহযোগিতা আমরা চাই। বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ছোট ছোট দলের নেতাদের সঙ্গেও আমি আলোচনা করতে চাই। ঢাকায় এসে আলোচনা করার জন্যে আমি তাঁদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ষড়যন্ত্রকারীরা নির্বাচনের পর থেকেই খুব তৎপর হয়েছে এবং অতীতের মতো নানা চক্রান্ত চালাচ্ছে। কিন্তু চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র দিয়ে আর সফল হওয়া যাবে না। চক্রান্তকারীদের জানা উচিত যে, তারা আগুনের সাথে লড়াই করছে। আপনারা আগুন নিয়ে আর খেলবেন না। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার চেষ্টা করবেন না—বাংলাদেশের মানুষকে আর শোষণ করা যাবে না ।

তৃতীয় দফা আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের সাথে বাসভবনে, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭১

জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার চেষ্টা

ভারতীয় বিমানটিকে লাহোরে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিমানটি যখন অপহরণ করা হয়েই গেছে, সেক্ষেত্রে এর পরবর্তী পর্যায়ে বিমানটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। লাহোর বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী ভারতীয় বিমানটিকে ধ্বংস করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে অর্থাৎ অপহরণের পরবর্তী পর্যায়ে বিমানটিকে যাতে ধ্বংস করতে না পারে সেজন্যে কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্র ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারতেন। জাতীয় জীবনের এই সংকটমুহূর্তে যে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি কেবল জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ও অন্তর্ঘাতীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকেই সফল করবে এবং এটা উপলব্ধি করা উচিত ছিল ।

জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণের সম্পূর্ণ সতর্ক থাকা উচিত।

আমি এই ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যাতে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এই ঘটনাকে ব্যবহার করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবো ।

সংবাদপত্রে, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

পাকিস্তানে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে

আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নয়, সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল । কাজেই শাসনতন্ত্র আওয়ামী লীগ একাই প্রণয়ন করতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করবো। যদি কেউ সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তাহলে সে তা তার নিজ দায়িত্বেই করবে।

আমরা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চাই এবং ৬-দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতেই আমরা তা প্রণয়ন করবো। জনসাধারণ আমার দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে এবং একমাত্র জনপ্রতিনিধিরাই দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী।

ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে—চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। সে ষড়যন্ত্রের এখনো অবসান হয় নি। কিন্তু বাঙালি রক্ত দিতে শিখেছে। তাই এখন আর কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। এবার বাঙালি বিশ্বে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন, জনতা এবার অধিকার আদায়ে কামিয়াব হবেই।

বর্ষা মৌসুম শুরু হতে আর বেশি দেরি নাই। এ দেশে বর্ষাকালে উন্নয়ন কাজ প্রায় একরকম বন্ধই থাকে। তাই আমরা আশা করেছিলাম, নির্বাচন শেষ হবার দু'এক মাসের মধ্যেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ করবো। আমরা আশা করেছিলাম—জনগণের সরকার কায়েম হলে অন্তহীন সমস্যার জঞ্জাল সাফ করে বাংলার উন্নয়নমূলক কাজে জনপ্রতিনিধিগণ ঝাঁপিয়ে পড়বেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্বের এত সাহস তারা কোথা থেকে পায় তা আমি জানি না ।

যমুনার ওপর সেতু ও উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, বাংলার বন্যা, বেকার,

খাদ্য—এসব সমস্যা একদিনে সমাধান করা যাবে না। গ্রামের মানুষ এখন না খেতে পেয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বাংলাদেশেই ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ মানুষ কীভাবে যে বেঁচে আছে, তা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে ৭০ থেকে ৮০ লাখ মানুষ বর্তমানে বেকার। প্রদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা এবং চক্রান্তকারী ও শোষণকারীরা এত বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে, আমার দল ক্ষমতায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে সেসব সমস্যা সমাধান খুব কঠিন হবে। বাংলাকে আজ একটি বাজার ও উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে। আমরা আমাদের জনসাধারণকে মরতে বা শোষিত হতে দিতে পারি না। আমার দল শোষণকারীদের হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনবে এবং তারা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। আওয়ামী লীগাররা সত্যবাদী এবং তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না ।

এ ব্যাপারে আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করি। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আবার জেলে যাবো। তবুও আমরা নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। আমি ও আমার দলের কর্মীরা খোদা ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। যদি চক্রান্তকারীরা মনে করে থাকে যে, তাদেরকে ভীত করা যাবে তাহলে তারা ভুল করছে ।

দলীয় প্রধানরা প্রস্তুত থাকবেন, সময় এলে আমি আহ্বান করবো। ক্ষমতা আমাদের কাছেই আসবে। কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক আহ্বান করেছি। আপনারা প্রতি মহল্লায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হন।

ক্ষমতা পেলে জনগণের সমস্যার সার্বিক সমাধান করবো। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পৌর এলাকার ১ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের ঘর-বাড়ির পৌর করও মওকুফ করা হবে ।

বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছুই নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেয়ার জন্যে সবসময় প্রস্তুত আছি।

মৌলভীবাজার ও রমনা লালবাগ থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট

৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের গণসমাবেশে আমি আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছি। আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—গণঅধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাব ।

আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে। কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সাথে বেঈমানি করতে পারি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যদি এই কর্মসূচি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় তাহলেই আমরা একসাথে ভাই ভাইয়ের মতো বাস করতে পারি ।

কেউ ষড়যন্ত্র বা গণরায় বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুকের ওপর মেশিনগান ধরে যেকোনো শাসনতন্ত্র পাস করতে বললেই, আমরা তা মেনে নেবো। কেউ যদি মনে করে থাকেন তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে পারবেন, তবে তিনি ভুল করেছেন ।

যাঁরা ৬-দফার বিরোধিতা করছেন তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এই দফা কী। ৬-দফাকে নিয়ে নতুন করে আলোচনার কী আছে! ১৯৬৬ সালে এই কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। তারপর আইয়ুবের রণহুঙ্কার, জেল-জুলুম, গুলি, আগরতলার মিথ্যা মামলাসহ অনেক কিছু হয়ে গেছে। এর পরেও যাঁরা ৬-দফা বুঝতে চান, তাঁরা বুঝেও বোঝেন না। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, চাবি আমাদের হাতে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই—আর ভুল বোঝাবুঝির ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে ৬-দফা গ্রহণ করাই ভালো ।

আমার দল কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা

বলে নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। ৬-দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের সাথে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু বাংলার জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ৪টি প্রদেশের জন্যেও আমরা ৬- দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। সেখানকার নির্যাতিত, শোষিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা তাদের সাথে আছি।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা আওয়ামী লীগের থাকলেও আমরা সবারই সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব চাই। গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়। গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী আমরা শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা পেয়েছি। আমরা শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিচ্ছি না। যাঁরা একথা বলেন কিংবা প্রচার করেন, তাঁরা মূলত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। তাঁদের থেকে ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যায় ।

১৯৬৬ সালে লাহোরে যখন ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করি তখন তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পরে তা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি হয়। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ৬- দফার পক্ষে রায়দান করেছে। তাই আজ আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগের নাই ।

বিলম্ব হলেও ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসছে জেনে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবো। এই অধিকার কারো কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনতে হয় নি, সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের এই অধিকার দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন শুরু করেছে এবং জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের আগে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ শেষ হবে। কেউ যদি ৭ কোটি মানুষের বুকে বন্দুক রেখে ও অন্য কিছু মেনে নিতে বলে, তবে জনসাধারণ তা রুখে দাঁড়াবে—এই বিশ্বাস আমার আছে।

জাতি আপনাদের ওপর কত বড়ো দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা আপনাদেরকে ভাবতে হবে। পাকিস্তানের রাজনীতি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। গত ২৩ বছরে দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার জের এখনো শেষ হয় নি। তাদের এত সাহস—নির্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফলের পরও ষড়যন্ত্র করছে। তারা জানে

না যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে। তারা জানে না যে, বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে। তারা জানে না, জাগ্রত জনগণকে কেউ কোনোদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। কোন ষড়যন্ত্রের কাছেই আমরা মাথা নত করবো না । যত ষড়যন্ত্রই হোক না কেন, আওয়ামী লীগই দেশে সরকার গঠন করবে। আমি আমার দলীয় এমএনএ ও এমপিএদের প্রতি যে-কোনো পরিস্থিতিতে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এতবড় নির্বাচনের পরেও বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতি পঙ্গু করার এবং সিকিউরিটি ছাড়া নোট বাজারে ছেড়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। শোষকদলের এজেন্ট এবং এক শ্রেণির কুচক্রী আমলা আমাদের এবং ৬-দফার মোকাবিলায় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে বলে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে—যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ক্ষমতার জন্যে রাজনীতি করি না। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যেই আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে। কে মন্ত্রী হবেন আর কে কী হবেন, সে সব প্রশ্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের। এসব আমলার মনের রাখা উচিত যে, এ দেশে সরকার গঠন করলে একমাত্র আওয়ামী লীগই করবে। সেদিন সুদে-আসলে বাঙালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাসুল দিতে হবে। কাজেই ওসব ষড়যন্ত্রের খেলায় এখন কোনো কাজ হবে না ।

ষড়যন্ত্রকারীদের কথায় কান না দিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে আমি প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি যে-সব ওয়াদা করেছেন, দেরীতে হলেও আপনি তা পালন করে এসেছেন।

জনসাধারণ গণআন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি আদায় করলেও আপনার আগমনেই জনগণের ভোটাধিকার স্বীকার করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইউনিট বাতিল করা হয়েছে। আশা করি, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সরকার গঠনের প্রশ্নেও আপনি জনগণের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করবেন।

পিপল্স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আমার সাথে বৈঠকের পর জানান যে, তিনি খুশিও নন, অখুশিও নন। আমিও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্টও নই, অসন্তুষ্টও নই। তবে আমি তাঁকে বলেছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক

যা চায় তা মেনে নেয়া উচিত। অবশ্য আমি কাউন্সিল লীগ নেতা শওকত হায়াত খান, মওলানা নূরানী, বেলুচিস্তানের নওয়াব বুগতি ও বাহওয়ালপুরের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আমি ৬-দফার ব্যাপারে কী আলোচনা করবো? তাঁরা কি এতদিনে ৬-দফার কর্মসূচি বুঝতে পারেন নি? নাকি তাঁরা ৬-দফা বুঝতে চান না?

যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা সমগ্র পাকিস্তানে দুঃখী-দরিদ্র জনগণের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করুন। কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না করার জন্যে আমি অনুরোধ করছি।

সহকর্মী ভাইয়েরা আমার, আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। জনগণ অনেক আশা, অনেক আস্থা নিয়ে আপনাদের নির্বাচন করেছে। চরম মূল্যের বিনিময়ে হলেও সেই আশা ও আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। যেদিন আপনারা বাংলার মানুষের এই ভালোবাসা ও আস্থার অমর্যাদা করবেন, সেদিনই আপনাদের মুজিব ভাইয়ের, আপনাদের এবং আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের মৃত্যু হবে। আর সেইসঙ্গে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে বাঙালির ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ ।

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমি

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, মূল শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। এই দিনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একমাত্র কুমিল্লার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান । কোনো বাঙালি মুসলমান প্রতিবাদ করেন নি। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস ।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল ।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করবো না। কারণ, তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে আচরণ করা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দালাল বলা হয়েছে। এমন কি—ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করা হয়েছে বলা হতো। বাঙালি হিসেবে আমরা অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমরা উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলাম ।

বাঙালির স্বাজাত্যবোধকে টুটি চেপে হত্যার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এ দেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিবীজী সম্প্রদায় ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এদেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্য সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এঁদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। একে রোধ করতে পারে এমন কোনো ক্ষমতা নাই । এই প্রথম বারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ ।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল—এই বাংলা একাডেমি। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলির আদেশ দিয়েছিলেন। তাই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে এখানে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারী সরকার কত খেলাই না খেলেছে, তা এ দেশের মানুষের জানা আছে। বাংলা একাডেমির মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ৩ লাখ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্যে কাকে দোষ দেব! যারা এসব করছে, সে আমলারা তো এ দেশেরই ছেলে । বাংলা একাডেমির ভিতরের সব কথাই আমি জানি । লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে—তাও জানি ।

স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা একাডেমি যে-সপ্তাহ পালন করছে সে-সপ্তাহ বাংলাদেশের জীবনে এক কঠিন সপ্তাহ। ফেব্রুয়ারির এই দিনেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা, এই সপ্তাহেই কুর্মিটোলার বন্দীশিবিরে হত্যা করা হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হককে, এই সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা, আর এই সপ্তাহেই কারফিউ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মাহুতি দিয়েছে এ দেশের অসংখ্য মায়ের অসংখ্য নাম না জানা সন্তান। স্বৈরাচারী চক্র সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোনো প্রফেসরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক তো সে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন নাই। তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এত রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না ।

মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো । ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।

আমরা জনগণের দাবি আদায়ের জন্যে রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে, আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবি আদায়ের জন্যেই ক্ষমতায় যেতে চাই। ফ্রমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করবো। আমাদের ‘জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যেই এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি ‘আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসবো।

জয় বাংলা!

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

ওয়াদার সাথে বেঈমানি করতে পারি না

৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের গণসমাবেশে আমি আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছি। আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাব ।

আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬-দফার শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে। কোন পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সাথে বেঈমানী করতে পারি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যদি এই কর্মসূচী পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় তাহলেই আমরা এক সাথে ভাই ভায়ের মতো বাস করতে পারি ।

কেউ ষড়যন্ত্র বা গণরায় বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে—বুকের উপর মেশিনগান ধরে যেকোন শাসনতন্ত্র পাস করতে বললেই, আমরা তা মেনে নেবো। কেউ যদি মনে করে থাকেন—তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে পারবেন, তবে তিনি ভুল করেছেন ।

যাঁরা ৬-দফার বিরোধিতা করছেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন এই দফা কি । ৬-দফাকে নিয়ে নতুন করে আলোচনার কী আছে! ১৯৬৬ সালে এই কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। তারপর আইয়ুবের রণহুঙ্কার, জেল-জুলুম, গুলি, আগরতলার মিথ্যা মামলাসহ অনেক কিছু হয়ে গেছে। এরপরেও তাঁরা ৬-দফা বুঝতে চান, বুঝেও বোঝেন না। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, চাবি আমাদের হাতে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই আর ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে ৬-দফা গ্রহণ করাই ভালো।

আমার দল কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা

বলে নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ৬-দফা কর্মসূচী বাংলাদেশের সাথে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু বাংলার জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ৪টি প্রদেশের জন্যেও আমরা ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। সেখানকার নির্যাতিত, শোষিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আমরা তাদের সাথে আছি ।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা আওয়ামী লীগের থাকলেও আমরা সবার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব চাই। গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়। গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী আমরাই শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা পেয়েছি । আমরা গণতন্ত্র চাপিয়ে দিচ্ছি না। যাঁরা একথা বলেন কিংবা প্রচার করেন, তাঁরা মূলত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। তাঁদের থেকে ফ্যাসীবাদের গন্ধ পাওয়া যায় ।

১৯৬৬ সালে লাহোরে যখন ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি তখন তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পরে তা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি হয়। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দান করেছে। তাই আজ আর এর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগের নাই ।

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দু- দিনব্যাপী এক যৌথ অধিবেশনে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়

বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরো রক্তদানের জন্যে ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকুন । বাঙালি শহীদ হবে না। এবার তারা গাজী হয়ে বাঁচবে। যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা নিজের রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছে, মধ্যরাতে এই শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়ে বলছি—তাঁদের রক্তের ঋণ আমি শোধ করবোই ।

শহীদের আত্মা আজ বাংলার ঘরে ঘরে ফরিয়াদ করে ফিরছে, বাঙালি তুমি কাপুরুষ হয়ো না, স্বাধিকার আদায় করো। আমিও আজ এই শহীদ বেদী থেকে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি—প্রস্তুত হও, দরকার হয় রক্ত দিব। নির্বাচনে আমরা বিপুল সাফল্য অর্জনের পরও বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আজও চলছে। যে ষড়যন্ত্রের পরিণতি এই ২১শে ফেব্রুয়ারি, যে ষড়যন্ত্রের পরিণামে বাঙালিকে বারবার রক্ত দিতে হয়েছে, সে ষড়যন্ত্র আজও শেষ হয় নি। কিন্তু শোষকদের জানা উচিত—৫২ সালে বাঙালির যে রূপ ছিল, তার সাথে ৭১ সালের বাঙালির অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কারোরে উপর আমাদের কোনো আক্রোশ নাই। আমরা স্বাধিকার চাই। আমরা চাই আমাদের মতোই পাঞ্জাবি, সিন্ধু, বেলুচ, পাঠানরা নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুক। কিন্তু তার মানে এই না যে, ৭ কোটি বাঙালি কারো গোলাম হয়ে থাকবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়—সম্প্রীতি, সংহতির নামে বাংলাকে আর কলোনি বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে না। শুধু গুলি খেয়ে নয়, না খেয়েও শহীদ হচ্ছে। যারা বাঙালির স্বাধিকারের দাবি বানচালের ষড়যন্ত্র করছে, বাঙালিদের ভিখিরী বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখতে চাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেয়া হবে ।

সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি।

মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি— চরম ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হোন। বাঙালি যেন আর অপমানিত-লাঞ্ছিত না হয়। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায় ।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক ।

শহীদ মিনারে ছাত্রজনতা সমাবেশে, ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

বাংলাদেশের মাটি থেকে গণবিরোধী শক্তিকে উৎপাটিত করুন

কোটি কোটি লোকের ভাগ্য এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাকে তাচ্ছিল্য করা চলে না। গত সপ্তাহে জাতি যে ধরনের রাজনৈতিক নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করেছে তা বন্ধ হওয়া দরকার। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণের প্রতি দায়িত্ব-সচেতন আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ তিক্ত বিরোধের দ্বারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চায় না। গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলে আওয়ামী লীগ এই মত পোষণ করেছে যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলো জাতীয় পরিষদে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং তা বাস্তবিকই করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের আশু বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিল। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নেতার সাথে আলোচনার জন্যে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত রয়েছে।

আমি আমার দলের নেতাদের সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং ৬-দফা শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা—যার পক্ষে পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে—ব্যাখ্যা করি ।

তারপর আমি পিপল্স পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড. এ. ভুট্টোর সাথে বৈঠকে মিলিত হই এবং জনাব ভুট্টোর সহকর্মীদের সাথে আমার সহকর্মীদেরও বেশ ক'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তাঁদের এ কথা বুঝিয়ে দিই যে, ৬-দফা ফেডারেল স্কিমের পক্ষে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ঐতিহাসিক রায়ের পর এই পরিকল্পনা জনগণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে এই ৬-দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ম্যাণ্ডেট দিয়েছে এবং পার্টি এই ম্যান্ডেট পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অবশ্য পাঞ্জাব,

সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কোনো ন্যায্য স্বার্থের উপর বা ফেডারেল সরকারের কার্যকারিতার উপর ৬-দফা স্কিমের প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের যে কোনো সম্ভাব্য ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেছি।

পিপল্স পার্টি নিজেই এই বলে ৬-দফা স্কিম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখেছে যে, তাঁরা প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করবেন এবং তারপর আরো আলোচনার জন্যে ফিরে আসবেন ।

আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে পুনরায় বলেছে যে, ৬-দফা স্কিমের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেশকে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে সব দলের সহযোগিতা কামনা করে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা মারকাজি জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলামের মওলানা নূরানী, নওয়াব আকবর খান বুগতি, মওলানা গোলাম গউস হাজারভী ও জমিয়াতে ওলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফতি মাহমুদ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে বৈঠকে মিলিত হই ।

একই সাথে আমরা জাতীয় পরিষদের আশু অধিবেশনের জন্যে চাপ দিতে থাকি । কারণ আমাদের মতে অধিবেশন আহ্বান অযথা বিলম্বিত হচ্ছিল ।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয় । যখন নোটিশ ইস্যু করা হলো তখন ক্ষণিকের জন্যে অনুভূত হলো যে, অন্ধকারের ষড়যন্ত্রকারী শক্তির উপর যৌক্তিকতার শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে। পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছে তখনই এই অন্ধকারের শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে । এই গণবিরোধী শক্তি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, ১৯৫৫ সালে আইন পরিষদ ভেঙে দেয়, ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করে এবং তারপর প্রতিটি গণআন্দোলন ব্যর্থ করার জন্যে হস্তক্ষেপ করে ।

এই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি যে আবার আঘাত হানার জন্যে তৈরি হচ্ছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার পর যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো থেকেই সেটা প্রতীয়মান হয় । জনাব জেড. এ. ভুট্টো ও পিপল্স পার্টি আকস্মিকভাবে এমন সব ভঙ্গিমা ও উক্তি করতে শুরু করেছে যা জাতীয়

পরিষদের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি বানচালের প্রবণতাই উদ্ঘাটন করে। এভাবে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালেরও চেষ্টা করা হচ্ছে।

পিপল্স পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল নিম্নলিখিত উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন :

"আমরা দেখেছি যে, এটা ক্ষুব্ধ ভাবাবেগের বিষয় নয়, বরং একটা কঠিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সত্য ঘটনা যে, পূর্ব পাকিস্তান বাস্তবিকই একটি উপনিবেশ" (জেড. এ. রহিম প্রণীত 'আউটলাইন অব এ ফেডারেল কনস্টিটিউশন ফর পাকিস্তান', পৃ: ৭১)।

এ সত্ত্বেও ৬-দফা কর্মসূচির ব্যাপারে কতিপয় মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এগুলো বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক মর্যাদা চিরস্থায়ী করার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কায়েমি স্বার্থবাদীদের কল্যাণের জন্যে এ দেশের সম্পদ অন্য অংশে স্থানান্তর প্রধানত কেন্দ্র কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এভাবে বিদেশ থেকে পাওয়া সরকারি সাহায্যে শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীদের কল্যাণের কাজে লাগানো হয়েছে। গত ২৩ বছর যে আমদানি করা হয়েছে তার দু-তৃতীয়াংশেরও বেশি পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় করা হয়েছে । বাংলাদেশের অর্জিত ৫ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শিল্পপতির কল্যাণের জন্যে ৭ কোটি লোকের রক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে ।

দুর্ভিক্ষ-কবলিত ও জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন-বঞ্চিত বাংলাদেশের জনগণকে পুরোপুরি দারিদ্র্যের কবলে ফেলা হয়েছে। আমরা কোনোভাবেই এ অবস্থা চলতে দিতে পারি না ।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকলে এ ধরনের শোষণ সম্ভব হতো না। এই পটভূমিকায়, বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্য কেন্দ্রের হাতে রাখার পীড়াপীড়ি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এর উদ্দেশ্য জাতীয় সংহতির স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যে প্রয়োজনীয়

প্রধান যন্ত্রগুলো কেন্দ্রের হাতে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা ।

পিপল্স 'পার্টির আর একটি প্রস্তাব এই লক্ষ্য সমর্থন করে সত্যিকার ফেডারেশনের নীতি একটি দ্বিতীয় পরিষদের দাবির সমর্থনে দাঁড় করানো হয়েছে। এই পরিষদে সব ইউনিট থেকে সমান প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

অন্য কথায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যদি ১০০ সদস্যের একটি দ্বিতীয় পরিষদ হয় তবে বাংলা থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা হবে মাত্র ২০ জন। এভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশকে নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতঃপূর্বে কখনো বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ২০ ভাগে হ্রাস করার প্রস্তাব করতে সাহস করে নি, প্রতিনিধিত্বের সমতাই দাবি করেছে। দ্বিতীয় পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্বের বর্তমান প্রস্তাব যদি গৃহীত হতো তাহলে বাংলাদেশ অন্য পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কেন্দ্র এভাবে দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। এভাবে গঠিত কেন্দ্রের হাতে যদি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষমতা রাখা হতো তাহলে ঔপনিবেশিক শোষণের অতীত ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা সম্ভব হতো ।

কাজেই দ্বিতীয় পরিষদের এই প্রস্তাব পাকিস্তানের সত্যিকার ফেডারেশনের কার্যকরী মডেল হতে পারে না, বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক শোষণ চিরস্থায়ী করারই এটা একটা দুরভিসন্ধি ।

৬-দফা কর্মসূচির ব্যাপারে অন্যান্য যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো সত্যের অপলাপ মাত্র। বাংলাদেশে জনসাধারণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনতার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। ৬-দফা স্কিম কোনোভাবেই ফেডারেল সরকারকে ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর দয়ার ওপর ছেড়ে দেয় নি। পরোক্ষভাবে একথা উল্লেখও করা হয়েছে। ৬-দফার মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, দেশের কর এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পদের উপর ফেডারেল সরকারের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থাকবে এবং এ ক্ষমতা- বলে ফেডারেল আইন পরিষদ ফেডারেল ইউনিটের উপর ফেডারেল লেভি বসাতে পারতেন। ইউনিটের সম্পদের উপর আরোপিত এ ধরনের লেভি প্রথম খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে। ঠিক একইভাবে ফেডারেল ইউনিটের হাতে বহির্বাণিজ্য এবং সাহায্য থাকলে বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের অসুবিধায় পড়তে

হবে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাও ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আবারও জোর দিয়ে বলছি যে, দেশের বৈদেশিক নীতি মোতাবেকই ফেডারেল ইউনিটগুলো বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং দেশের পশ্চিম অংশের শোষিত জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাঙালিদের 'শত্রু' নামে অভিহিত করা হচ্ছে—যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান সদস্যরা নিজেদেরকে 'জিম্মি' স্বরূপ মনে করবেন। জাতীয় পরিষদের বাঙালি সদস্যদের নামে মিথ্যা দুর্নাম রটানো হয়েছে। পরিষদকে 'কসাইখানা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করা হয়েছে বলেই এ ধরনের অযৌক্তিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অশোভন, অযৌক্তিকও। কারণ গত ২৩ বছর যাবৎ বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলো পশ্চিম পাকিস্তানেই অবস্থিত । এভাবে যদি পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে তোলা হয় তবে বাঙালিরা কি আইনত প্রশ্ন করতে পারে না যে, তাহলে বাঙালিদেরকেই পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্যে বলা হবে?

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো কতিপয় অনুকূল মতামতের দ্বারা উপরোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ পিপল্স পার্টির জনৈক সদস্যের একটি লেখা 'পাকিস্তান টাইমসে' প্রকাশিত হয়। উক্ত লেখায় লেখকের আবেদন নিম্নরূপ :

"দেশের সংহতির প্রশ্নে জনগণকে নিজেদের সত্যিকার অবস্থার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হবে এবং মৌলিক বিষয়ে আপোস নিষ্পত্তির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সাংঘাতিক ধরনের দুর্যোগ থেকে সমস্ত দেশকে রক্ষা করা সম্ভব না হলেও অন্তত যে অংশটুকু তাদের পক্ষে সম্ভব সে অংশটুকু রক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সত্যিকারের রাজনৈতিক আবেদন হচ্ছে—যেটুকু রক্ষা করা সম্ভব সেটুকুই রক্ষা করা উচিত। দেশের সংহতি বিনষ্টের প্রস্তাব দেয়া ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগকে ৬-দফা থেকে বিরত থাকার জন্যে আবেদন জানানো আমাদের উচিত এবং যদি আওয়ামী লীগ আমাদের কথা না শোনে তবে পশ্চিম পাকিস্তানে ৬-দফা বাস্তবায়নকে ঠেকাবার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আমাদের উচিত হবে।"

এর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে

আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানীদের ওপর ৬-দফা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে বলে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। ৬-দফা কর্মসূচি হচ্ছে ফেডারেল ইউনিটগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি কার্যকরী কর্মসূচি। পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল ইউনিটগুলো যদি বাংলাদেশের মতো সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে না চায় বা কেন্দ্রের হাতে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে চায় কিংবা কোনো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়, তবে ৬-দফা কর্মসূচি তাদের কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না ।

তবুও আওয়ামী লীগ কখনো এমন মনোভাব গ্রহণ করে নি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটগুলোর উপর ৬-দফা চাপিয়ে দিতে হবে। অপর যেসব বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো, যদি বাংলাদেশ অতীতের অবস্থায় থাকতে না চায় অথবা অন্য অংশের সংখ্যালঘুদের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়, অর্থাৎ এ প্রদেশকে যদি উপনিবেশ হিসেবে থাকতে না হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যদি তার আইনসম্মত ভূমিকা পালন করতে হয় তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'রক্ষা করতে হবে'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই রক্ষা করা ‘কাদের থেকে’ রক্ষা করা এবং ‘কাদের জন্যে' রক্ষা করা? স্বভাবতই লেখক তা গণতন্ত্রের সোচ্চার প্রবক্তা বাঙালিদের কাছ থেকে রক্ষার কথা বলতে চেয়েছেন। আর তা রক্ষা করতে চেয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের সেই কায়েমি স্বার্থবাদীদের জন্যে, যারা তেমন গণতন্ত্রের জন্যে আর টিকে থাকতে পারবে না ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি শোষণের অধিকার হারাতেও হয় তবু পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণকে শোষণ করার জন্যে তাদের সেই অধিকার রক্ষা করতেই হবে।

ষড়যন্ত্রকারী তথা কায়েমী স্বার্থবাদী এবং তাদের লেজুড়রা শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে যাতে করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব না হয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণের মনে আজ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে চলবে না।

তাদের এই বেপরোয়া মনোভাব এমন এক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, জাতীয় সংহতির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশের ভান করে তারা আজ পাকিস্তানের

অস্তিত্ব বাজি রাখতেও প্রস্তুত ।

গণতান্ত্রিক এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের মিলেমিশে থাকার জন্যে একটি ভিত্তিমূল রচনার যে শেষ সুযোগ পাকিস্তানের জনগণ পেয়েছেন, তা বানচাল করে দিয়ে আজ পাকিস্তানের সংহতির উপর মরণ আঘাত হানতে চলেছে। কেননা, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে সেটাই হবে মিলেমিশে থাকার সেই ভিত্তিমূল । তবে আমরা এই পরিষদের মাধ্যমেই সতর্কভাবে আমাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাব । কেননা দেশের জন্যে একটি কার্য-উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সেটাই হচ্ছে একমাত্র 'ফোরাম' ।

এই দায়িত্ব পালনে আমরা পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যের সহযোগিতা কামনা করি ।

আজ পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণ, কৃষক, মজুর এবং বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে জনগণের বিজয়ের পথ যারা রুদ্ধ করতে চায় তাদের সেই ষড়যন্ত্র রোখার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'স্বেচ্ছাচার'-এর অবাঞ্ছনীয়তার প্রশ্নে যারা উদ্বিগ্ন তাদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে—তাদের সামনে শক্তির যত বড়ো দুর্গ-প্রাচীরই থাকুক না কেন, পাকিস্তানের জনগণ কখনোই সংখ্যালঘুদের একনায়কত্ব বরদাস্ত করবেন না বা অন্য কোনো রকমের স্বৈরাচার মেনে নেবেন না। একমাত্র যে শক্তিতে আমরা বিশ্বাসী তা হলো—জনগণের শক্তি। জনগণ সবরকম স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে—জাগ্রত জনগণের সুদৃঢ় সংগ্রামের মুখে তাদের ক্ষমতার দুর্গ-প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। যদি কেউ স্বৈরাচারী হতে চান—তিনি যেন ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করেন । আমরা সুস্পষ্টভাবে ষড়যন্ত্রের সেইসব অশুভ শক্তিকে জানিয়ে দিতে চাই যে, তাঁরা যেন কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে ওঠার চেষ্টা না করেন। যদি কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যর্থ করতে বা বাধা দিতে চায় তা হলে প্রতিরোধ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জাগ্রত জনগণের পবিত্র কর্তব্য। সকল গণবিরোধী শক্তিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎপাটিত করতে প্রস্তুত থাকার জন্যে আমি বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের আগামী বংশধরদের যাতে উপনিবেশে বাস করতে না হয়, যাতে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার

সাথে বাঁচতে পারে সে জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন দেয়ার প্রতিজ্ঞা আমরা আবার নতুন করে গ্রহণ করছি।

ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবে

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের ঢাকায় এসে দেশের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে আমি যোগ দেয়ার আহ্বান জানাই। শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সবার পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা উচিত। জাতীয় পরিষদের সদস্য একটি দলের প্রধান অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আশ্বাস দাবি করেছেন। আমি কোনো আশ্বাস দিতে পারি না, কারণ ৬-দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিন-রাত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে। আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ৬-দফা কর্মসূচি শুধু বাংলার মানুষের জন্যে নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী । তাই পাকিস্তানও থাকবে, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান থাকবে। যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষে-মানুষে শোষণ ।

যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপের কথা বলছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপ করছেন। যেসব মন্তব্য শোনা যাচ্ছে তা কেবল দুঃখজনকই নয়, ভবিষ্যতের জন্যে ভীতিজনকও বটে। জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। বাংলাদেশ বলে যদি আপনি মাত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তাহলে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদস্য নিয়ে বলতে পারে—'আমরাও যাব না' । তাহলে কী হবে?

জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র নির্বাচনের পরও

অব্যাহত আছে। এ ধরনের বাধাবিঘ্ন চলতে থাকলে এসবের পরিণতির জন্যে ষড়যন্ত্রকারীরাই দায়ী হবে। আমরা মরতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কিছুতেই নতি স্বীকার করবো না ।

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না ।

স্বাধীনতার সময় বাংলা সোনার দেশ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ২৩ বছরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণে সোনার বাংলার সর্বত্র বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদে ভরে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখার জন্যে স্বাধীনতা চান নাই। পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ্ সাহেব বেঁচে থাকলে বলতেন, তিনি এ পাকিস্তান চান নাই ।

উন্নত জীবনের আশাতেই জনগণ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তার জায়গায় এ পর্যন্ত তারা এমনভাবে শোষিত হয়েছে যে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে গেছে।

এ প্রদেশ থেকে এক সর্বাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে ৭০ লাখ লোক আজ বেকার। তাই কর্ম ও খাদ্যসংস্থানের তাগিদে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে সমানে লোক চলে আসছে। ২৪ বছরকালে এমনকি বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় ও সশস্ত্রবাহিনীতে শতকরা ১৫ জন লোকও স্থান পায় নি। ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙালিদের নিয়োগ করা হবে। তবে রাতারাতি এই পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। ক্রমে ক্রমে করা হবে। আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা একজন লোককেও অনাহারে মরতে দেব না ।

স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সত্ত্বেও তার শতকরা ৮০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী মিলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিকাশমান তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর ফলে ২০ লাখ লোক বেকার হয়েছে। শিল্প সংরক্ষণের অজুহাতে বাংলাদেশের জনসাধারণকে জাপান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্যের

চেয়ে ছয় গুণ বেশি দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হয়েছে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এক ভ্রান্তনীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ড পাটের রপ্তানি- বাজার হারাতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আর চা রপ্তানি করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের চা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে। তামাক ফসলও আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী লবণ উৎপাদকদের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের উপর কর আরোপ করে হাজার হাজার লোককে বেকার করা হয়েছে।

আমি আবারো ঘোষণা করছি, দরিদ্র জনগণের স্বার্থে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ জাতীয়করণ করা হবে। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে পুঁজি সংগ্রহ করে ২২ পরিবার গড়ে উঠেছে। আজ ব্যাংক তাদের হাতে, বীমা কোম্পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে। ২২ পরিবার টেলিফোনে কোটি কোটি টাকার 'এলসি' খুলে ফেলে আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শতকরা ৪৫ ভাগ টাকা জমা দিয়েও 'এলসি' খোলার জন্যে হয়রান হয় ।

বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ টাকা ছিল তারা এখন ৫.কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই টাকা আসমান থেকে আসে নি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের জন্যে হাসপাতালে বেড সংখ্যা ৬ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানের হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৬ হাজার ।

ব্যবসায়ীদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অতীতে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের সংগ্রামে শরিক হন নাই। তবে ভবিষ্যতে এরকম যে কোনো সংগ্রামে তাঁরা শরিক হবেন আশা করি। অন্যথায় আপনাদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আর তা টিকে থাকলেও আপনাদের দাসের মতোই জীবনযাপন করতে হবে ।

বাংলার এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বণিকদের বিরুদ্ধে নয়। যে সব ব্যবসায়ী বাংলার মাটিকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের ভাই। আমরা তাদের তাড়াতে চাই, এ কথাটা আদৌ সত্য নয়। আপনারা এখানে ব্যবসা করুন। আমরা কখনো আপনাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বলবো না।

তবে দয়া করে পুঁজি পাচার বন্ধ করুন ।

জয় বাংলা আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক। এই আন্দোলন চলবেই। সেই সঙ্গে চলবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন ।

ঢাকার তেজগাঁওয়ে ঢাকা শিল্পবণিক সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা সভা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক

আপনারা সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত বিবৃতি শুনেছেন। সাধারণত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ তাঁর কণ্ঠেই শোনা যেত। অথচ এ ক্ষেত্রে বিবৃতিটি অন্য কারো কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সকল এম.এন.এ. এখন ঢাকায়, ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানী এম.এন.এ. অধিবেশনে যোগদান করে শাসনতন্ত্র রচনায় সহায়তা করতে প্রস্তুত। এই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ।

আমি আগে থেকেই বলেছি, ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। একটি সংখ্যালঘু দলের একগুঁয়ে দাবির ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না ।

এর প্রতিবাদে কাল মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং পরশু সারা দেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি শিগগিরই মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমিন, প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে আলোচনা করবো। আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্সে এক গণসমাবেশে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

আমরা যে কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার

শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ এবং বাজার হিসাবে শোষণ করার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমরা আমাদের সম্মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আপনারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তবে সব রকম হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের দল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাব ।

জনগণ আমাদের নির্বাচিত করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরাই জনগণের কাছে দায়ী। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা সবার সহযোগিতা চাই ।

পশ্চিম পাকিস্তানেরও জনাব ভুট্টো-কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর সব দলের সদস্যরাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ঢাকা আসতে আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর পর তার একটা নিজস্ব কার্যধারা রয়েছে। শাসনতান্ত্রিক বিল পেশের পর সেভাবেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেত। কিন্তু একটি দলের আবেগে সাড়া দিতে গিয়ে তা বানচাল করা হয়েছে। জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পরিষদ সদস্যকে হুমকি দিয়েছেন । তিনি আইন নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তো আইন প্রয়োগ হচ্ছে না। তবে কি আইন সব দরিদ্র বাঙালিদের জন্যে?

আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি আহ্বানের দাবি করেছিলাম । সেই সময়ে জনাব ভুট্টো মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আহ্বানের দাবি জানান এবং ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ধার্য করা হয়েছিল। আমি পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে আমার মত ঘোষণা সত্ত্বেও জনাব ভুট্টো স্থগিত রাখার দাবি জানান এবং সেটাই করা হচ্ছে। এর অর্থ কি এই নয়, কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করছেন? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগুলোর মতই গৃহীত হয় এবং আমরা সংখ্যাগুরু ।

বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্যে সংগ্রাম করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করবো। প্রদেশে বসবাসকারী

অবাঙালিরা এদেশেরই সন্তান। জনগণের সংগ্রামে তাঁদেরও অবশ্যই যোগ দিতে হবে। জনগণ ৬-দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। দাবি আদায়ের জন্য এগিয়ে গেলে কেউ যদি আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার পরিণতির জন্য তাঁরাই দায়ী থাকবেন ।

হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে সাংবাদিকদের কাছে, ১ মার্চ ১৯৭১

৩ মার্চ শোক দিবস হিসেবে পালিত হবে

আজ এখানে নিরস্ত্র বালকের উপর গুলি চালানো হয়েছে। এতে কমপক্ষে ২ ব্যক্তি নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হয়। তাদের উপর গুলি চালানো হয়েছে, কারণ তারা বাংলাদেশেরই প্রতি এক চরম অবমাননার বিরুদ্ধে সারা বাংলারই অপরাপর জনমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সে যে কোনো অবমাননা করুক না কেন ।

আমি এই গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং যাঁরা শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করতে চান, তাঁদের এই ধরনের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাঁদের খেয়াল রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যার সামিল এবং সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও বটে ।

তাঁদের জানা উচিত, বাংলাদেশে যদি আগুন জ্বলে ওঠে তবে তারা এর শিখা এড়াতে পারবেন না। এই ধরনের সংঘাত অব্যাহত থাকলে আগুন জ্বলবেও। আমরা বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে ৩রা মার্চ অধিবেশনে বসতে রাজি ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু প্রতিনিধি এর মধ্যেই এ ব্যাপারে ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু এক আকস্মিক হস্তক্ষেপের ফলে এই অধিবেশন স্থগিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী দলের ত্রাণকারীরূপে একটি সংঘ্যালঘু দল এই হস্তক্ষেপে উৎসাহ দেয়। তারা জানায় যে, একমাত্র তাদের আরোপিত শর্ত ছাড়া অধিবেশন হতে পারবে না। এমন কি তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখায়।

একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশক্রমে সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিদলের

অধিকার অস্বীকার জনগণের প্রতি দুঃসহ অপমান ছাড়া আর কিছুই না ।

বাংলাদেশের মানুষ এই ধরনের নির্দেশ কিংবা ভীতির কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয় বলে বর্তমানে শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটা মর্মান্তিক যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহনের জন্য যে বিমানগুলো ব্যবহার হতে পারত তা এখন সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর লোকদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাত কোটি বাঙালিকে দমনের উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে জনগণ গতকাল থেকে সারা বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙালিরা আর নির্যাতিত হতে রাজি নয় এবং তারা একটি স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক হতে প্রস্তুত নয়। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে সরকারি কর্মচারীসহ সব শ্রেণির বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে গণবিরোধী শক্তিকে কোনোভাবে সহযোগিতা না করা এবং বস্তুত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এখন যেহেতু প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন—তাঁরাই সব কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। সব কর্তৃপক্ষই এই সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন আশা করি ।

এরকম পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন বা সামরিক আইন আর অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আমি তাই অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সংঘাতের আশু অবসান ও জনপ্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতা প্রয়োগের বাধা অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।

উপরোক্ত দাবি পূরণ না হওয়া এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ।

আমি আগামী ৭ই মার্চ পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করছি এবং আমাদের জনগণকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিচ্ছি :

ক. কাল ৩রা মার্চ থেকে আগামী ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারি, স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন, পিআইএ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ সংস্থা, পরিবহণ, সরকারি ও বেসরকারি কল-কারখানা, ফ্যাক্টরি, শিল্প ও

বাণিজ্যিক সংস্থা ও বাজারসহ সর্বত্র হরতাল। যা যা হরতালের আওতার বাইরে থাকবে সেগুলো হলো : এম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংস্থা । শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হরতাল পালন এবং লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে। বিশেষ করে জনগণকে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে । স্মরণ রাখতে হবে—বাংলাদশে বসবাসকারী প্রত্যেকে, তা তাঁরা যেখানকারই হোন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলুন না কেন, তাঁরা আমাদের কাছে বাঙালি। তাঁরা নিজেরা, তাঁদের সম্পত্তি ও ইজ্জত আমাদের পবিত্র আমানত এবং এসব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

খ. ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা ছিল। এই দিন এখন জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে বিকেল ৪টায় ছাত্রলীগের জনসভার অব্যবহিত পর পল্টন ময়দান থেকে এক মিছিলের আমি নেতৃত্ব করবো ।

গ. রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রসমূহ ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বা বিবৃতি পেশ না করলে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকল বাঙালি বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন ।

ঘ. ৭ই মার্চ বিকেল দুইটায় রেসকোর্স ময়দানে এক জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা করবো। তখন পরবর্তী কর্মপন্থা জানানো হবে ।

ঙ. আমি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সাধারণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কোনো প্রকার শৃঙ্খলাভঙ্গ আমাদের আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং উস্কানিদাতা ও গণবিরোধী চক্রের স্বার্থের অনুকূল হবে।

ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনায়, ২ মার্চ ১৯৭১

হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না

গতকাল আর আজ এই শহরের অলিতে-গলিতে শত শত নিরপরাধ মানুষকে গুলি করা হয়েছে। অনেকে আহত এবং নিহত হয়েছে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যাঁরা করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দিতে চাই, হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নাই, কারণ আমরা প্রাণ দিতে জানি । আমরা মারা গেলেও বাংলার মানুষের স্বাধিকার অর্জিত হবে।

সেনাবাহিনীর কাজ বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করা, ভাইকে হত্যা করা নয়। গুলি করার জন্যই আমাদের করের পয়সায় আপনাদের অস্ত্র দেয়া হয়। মেহেরবানি করে আপনারা ব্যারাকে ফিরে যান। আমার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বাঙালির উপর গত রাতে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তারপর আর স্থির থাকা যায় না। নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, এটা কাপুরুষতা। গতকাল রাতে নিজ কানে আমি মেশিনগানের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি।

দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য বাংলার মানুষ বা আওয়ামী লীগ দায়ী নয়। এ অবস্থা আমরা সৃষ্টি করি নি। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শোনা হয় নি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানাই। কিন্তু জনাব ভুট্টো তাতে অসম্মতি জানিয়ে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন আহ্বানের কথা বলেন। তাঁর কথামতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। আমরা প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রস্তুতি নেই।

কিন্তু জনাব ভুট্টো আবার এই অধিবেশন পিছিয়ে দেবার দাবি তোলেন। আমরা অধিবেশন বাতিল না করার জন্য বলি । জনাব ভুট্টো তখন শুধু অস্বীকৃতিই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে আগুন জ্বালাবেন বলে হুমকি দিলেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে ৭ কোটি বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হলো। এর থেকে বড়ো লজ্জার আর কিছু নাই ।

যারা বাংলার স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়, তারাই হরতালের সুযোগে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা করছে। যদি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, যদি সংগ্রামে জয়ী হতে চান, তাহলে আপনারা এসব লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গুণ্ডামিকে দৃঢ়তার সাথে বাধা দেবেন। বাঙালি হোক, বিহারী হোক, স্থানীয় হোক আর বহিরাগত হোক—সবাই আমাদের জিম্মায়, এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। তাই শান্তিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলার সাথে গণআন্দোলনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন না করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। আপনারা হলেন একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাবাহিনী। যে নির্দেশ দেব তা তালিম করবেন ।

আমি আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জনতার সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। ইচ্ছা ছিল ৭ই মার্চ সব কথা বলবো। কিন্তু পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আবার ছাত্রলীগের সভায় এসেছি। জানি না আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারবো কি পারবো না। তাই আজ স্পষ্টভাবে আমি আমার কর্মসূচি জানিয়ে দিতে এসেছি।

যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং ভোট দিয়েছে—আমি মরে গেলেও আমার আত্মা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি যখন দেখতে পাবে, তখন শান্তি পাবে। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে ।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত, সাধারণ মানুষ আমাদের ভাই, আমরা তাদের সাথে থাকতে চাই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা তা চান না। গত ২৩ বছরে বাংলাদেশকে শোষণ করে ছোবড়া বানিয়ে ফেলা হয়েছে, তাই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ বাংলার মানুষের সাথে থাকতে চান না ।

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের সাংবাদিকরা নির্ভীকভাবে সকল খবর

পরিবেশন করবেন। যদি আপনাদের কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, আপনারা তা মানবেন না । সংবাদপত্র-মালিক যদি এতে বাধা দেয় তাহলে চাকা বন্ধ করে দেবেন।

আগামী ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে। এই সময়ে কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত, সরকারি অফিস, কল-কারখানা, রেল, স্টিমার, বিমানসহ সকল যোগাযোগ-ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। সরকারি কর্মচারীবৃন্দ অফিস-আদালতে যোগ দেবেন না। সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান থেকে প্রত্যেকে বিরত থাকুন। আমি সংবাদপত্র, এম্বুলেন্স, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছি। এই কয়দিনের মধ্যে যদি সরকারি মনোভাব পরিবর্তন না হয়, তাহলে ৭ই মার্চ আমি আমার যা বলার তা বলবো। হরতাল চলাকালে সকলে গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করবেন এবং বেলা ২টার পর রিকশাওয়ালাদের বেশি পয়সা দিবেন। হাসপাতালে গুলির আঘাতে আহত ব্যক্তিদের জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানেরও আমি জরুরি আহ্বান জানাই ।

আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে চাই। মনে রাখবেন, আমি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। রক্তের বিনিময়ে হলেও দুঃখী জনগণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখবো। যদি আমার মৃত্যু হয়, তবুও বেঈমানী করবো না ।

ঢাকায় পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের আয়োজিত জনসভায়, ৩ মার্চ ১৯৭১

বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি

শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আমাদের আহ্বানে বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশু যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমি আমাদের বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ, যেমন—শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা তাদের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে বুলেটের সামনে যে সাহস ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা জানা দরকার।

ক্রমাগত হরতালের ফলে জনগণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা সহ্য করার জন্যও আমি আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে, চরম আত্মত্যাগ ব্যতীত কোনো জনগণই মুক্তি পায় না। কাজেই জনগণকে যে কোনও মূল্যে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।

৫ ও ৬ মার্চ তারিখেও সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত থাকবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে :

১. যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মচারীদের এখনো বেতন দেয়া হয় নি, সে সমস্ত অফিস কেবল কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বেতনের চেকের টাকা প্রদান এবং বাংলাদেশের মধ্যে নগদ অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো উক্ত সময় (বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা) খোলা থাকবে। স্টেট ব্যাংকের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেতনের ব্যাপারে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব দেড় হাজার টাকার চেক স্টেট ব্যাংক থেকে ভাঙানো যাবে, তবে স্টেট ব্যাংকের মারফত বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে কোনও টাকা পাঠানো যাবে না । রেশনের দোকান বা খাবার সরবরাহকারীদেরও তাদের

ব্যবসার জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

২. নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলোকে হরতালের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে :

(ক) হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান, (খ) এম্বুলেন্স গাড়ি, (গ) চিকিৎসকদের গাড়ি, (ঘ) ডাক্তারদের গাড়ি, (ঙ) সংবাদপত্র, (চ) পানি সরবরাহ, (ছ) গ্যাস সরবরাহ, (জ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (ঝ) স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মধ্যে ট্রাঙ্কল টেলিফোন, (ঞ) দমকল, (ট) ঝাড়ুদার ও ময়লাবাহী ট্রাক ।

জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে, ৪ মার্চ ১৯৭১

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় । কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন—দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন।

তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম—ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব ।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো ।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন । তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল ।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী

করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি—কিসের রাউণ্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন ।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না ।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত- ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা - কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল—প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি—তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে

মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না । ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না ।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন—শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন—রেডিও- টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না ।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, ৭ মার্চ ১৯৭১

আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে

পহেলা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ (শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র) যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। সত্যিকারের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী বস্তুতপক্ষে তারাই হচ্ছে আসল দুষ্কৃতকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হন নি। প্রেসিডেন্ট যাকে 'ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন, তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ' বলবেন, তার লক্ষ্য হবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া? বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার এই নগ্ন হুমকির আমি নিন্দা করছি। জাতি অনেক অর্থব্যয়ে সশস্ত্রবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে বিদেশী হামলা প্রতিহত করার জন্য, বেসামরিক নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নয়। অপর অঞ্চলের উর্দি পরা সৈনিকরা যে বাড়াবাড়ি করছে, তারা দখলকারী বাহিনীর মতো যে ভূমিকা পালন করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের আজ রক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন ।

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে 'ভুল বোঝা হয়েছে'। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু দলের একক খেয়ালের প্রতি সাড়া দিয়েই কি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় নাই?

আমরা ১৫ই ফেব্রুয়ারির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছিলাম । অপরদিকে উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপটি চেয়েছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হোক। এই সংখ্যালঘু গ্রুপটির মতের কাছেই নতি স্বীকার করা হয়েছে এবং ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কিন্তু এর পরেও সেই সংখ্যালঘু গ্রুপটি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আপত্তি উত্থপন করেছে। প্রথমত এই সংখ্যালঘু গ্রুপ একটি অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপন করে বলেছে যে, ঢাকা এলে এর সদস্যরা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তাঁরা 'ডবল জিম্মি' হয়ে যাবে। এরপর এই দল থেকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, তাঁরা যেসব শর্ত আরোপ করবে তা মেনে নিলেই শুধু তারা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। এরপর আরেক পর্যায়ে এই সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো এই যে, উক্ত গ্রুপের পদত্যগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হলো একটি সংশোধনী এতে বলা হলো পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সদস্যরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু এরপর উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার । এই দলের এই এলোপাতাড়ি ইচ্ছা-অনিচ্ছা চরমে পৌছলো ২৭শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন এই দল থেকে ঘোষণা করা হলো যে, এই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়া যদি পরিষদের অধিবেশন বসে তাহলে এই দল এক গণআন্দোলন শুরু করবে। এই দল এতদূর পর্যন্ত বলতে পারল যে, পরিষদের অধিবেশনে যারা যোগদান করবে, তাদের ওপর জনগণ পূর্ণ প্রতিশোধ নেবে এবং জনগণ যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই দলটিই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দলটি থেকে আরো হুমকি দেয়া হয় যে, এই দলের কোনো সদস্য যদি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তাহলে দলীয় কর্মীরাই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টি ঢাকায় সমবেত হন এবং পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও পরিষদ সদস্যরা ঢাকা আসতে শুরু করেন।

প্রধান নির্বাচনী কমিশনারও ঢাকা এসে পৌঁছেন এবং ২রা মার্চ পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিজেরও ১লা মার্চ ঢাকা আসার সম্ভাবনা ছিল ।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের অবস্থানও আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছিলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত আমাদের বিবৃতিতে। এতে আমরা পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশ থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক কাজে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি আমরা এই পর্যন্তও বলেছিলাম যে, কোনো সদস্য ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কিছু পরিষদে উত্থাপন করলে আমরা তা মেনে নেবো। কিন্তু সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে ।

পহেলা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকস্মিক ও অহেতুকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এজন্য অজুহাত দেখানো হয়, সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে এসব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হয় 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, যদি না সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর নির্দেশের কাছে মাথা নত করে ।

কার্যত ২৪শে ফেব্রুয়ারির বিবৃতিতে আরো হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, যখনই আমাদের দেশে জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে গেছে, তখনই জঘন্য চক্রান্তকারীরা তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ গোটা কয় ব্যক্তি গণতন্ত্রকে বানচাল করে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষকে বঞ্চনা করেছে, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৫৩ সালে ক্ষমতাসীন

পাঞ্জাবি জোটের চক্রান্তে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত হন। একই চক্র ১৯৫৪ সালে বাংলার নির্বাচিত সরকার এবং খোদ গণপরিষদকেই ভেঙে দেয়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল, পাঞ্জাবের কায়েমি স্বার্থ সেখানেও আবার আঘাত হানে এবং ক্ষমতা জবরদখল করে নেয়। কিন্তু তাদের এ কথা জেনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের জাগ্রত জনসাধারণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের নির্যাতিত জনতা সম্ভাব্য সব উপায়ে তাদের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করবেই।

সত্যের খাতিরে আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই—গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক, এ ধরনের কোনো ধারণাই আমি দিই নাই। আমি প্রেসিডেন্টকে কেবল এই কথাই জানিয়ে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশে কি মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা দেখা এবং যথেচ্ছভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঢাকা আসা উচিত। প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী বৈঠকের ব্যাপারে ঘটনা হচ্ছে এই যে—আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই কার্যনির্বাহী কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তখন আমাদের পক্ষে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, আমরা এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদি গোপন আলোচনার বদলে জাতীয় পরিষদ ও তার কমিটিসমূহের মাঝেই সমাধান করা উচিত এবং একবার জাতীয় পরিষদ গঠিত হবার পর গোলটেবিল কিংবা গোপন বৈঠকের কোনো যুক্তিই নাই ।

আওয়ামী লীগ কোনোভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—এ অভিযোগের জবাবেই আমি এসব কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম। এ ধরনের বাধা সৃষ্টি থেকে যাদের ফায়দা হতে পারে সংখ্যাগুরু দল তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দেশের জনসাধারণ এবং কার্যত সারা বিশ্বের কাছেই আজ একথা পরিষ্কার যে, পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং করে চলেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিজে এই সংখ্যালঘু চক্রটির নির্দেশে নতি স্বীকার করাকেই তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। একটি সংখ্যালঘু চক্র যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই বানচাল করার জন্য কায়েমি স্বার্থের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তবে গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা কায়েম কিংবা জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অসম্ভব। শেষপর্যন্ত যদি গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাই বানচাল এবং প্রস্তাবিত

ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তবে তার দায়িত্ব এই সংখ্যালঘু চক্র এবং তার সাথে চক্রান্তকারীদেরই বইতে হবে।

এসব মহলই কি সেই 'গুটিকয় লোক' নয়, যারা একত্রে বসবাসের ভিত্তি উদ্ভাবনের জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে? প্রতিটি সুস্থমনা ব্যক্তিই আজ যে প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন তা হচ্ছে : বাংলাদেশের সর্বত্র নিরস্ত্র জনতাকে গুলি করে সেনাবাহিনী 'পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেছে, না অন্য কিছু? এ ভূমিকা নিয়ে তারা কি কার্যত বিচ্ছিন্নতার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে না? নির্বাচন হয়ে যাবার পর এখন দেশে ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কোনো ব্যক্তিবিশেষই নিজেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবি করতে পারেন না ।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশে আমরাই একমাত্র বৈধ উৎস। গত সাত দিনের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারের সমস্ত শাখা আমাদেরকে বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের নির্দেশাবলী মেনে চলেছে ।

প্রেসিডেন্ট ও ইসলামাবাদস্থ সরকারকে এই মূল সত্য মেনে নিতে হবে। কাজেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করা বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এরপর আমাদের আসতে হয় আগামী ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথায়। আমরা বহুবার এ অধিবেশন আহ্বানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছি। কিন্তু আজ এক অস্বাভাবিক এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণকে সামরিক শক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করার নীতির অনুসরণে প্রকৃতপক্ষে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের সর্বত্র সুবিবেচক জনগণসহ সবদিক থেকে এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে বলে আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভীতিপ্রদ পরিবেশে কাজ করবেন এটা আশা করা যায় না । যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আমদানিসহ এই মোকাবিলাজনিত অবস্থা বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্যাতনের পরিবেশ অব্যাহত থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বেসামরিক জনতার উপর প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর আসতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা বন্দুকের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন, এটা আশা করা যায় না।

যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম পরিষদ হিসেবে কাজ করবে, তাহলে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

ক. অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে।

খ. বেসামরিক জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোঁড়া না হয় ।

গ. সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানি অবিলম্বে বন্ধ করত হবে।

ঘ. বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন শাখায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

ঙ. আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কেবলমাত্র পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের উক্ত কাজে সহায়তা করবেন ।

চ. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

ছ. অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

যদি সামরিক মোকাবিলা চলতে থাকে এবং আমাদের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বুলেট নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রেখে আমি

বলতে চাই যে, সে অবস্থায় কোনো জাতীয় পরিষদই কাজ করতে পারবে না।

আমাদের জনগণ ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদেরকে আর উপনিবেশ অথবা বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবেন না। তাঁরা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেছেন। আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মেহনতী জনগণকে অনাহার, রোগ ও বেকারত্ব থেকে বাঁচাতে হবে। ঘূর্ণিঝড়-উপদ্রুত এলাকার লাখ লাখ লোকের পুনর্বাসনের কাজ এখনো বাকি রয়েছে। যদি শাসকগোষ্ঠী এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মুক্তির জন্যে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে জনগণও প্রস্তুত। যে মুক্তির জন্যে অনেক শহীদের রক্ত ঝরেছে এবং যার জন্য বহু লোক আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, জনগণের সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানর সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না ।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের বীর জনগণ অদম্য সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বীরত্বের সাথে বুলেটের মোকাবিলা করেছেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বাঙালি ও তথাকথিত অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দালাল, উস্কানিদাতা ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আমি আমাদের জনগণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি যে, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোকই বাঙালি এবং তার শারীরিক নিরাপত্তা, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং যে কোনো মূল্যে তা করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে—অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ।

আগামী এক সপ্তাহের কর্মসূচি

১৯৭১ সালের ৮ই মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

১. খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ।

২. সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে কোনো কোনো অংশকে হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হবে ।

৩. রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাহলে রেলওয়ে শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না ।

৪. বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে আমাদের বিবৃতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত বাঙালিরা সহযোগিতা করবেন না।

৫. কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে ।

৬. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ।

৭. ব্যাংকগুলো স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে পারবে না ।

৮. প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

৯. অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে কোনো সময় উপরোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে।

১০. প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

জনসভায় উত্থাপিত দাবি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্রে, ৭ মার্চ ১৯৭১

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যে মুহূর্তে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হচ্ছে, সে সময় আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে মিলিত হবার প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ বেতারে ঘোষণা করা হয়। এখনো যখন বিভিন্ন সড়কে শহীদদের রক্ত শুকিয়ে যায় নি, এখনো যখন কিছু কিছু লাশ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং শত শত ব্যক্তি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে, সে সময় একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এমন কিছু ব্যক্তির সাথে মিলিত হবার জন্য এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাদের দুরভিসন্ধিই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ।

সেনাবাহিনী মোতায়েনসহ আমাদের কানে এখনো যে অস্ত্রের কর্কশ ভাষা শোনা যাচ্ছে, তাতে এই আমন্ত্রণ কার্যত বন্দুকে উঁচিয়েই জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম ।

নির্ধারিত সম্মেলন প্রত্যাখান করে সংবাদপত্রে, ১ মার্চ ১৯৭১

উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন

সামরিক আইনের আরেকটি আদেশ জারি হয়েছে জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়েছি। আজ যখন খোদ সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্যে ইতোমধ্যেই বাংলার সমস্ত গণমানুষের প্রচণ্ড দাবির কথা আমরা ঘোষণা করেছি, তখন নতুন করে এ ধরনের আদেশ জারি করা জনসাধারণকে উস্কানিদানেরই শামিল। এই ধরনের আদেশ যাঁরা জারি করেছেন তাঁদের এই সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, আজ জনসাধারণ তাদের ইস্পাতকঠিন সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ । এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মুখে তারা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না ।

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি এই ধরনের উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের এই ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কারণ তারা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের এই শক্তির বিরুদ্ধে কোনো কিছুরই প্রতিবন্ধকরতা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই।

সামরিক বাহিনীর জারিকৃত আইনের বিরুদ্ধে, ১৩ মার্চ ১৯৭১

হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না

জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যাঁরা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকেও তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে ।

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমন কি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কল-কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে—তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

এ বড়ো দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়ে কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এ দেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাঁদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তাদের ও তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীনতা

দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোনো ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে কোনো শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই ।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচি শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী কার্যকরী হওয়ার সাথে সাথে পূর্বঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচি ঘোষণা

১নং নির্দেশ

সরকারি সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন ।

২নং নির্দেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ

সমগ্র বাংলাদেশে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ।

৩নং নির্দেশ

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা

ক. ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোনো দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন।

ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য

পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন ।

খ. পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন ।

গ. জেলের দপ্তরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

ঘ. আনসার বাহিনী তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ

বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলো জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্য সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা নেয়ার কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে ও ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন, কাস্টমস

কালেক্টরগণ তদনুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোনোমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না ।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই অফিসই খোলা থাকবে যেগুলো রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহণের কোনো কাজে কোনোভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবে।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহণ

সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

৮নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ইপিএসসি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও আইডব্লিউটিএ'র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণনির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেয়ার ব্যাপারে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না ।

৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি শুধু অপরাহ্ ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা আন্তঃআঞ্চলিক টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫নং নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃআঞ্চলিক প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।

১০নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় আন্তঃজেলা ট্রাক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলি কাজ করে যাবে ।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁরা গণআন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না ।

১২নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশান সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

১৫নং নির্দেশ

ব্রিক ফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে ।

১৬নং নির্দেশ

আমদানি, বণ্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এ সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল

প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে ।

১৭নং নির্দেশ

ক. ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়, চলাচল ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর সকল প্রকল্পগুলো যথারীতি কাজ করবে।

খ. পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতির চলাচল, বণ্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এসবের সংরক্ষণ মেরামতের প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে ।

গ. নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে ।

ঘ. পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলোকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

ঙ. যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কাজ সুচারুভাবে পরিচালনার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে ।

চ. কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্যে সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে

ছ. আলু কিনে গুদামজাত করার জন্যে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ সুচারুভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে ।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্য

বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে ।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক ফ্যাক্টরি ও ইস্টার্ণ রিফাইনারি

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যে সকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন হবে তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে, তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা-সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি

আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে ।

২৩নং নির্দেশ

পেনসন

সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এ.জি. (ইপি) ও ট্রেজারী

এই নির্দেশে যে সকল কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরি করার জন্যে সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এ.জি. (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫নং নির্দেশ

১৬ (ক) ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্যে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে), কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্যে সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্যান্য কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চলবে ।

(খ) কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যে কোনো পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যে কোনো পরিমাণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছে :

১. যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মজুরি পরিশোধ করা।

২. সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস ।

৩. চিনিকলের জন্য আখ ও পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থ দান ।

৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোনো বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ঐ অঙ্ক ক্যাশ অথবা ড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ নম্বর শর্তে কোনো অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার এক বছরে সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে যেন বেশি না হয় ।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ।

গ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোনো একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিম্যাণ্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

ঘ. স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টিটি পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাংকগুলোর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ. অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্যে সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে ।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খবর ।

২. প্রত্যেক ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে ।

চ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

জ. অনুমোদিত ডিলারের সাহায্যে ফরেন ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো যাবে ।

ঝ. কূটনীতিকগণ অবাধে তাঁদের একাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঞ. লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে ।

ট. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না ।

ঠ. বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানির জন্যে লেটার অব ড. ক্রেডিট খোলা যাবে ।

ড. পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্য ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যের ছাড় করতে হবে।

ঢ. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের মারফত বকেয়া রপ্তানি বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্যে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধি নিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে ।

২৭নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্যে আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি- ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে আমদানি রফতানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে ।

২৮নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহণ অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে ।

২৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে ।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে ।

৩১নং নির্দেশ

কোনো খাজনা কর আদায় করা যাবে না ।

ক. পুনঃনির্দেশ দেয়া পর্যন্ত—(১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে,

(২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ ও কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশের কোথাও কোনো তামাক কর আদায় করা যাবে না, (৪) তাঁতীরা আবগারী শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

খ. এছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর—যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর—আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

গ. অকট্রয়সহ স্থানীয় কর আদায় করা যাবে ।

ঘ. কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ কর—যেমন আবগারী কর, বিক্রয় কর—এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন "বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে

হবে ।

ঙ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবেন।

৩৩নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে ।

৩৪নং নির্দেশ

সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে ।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

ঢাকায় ৩৫ দফা নির্দেশ, ১৪ মার্চ ১৯৭১

আমরা এ কমিশন অনুমোদন করি না

আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি যে দাবি জানিয়েছিলাম, ঘোষিত "তদন্ত কমিশন" সে দাবি পূরণ করতে পারবে না। সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশবলে এ তদন্ত কমিশন গঠন এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ এর শর্তাবলী পূর্বাহ্নে বিবেচ্য প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়গুলো নস্যাৎ এবং প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করার পথ রুদ্ধ করে দেবে ।

এ তদন্ত কমিশনের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো—২রা মার্চ থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত কী পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছিল। সুতরাং মৌলিক বিষয়টি এভাবেই স্থির করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তদন্তের বিষয় ছিল—বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্যে নিয়োগ না করে সেনাবাহিনীর নিয়োগ ও শক্তি প্রয়োগ রাজনৈতিক স্বার্থেই করা হয়েছিল কিনা? তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতপক্ষে যেসব জোর-জুলুম করা হয়েছে এবং হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, কমিশন'-এর সে ব্যাপারে তদন্তের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে এমন কি হতাহতের সংখ্যা কত এবং কোন পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র জনগণের প্রতি গুলিবর্ষণ করা হয়েছে তারও তদন্ত করা যাবে না ।

সুতরাং 'কমিশন' কোনো সত্যিকার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না। ফলে, সত্যি ঘটনার মূল উদঘাটনের ব্যাপারে তদন্ত হবে না এবং এটা জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটি ফন্দিমাত্র ।

সুতরাং আমরা এরূপ 'কমিশন' অনুমোদন করতে পারি না। বাংলাদেশের

জনগণ কোনোক্রমেই এরূপ 'কমিশনের' সাথে সহযোগিতা করতে পারে না। এ 'কমিশনে' কারো কোনো সদস্য মনোনীত কিংবা কারো এর সদস্য হিসেবে কাজ করা উচিত নয় ।

জনগণের পক্ষ থেকে আমরা ৭ই মার্চ ৪-দফা শর্ত উপস্থিত করেছি। তার মধ্যে একটি দাবি ছিল যথাযথ শর্ত সম্বলিত ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত। সেগুলোর মধ্যে কেবল নামমাত্র এবং খণ্ড খণ্ড দাবি গ্রহণ এবং যেভাবে এ দাবি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে আমরা যে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি সে সমস্যার সমাধান হবে না ।

ঢাকায় তদন্ত কমিশন প্রত্যাখান করে, ১৮ মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ পালনের জন্যে অভিনন্দন জানাই

একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জনগণ যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে । শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই ।

এবারের সংগ্রামে প্রতিটি শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাংলাদেশের দাবির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। একটি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প জাতি কীভাবে স্বীয় লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারে, বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষ আজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আওয়ামী লীগের নির্দেশের আওতা থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার কাজে নিরলস পরিশ্রম করার জন্য সর্বস্তরের জনগণ—ক্ষেতের চাষী, কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী—সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য যাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করছেন, সেইসব ছাত্র, শ্রমিক এবং কর্মচারী সংগঠনগুলোর সদস্যদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছে তাঁরা সুচারুভাবেই তাঁদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন । উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিদের আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজন মিটানো অব্যাহত রাখার স্বার্থেই অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করতে হবে।

ঢাকায় আন্দোলনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে, ২০ মার্চ ১৯৭১

সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত

বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম । অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বন্দুক বেয়নেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবি ন্যায়সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন দৃঢ়তর করার অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা ।

পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে, ২১ মার্চ ১৯৭১

দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই

এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমরা দাবি আদায় করবোই। জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলতেই থাকবে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি আত্মার একটা আত্মাও বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকবো ।

আমরা নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চাই। কিন্তু তার অর্থ এই

নয় যে, যে কোনো আক্রমণ আমরা সহ্য করবো। গত ২২ দিনের অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন চক্রের মাজা ভেঙে দিয়েছি। অধিকার যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবির প্রশ্নে কোনো আপোস নেই । বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ, তাই বিশ্বের কোনো শক্তিই তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না । মা- বোনেরাও আজ সংগ্রামে রাস্তায় নেমে এসেছেন। বাংলাদেশে যাতে একটিও শোষণকারী থাকতে না পারে, সেজন্য ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে ।

আমাদের সংগ্রামে ঐক্য ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকি তবে কোনো শক্তিই আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কোনো শক্তিই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করতে হবে। মনে রাখবেন, সেই ভালো সিপাহসালার, যিনি কম রক্তপাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন ।

৩২ নাম্বার বাড়ির সামনে প্রতিরোধ বাহিনীর সালাম গ্রহণের সময়, ২৩ মার্চ ১৯৭১

অশুভ শক্তির চক্রান্ত সফল হবে না

প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন ও তাঁর পরবর্তী আলোচনা থেকে জনগণের একটা ধারণা হয়েছিল যে, দেশে বিরাজমান গভীর সঙ্কট সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান সম্ভব। এ কারণেই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করি । প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, সঙ্কট কেবল রাজনৈতিকভাবেই সমাধান সম্ভব। সে আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট যেসব মৌলিক নীতির ভিত্তিতে সঙ্কটের সমাধান হতে পারে তা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে সেসব নীতি নির্ধারণের জন্য বৈঠকে মিলিত হন ।

এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্ণ বাস্তবায়নে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছি। বিলম্বের কোন কারণ বা যৌক্তিকতা নাই । সংশ্লিষ্টরা যদি রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন, তবে তাঁদের এটা বোঝা উচিত যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে নতুবা এ ব্যাপারে কোনো বিলম্ব দেশ ও দেশের মানুষকে গভীর সঙ্কটে নিপতিত করবে।

তাই সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানে অনভিপ্রেত বিলম্ব দুঃখজনক। ইতোমধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতি একের পর এক সেনাবাহিনীর তৎপরতায় আরো জটিল করে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এ তৎপরতা জোরদার করা হচ্ছে।

সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুর সেনাবাহিনীর তৎপরতার সংবাদে আমি মর্মাহত। বেসামরিক লোকদের উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ ও তাদের উপর অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের খবর আসছে।

এটা আরো দুঃখজনক এজন্যে যে, সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষিত উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঢাকা উপস্থিতির কালে এসব ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এসব সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তাঁর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, এভাবে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং অত্যাচার বিনা চ্যালেঞ্জে পার পাবে না। আমি নিশ্চিত, বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির যে চরম লক্ষ্য তা অর্জনে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রয়েছে। যেটা আরো নিন্দনীয় তা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে গণবিরোধী শক্তি একটি মহলকে নিয়োজিত করেছে। আমি একাধিকবার বলেছি, যাঁরা বাংলাদেশে বাস করেন তাঁরা যে জায়গা থেকেই এসে থাকুন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলেন না কেন—তাঁরা সবাই আমাদের লোক এবং তাঁরাও তা মনে করবেন এবং বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁদের জান-মাল-সম্মান আমাদের পবিত্র আমানত ।

এটা তাই স্পষ্ট যে, যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বানচাল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এবং নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ চালাবার অজুহাত সৃষ্টি করার জন্যেই তা করছে। বিশ্ববাসী আজ দেখুক, একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে আমরা যখন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন জোর করে একটি সমাধান চাপিয়ে দিতে একটি অশুভ চক্র শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের সে সব অশুভ শক্তিকে আমি জানিয়ে দিতে চাই—তাদের চক্রান্ত সফল হবে না, কারণ জোর করিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন চালানো হয়েছে আমি তার নিন্দা করি। এ ধরনের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে ।

সামরিক বাহিনী ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি না করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা যদি এতে কর্ণপাত না করেন—সামরিক সংঘর্ষের পথ বেছে নেন, তবে একটি রাজনৈতিক সমাধান বানচাল করা এবং তার মারাত্মক পরিণতির জন্যে তাঁরাই পুরোপুরি দায়ী থাকবেন ।

আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে আমি আমাদের বীর জনগণকে আহ্বান জানাই। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে। সর্বাধিক দক্ষতার সাথে যাতে অর্থনীতি চালু থাকে—তা নিশ্চিত করা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে কল- কারখানায় আমাদের শ্রমিকদের একটা বড়ো দায়িত্ব রয়েছে। সর্বাধিক উৎপাদনের জন্যে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে তাদেরকে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে ।

আমাদের আন্দোলন এগিয়ে যাবে। সময়ে সময়ে ব্যাখ্যা দেয়া সাপেক্ষে ১৪ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জারিকৃত নির্দেশাবলী বলবৎ থাকবে ।

বাংলাদেশ ব্যাপী হরতালের আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে, ২৫ মার্চ ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণা

এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা ।

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ।

২৫ মার্চ ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারিত

বাংলাদেশের জন্ম

১৯৭১-১৯৭৫

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন ।

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার মধ্যে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন ।

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুনতি গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে।

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন ।

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন

করছি।

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্রে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ।

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন, রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার অধিকারী হবেন ।

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন । রাষ্ট্রপ্রধান কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের আহ্বান ও মুলতুবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন ।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন ।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে-দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম ।

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম ।

শেখ মুজিবুর রহমান

এই মুহূর্তেই আমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই

জয় বাংলা!

বাংলার মুক্তির সংগ্রাম—আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রপতি' হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছি।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতা দানের জন্যে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দানকারী মার্কিন জনগণ ও অন্যান্য জনসাধারণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই । স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্যে অনুরোধ জানাবে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুনানি অর্ধেক সমাপ্ত হবার পর পাক কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমার বিচারের জন্যে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল তার রায় কখনো প্রকাশ করা হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান করে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অস্বীকার করেন।

জনাব ভুট্টো আমাকে না বলা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। জেলখানা এলাকায় বিমান আক্রমণের জন্যে নিষ্প্রদীপ

জারি করার পর আমি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা জানতে পারি। জেলখানায় আমাকে এক নিঃসঙ্গ ও নিকৃষ্টতম কামরায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল যেখানে আমাকে তারা কোনো রেডিও, কোনো চিঠিপত্র দেয় নাই । এমনকি বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে, তা জানতে দেয়া হয় নাই ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চমূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোনো দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই ।

বাংলাদেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্যে পাকিস্তানী সৈন্যরা দায়ী। হিটলার যদি আজ বেঁচে থাকতো, বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে সেও লজ্জা পেতো ।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে কোনো একটি সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমার দেশবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করে আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না ।

আমি আর এই মুহূর্তে এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই ।

লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২

অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে

আমার জন্যে এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশ যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—যিনি কেবল মানুষের নয় মানবতারও নেতা, তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব । এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দীদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা! জয় হিন্দ!

পালাম বিমানবন্দর নয়াদিল্লিতে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো,
আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা

যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই ।

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম । তোমরা আমার সালাম নাও ।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে—এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই ।

গত ৭ই মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোল।' আজ আবার বলছি 'আপনারা একতা বজায় রাখুন'। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো।' বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই ।

গত ১০ মাসে সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের

আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্যে মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি—বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালোবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই ।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি—আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্যে। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না ।

তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে—তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে ।

অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন ।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো—আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই । কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও ।

মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দিন,

সৈয়দ নজরুল ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারবো না। আমি তাঁদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশমতো সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরাই সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান ।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা—আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই । আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই ।

সকলে জেনে রাখুন—বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্টভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি জানাই আমার শ্রদ্ধা । তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনী। তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে রাজনীতি । তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমার মুক্তির জন্যে আবেদন করেছেন। আমার সাথে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রায় ১ কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয়

নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণির জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই—মুক্তিবাহিনীকে, গেরিলাবাহিনীকে, কর্মীবাহিনীকে। আমি সালাম জানাই—সংগ্রামী শ্রেণিকে, কৃষককুলকে, বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে ।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই—ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি । আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন । আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন ।

গত ২৫শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব- ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। জাতিসংঘেরও উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ-ভারত ভাই-ভাই।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে ঢাকার সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী

ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমার ভাই ও বোনেরা, আজ আমি ভারতের জনগণের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এসেছি।

এ ঋণ শোধ করার নয়

আপনারা ভারতের জনগণ আমাদের মুক্তিসংগ্রামে এমনভাবে এবং এত পরিমাণে সাহায্য করেছেন যে, কোন কৃতজ্ঞতা দিয়েই সে ঋণ শোধ করার নয়। আপনারা জানেন, বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশে যে অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে অসহায়ের আর্তনাদ শোনা গেছে। ভারত আমাদের এক কোটি মানুষকে খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সর্বরকমের সাহায্য করেছে। ভারতের জনগণকে সামান্য কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি ছোট করতে চাই না। আমি কল্পনাও করতে পারি না ভারত সাহায্য না করলে আমাদের জনগণের কী অবস্থা হতো। এই মহৎ দানের জন্য শধু কৃতজ্ঞতাই নয়, আমরা কোনদিন আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারব না ।

আপনারা জানেন, আমরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কোনো জাতিকেই তাদের স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দিতে হয় নি। বর্বর শত্রুর হাতে না হলেও আমাদের তিরিশ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, আমাদের মা-বোনেরা তাদের মানসম্ভ্রম হারিয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা চল্লিশটি বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। শত্রুরা আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার সময় জনগণকে আমি অস্ত্র দিয়ে যেতে পারি নি, কিন্তু আমার জনগণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমি জানতাম, আমার জনগণ ও সহকর্মীরা সংগ্রাম করবে এবং

রক্ত দেবে। তাঁরা তা করেছেন । তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়েছেন।

ভারতের জনগণ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে না এলে আমরা আমাদের সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারতাম না। আমি আবারও আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের দেওয়ার কিছুই নেই আমার, আপনাদের জন্য আমার ভালোবাসা আছে, আমি আপনাদের তাই দিচ্ছি। আপনারা অবগত আছেন যে, পাকিস্তানী শাসকরা ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২ সালে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় বসাতে চাইলে আমাদের উপর হামলা চালায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম চালালে আবারও আমাদের উপর হামলা হয়। ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ কোনদিন পশু শক্তির কাছে মাথা নত করে নি। আমার ভাইয়েরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। তারা তাদের জীবন দিয়েছে এবং এখনও লড়াই করছে। আপনারা একাত্তরের ইতিহাস ভালোভাবেই জানেন ।

পাকিস্তানের ৩টি স্লোগান

সব সময় পাকিস্তানের তিনটি স্লোগান ছিল—"ইসলাম খত্রা মে হ্যায় (ইসলাম বিপদাপন্ন), কাশ্মীর লে লেয়েঙ্গা (কাশ্মীর নিয়ে নেব) এবং হিন্দুস্তান হামারা দুশমন হ্যায় (হিন্দুস্তান আমাদের শত্রু)।" কিন্তু তারা সমস্যাজর্জরিত জনসাধারণের প্রতি নজর দেয় নি । জনসাধারণ যে অনাহারে মরছে সেদিকে তাদের নজর নেই ।

পাকিস্তানী শাসকরা ভেবেছিল, বন্দুক দিয়েই বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু দাবিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে তারা নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর শতকরা ষাট জনকে হত্যা করেছে। তারা অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে খুন করেছে। তারা খাদ্য গুদাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমার জনগণ না খেয়ে লড়াই করেছে। অনেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু আমার জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার মূল কারণ হলো—তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল । আমি বিশ্বাস করি, তারা তাদের দেশকে পুনর্গঠিত করতে পারবে।

আমি পাকিস্তানীদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশ শুধুমাত্র উর্বর নরম পলিমাটির দেশই নয়, বাংলাদেশের এই নরম মাটিই চৈত্র মাসে পাথরের মতো

শক্ত হয়ে যায়। এই বাংলাদেশ তিতুমীরের বাংলাদেশ, সুভাষ বসুর বাংলাদেশ, ফজলুল হকের বাংলাদেশ, সোহ্রাওয়ার্দীর বাংলাদেশ, সূর্য সেনের বাংলাদেশ ।

তারা ফাঁসি দিতে চেয়েছিল

আপনারা জানেন যে, তারা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমার জীবন রক্ষার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই, কেননা মৃত্যু স্বাভাবিক, বরং বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক। দুনিয়ার যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছেন, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও অপরাপর দেশের সরকার ও জনগণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি মার্কিন জনগণ ও সাংবাদিকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু মার্কিন সরকারকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করার জন্যে মার্কিন সরকার কীভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেয়, আমি বুঝতে পারি না মার্কিন সরকার কীভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করার কারণে ভারতে সাহায্যদান বন্ধ করে দেয়।

আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী খেলা আর চলবে না ।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। যদি এখনও কেউ মনে করেন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অঙ্গ, তবে তার যোগ্য স্থান পাগলাগারদে ।

বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন—তোমরা কারা? আমি তোমাদের (পাকিস্তানীদের) বলে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার একটি মাত্র মানুষ জীবিত থাকতেও বাংলাদেশের মাটিতে তোমরা পা দিতে পারবে না। আমি প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি বলি, পশ্চিম পাকিস্তান শান্তিতে থাক ।

ইন্দিরার সাথে মিল কেন?

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীমতী গান্ধী তোমার জন্যে এতকিছু করছে কেন? ব্যাপার কী? আমার উত্তর অত্যন্ত সহজ :

আমাদের মিল আদর্শের মিল, নীতির মিল। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন,

আমিও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি । আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি, শ্রীমতী গান্ধীও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন। আমরা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ।

ফাটল ধরাতে পারবে না ।

আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, পৃথিবীর কোন শক্তিই ভারত ও বাংলাদেশের অক্ষয় মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, ভারতে যেন সাম্প্রদায়িকতা না থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই। অতীতে যখনই পূর্ববাংলা নিজেদের অধিকারের কথা বলেছে, তখনই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হয়েছে। আমি ভারতের জনগণকে উপদেশ দিতে চাই না, আমি শুধু বলতে চাই—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাব ।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার

আমি সোজা মানুষ। আমি যা বুঝি, আমি তাই করি। বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি আবারও বলছি যে, আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয় ।

জয় বাংলা, জয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জয় হিন্দ, ভারত-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক জনসভায়, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

ঢাকা

আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, আমার বোনেরা, ভাইদের কথা নাই-বা বললাম। আমার ছোট ছোট মেয়েরা, ভাইদের কথা বললাম না এই জন্য—ওরা সবসময় আমাকে চারদিকে ঘিরে থাকে। যদিও মুখে মুখে বলে যে, সকলের সমান অধিকার। কিন্তু ছাড়তে চায় না অধিকার কেহ। আমি আপনাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে এবং আপনাদের কাছে আসতে পেরে সত্যিই খুব আনন্দিত, আর আপনারা যে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, সে জন্য আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যে সংগঠন করেছেন, সত্য কথা বলতে কি আমাদের দেশে এই রকম সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং আপনারাই এর ভালো করে প্রতিষ্ঠিত করুন। সমস্ত বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় মহকুমা জেলায় পর্যন্ত আপনারা গড়ে তুলুন। আমি আপনাদের এটুকু শুধু বলতে পারি—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমি কাউকে কোনোও রকমের ওয়াদা করি না । কারণ ওয়াদা করার মতো শক্তি আমার নাই। এটুকু বলতে পারি, আমার দিক দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন আপনারা সকল প্রকার সাহায্য এবং সহানুভূতি পাবেন। আমি আমার ছোট বোনদের প্যারেড দেখে সত্যিই খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের শৃঙ্খলা দেখে আমি সত্যি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি, ভবিষ্যৎ বংশধর, স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধর ছেলে ও মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলবে—যাতে দুনিয়ার সভ্য জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ।

অন্ধ সংস্কারে আমাদের জাতির একটা অর্ধেক অংশকে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলাম। আপনারা ধর্মে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই স্বাধীনতায় বাংলাদেশের ভাই-বোনদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আছে। আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে । ছোট বোনেরা, লেখাপড়া শিখো।

যদিও আজকে প্রথম স্বাধীনতা দিবস। সত্য কথা বলতে কি, আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারি নাই। কী করে হাসবো বলুন? রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দরকার। বাংলার মানুষ আজ দুঃখী। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজ অনাহারে-অর্ধহারে দিন যাপন করছে। পাকিস্তানের দস্যু বাহিনীরা ইসলামের নামে যে পশুর অত্যাচার আমার বাংলার বুকে করেছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নাই। আজ আমার ২ লক্ষ বোন নির্যাতিত। আজ আমার ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে। আজ আমার ৩ কোটি লোকের ঘর-বাড়িকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার গুদামে চাল ছিল না। আমার ব্যাংকে টাকা ছিল না। আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার বেলা সমস্ত ধ্বংস করে চলে গেছে। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর এই বাংলাদেশে গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আমি আমার বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। জনসাধারণ আজ কষ্ট পাচ্ছে। তারা বোঝে যে, এই সরকারের হাতে কিছু নাই। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে আমাকে ঘুরতে হচ্ছে। আপনারা জানেন স্বাধীনতা আমার বৃথা হয়ে যাবে, ত্যাগ আমাদের বৃথা হয়ে যাবে, শহীদের আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে, যদি সাত কোটি মানুষ প্রাণ ভরে না হাসে, আর সাত কোটি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই বাংলাকে শোষণহীন সমাজ হিসেবে গড়তে হবে। ভাইয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বোনদেরও এগিয়ে আসতে হবে সেই সংগ্রামের জন্য। জাতি গঠনের সংগ্রামে। কী করে বিশ্বাস করেন আপনাদের কাছে বলবো আমি। আজ বোধহয় আড়াই মাস হলো আমি জেল থেকে বের হয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এসে কী পেয়েছিলাম? আমি আপনাদের কাছে কিছুই বলতে পারবো না। কত কংকাল কত আর্তনাদ ওদের কত যে হাহাকার! কবে যে এদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো আমি জানি না । শুধু এইটুকু জানি, বাংলার মানুষের ভালোবাসা যেন আমার জীবনের পাথেয় থাকে, সেই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারি যে, বাংলার মানুষ যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে, সেই ভালোবাসা থেকে এতটুকু দূরে সরে না যাই আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন। সেদিন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমি থাকবো না। প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি এই স্বাধীনতার সংগ্রাম করি নাই। আপনারা অনেকেই জানেন, প্রধানমন্ত্রী আমি হতে পারতাম অনেক বার। আমি চেয়েছিলাম সুখী সমৃদ্ধশালী শোষণহীন বাংলাদেশ। আপনারা আমার দেশের ভাইয়েরা—যারা মৃত্যুবরণ করেছে, শহীদ হয়েছে তাদের রক্তের কথা মনে করে দুঃখী মানুষের কথা মনে করে—আমার বোনেরা—আপনারা এগিয়ে চলেন । দেশকে নতুন করে

গড়ে তুলি। দেশের মানুষ আবার হাসুক। দেশের মানুষ আবার শান্তি পাক। দেশের মানুষ আবার পেট ভরে ভাত খাক। দেশের মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করুক। এখনও দুষ্কৃতিকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পুলিশের শতকরা ৬০ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করেছে। বাংলাদেশ রাইফেলের শতকরা ৫৬ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার কৃষকদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার ছোট ছোট বোনদের গুলি করে হত্যা করেছে। এতো বড়ো পশু দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই—যে কাজ করে গেছে। এর মধ্যে পেপারে দেখলাম, টিক্কা খান বলেন যে আমি মাত্র ৩০ হাজার লোক মেরেছি। টিক্কা খান, আমি যদি তোমার দেশের মা-বোনদের ৩০ হাজারকে মারতাম, তোমার মনে কেমন লাগতো? পশুত্বের একটা সীমা থাকা দরকার। বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা দরকার। এতো বড়ো বেহায়াপনা মানুষ কী করে হয় আমি জানি না।—মা আমি ৩০ হাজার লোক মেরেছি।—তুমি পশ্চিম পাকিস্তানে আছো বলে তোমার রক্ষা হয়েছে, রক্ষা পেয়েছো। বাংলার বুকে থাকলে তুমি কোনোদিন ফিরতে পারতা না। যুদ্ধের সময় তোমার পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী সৈনিকরা আমার বোনদের ধরে নিয়ে বাংকারে রেখেছে। হাজার হাজার মহিলাদের আমরা উদ্ধার করেছি। কতো বড়ো পশু তোমার লোক। তোমরা মানুষের বাইরে। তোমরা অসভ্য। তোমাদের গালি দেয়ার ভাষা বাংলা ভাষায় নাই, উর্দু ভাষায় থাকতে পারে। তাই আমার ছোট বোনেরা, আমার মেয়েরা, আপনারা—আমি বিশ্বাস করি, কাজ করে যাবেন। ঘরের একটা আধা অংশকে যদি জোর করে, আমি দেখেছি আমার জীবনে যে নারী তার স্বামীকে এগিয়ে দেয় নাই, সে স্বামী জীবনে বড়ো হতে পারে নাই। আপনারা এমনভাবে গড়ে উঠুন যে আপনারা এমন মা হবেন, এমন বোন হবেন যে আপনাদের আদর, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের মনের যে সচেতনতা তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরকে গড়ে তুলবেন। আমি জীবনে অনেক দেখেছি । আমার জীবনে আমি গুলির সামনে অনেকবার দাঁড়িয়েছি। আমার জীবনে ১০/১১ বৎসর আমি জেল খেটেছি। জীবনে কোনোদিন আমার স্ত্রী মুখ খুলে আমার ওপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে বোধ হয় জীবনে অনেক বাধা আমার আসতো। এমন সময়ও আমি দেখেছি যে, আমি যখন জেলে চলে গেছি—আমি এক আনা পয়সা দিয়ে যেতে পারি নাই, আমার ছেলে-মেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তার দান যথেষ্ট রয়েছে। পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা হয়। মহিলার নাম বেশি ইতিহাসে লেখা হয় না। সে জন্য

আজকে আপনাদের কাছে কিছু ব্যক্তিগত কথা বললাম। যাতে পুরুষ ভাইরা আমার যখন কোনও রকমের সংগ্রাম করে নেতা হন বা দেশের কর্ণধার হন তাদের মনে রাখা উচিত, তাদের মহিলাদেরও যথেষ্ট দান রয়েছে এবং তাদের স্থান তাদের দিতে হবে। সে জন্যই আজ আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে—আপনারা যে সুযোগ আমাকে দিয়েছেন, এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিদায় নেবার আগে বলে যাই, আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। অনেক শত্রুরা খেলছে। কিন্তু আমি বাংলার মানুষকে জানি, আর বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি । বাংলার মানুষও আমাকে ভালোবাসে। ষড়যন্ত্রকারীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন বাংলার স্বাধীনতা হরণ করার শক্তি তাদের নাই; ইনশাল্লাহ্ আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। যে মনপ্রাণ দিয়ে আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মনপ্রাণ নিয়ে এই বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং শোষণহীন সমাজ গঠন করার জন্য আপনারা এগিয়ে যান—এই কথা বলিয়া আমি বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সংস্থাকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি, যতটুকু প্রয়োজন সব সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, বাক্স কিন্তু আমার খালি । তার মধ্যে থেকে যদ্দূর পারা যায় তাই করা যাবে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা ।

জয় বাংলা ।

জয় বাংলা ।

বিদায় নিচ্ছি ।

খোদা হাফেজ।

ঢাকা আজিমপুর, ২৬ মার্চ ১৯৭২

আসুন সমবেতভাবে সোনার বাংলা গড়ি

আমার প্রাণপ্রিয় বীর বাঙালি ভাই-বোনেরা, আমরা আজ স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য গভীর বেদনাপ্লুত মন নিয়ে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সাথে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ও অন্যান্য ভূমিকা পালনের জন্যে আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গ দল তথা বাংলাদেশ রাইফেল্স, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ, নির্ভীক যুবক, ছাত্র-কৃষক-মজদুর-বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগতকালের ভাবী বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাসিত করবে ।

আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত ২৫ বছর ধরে আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। পিষ্ট হচ্ছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাণে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত ও হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবি করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের উপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িককালের নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর প্রায় ৩ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত। এ সবকিছুই ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য । আজ আমি যখন আমার সোনার

বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তা'হলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি—বিধ্বস্তমুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো । গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহাসঙ্কটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বিদেশফেরত ১ কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে ২ কোটি গৃহহারা মানুষ, বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা-চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি—এ সবকিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য—এগুলোকে সম্বল করেই আমার সরকার এই মহাসঙ্কট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করবো, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক যন্ত্রকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলবো ।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্ ও পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্যকে হত্যা করেছে। আইনের শাসন কায়েম ও শান্তিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

নতুন নিযুক্তির মাধ্যমে আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করেছি এবং ইতোমধ্যে যে সকল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারী স্বাধীনতাউত্তর সুযোগ-

সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের দমন করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনো বনেদী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে । প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সমগ্র মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা তৈরি করছি।

বিশেষজ্ঞরা খসড়া শাসনতন্ত্র কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করা হবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হবে—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধুরাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক বন্ধুরাষ্ট্রের এই স্বীকৃতিদান রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্যে আমরা বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। এই শুভেচ্ছা সফরের প্রাক্কালে আমরা শান্তি, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এই চুক্তি দুই দেশের মেহনতি মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং সংহতির বন্ধনকে মজবুত করবে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে এসেছি। সেখানে তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ যাঁরা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত

নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোটবহির্ভূত ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎশক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না—এটাই আমাদের কামনা ।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছেন না। তাঁরা ৫ লাখ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছেন। আমি বিশ্বব্যাপী বিবেকসম্পন্ন মানুষ—বিশেষ করে মি. ভুট্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই ইস্যুকে কোনোক্রমেই যুদ্ধবন্দীদের সমপর্যায়ে ভাবা চলবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যার অপরাধে অপরাধী। তারা মানবিকতাকে লঙ্ঘন করেছে, এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে। পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন—নুরেমবার্গ মামলার আসামীদের থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদেরকে তারা স্বজাতি বলে ডাকবেন না ।

যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে। সাহায্য, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্যে আমরা কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্যে কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেয়ার জন্যে অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়েছে। বিধবা, অনাথ ও নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ১০ বছর সময় দরকার। আমাদের বিপ্লবী সরকার আশা করছে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাধা করবে।

বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্যে এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আশা করি ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনতে পারবো। ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ১০

লাখ টন আমদানি করা যেতে পারে। সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্যে ঘোর দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী—আপনারা ধৈর্যধারণ করুন, উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজব বিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে—তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে ।

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজবিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব। এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে।

১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশী ব্যাংকের শাখাগুলো বাদে),

২. সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসহ (বিদেশী বীমা কোম্পানির শাখাসমূহ বাদে), ৩. সকল পাটকল,

৪. সকল বস্ত্র ও সূতাকল,

৫. সকল চিনিকল,

৬. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-যানের বৃহদংশ,

৭. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি,

৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং

৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমি দেশ গড়ার

কাজে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্যে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। শিগগিরই যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, তাতে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হবে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঙালিদের মালিকানার স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নেন, আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেগুলো সবদিক থেকে বিপ্লবাত্মক এবং জনসাধারণকে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে মাঝারি ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের নীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির কাঠামোর মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্যে উৎসাহ দেয়া হবে।

আমি এমন এক নীতি নির্ধারণ করতে চাই, যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণির কর্তব্যবোধের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধে লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।

আমি খুব শিগগিরই শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করছি। সেই সভায় শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তাদের যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানোর পরে আমি আশা করবো যে, শ্রমিক নেতারা আমার সরকার ও আমার সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলাকায় কার্যকরী করবেন। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

আমার ছাত্র ভায়েরা, যারা মুক্তি সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তাদের কাজ করে যেতে থাকে। আমাদের

শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি।

আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আমরা চাষীদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্যে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্যে মওকুফ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে । লবণের উপর থেকে কর তুলে দেয়া হয়েছে।

সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নতমানের বীজ বপন, সার, কীটনাশক এবং প্রতিটি চাষীকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-মালিকানার ক্ষেত্রে পশ্চাতের বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু ১০০ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উচ্চসীমা আরো কমিয়ে আনা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থায় সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তেও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন স্বল্প জমির অধিকারী চাষীদের জন্যে ব্যাপক পল্লীপুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 'কাজ করলে খাদ্য'—এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লী কর্মসংস্থানের জন্যে নগদ ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এটা গড়ে তোলা হবে। আমাদের কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে এটা হবে সহায়ক। এই সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন। সেই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যাঁরা পাটচাষীদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ হয়েছেন তাঁদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি ইতোমধ্যে

প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামে কাজ করার জন্যে ৫০০ ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছি। বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না । সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে। এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্যে আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্বসভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি—আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের লাল আস্তরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। আমি জীবনেও কোনো দিন কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই নাই। শত্রুরা বাংলাদেশের সব কিছু ধ্বংস করে গেছে, কিছুই রেখে যায় নি । কী করে যে এ দেশ চলবে, সত্যিই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি ।

শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে—শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি ।

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে, ২৬ মার্চ ১৯৭২

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বসবার সুযোগ পেয়েছি । আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক দিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে ৩০ লাখ ভাই- বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই তাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এদেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে এ দেশের জনগণ, রক্ত দিয়েছে সামরিক বাহিনীর ভায়েরা, রক্ত দিয়েছে পুলিশ, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসার মোজাহেদরা । রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায় নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পুলিশ- সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই ।

আজ তাঁদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যাঁরা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেককেই বন্দী করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—তাঁদের নামও ঐ

প্রস্তাবে রয়েছে যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন। সাথে সাথে অন্যান্য যাঁরা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সাথে সাথে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেবো, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে—যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তাঁরা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পিকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড়ো করতে চাই না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন; যেমন—হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তফাজ্জল হোসেন—আমাদের মানিক ভাই। এঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন দিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাঁদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন ।

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল

যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত করেছিল । আমাদের নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত করে আমাদের কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল । আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম, সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫শে মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইন-কানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না । প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চা পর্যন্ত হত্যা করে তারা জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক যাকে পাও তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই। তাদের জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দরখাস্ত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে— লুটপাট করো। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র ৭ কোটি বাঙালির উপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করতো, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫শে মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করলো। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে । আমি অয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌছিয়ে দেয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার: উপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকতো, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো? এখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায় করা হবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদেরকে বুকে টেনে নেয়। ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ

করে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তাঁরা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন। স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত জোয়ানদের, যারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে। আমি স্মরণ করি রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যাঁরা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে আমার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে, যাঁরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যাঁরা যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সকলকে আমাদের এ গণপরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনটি ভেটো দিয়েছিল, তা না হলে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা কী হতো তা বলতে পারি না। যে সমস্ত পূর্বইউরোপীয় দেশ আমাদের সমর্থন দিয়েছিল, বিশেষ করে পোল্যাণ্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই ।

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সে জন্যে এগুলো বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের বাংলার গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরকম কত নির্যাতনই না আমাদের লোককে সহ্য করতে হয়েছে এবং তাঁরা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন সেজন্যে তাঁদেরকে যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই ।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটা সংবিধান দেয়া, এবং যত তাড়াতাড়ি হয় সেই সংবিধান দেবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাঁদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায়

বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমাদের সহকর্মীদের আত্মীয়স্বজনের উপর অত্যাচার করা হয়েছে; তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগতো, অনেক দেরি হয়ে যেত। এই এসেম্বলি-ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বার বসার জায়গা ছিল; আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই এসেম্বলি ভবনও না থাকতো, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন—এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই, আমরা কিছু দিতে পারছি না, মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন—আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসবো। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করবো তা নয়; দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইবো। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত ২৩ বছরে কী দেখেছি— শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে 'মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলে 'হিন্দুস্থানের দালাল'—এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সে সব যাতে এ দেশ থেকে উঠে যায়, সে জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারী কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়, কোন দল ছোট তা দেখবেন না; কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ

থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাবো ।

এখানে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর অ্যাসেম্বলি কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সে জন্যে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তাঁরা মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদেরকে, এখানে যাঁরা কাজ করেছেন। তাঁরা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি যেন না হয়; কারণ এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে; এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[জনাব স্পিকার : এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে-আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে :

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ই.পি.আর., পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথার্থভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে-ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বীকৃতি ও সমর্থিত হয়েছিল একই সাথে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতার সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সাথেও এই পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা— যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্যে একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ

করেছে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন, তারা 'হ্যাঁ' বলবেন । সদস্যগণ : (সমস্বরে) : 'হ্যাঁ'।

('না' কেউই বলেন নাই)

জনাব স্পিকার : এই প্রস্তাব গৃহীত হলো ।]

বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে, ১০ এপ্রিল ১৯৭২

শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়

চেয়ারম্যান নির্বাচন ও শপথ গ্রহণ

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী) : 'এই পরিষদ স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার জন্য এবং পরিষদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিষদ সদস্যদের মধ্যে প্রবীণতম পরিষদসদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে মনোনীত করছি।'

(মনোনীত সভাপতির আসন গ্রহণের পর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন)

জনাব সভাপতি : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমি, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত শপথ করছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব এবং আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তা সততার সঙ্গে পালন করব।

(সমবেতভাবে সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ)

জনাব সভাপতি : আপনারা সবাই আমার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করুন—'আমি (নিজ নিজ নাম বলুন) দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব এবং আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তা সততার সঙ্গে পালন করব।'

(শপথ গ্রহণ সমাপ্ত)

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শপথপত্রে স্বাক্ষর করে নিজ নিজ স্থানে রেখে দিন ।

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী) : জনাব সভাপতি সাহেব, আমি একটি

বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয় একটি বিতর্কমূলক জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যার জন্য একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে আজকে এই এসেম্বলীতে বসেছি, এই গণপরিষদে বসবার জন্য একটি কার্যপ্রণালী-বিধি দরকার। তা না হলে সদস্যরা এখানে বসবেন কী করে? তাই রাষ্ট্রপতি একটি অস্থায়ী কার্যপ্রণালী বা কার্যবিধি আমাদের দিয়েছেন। এখন এই হাউস থেকে সাব-কমিটি গঠন করা হবে, যার সামনে সেটা পেশ করা হবে এবং সেখানে সুন্দরভাবে এর উপর একটা কার্যপ্রণালী-বিধি স্থির করা হবে। এখন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে যে অস্থায়ী কার্যপ্রণালী-বিধি এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, তাতে আপনাদের অনুমোদন প্রয়োজন। যে পর্যন্ত হাউস কমিটি এই পরিষদের কার্যপ্রণালী-বিধি স্থির না করবেন, সে পর্যন্ত কাজ চালাবার জন্য একটি বিধানের প্রয়োজন আছে। এর দরকার আছে এই জন্য যে, আপনারা সদস্য হিসাবে যাতে এখানে বসতে পারেন। আমি বুঝতে পারি না এর মধ্যে এত আলোচনার কী আছে। আমি আশা করি আর সময় নষ্ট না করে আপনারা অস্থায়ী কার্যপ্রণালী-বিধি গ্রহণ করবেন। তারপর হাউস কমিটি করে পুরাপুরি Rules of Procedure করবেন। এখন আপাততঃ কাজ চালাবার জন্য এই অস্থায়ী কার্যপ্রণালী-বিধির প্রয়োজন আছে। তাই রাষ্ট্রপতি এটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন । আপনারা এর ভুল-ত্রুটি দেখবেন, প্রয়োজনবোধে বাড়াবেন বা কমাবেন। আমি সভাপতি সাহেবকে এর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

শোক-প্রস্তাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : স্পীকার সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি একটা শোক-প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। জনাব স্পীকার সাহেব, "বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বাংলার যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মহান আত্মার প্রতি এই পরিষদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে যে সমস্ত মাননীয় পরিষদ-সদস্য তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছেন, সেই সমস্ত স্মরণীয় ও বরণীয় বীর সহকর্মী সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই পরিষদ শোক জ্ঞাপন করছে। মাননীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুদ্দিন, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব মসিউর রহমান, জনাব নজমুল হক সরকার, জনাব আব্দুল হক, ডাক্তার জিকরুল হক, জনাব

সৈয়দ আনোয়ার আলী ও জনাব এ. কে. সরদার মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা ছাড়াও গত নির্বাচনের পরপরই জনাব আহ্মদ রফিক গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তির শিকারে পরিণত হন এবং চট্টগ্রামের বীর সন্তান ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব এম. এ. আজিজ ইন্তেকাল করেন। এই সমস্ত সংগ্রামী নেতার বিদেহী আত্মার সাথে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শহীদ ভাই-বোনেরা, যাঁরা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মবলি দিয়েছেন ও ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন তাঁদের জন্য এই পরিষদ তাঁদের আত্মদানের গৌরবময় স্মৃতিকে চিরকাল স্মরণ রাখবে এবং এই পরিষদকে তাঁদের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। এই পরিষদ তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।"

আমি আশা করি সকলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবেন। জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি এক মিনিট তাঁদের আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করবেন ।

(সদস্যরা দাঁড়িয়ে মোনাজাত করেন এবং জনাব স্পীকার মোনাজাত পরিচালনা করেন।)

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব

শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারছি সে-সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক দিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, ত্রিশ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে-রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে-রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এ দেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক,

বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে এ দেশের জনগণ, রক্ত দিয়েছে সামরিক বাহিনীর ভাইয়েরা, রক্ত দিয়েছে পুলিশ, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ই.পি.আর., রক্ত দিয়েছে আনসাররা, মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায় নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পশু সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই ।

আজ তাঁদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যাঁরা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেককেই বন্দী করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—তাঁদের নামও ঐ প্রস্তাবে রয়েছে যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করেছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যাঁরা স্বাধীনতা জন্য রক্ত দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পীকার, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পীকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড়ো করতে চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ

কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন; যেমন, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ারদী, শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, বর্বর পাক-বাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তফাজ্জল হোসেন—আমাদের মানিক ভাই। এঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাঁদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন ।

গত বছর নির্বাচন হল। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদেরকে কলোনী এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত করছিল, আমাদের নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত করে আমাদেরকে কলোনী করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫শে মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোন আইন-কানুন মানে নাই। কোন সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনরূপ ওয়ার্নিং না দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে তারা এক জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক যাকে পাও, তাকেই হত্যা করো, কোনরূপ দয়া-মায়া নাই। তারে জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দস্তখত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট কর। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথা আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির উপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫শে মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ

আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ-সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোন নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো? এখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায় করা হবে। আমার দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদের বুকে টেনে নেয়, ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তাঁরা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন। স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত জোয়ানদের, যাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে। আমি স্মরণ করি রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যাঁরা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে আমার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানীর জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে, যাঁরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। যাঁরা যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সকলকে আমাদের এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনটি ভেটো দিয়েছিল; তা না হলে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা কী হতো তা বলতে পারি না। যে সমস্ত পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল, বিশেষ করে পোল্যাণ্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই ।

জনাব স্পীকার, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায় । সেজন্য এগুলি বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর; কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের বাংলার গ্রাম-কে-

গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সী নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরকম কত নির্যাতনই না আমাদের লোককে সহ্য করতে হয়েছে এবং তাঁরা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন, সেজন্য তাঁদেরকে যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই ।

জনাব স্পীকার, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো—জাতিকে একটা সংবিধান দেওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দেবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাঁদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমার সহকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনের উপর অত্যাচার করা হয়েছে; তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার পুরাপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগত, অনেক দেরি হয়ে যেতো। এই এসেম্বলী-ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বারের বসার জায়গা ছিল; আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই এসেম্বলী-ভবনও না থাকত, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন—এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই; আমরা কিছু দিতে পারছি না; মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আপনার কাছে আবার বলছি—যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসব। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করব তা নয়; দলমতনির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইব। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত তেইশ বছরে কী দেখেছি—শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে

মার্শাল-ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলেই "হিন্দুস্থানের দালাল" এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সে সব যাতে এদেশ থেকে উঠে যায়, সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পীকার, আপনি এই পরিষদের স্পীকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারী কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়, কোন দল ছোট, তা দেখবেন না; কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইন্সাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাব ।

এখানে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর এসেম্বলীর কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করে এত তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তাঁরা মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদেরকে, এখানে যাঁরা কাজ করছেন। তাঁরা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি যেন না হয়; কারণ, এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে; এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব স্পীকার : এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে :

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ই.পি.আর., পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা- কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে-ঘোষণা করেছিলেন এবং যে-ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন...

সদস্যগণ : (সমস্বরে) "হ্যাঁ"।

('না' কেউ বলেন নাই)

জনাব স্পীকার : এই প্রস্তাব গৃহীত হলো ।

জনাব নুরুল হক : জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের ৪ লক্ষের উপর বাঙালি এখনও পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরতে পারে নাই। আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নিকট তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই। আমি এই হাউসের মাধ্যমে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পাকিস্তানের আটকে-পড়া বাঙালিরা অনতিবিলম্বে দেশে ফিরে আসতে পারে এবং সে সম্বন্ধে সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমার অনুরোধ এ সম্বন্ধে এই হাউসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক ।

শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পীকার সাহেব, নুরুল হক সাহেব যে কথা বলেছেন, তার উত্তরে আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, পাকিস্তানে যে ৪ লক্ষের অধিক বাঙালি আটকে পড়ে আছে, তাদের বিষয়ে আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। জাতিসংঘের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হচ্ছে কী করে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হচ্ছে না। আমরা বার বার বলছি, সভা-সমিতিতে বলছি। কারণ আইনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে বলা হচ্ছে, জাতিসংঘকে জানানো হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টিও এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারকেও বলা হয়েছে—আমাদের লোকদের ফিরিয়ে দাও, আর এদেশে যারা থাকতে না চায়, তাদের ফিরিয়ে নাও, আমি তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি। তবে যারা যুদ্ধ-অপরাধী, তাদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে। আমাদের বাঙালি, যারা পাকিস্তানে আটকে আছে, তারা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল, তারা কেউ যুদ্ধ-অপরাধী নয়। তাদের সঙ্গে আর কারো তুলনা করা যাবে না । সেইজন্য আমরা দাবি করেছি যে, আমদের লোক, যারা পাকিস্তানে আছে, তাদের ফিরিয়ে দাও, আর অন্য দেশের যারা বাংলাদেশে থাকতে চায় না, তাদের ফিরিয়ে নাও। তবে যারা জঘন্য যুদ্ধ-অপরাধী, যারা এই দেশে পাশবিক অত্যাচার করেছে, লুট করেছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের বিচার হবে যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে। আমি মাননীয় সদস্যদের আর একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কোন প্রস্তাব আনার আগে পার্টিতে তা আলোচনা করে তারপর তা পরিষদে উত্থাপন করবেন। তা না হলে এর দ্বারা পার্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। জনাব স্পীকার সাহেব, আমার মনে হয় আমাদের আজকের কার্যসূচী শেষ হয়েছে।

১০ এপ্রিল ১৯৭২

গণপরিষদ একটা সুপ্রিম বডি

বিশেষ অধিকার প্রশ্ন

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী) : জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আমার এই মাইকটি একটু উঁচু করে দেবেন, আমি মানুষ একটু বেশি লম্বা ।

জনাব স্পীকার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের ভুললে চলবে না এবং সদস্য ভাইদের আমি বলি যে, আমরা গণপরিষদের সদস্য, সদস্যদের একটা বিধি- প্রণালী আছে; এর বাইরে প্রশ্ন করবার অধিকার নাই; এটা পার্লামেন্টারী কনভেনশন । আমি আপনার মাধ্যমে আমার সহকর্মীদের অনুরোধ করবো—দেখবেন, শেখবার চেষ্টা করবেন। আমরা বহুদিন পার্লামেন্টারী কাজ করতে পারি নি, আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল' জারির পরে পার্লামেন্ট হয় নি; সেই জন্য আমরা সুযোগ পাই নি পার্লামেন্টারী রাজনীতি কাকে বলে এবং গণপরিষদ কাকে বলে তা শিখবার। সেই জন্য আমাদের কিছু অসুবিধা হয়। তাই বহুদিন পর সদস্যরা এসে কথা বলতে চায়, যদিও সেটা অনেক সময় বিধি বা Rules-এর বাইরে হয়। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যখন একজন কথা বলেন, তখন অন্য কারো বাধা দেওয়া উচিত নয়; এরূপ নিয়ম নাই । আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে, গণপরিষদ একটা সুপ্রীম বডি, আমাদের ব্যবহারে বাইরে এমন কিছু প্রকাশ পাওয়া উচিত নয় যাতে জনসাধারণের কাছে আমাদের ইজ্জত নষ্ট হয়। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, যেসব রুল্স, রেগুলেশন এবং বিধি আছে, তা আপনি অনুসরণ করেন। আমি আপনাকে এই হাউসের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।

শেখ মুজিবুর রহমান : মেম্বরদের আর একটা বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে চাই।

স্পীকার যখন কথা বলেন, তখন আর কোন মেম্বরের অধিকার নাই কথা বলার। বললে আপনি মেহেরবানি করে তাঁকে পরিষদ থেকে বের করে দিতে পারেন ।

পরিষদ কমিটি গঠন প্রসঙ্গে

জনাব স্পীকার : আমি সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করছি যে, আপনারা এখানে একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না এবং সকলে স্পীকারকে সম্বোধন করে কথা বলবেন। যা কিছু বলবেন, তা স্পীকারকে সম্বোধন করেই বলবেন। আর কোন বক্তৃতা নয়, বর্তমানে হাউসের সামনে আর কোন প্রস্তাব নাই। যে প্রস্তাব ছিল, তা অনুমোদিত হয়েছে, গৃহীত হয়েছে। এখন আর কোন কাজ নাই, এখন পরিষদ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সমাপ্তি বক্তৃতা করবেন ।

শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদ-সদস্যদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না, অনেকদিন পর আমরা এখানে বসার সুযোগ পেয়েছি। তাই অনেক সময় আমরা পরিষদ-বিধি না মেনে অনেক কথা বলে ফেলেছি, কিছুদিন আপনাকে এটুকু সহ্য করতে হবে। কারণ সদস্যরা বহুদিন পর এখানে বসবার সুযোগ পেয়েছেন। সকলে এখন পর্যন্ত সব জিনিস দেখবার সময় পান নাই—গণপরিষদ কার্যপ্রণালী বিধিতে কী আছে, তাও দেখবার সময় পান নাই। তাই মাঝে মাঝে দুই একটা কথা কেউ কেউ এদিক-ওদিক বলে ফেলেছেন ।

আমি আপনার মাধ্যমে গণপরিষদ সদস্যদের বলতে চাই যে, আপনারা কটাক্ষ করে কেউ কাউকে কিছু বলবেন না। কারও প্রতি কটাক্ষ করে কথা বলা উচিত নয়। কোনো সদস্য অন্য কোনো সদস্যকে সম্বোধন করে কথা বলতে পারেন না। সকল মেম্বারকেই জনাব স্পীকারকে সম্বোধন করতে হবে—এটা সকল সদস্যের জানা দরকার ।

আমি আবার সদস্যদের অনুরোধ করছি, আপনারা কারো প্রতি কটাক্ষ করে এই পরিষদে কোনো কথা বলবেন না। আমার আর একটি আবেদন এই যে, আপনারা যে গণপরিষদের সদস্য, একথা যেন ভুলে না যান। আমি আপনার মাধ্যমে সদস্যদের আরও বলতে চাই যে, পরিষদে একজন বলতে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচজন দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না। এতে

পরিষদের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আমরা পরিষদ-সদস্য হবার যোগ্য নই। আমি আশা করি পরিষদের সকল সদস্য সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আপনি যেভাবে দুই দিন পরিষদের কাজ চালিয়েছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিষদ-সদস্যরা যেভাবে দুই দিন ধৈর্য ধারণ করে পরিষদের কাজ চালাতে সাহায্য করেছেন, তাতে তাঁদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির আজ যে সভা হবে, সেখানে দরজা বন্ধ করে সব বিষয় আলোচনা করতে পারবেন। আজ বিকাল ৫টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সভা হবে। সেখানে পার্টির সব বিষয় আলোচনা করা হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের এখানে একজন মাত্র ন্যাপের সদস্য আছেন। তিনি কিছু বেশি সুযোগ পেতে পারেন। সে জন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না, তাঁকে কিছু বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত এবং আমি দেখেছি যে, তিনি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও সুযোগ পাবেন। এখানে কথা বলার অধিকার সকলেরই থাকবে। গণপরিষদে বিরোধী দল বলে কোন জিনিস নাই। এটা আফসোসের বিষয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকা উচিত। নির্বাচন হয়েছে, বিরোধী দলের সদস্যরা অধিক সংখ্যক নির্বাচিত হতে পারেন নাই । সে জন্য দুঃখ করে লাভ নাই। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এখানে বিরোধী দল হবে, আপনারা দেখতে পাবেন। বিরোধী দল হলে আমি তাদের স্বাগতম জানাব ।

পরিশেষে আমি এখানকার সকল কর্মচারীকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে সদস্যদের ধন্যবাদ দেওয়ার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে সদস্যরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সে জন্য আমি সদস্যদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ; খোদা হাফেজ ।

১১ এপ্রিল ১৯৭২

১৯৭২ সালের মহান মে দিবস

আমার প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করেছে, এজন্যে দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের জন্যে আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতি মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক- কৃষক-ছাত্র-যুবক যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনোদিন আমাদের কাছে কোনো দাবি-দাওয়া নিয়া আসবেন না। কিন্তু এই লাখ লাখ শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এ দেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগ্রামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষদেরকে আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্যে বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনেপ্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোনো শ্রেণিবিশেষের ভোগ-লালসার জন্যে এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে

অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবু লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে ।

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে ৭ কোটি দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশীদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশীরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলে নি। এর পরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাবমোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্যে আমাদের সাধ্যমতো আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্যে বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদককে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথম বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ১৬ কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের ১০ কোটি টাকার তাকাভি ঋণ, ১ লাখ ৯০ হাজার টন সার, ২ লাখ মণ বীজধান দেয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্কুলঘর পুনর্নির্মাণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সাহায্যের জন্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭টি রেল-সেতুর মধ্যে ২৬২টির এবং ২৭৪টি সড়ক-সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামত কাজ ইতোমধ্যেই শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্যে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক, বীমা এবং শিল্প-ব্যবসায়ে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। কারখানার উৎপাদন প্রায় থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্পজীবনে নিশ্চলতা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবিনিয়োগ সংস্থা এবং শিল্প-কারখানাগুলোকে সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করতো। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এই জন্যই সরকারের উপর অত্যন্ত গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বৎসরের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন ব্যাংক-বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্প, অভ্যন্ত রীণ নৌ-পরিবহণ বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প-কারখানার একটা বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরাপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাঁদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্যে সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না । এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্ত রায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গির ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়াসহ দেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায়, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয় ।

শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য আমি ইতোমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্পকারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে, তেমনি সরকারি-প্রশাসনযন্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর

জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় বেতন কমিশন' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকুরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।

জনগণের জানা আছে, আমদানি কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব হয়েছে। যুদ্ধে বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিছু সংখ্যক এজেন্ট অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীরা পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টন খাদ্যশস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সাড়ে সাত লক্ষ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেবার আশ্বাস দিয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। খাবার, তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে।

আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স, পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা

গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি, এই দুর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া দরকার। আপনাদের সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের গরিব সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পুলিশ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল্স, দেশরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার-পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এই বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকরী হবে এবং আগামী পহেলা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এই বাড়তি টাকা পেয়ে যাবেন। যে সকল সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই হারে সাহায্যদান মঞ্জুর করেছে :

১. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২৫ টাকা ।

২. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণিভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন ।

৩. মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ৯৫ টাকা :

ক. এই শ্রেণিভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন ।

খ. যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান বা যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড্ এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী, তাঁদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোনো অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না ।

যে সকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেশন, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ,

রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি তত্ত্বাবধানের অধীন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন ও মাসিক ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে :

১. মাসিক মজুরি ১২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২৫ টাকা ।

২. মাসিক মজুরি ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন ।

৩. মাসিক মজুরি ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ১৫ টাকা :

ক. এই শ্রেণিভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন ।

খ. যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে ।

এই সুবিধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বদলী ও ওয়ার্কচার্জড্ শ্রমিকরাও পাবেন।

সরকারের মালিকানাধীন বা তত্ত্বাবধানাধীন চা বাগানের শ্রমিকরা এই হারে এসব সাময়িক সুবিধা ভোগ করবেন :

ক. দুই সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবেন।

খ. এক সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা পাবেন।

আমি বিশ্বাস করি, এই পদক্ষেপগুলো আপনাদের বর্তমান দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ-জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির উপর কোনোক্রমেই নির্ভরশীল নয়। সেটা তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কারখানাগুলো পুরোমাত্রায় চালু হবে। আমরা এ পর্যন্ত কোনো নতুন কর, খাজনা ধার্য করি নাই। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়াবার জন্যে সরকারকে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের সুবিধা দেবার জন্যে ইতোপূর্বে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মাফ করে দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি ।

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব। এ দেশের চাষী, তাঁতী, কামার, কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুঁজবার জন্যে নেই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নাই করে দিয়ে গেছে । তবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্যে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশী এজেন্ট ও দুষ্কৃতিকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ- দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ, আপনারা এই সাম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন । কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করছে। আপনারা তাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবো না। আপনারা জানেন আমি একবার কোনো অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করি নি যে, রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবো। সমৃদ্ধির পথে কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার নেই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরো আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে। খোদা আমাদের সহায় আছেন ।

জয় বাংলা ।

জাতির উদ্দেশ্যে, ১ মে ১৯৭২

আমার কর্তব্য আমি করবো

আমি জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন । আমি জানি, রৌদ্রের মধ্যে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আপনারা শান্ত হোন। আপনারা জানেন, ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। আজ প্রথম আপনাদের কাছে জেল থেকে বেরোবার পর আমি রাজশাহীতে এসেছি। আমি বক্তৃতা শুরু করবার আগে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করবেন। আসুন, প্রথমে বক্তৃতা শুরু করার আগে তাঁদের আত্মার জন্যে দোয়া করি আমরা ।

আমার ভায়েরা ও বোনেরা, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু বড়ো ত্যাগের বিনিময়ে। এত রক্ত কোনো দেশের জন্য কোনোদিন কোনো জাতি দেয় নি, যা আজ আমার বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে। আজ ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে । জালেমরা রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার সরকারি কর্মচারীদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার পুলিশ ভাইদের, বিডিআর, সামরিক বাহিনীর ছেলেদের গুলি করে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার কৃষক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার সাংবাদিকদের ।

আপনারা রাজশাহীর জনসাধারণ, আপনারা তা জানেন। আপনারা নিজেরা ভুক্তভোগী । এই রাজশাহীর উপর দিয়ে তাণ্ডবলীলা চলেছে। বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় এই তাণ্ডবলীলা চলেছে।

আমি জানতাম না যে, আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমাকে ২৫ তারিখে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আমার ভাইদের ওপর মেশিনগান চালানো হয়। আমি মরে গেলেও আমার দুঃখ হতো না, কেননা আমার বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছে। আমার আত্মা

দেখতো। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না যে, আপনাদের সাথে আমার আর জীবনে দেখা হবে। আমি জানতাম না যে, বাংলার মাটিতে আমি আবার ফিরে আসবো। আমি জানতাম না যে, আপনাদের মুখ আমি আর দেখতে পাবো। আমি জানতাম না যে, জীবনে কোনোদিন আর এই সোনার দেশে সোনার বাংলায় আমি ফিরে আসতে পারবো। আপনারা দোয়া করেছেন, আপনারা রক্ত দিয়েছেন, আপনারা সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামের ফল হিসেবে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে মাত্র ৪ মাস পূর্বে বাংলার মাটিতে এসেছি। এসে কী দেখলাম! দেখলাম চারদিকে হাহাকার। এসে দেখলাম গৃহহারা, সর্বহারার আর্তনাদ। এসে দেখলাম লাখ লাখ লোক বেকার। এসে দেখলাম আমার মা-বোন কাঁদছে। হত্যা করা হয়েছে কারো স্বামীকে, কারো ছেলেকে, জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঘর, ধ্বংস করে দিয়েছে বাজার, গ্রাম-কে- গ্রাম। রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে, স্টিমার ভেঙ্গে দিয়েছে, অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে। লুট করেছে বৈদেশিক মুদ্রা। কিছু রেখে যায় নি, ভস্মীভূত একটা দেশ ছাড়া ।

আপনারা আমাকে ভালোবাসেন—আমি আপনাদের ভালোবাসি। আমি যাবার বেলায় বলেছিলাম, আমি যদি মরে যাই, আমি যে ডাক দিয়ে যাব—আমার বাংলার মানুষ অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে। আপনারা তা করেছেন। আপনারা বিনা অস্ত্রে জালেমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলার মাটি থেকে বর্বরের দল চলে গেছে। কিন্তু ধ্বংস করে দিয়েছে আমার সব কিছু। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা একদিন হাসবে। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলার মানুষ একদিন পেট ভরে ভাত খাবে। ইনশাল্লাহ্ বাংলার মানুষ আবার সুখী হবে। শোষণ বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। ভাইয়েরা আমার, আজ আপনাদের আমি কিছুই দিতে পারি না। আমি কিছুই দিতে পারবো না। যারা আপনাদের ধোঁকা দেয় তারা দিতে পারে, আমি ধোঁকা দিতে পারি না ।

আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনো দিন মিথ্যা ওয়াদা করি নাই। আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্যে রাজনীতি করি নি। একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন, আর একদিকে ছিল আমার ফাঁসির ঘর। আমার বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসিকাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম ।

আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই?

আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক। কিন্তু বড়ো দুঃখ পাই, জালেমরা কিছুই রেখে যায় নি। সমস্ত নোটগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, বিশ্বাস করুন, যেদিন আমি এসে সরকার নিলাম—এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রাও পাই নি ।

১ কোটি লোক—১ লাখ, ১০ লাখ, ৫০ লাখ নয়; ১ কোটি লোক বাংলাদেশে তাদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে, মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। মহীয়সী নারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনসাধারণ আমার দেশের লোককে ভাত দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। আমার মুক্তিবাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল, যে অস্ত্র দিয়ে পাষণ্ড ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। কত ছেলে যে আজ মারা গেছে। ৩০ লাখ, ১ লাখ-২ লাখ নয়। আজ যখন আমি এখানে এলাম; আমার বোনেরা আমার কাছে এল—তাদের স্বামীকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আমি যখন গ্রামে যাই, আমি দেখতে পাই চারদিকে শুধু চোখের পানি । মানুষ এতো বড়ো নির্দয় হতে পারে, মানুষ এতো বড়ো পাষণ্ড হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় নি। শুনেছি নমরুদের নাম, শুনেছি ফেরাউনের নাম, শুনেছি হিটলারের নাম, শুনেছি চেঙ্গিস খাঁর নাম। কিন্তু সব খানদেরকে পরাজিত করেছে ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যবাহিনী । তারা এসেছিল ইসলামের নামে, তারা এসেছিল মুসলমানের নামে ।

শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, ২ লাখ মা-বোনকে আমি উদ্ধার করেছি, যাদের উপর ইয়াহিয়ার সৈন্যরা পাশবিক অত্যাচার করেছে। আপনারা কি বিনা অস্ত্রে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি? বলছেন পারবেন না, এই গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে?

ওরা আমার শতকরা ৬০ ভাগ পুলিশকে হত্যা করেছে। শতকরা ৫০/৬০ ভাগ বিডিআরকে হত্যা করেছে। অর্ধেকের মতো বাঙালি সৈন্য হত্যা করেছে।

পুলিশরা আপনাদের ভাই। আপনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এবারও তারা অস্ত্র ধরবে। আমি চাই যে, জনগণ তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার দুশমনদের সঙ্গে আমার আপোস নেই। ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা আমি নষ্ট

করতে দিতে পারি না ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি ১৬ কোটি টাকা দিয়েছি টেস্ট রিলিফের কাজে। আপনারা গ্রামে গ্রামে টেস্ট রিলিফের কাজ করেন এবং কেউ যেন এই টাকা চুরি করতে না পারে। ২ লাখ মা-বোন! বলুন, এদের আমি কোথায় কী করবো? কী করে আমি বাঁচাবো? কী করে আমি খাবার দেবো? আমার গুদামে চাল নাই । আমার তহবিলে পয়সা নাই। কিন্তু আমি মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারি না। তাই প্রথমে আমি বলে দিলাম, টাকা নাই ঠিক, কিন্তু গরিবকে অত্যাচার করে খাজনা আদায় করা চলবে না। তাই যত বকেয়া খাজনা ছিল আমি চিরদিনের জন্যে মাফ করে দিয়েছি। লবণের ওপর কর থাকতে পারে না । আমি তা তুলে নিয়েছি।

এই ময়দানে একবার আমি একটা কথা বলেছিলাম, আপনাদের তা মনে আছে কিনা জানি না । আমি যদি বেঁচে থাকি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ হয়ে যাবে ।

আমি মাফ করে দিয়েছি। প্রায় ৭০ কোটি টাকা আমি মাফ করে দিয়েছি। বলুন, আমি টাকা পাবো কোথায়? আমার গুদামে চাল নেই। গত বছর মানুষ কৃষিকাজ করতে পারে নি। সাড়ে ৭ লাখ টন চাল ভারত সরকার এবং মিসেস গান্ধী দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন এবং পাঠাচ্ছেন। জাতিসংঘ থেকে আমরা খাবার পাচ্ছি। বিভিন্ন দেশ থেকে খাবার আমি কিনছি । আনবো কী করে? জাহাজ কোথায়? বর্বররা জাহাজ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বড়ো বড়ো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গেছে, যাতে অন্য জাহাজ না আসতে পারে । রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে জাহাজগুলো তুলছি। জাতিসংঘ আমাকে ৬ লাখ টন চাল দেবে। এছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশকে বলছি, আমার লোককে বাঁচাও, আমার লোককে খাবার দাও। আমার দেশের লোক মরে গেল। খাবার দাও। দুঃখ হয় কি জানেন? আমি ভিক্ষা করে চাল নিয়ে আসি, আমি গ্রামে গ্রামে পাঠাই, আর চোরাকারবারী সে মাল চুরি করে খায়। ইচ্ছে হয়, ওদের পেটের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আমি কালোবাজারীর পয়সা বের করে আনি। বাংলার জনগণ বিনা অস্ত্রে মোকাবিলা করেছে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের। পারবেন না শেষ করতে? আমি তো অস্ত্র দিয়ে যাই নি, আমি তো পয়সা দিতে পারি নি। আমি তো দিয়েছিলাম শুধু আদর্শ, দিয়েছিলাম স্বাধীনতার ডাক ।

বাংলা আজ স্বাধীন হয়েছে। আজ বাংলার পতাকা উড়ছে। দুনিয়ার প্রায় ৭০টা

দেশ আমার বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে। আজ এই পতাকা দুনিয়ার দেশে দেশে ওড়ে। আজ আমি মনে শান্তি পাই যে, আমি আপনাদেরকে দেখতে পাই। কিন্তু শান্তি আমার নাই । আমার পয়সা নাই। গরিব কর্মচারী না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি কী করবো? আমি বললাম, ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দাও। তাতে আমার ৪০ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। পাবো কোথায়? ট্যাক্স কোথায়? খাজনা কোথায়? কোথা থেকে আসবে? কার কাছ থেকে আনবো? কীভাবে দেবো? রাস্তা নেই। আনতে সময় তো লাগে। স্কুল-কলেজ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে। কেমন করে ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে? বই পর্যন্ত নেই। ল্যাবরেটরি নেই। টেবিল- চেয়ার নেই। কী করে ছেলেরা লেখাপড়া করবে? ১০ কোটি টাকা দিয়েছি আমি তাদের জন্যে । আমি কোথায় পাবো? কী করে দেবো? আমার তো কিছু নেই। আমি গরিব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারি না। আজ পর্যন্ত তো আমি এক পয়সা ট্যাক্স বাড়াই নি । তাহলে চলবে কী করে? আপনাদের কাজ করতে হবে। ছেলেদের কাজ করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। দুশমনরা বসে নেই। দুশমনরা খেলছে। দুশমনরা পয়সা লুটছে ।

বাংলাদেশে দালাল ছিল, রাজাকার ছিল। ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে ওরা আমার লোককে হত্যা করেছে। কিছু ধরেছি। আরো কিছু ধরার চেষ্টায় আছি। আপনারা খবর দেবেন—তাদের ধরা হবে। আমি বলেছি, অমুক তারিখের মধ্যে অস্ত্র জমা দিয়েছে। এখনো দু'চারজন যাঁরা অনেকে নিজেকে মুক্তিবাহিনী বলেন, অথচ তাঁরা মুক্তিবাহিনীর লোক নন, তাঁরা অস্ত্র জমা দেন নি। তাঁরা ১৬ তারিখের পরে আচকান বদলিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছেন। রাতে তারা সেই অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে, মানুষকে খুন করে। আমি দিয়েছি ১০ কোটি টাকার ঋণ, যাতে মানুষ গরু কিনতে পারে এবং হালচাষ করতে পারে। আমরা তো আল্লাহ্র মর্জি কম নই—সাড়ে ৭ কোটি। ঐ ১০ কোটি, ৫ কোটি কিছু না। কিন্তু দেবো কোত্থেকে আমি? পাবো কোথায়? কার কাছ থেকে আনবো? টাকা আমি পেতে পারি। টাকা আমি আনতে পারি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে গোলাম করে সেই পয়সা আমি মানুষের কাছ থেকে আনতে চাই না। আমি চাই না যে বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়ে যাক। যে যাই বলুক না কেন, আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমি আপনাদের ধোঁকা দিতে পারবো না। কারণ আমি গদির জন্যে রাজনীতি করি নি। আমি মরবার জন্যে রাজনীতি করেছিলাম। আমি আপনাদের ১০০ কোটি টাকার মতো রিলিফ

দিয়েছি। তবুও আমি বলেছি, আমি তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না। আপনারা যদি রাজি থাকেন, তবে হাত তুলে দেখিয়ে দেন। হাত তুলুন, দু'হাত তুলুন। (উপস্থিত জনসাধারণ দু'হাত তুলে সায় দিলো।) আমি বলছি, ইনশাল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাদের আমি এনে দেবো—মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু কষ্ট করতে হবে। কষ্টে থাকতে হবে। এই ধ্বংসস্তূপকে যদি একবার খাড়া করতে পারি, ইনশাল্লাহ্ বাংলাদেশের মানুষ কষ্টে থাকবে না । কিন্তু সময় লাগবে। একটা গাছ লাগালে পাঁচ বছরের আগে ফল হয় না ।

শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, কাজ করতে হবে। আমি ছাত্র ভাইদেরকে বলি, একটু লেখাপড়া করো । বাবার হোটেলে আর কতো খাবে? পয়সাকড়ি নেই। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে জানি। কিন্তু লেখাপড়া একটু করো। আন্দোলন করো আমার আপত্তি নেই। আমার জন্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তোমাদের একটু মানুষ হতে হবে। মানুষ না হলে দেশ গড়তে আমি পারবো না। ভবিষ্যতে তোমাদের এ দেশের শাসনভার হাতে নিতে হবে। চুঙ্গা ফুঁকাও—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মেহেরবানি করে একটু কাজ করো ।

কৃষক ভাইয়েরা, চেষ্টা করবো, দুনিয়ার থেকে বীজ ও পাম্প এনে আপনাদের দেবার জন্যে। কিন্তু আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ করে ফসল উৎপাদন করতে হবে। জানেন, কতো লাখ টন বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব? আমি কোথা থেকে দেবো? কেমন করে বাঁচবো? আমার ঘুম হয় না। ৪ মাস হলো আমি জেল থেকে এসেছি—কিন্তু কেমন করে একটা দিন বিশ্রাম করতে হয় তা আমি জানি না। কিন্তু করবো কি? কী করে চালাব? এই রাজশাহী আসলাম। রাস্তাঘাট নেই। মানুষের খাবার নেই। পানি নেই। বন্যায় সব নষ্ট হয়ে যায়। কী করে আমি চালাবো? আমি তো বুঝতে পারি না। আমি তো পাগল হয়ে যাই। আমি কী করে কী করবো? আমার তো চিন্তায় ঘুম হয় না। ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ না করলে কোনো কিছুই হবে না ।

একটা কথা আমি বলে দেবার চাই। একদল লোক এখন বেরিয়েছে যারা মাঝে মাঝে এটা বলে, ওটা বলে। যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল, তাদের চেহারা দেখা যায় নি। তারা পালিয়ে ইয়াহিয়ার দালালি করেছে। এরা মনে করেছে শেখ মুজিবুর কিছু বলে না। বড়ো দয়ালু লোক । আমি সত্যিই দয়ালু লোক। কিন্তু গরিবকে যদি কেউ শোষণ করে, তখন আমি দয়ালু নই ।

আর একদল লোক বের হয়েছে। তারাও এটা-ওটা বলছে। কোথায় ছিলেন? ঘুমিয়ে ছিলেন আরামে। এখন এ-কথা সে-কথা বলেন। জীবনে কোনো কাজ করতে পারে নি। মরবার আগে করতেও পারবে না। খালি মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে হা হা—এটা হলো না, ওটা হলো না। এসো কাজ করো। তোমাকে মানা করছে কে? একটা গ্রামে যাও। গ্রামের লোককে পেট ভরে খাবার দাও। আমি তো মানা করছি না, তবু কেন বলো কিছু হলো না। এ কারণেই বলতে হয়—মার পোড়ে না, পোড়ে ডাইনীর ।

ভাইয়েরা আমার, আমার এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা আর থাকতে পারবে না। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। আমি জানি আপনারা আমার কথা রাখবেন। আমরা বাঙালি। আমরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছি। আমরা বাঙালি । আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা আর পাকিস্তানী নই। আমরা আর কোনো দেশের মানুষ নই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ—আমরা বাঙালি ।

সমাজতন্ত্র ছাড়া বাংলার মানুষ বাঁচতে পারবে না। সেই জন্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বড়ো বড়ো ব্যাংক ছিল। ভুঁড়িওয়ালাদের ব্যাংক। আল্লাহ্ মর্জি—ঐ ব্যাংক এখন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ব্যাংক । বীমা কোম্পানি আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ব্যাংক। সেই আইন আমি পাস করে দিয়েছি।

বড় বড়ো কাপড়ের কল। বড়ো বড়ো চটকল। বড়ো বড়ো চিনির কল। আমি জাতীয়করণ করে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি করে দিয়েছি। আপনাদের এর সুফল ভোগ করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু এ সম্পত্তি আর ২/৫ জনের নয়। এই সম্পত্তি আমার বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি। কোনো লোক ১শ' বিঘার ওপর জমি রাখতে পারবে না। এতে যে জমি উদ্বৃত্ত হবে, তা ভূমিহীন গরিবের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে। খাসমহলের জমি গরিবকে ছাড়া কাকেও দেওয়া হবে না ।

আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্ম-কর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বছর ইসলামিক ট্যাবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন?

খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা পশ্চিমারা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে ।

আজ ৪ লাখ লোক পশ্চিম পাকিস্তানে আটক রয়েছে। আমি বললাম, ওদের ছেড়ে দাও। ভুট্টো সাহেব ছাড়ছেন না। ভুট্টো সাহেব! ছাড়তে হবে। ওদের আমি ইনশাল্লাহ্ আনবো বাংলার মাটিতে। ওরা ফিরে আসবে এই মাটিতে। আপনি ছাড়বেন না? আপনি তো মুজিবুর রহমানকেও ছাড়তেন না। আপনি মনে করেছেন আপনার সৈন্যরা আমার মা- বোনের উপর অত্যাচার করেছে, আমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার ছেলেদের হত্যা করেছে, পশুর মতো গ্রাম-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে—আমি তাদের মাফ করে দেবো? আমি যদি বেঁচে থাকি, ভুট্টো সাহেব, এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবে, কেউ রুখতে পারবে না। আমি কারো কথা শুনবো না। তুমি যতই দুনিয়া ভরে চিৎকার করে বেড়াও না কেন—যারা আমার মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার দুধের বাচ্চাকে গুলি করে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমার সেপাই-পুলিশকে হত্যা করেছে—এই বাংলার মাটিতে ওদের বিচার হবে, যদি শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকে। মনে করেছো তোমাদের কথায় ভয় পাই। আমার সাথে খেলবার চেষ্টা করো না। দরকার যদি হয়, আমি আমার বাংলার মানুষকে ডাক দিয়ে অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করবো। কিন্তু বেঈমানের কাছে মাথা নত করবো না ।

ভাইয়েরা আমার, আমি কিছুই দিতে পারবো না। ধোঁকা আমি দিই না। ধোঁকা আমি দেবো না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। আমার হাতে কিছুই নেই। ভাইয়েরা, আমি পেয়েছি, আমার যা পাবার। আমার চেয়ে বেশি কোনো দেশের কোনো নেতা কোনো দিন পান নি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা আমাকে দোয়া করুন, আমি যেন সেই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। আমার পাবার মতো আর কিছুই নেই। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কিছুই না। ওটা নিতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে স্বাধীনতা আন্দোলন করি নি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে যাই নি। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসতাম। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালোবাসি। আমি বাংলার বাতাসকে ভালোবাসি। আমি বাংলার নদ-নদীকে ভালোবাসি। আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে। কিন্তু

আমার হাতে তো কিছুই নেই। আমার হাতে তো আলাদিনের প্রদীপ নেই। আমি আপনাদেরকে কোথা থেকে এনে দেবো। আমাকে চেষ্টা করতে হবে। ধ্বংসপ্রায় একটা দেশের মধ্যে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একে গড়তে হবে। চাই ত্যাগ ও সাধনা। ত্যাগ এবং সাধনা ছাড়া এ দেশকে গড়া যাবে না। সবুর করতে হবে। সহ্য করতে হবে। কাজ করতে হবে। যুবক ভাইয়েরা, তোমরা আমার গরিব ভাইদেরকে লুট করে খাবার চেষ্টা করো না । তোমরা চেষ্টা করো, যাতে ওরা সুখী হয়। কিছু কিছু যুবক অস্ত্র নিয়ে রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে। মনে করো না যে, আমরা খবর রাখি না। খবর আমাদের কাছে আসবে ঠিকই, সময়মতো আসবে। তোমাদেরকে আমরা ধরে ফেলবো। এমন ধরা ধরবো যেদিন দুনিয়ায় আর মুখ দেখাতে পারবে না। তোমরা অনেকে ভদ্রলোকের ছেলে বলে দাবি করো। অনেকে শিক্ষিত বলে দাবি করো। কিন্তু আমি জানি ২/১টা পিস্তল আছে। বের করে ফেলবো। আপনারা খবর দেবেন থানায় থানায়। খবর দেবেন? (জনতার হাঁ-সূচক জবাব আমিও পুলিশদের বলে দিচ্ছি, গুণ্ডাপাণ্ডা যদি বন্দুক নিয়ে কোনো লোককে আক্রমণ করে—এক মিনিট দেরি করো না, জনগণের সহযোগিতায় এদের ধরবে। আমার হুকুম, গুলি করে এদের নিশ্চিহ্ন করবে। আমি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা চাই। আমি চাই, মানুষ আরামে ঘুমাক। পেটে ভাত না থাকলেও আরামে ঘুমাতে হবে। এরা বন্দুক নিয়ে গ্রামে যায় । একটা গরিবের ঘরে গিয়ে লুটপাট করে নিয়ে আসে। এটা 'ফ্যাশন' হয়ে গেছে, না? ফ্যাশন! মনে করেছে বুঝি আমি খুব দয়ালু? বেশি দিন দয়ালু থাকবো না ভাই। একবার যদি নেমে পড়ি জীবনে আর ফিরি না। তাই তোমাদের কাছে আবেদন করি, বন্দুকখানা আর ব্যবহার করো না। পানিতে ফেলে দিও না, আমার কাছে ফেলে দাও। তা না হলে বিপদ আছে। আমার রাজশাহীর ভাইয়েরা, আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন। আমার ভাই কামরুজ্জামান— বক্তৃতা করার কথা ছিল। তিনি বক্তৃতা করতে পারলেন না। আপনারা অনেক জায়গা থেকে কষ্ট করে এসেছেন। আর আমি বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগের মতো আর বক্তৃতা করতে পারি না। আর যখন আপনাদের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে ১ কোটি মানুষের কথা, যাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ইয়াহিয়া খাঁ, তখন আমার বুক ভেঙ্গে যায়। গত চার মাসে এরা ফিরে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। এই ১ কোটি মানুষের ঘরবাড়ি নেই। আর ২ কোটি মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে পশুরা। বলুন তো, আমি কী করে এদের ঘরবাড়ি দেবো? কোথায় পয়সা পাবো? যার ঘর নেই, তার ঘর আপনারা চেষ্টা করে তৈরি করে দেবেন। যার খাবার নেই, নিজে একবেলা

খেয়ে তাকে খাবার দেবেন। এটাই হলো মনুষ্যত্ব, এটা হলো মানবতা । এটা হলো ভ্রাতৃত্ব । আমি আশা করি, তাই আপনারা করবেন ।

আপনারা গরমের মধ্যে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ্ আবার দেখা হবে। আপনারা কাজ করুন। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, আমার সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। আপনারা শান্তি রক্ষা করুন—এই কামনা করি। আমার কর্তব্য আমি করবো। আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন করুন। জয় বাংলা ।

রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায়, ৯ মে ১৯৭২

পাবনা

আমি এক মুহূর্তও সময় করতে পারি নাই। উচিত ছিল আপনাদের কাছে আমার আসা, আপনাদের দেখা, আপনাদের কথা শোনা। জানি না—মনকে বুঝ দিতে পারি না, ভাবতে গেলে চোখে পানি আসে। কতো সহকর্মী আমার ছিল, কতো দেশবাসী আমার ছিল, যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম, তারা আজ দুনিয়ায় নাই। কোনোদিন এই পাবনায় মিটিং করি নাই, আমার পাশে আমার বন্ধু, আমার সহকর্মী আমজাদ সাহেব ছিলেন, তিনি আজ ইহজগতে নাই। আমার সহকর্মী আমির উদ্দিনকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। আমার দুধের বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের হত্যা করেছে। আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আমার খাবার গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছে। আমার রেললাইন নষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমার ট্রাক-বাসগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি করেছে। গ্রাম বাংলাকে ছারখার করেছে। যেদিকে চাই সেদিকে দেখি শুধু গৃহহারার আর্তনাদ। যেখানে যাই সেখানে দেখি বুভুক্ষ মানুষ, যেখানে যাই সেখানে দেখি এতিম, যেখানে যাই সেখানে দেখি গৃহহারা নারী কাঁদছে আমার কাছে, তার স্বামীকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। কেউ বলে—আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে। বোধহয় পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। বাবা, তাকে ফেরত এনে দাও। কেউ বলে আমার ছেলে, আমার স্বামীকে আমার চোখের সামনে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। গুলি করে হত্যা করেছে, আমার সেপাইদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার বিডিআরদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের আমার কৃষকদের গুলি করে হত্যা করেছে। এই নরপশুরা আমার বাংলার সম্পদ নিয়ে খুশি হয় নাই, আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার করে দিয়ে গেছে। এরা মানুষ না, এরা অমানুষ। অমানুষ বললেও ভুল হবে। নমরুদ, ফেরাউন যে অত্যাচার করে

নাই, হিটলার মুসলিনি যে অত্যাচার করে নাই, চেঙ্গিস খা যে অত্যাচার করে নাই, এই নরপশুর দল বাংলার গ্রামে-গ্রামে, হাটে-হাটে, বাজারে- বাজারে সে অত্যাচার করেছে। উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষকে হত্যা করে বাংলাদেশকে একটা কলোনি করে শাসন করবে। উদ্দেশ্য ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে বাজার হিসেবে রাখবে। আমি যখন প্রথম বলতাম, তখন এই বাংলাদেশে এক সংখ্যক দালাল পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার মোকাবেলা করতো। আমি জানতাম, আপনারাও জানতেন। জানতেন বলেই আপনারা আমাকে সমর্থন করেছেন। জানতেন বলেই আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। যে আমি যা বলি, বাংলার মানুষের ভালোর জন্যে বলি। আমি যা করি বাংলার মানুষের ভালোর জন্যে করি। কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, আর বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু অনেক দেশ দুনিয়ায় স্বাধীনতা পেয়েছে, এতো রক্ত কোনোদিন কোনোও জাতি দেয় নাই যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই স্বাধীন হয় না। আজ সত্য কথা, আজ আমার বাংলাদেশ দুনিয়ায় স্থান পেয়েছে। আজ বাংলাদেশের ম্যাপ দুনিয়ার ম্যাপের মধ্যে আজ আঁকা হয়ে গেছে। সত্তরটা দেশ আমার দেশকে মেনে নিয়েছে। তাই শুধু নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ার সমস্ত দেশে ওড়ে। আজ বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত—আজ বহু যুগ পরে বাংলাদেশের সম্পদের মালিক। কিন্তু ভাইয়েরা আমার, কী করবো আমি বুঝতে পারি না। আমি যখন পশ্চিম পাকিস্তানের ফাঁসির কাষ্ঠের থেকে ফিরে এলাম—বিশ্বাস করেন আমার মনে বলে নাই যে, আমি আর কোনোও শাসনভার বহন করি। কারণ যে ভালোবাসা এ বাংলার মানুষ আমাকে বেসেছে, আমার মুখের কথায়, জানে না ভবিষ্যতে কী আসবে, বাংলার যুবকরা, বিনা অস্ত্রে সশস্ত্র পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেছে। হাসতে হাসতে মরেছে। এমন খবরও আমার কাছে আছে, বলতে গেলে আমার চোখে পানি আসে, যে গুলি করে-গুলি খেয়েছে, মরে গেছে, সহকর্মীরা ধরেছে, মরে যাচ্ছে তখন বলছে, মজিব ভাই যদি ফিরে আসে বোলো—যা বলেছিল, আমি রক্ত দিয়ে গেলাম, আমার আর দেবার কিছুই নেই। জয় বাংলা। মজিব ভাইকে এ কথাটা বলে দিয়ো। আমি চোখের পানি রাখতে পারি না। আমার কাছে মেয়েরা আসে, বৃদ্ধ বৃদ্ধ মেয়েরা, আমার মায়েরা আসে, বলে—বাবা, আল্লাহ্র কাছে আমি সেই দোয়া করি এবং সে জন্য

শোকর করি। বিধবা বোনেরা আসে, বলে—স্বামী আমার মরে গেছে আমার দুঃখ নাই, আল্লাহ্ যে তোমাকে নিয়ে এসেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমার কোনোও দুঃখ নাই। আমি বুঝতে পারি না, কেন বাংলার মানুষ এতো ভালোবাসে আমাকে, কেন আমি এদের এতো ভালোবাসি, আমি যে কিছুই করতে পারছি না এদের জন্যে। ওরা যে দস্যুর দল, সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেছে। আমার গুদামে তো খাবার নাই, আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালাইয়া দিয়ে গেছে, আমার রাস্তাঘাট ভেঙ্গে দিয়ে গেছে । আমার পুলিশ শতকরা ৬০ জনকে হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকের শতকরা ৫০ জনকে হত্যা করেছে, আমার বিডিআর-এর শতকরা ৫০ জনকে হত্যা করেছে। কত? কত? আমি হিসাব করতে পারি না। আমি, আপনারা তো সকলে এক এক এরিয়ার খবর পান, আমি যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের খবর আমার কাছে আসে, আমি কেমন করে মাথা ঠিক রাখবো? আমি কেন পাগল হই না আজ পর্যন্ত ভাবতে পারি না। আমি চিন্তা করলে শিহরিয়া উঠি। রাতের পর রাত—আমি যখন সারা জীবন সারাদিন কাজ করে ১২টার সময় বাড়িতে আসি, অনেক সময় আমি দেখেছি আমার ঘুম হয় না। বারান্দায় যেয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইপ খেতে থাকি, কী করবো এই দুঃখী মানুষের জন্য? আমার প্রাণ ভেঙে যায় । কী দিবো আমি? এদের দেখলাম, আমার মানুষ দুঃখী। সরকার নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—বাংলার যুবকরা আমার হুকুমে অস্ত্র ধরে ছিলা, তোমরা অস্ত্র আমার কাছে হাজির করো। যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, তারা অস্ত্র আমার কাছে হাজির করলো। দু-চারজন গুণ্ডাপাণ্ডা এখনো অস্ত্র জমা দেয় নাই। রাতের বেলা নিরীহ মানুষদের অত্যাচার করে। কী? পারেন না আপনারা, পারেন না জ্যান্ত কবর দেবার এদের? আমি যদি বলে থাকি বিনা অস্ত্রে মোকাবেলা করো। পারেন না? আমি চাই—আপনাদের কাছে পুলিশ আছে, পুলিশ থাকবে । আমি চাই যে, বাংলার জনগণ এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের যদি ধরতে পারেন তাহলে পুলিশের কাছে পুলিশের হাতে দেবেন এবং দরকার যদি হয় তাহলে—অস্ত্র যে ব্যবহার করে, অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের হত্যা করার হুকুম দিয়া গেলাম আমি। মানুষ শান্তি চায়, মানুষ বাঁচতে চায়, চোর ডাকাতের কাছে মানুষের শান্তি নষ্ট হতে পারে না। আমি সরকারি কর্মচারী পুলিশদের হুকুম দিয়া যাচ্ছি, যদি কেউ অস্ত্র ব্যবহার করে নিরপরাধ গ্রামবাসীর অত্যাচার করে, হুকুমের জন্য দেরি কোরো না। আমি মুজিবর রহমান হুকুম দিচ্ছি, গুলি করে তার মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়ো। কিন্তু নিরাপরাধ মানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। তাহলে আল্লাহ্র কাছে

তোমরাও দায়ী হবা, আমিও দায়ী হবো। একদিন আমারও মরতে হবে। শত্রুতা উদ্ধার করার জন্য কোনোও মানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। সমস্ত মানুষকে ভালোবাসার চেষ্টা করো।

ভাইয়েরা আমার, জানি আমার কিছুই নাই, কিছু আমি দেবার পারবো না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। কোনোদিন করি নাই। যা করতে পারি না তা কোনোদিন আমি বলি না। আমার প্রয়োজন নাই। প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমি নিজেকে ছোট করেছি বলে আমি মনে করি। আমি নিতে বাধ্য হয়েছি। বাধ্য হয়েছি এ জন্য, দুঃখী মানুষের মুখের দিকে চেয়ে। বাধ্য হয়েছি, দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ষড়যন্ত্র করছে আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য। সেই জন্য আমি বাধ্য হয়েছি। কী আছে আমার? আমি তো পরিষ্কার বলেছি। চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া যেখানে গিয়েছি সেখানে আমি। আমি খুলনায় বলেছি, আমি তোমাদের তিন বৎসর কিছু দেবার পারবো না। ওরা যা ধ্বংস করে গেছে। সেই ধ্বংস থেকে দেশকে উদ্ধার করে ঐ পর্যায়ে আনার জন্য দশ বৎসর সময় লাগতো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, জনগণ যখন আমাকে ভালোবাসে, আমার কথা শুনে, তিন বৎসরে অন্ততপক্ষে এই ঘা আমি শুকাতে পারবো। যদি কেউ বলে, তোমাদের সোনার সংসার করে দিবো, তোমাদের মুখে এসে খাবার পৌঁছাইয়া দেবো, তোমাদের কাপড় দেবো, তোমাদের এই দেবো, আমি বলি—আমি তিন বৎসর কিচ্ছু দেবার পারবো না। যা আছে ভাগ যোগ করে কষ্ট করে খেতে হবে। তিন বৎসর দেবার মতো আমার শক্তি নাই। কারণ আমি যেদিন সরকার নিই এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা আমার কাছে ছিলো না। জাহাজ নাই, পোর্ট ভেঙে দিয়েছে। মানুষকে আমি বলেছি—আমার দুঃখী মানুষকে বাঁচাও। দুনিয়া এগিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করার জন্য। ভারতবর্ষ আমাকে সাহায্য করেছে, আরও অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র আমাকে সাহায্য করছে। কিন্তু তা আনতে হলে সময় লাগে। জাহাজে মাল আনতে হয়। চট্টগ্রাম পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবে ছিল। জাহাজ কোথায় পাবো? রেললাইন ভেঙে গিয়েছিল, রেললাইন চলে না। রেললাইনকে মেরামত করতে হবে। রাস্তার পুল ভেঙে গিয়েছিল। ট্রাক ছিল না, ভিক্ষা করে ট্রাক এনে একেক জেলায় দিতে হয়েছে। এটা কি আলাউদ্দিনের যাদুর চেরাগ আছে নাকি আমার হাতে যে—ফট ফট করে বলে দিবো, আর ফট ফট করে হয়ে যাবে? তিন বৎসর আমি কিছু দেবার পারবো না। যা আছে সব আপনাদের। কোনোও ভুঁড়িওলা আর গরিবকে চুষে বাংলাদেশকে খেতে পারবে না, যদ্দিন আমি বেঁচে আছি।

আমার গরিব কৃষক খাজনা দিতে পারে না। বকেয়া খাজনা সুদসহ আমি মাফ করে দিয়েছি। দিই নাই? বকেয়া খাজনা? মাফ হয় নাই? হয়েছে। বকেয়া খাজনা সব মাফ। আমি বলেছিলাম পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে যাবে। মাফ করে দিই নাই? আমার হাতে যা আছে আমি তা দিচ্ছি। আমার বন্ধু বলেছে—চল্লিশ কোটি, না না না না, প্রায় একশ' কোটি টাকার ট্যাক্স রিলিফ, তাগাবি লোন শিক্ষা খাতে এবং রিলিফ বাবদ প্রায় একশ' কোটি টাকার মাল বাংলাদেশে আমি বিলি করেছি। তবে যদি চাটার দল এই গরিবের রক্ত চুইষে খাবার চায়—তোমরা ওদের আরেকটা চাটা দিয়ে দিয়ো, আমার হুকুম রইলো। আর আমি যা আনি, আমি গরিবকে বিলাইয়ে দিতে চাই। আমি কিছু দেবার পারবো না তিন বৎসর। আমি দেবো কোত্থেকে? আপনারা কি খাজনা দেন? আমি হাত তুলে দেখতে চাই 1

দিব দিব। যা আছে যে টাকা উপার্জন হবে, ভিক্ষা করে আনবো, সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেই টাকা পাবে। গরিব কর্মচারী খাইয়া বাঁচতে পারে না। আমি 'দেখি আমার ডিউটিতে আছে, আরে ব্যাটা কতো মাইনা পায় ভাই? কয়, স্যার না খেয়ে কষ্ট পাই। আরে আমার ডিউটি রাত্রে করে। আমি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ করি। আমি ওদের মুখের দিকে চাইতে পারি না। দিন ভরে পরিশ্রম করে। টাকা নাই, কী করা যাবে? যা টাকা যোগাড় করা হবে, সেখান থেকে হোক একটা বন্দোবস্ত হবে। দাও পঁচিশ টাকা বাড়াইয়া দাও। পঁচিশ টাকা, বিশ টাকা, পনের টাকা গরিব কর্মচারীদের সবাইকে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইনক্লুডিং, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের পর্যন্ত বলে দিয়েছি। তাতে হিসাব করে দেখা গেল—কতো টাকা যায় জানেন? চল্লিশ কোটি টাকা প্রায়। চল্লিশ কোটি! ওরে বাপরে বাপ। মাথা আমার খারাপ হয়ে যায়। দেবো কোত্থেকে? আপনাদের যে টাকা আমি দিচ্ছি আপনাদের কাছে ট্যাক্স ধরি নাই। ট্যাক্স না ধরে টাকা আসবে কোত্থেকে? আমি তো ন্যাংটি, আমার পকেটে দু'টাকা নাই। আমি তো দশ এগারো বৎসর জেল খাটলাম। আপনাদের কাজ করে পয়দা করতে হবে এবং পয়দা করলে আপনারা পাবেন। পয়দা না করলে আপনারা পাবেন না। কৃষক ভাইদের জমিতে কাজ করতে হবে, শ্রমিক ভাইদের জমিতে কাজ করতে হবে। কাজ যদি করেন পরিশ্রম যদি করেন। আমি গ্রামে-গ্রামে প্রায় ষোল কোটি টাকা আমি টেস্ট রিলিফ দিয়েছি। দিই নাই? রাস্তা-ঘাট হচ্ছে না? টেস্ট রিলিফের টাকা আমি দিয়েছি। স্কুল-কলেজ সব ভেঙে গেছে, দশ কোটি টাকা আমি সেখানে

দিয়েছি। কিছু নাই, যা আছে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু নাই যেখানে—দিবো কোত্থেকে? এক মিয়া বের হইছে—এ হলো না, ও হলো না, ও হলো না। আমি বলি—তোমার বাবার মাথা হবে? হবে কোত্থেকে? আসো না মিয়া, দেখ না, পাঁচদিন কাজ করে দেখো না। ও ঘরে বসে পাগলের মতো সকলে কথা বলতে পারে। কাজ করে দেখো না। জীবনে কোনোও ভালো কাজ করে নাই। কোনোদিন জীবনে ভালো কাজ করে নাই। জীবনে কোনোদিন হাত মুঠ করে দুই পয়সা করে ইয়া পর্যন্ত, ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় নাই। ঘরে বইসা বড়ো বড়ো কথা বলে। আর যখন যুদ্ধ হয়, আন্দোলন হয় তখন বইসা বইসা খালি ভালো ভালো কৈ মাছ ভাজা খায়। আর অমনি যখন দেখে যে পরিষ্কার হয়ে গেছে আকাশ, গুলি বন্দুক সমস্ত চুপচাপ। তখন বেরোয়, বলে এটা হলো না, দেখাইয়া দিবো। কী—দেখাইয়্যা দিবা মিয়া? দেখাইয়া দিবার যদি চাও, এমন দেখান দেখাইয়া দিবো যে জীবনে আর ভুলবা না। সাম্রাজ্যবাদীর দালাল আমি ঠাণ্ডা করে দিবো। সাম্রাজ্যবাদীর পয়সা খেয়ে—আমার তিরিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে—এই পতাকা এনেছে। এই পতাকা ধ্বংস করতে যদি কেউ আসে, যেমন একদিন বলেছিলাম যে তোমরা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো। আবার আপনাদের আমি ডাক দিবো । বাঁশের লাঠি নিয়ে আবার দালালকে হালাল করার জন্য তোমরা নাইমে পড়। রাজি আছেন? দালাল হালাল করতে রাজি আছেন আপনারা? হাত তুলেন। আমি দেখতে চাই। এক হাত না, দুই হাত তুলেন। ভাইয়েরা আমার, আমার বন্ধু ভুট্টো সাহেব একটু খেলছেন, আমার চাইর লক্ষ্য বাঙালিকে তিনি আসতে দিচ্ছেন না। রেডক্রসের মাধ্যমে এবং দুনিয়ার অনেক বড়ো বড়ো দেশের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি যাতে আমার লোকদের ফেরত দেয় । তিনি খেলছেন, কী খেলছেন? যে সৈন্য গ্রেপ্তার হয়ে আছে তাদের ছেড়ে না দিলে তিনি আমার বাঙালিদের ছাড়বেন না। ভুট্টো সাহেব, একটু চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করুন। বাঙালিদের আপনার ছাড়তেই হবে। ভুট্টো সাহেব। মুজিবুর রহমান বাজে কথা বলে না ভুট্টো সাহেব, তুমিও জানো, তোমার ইয়াহিয়া খানও জানে, তোমার আইয়ুব খানও জানতো, তোমার চৌধুরী মোহাম্মদ আলী জিন্নাত, তোমার নসরুল্লাহ জানতো, তোমার লিয়াকত আলী খান জানতো আর তোমার ঐ নমরুদ জিন্নাহ্ সাহেবও জানতো। তোমার জিন্নাহ্ সাহেব বাঁইচা থাকতেই ৪৮ সালে আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করেছি। জিন্নাহ্ সাহেবের নাকের ডগায় বসে তোমরা আমাদের চেনো? আমরা বাঙালিরা কোনো অন্যায় করি নাই। আমার বাঙালিরা এখানে এমনি বইসা

ছিল, তোমার রাখার কোনোও অধিকার নাই। তুমি বলছো বাংলাদেশকে আমি মানবো না? তুমি মানবা না? তোমার চৌদ্দপুরুষ মাইনা গেছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে মানবা না? বাংলাদেশকে কেমন করে মানাতে হয় সে আমি জানি, না মান? তোমারে মানে কেডা? তুমি আমারে মান না, তোমারে মানে কে? মান বা না মান তোমার ইচ্ছা। তুমি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও, কী সম্বন্ধে? যে আমি বাংলাদেশকে রিকগনিশন দিবো কিনা বা দেবার জন্য শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা করতে চাই। আমি বলি—ভুট্টো সাহেব বাংলাদেশকে রিকগনাইজড না করা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার মধুর সম্বন্ধ আছে একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার জাতির সঙ্গে আপনার মধুর সম্বন্ধ নাই। ওটা ব্যক্তিগত। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার দুশমন না কেউ । পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী ভাইয়েরা সুখে থাকুক আমি আশীর্বাদ করি। পূর্বের পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, গণতন্ত্র পাক, আমি চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ শোষণহীন সমাজ হোক আমি চাই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জালেমরা, যারা অস্ত্র দিয়ে বাহাদুরি দেখাইয়া বড়ো বড়ো তকমা লাগাইয়া, এখানে বহুত তকমা লাগাইতো—এখানে এক স্টার, দুই স্টার, তিন স্টার, চার স্টার, মাথার মধ্যে ক্যাপ লাগাইয়া লাগাইয়া আমার বাংলাদেশের মানুষরে মার তো। আমার পয়সা দিয়া। ঐ তকমা ওয়ালাদের একবার আমি ঢাকাতে আনবো। আইনা আর কিছু করবো না। বিচার করবো যে সাজা হয়—তোমাদের মতো আমি বিনা বিচারে গুলি কইরা মারবো না। আমি বিচার করবো। বিচারে যে সাজা হয়, সেই সাজা তোমাদের ভোগ করতে হবে। তুমি জানো না ভুট্টো সাহেব, তুমি কেন এদের চাও? তোমার জানা উচিত যে দুই লক্ষ মেয়ে আমি পেয়েছি যারা আমার বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে। এই দুই লক্ষ মা-বোনদের ওপর তোমার সৈন্যরা পাশবিক অত্যাচার করেছে। তুমি দুনিয়ার এদের, এদের জন্য কেঁদো না। আমার হাতে যখন আছে বিচার আমি করবো। তাতে যা হয় হবে। দুনিয়া উল্টে গেলেও এদের বিচার এখানে হবে ইনশাআল্লাহ্। আমি মরে গেলেও বিচার হবে। গজব পড়লেও বিচার হবে। আমার নিরাপরাধ মা-বোনকে হত্যা করেছে—আমি ওদের ছাড়তে পারি না। দুনিয়ার কোনোও সভ্য দেশ ছাড়তে পারে না। দুনিয়ার সভ্য দেশকে আমি বলি যে তোমরা কী করতা? যে তোমার দেশের মা-বোনদের ওপর অত্যাচার হতো? তোমরা কী করতা? যদি তোমাদের দেশে নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করতো? তোমরা কী করতা যে তোমাদের দেশের রাস্তাঘাট যানবাহন, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতো। তোমরা তো নুরেমবার্গ ট্রায়াল

করেছিলা। এরা নুরেমবার্গ ট্রায়াল এ জার্মানিতে ফ্যাসিস্টরা করেছে তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি অন্যায় করেছে বাংলার বুকে।

ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাছে, আমার আবেদন রইলো, শ্রমিক ভাইয়েরা—আমি আপনাদের বেতনও বাড়াইয়া দিয়াছি পঁচিশ টাকা। এর বেশি এক পয়সাও দিবার পারবো না। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, যা কিছু ছিল, বড়ো বড়ো কারখানা, পাটের কল, চিনির কল, সুতার কল, সমস্ত এখন কোনোও ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্পত্তি। মেহেরবানি করিয়া শ্রমিক ভাইয়েরা দুধ খান, গাইটা জবাই দিয়া খাবার চেষ্টা করিবেন না। জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে হলে শ্রমিকদের অত্যন্ত দায়িত্ব নিতে হয়—সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার। আমি তো বললাম আপনারা চান নাই আমার কাছে। কোনোও গরিব কর্মচারী তো আমার কাছে চায় নাই । আমি তো বেতন এমনিই বাড়িয়ে দিয়েছি। আমাকে দাবি তো কেউ করে নাই। আমি জানি, আমার বিবেক আছে। আমি তো নেতা আসমানের থেকে পড়ি নাই, শূন্য থেকে নেতা হয়েছি। সাইকেলে আমি গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছি, রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেছি, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরেছি। আমি তো বাংলার গ্রামের থেকে উঠেছি। আমি তো আসমান থাইকা পড়ি নাই। প্রত্যেকটা প্রবলেম আমি জানি ।

শ্রমিক ভাইয়েরা, তোমাদের বাপ-মা গ্রামের কৃষক। তোমাদের কারখানা জাতীয়করণ করেছি। ষড়যন্ত্রকারীরা চেষ্টা করতেছে যাতে এ সমাজতন্ত্র-অর্থনীতি নস্যাৎ হয়ে যায়। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। জাতির সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা কোরো না এবং তোমরা কাউকে করতে দিয়ো না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ। ছাত্র ভাইয়েরা একটু লেখাপড়া কোরো। জিন্দাবাদ দিতে হয়, দেও। আমার আপত্তি নাই। মুর্দাবাদ দিতে হয়, আমারে দুয়েকটা দিয়ো। আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু মেহেরবানি করে একটু লেখাপড়ার দিকে নজর দাও। জাত গড়তে হবে। লেখাপড়া না শিখে ভবিষ্যতে মানুষ না হয়ে কোনো বড়ো কাজ করা যায় না। শিক্ষা কমিশন করছি। ঐ কেরানি পয়দা করার শিক্ষা বাংলাদেশ থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। যাতে মানুষ গঠনমূলক শিক্ষা পায় তার দিকে নজর দিতে হবে। সে জন্যই শীঘ্রই আমি শিক্ষা কমিশন করতেছি এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ভালো শিক্ষাবিদ তাদের নিয়ে করা হবে। এবং তারা যা রিপোর্ট দেবেন তা বিবেচনা করে সরকার গ্রহণ করবে, যাতে নতুন করে দেশের ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া যায় সেদিকে

নজর দিতে হবে। পয়সা কড়ি নাই, খাজনা ট্যাক্স ধরা যায় না। মানুষ দুঃখী। মানুষের খাজনা দেবার ক্ষমতা নাই। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে অনেকটা। কারণ জিনিসপত্র নাই, জিনিসপত্র আসছে যা প্রডাকশন করতে পারছি না। আর সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারি করে দাম বাড়াবার চেষ্টা করছে। এতো চাউল আমি আনতেছি, তাও চালের দাম মাঝে মাঝে বেড়ে যায় । কী মিয়ারা? যখন যুদ্ধ করতে বলছিলাম তখন লাঠি নিয়ে নামছিলেন। তো চোরাকারবারির মাথায় দুটা বাড়ি দেবার পারেন টারেন না? ভয় নাই—আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা করে ফেয়ার প্রাইস শপ, ন্যায্যমূল্যের দোকান করবো। আর ঐ যে হোলসেলের ডিলার, ডিস্টিওবিউটির সাহেবরা দাম কমাবেন না, বার বার বলতেছি। মনে করছেন মুজিবুর রহমান বুঝি এমনি বলে। আপনারা মুজিবুর রহমান লোকটাকে চেনেন না। বলছি—দাম টাম কমান। আপনারা শুনছেন না—ঐ ডিলার-ফিলার বেশিদিন থাকবে না । কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে দেবো। যারা ভালো মানুষ। আর ক্যানসেল কইরে হোলসেল যা কিছু হয় প্রত্যেক শহরের ইউনিয়নে সেখানে তিনটা করে দোকান, যা ন্যায্যমূল্যের দোকান, গ্রামে-গ্রামে প্রত্যেক ইউনিয়নে আপাততঃ একটা করে দোকান । এগুলি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে হবে। একটু সময় লাগবে আমার করতে। অফিসার খুঁজতে হবে। দেখতে হবে ভালো অফিসার পাওয়া যায় কিনা। আবার নয় চাটার দল, চাইটা খাইয়া ফেলাই দিল। চাটার দল দেখতে হবে, চাটার দল বাদ দিয়ে কোনোও ভালো লোক পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। পয়সা কোটুক যোগাড় করা যায় দোকান করতে হবে, লোক অ্যাপয়েনটমেন্ট দিতে হবে। তাই দিয়ে কো-অপারেটিভ ওয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে ফেয়ার প্রাইস শপ্ হবে। যেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে মানুষ কিছু কিছু মাল কিনতে পারবে। বেশি পাবেন না। কিছু কিছু, কিছু কিছু পাবেন। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, আপনারা কাজ করেন, আমি জানি গ্রামের অবস্থা। মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে না, বেকার লক্ষ লক্ষ, বহুদিন সময় লাগবে নতুন করে দেশকে গড়তে হবে। নতুন করে দেশকে গড়তে হবে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের যে সম্পদ আছে, যদি ইনশাল্লাহ্ আপনারা ভালোভাবে কাজ করেন, কয়েক বছরের মধ্যে আমার সোনার বাংলা আবার হাসবে এবং সোনার বাংলার সোনার মানুষ আবার পেট ভরে ভাত খাবে। এ কথা বলে পাবনার ভাইদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ে সহকর্মীদের ধন্যবাদ

জানিয়ে, ভালো করে গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ করো মিয়ারা, আর ভালো করে সংঘবদ্ধ হও। শ্রমিক ইউনিয়নের লাল টুপি পরছ, পইরা ফেলাইয়া দাও। আমার আপত্তি নাই। শ্রমিক বাহিনী কোরো, ভালো করে করো যাতে শান্তি শৃঙ্খলা দেশে ফিরে আসে, দেশকে গড়ে তোল, গ্রামে গ্রামে কাজ করতে হবে। মানুষকে সাহায্য করতে হবে। বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা। আমার বেয়াদবি মাফ করবেন, অনেক বাজে কথা বলেছি। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ্ ।

জয় বাংলা ।

জোরে জোরে জোরে, জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা । খোদা হাফেজ।

আবার দেখা হবে।

১০ মে ১৯৭২

আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি

আজ ৭ই জুন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৬৬ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ ছয় দফা ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী ক্ষেপে গিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আমরাও তাদের বুঝতে পেরেছি। তারা জানতে পেরেছিল, বাঙালিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই আইয়ুব খান ও মোনায়েম খান তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমি তখন কারাগারে বন্দী হয়ে যাই ।

আপনাদের নিশ্চয়ই আরো মনে আছে, আমাকে যশোরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তারপর যশোর থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ঢাকা থেকে আমাকে সিলেট নেয়া হয় এবং সেখানেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেট থেকে ময়মনসিংহে নেয়া হয় এবং ময়মনসিংহেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনি করে গ্রেপ্তারের পালা চলে। সঙ্গে সঙ্গে ৭ই মে তারিখে আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন, জহুর আহমেদ চৌধুরী, খোন্দকার মুশতাক আহমদ প্রমুখ নেতা ও গ্রেপ্তার হন। পরে আমার সহকর্মী বন্ধু মিজানুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক, মোল্লা জালালুদ্দিন, মনসুর আলী, মরহুম আব্দুল আজিজ (চট্টগ্রাম), আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্র ও শ্রমিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয় ।

শুধু তাই নয়। ৭ই জুন তারিখে তেজগাঁও, ভিক্টোরিয়া পার্ক, নারায়ণগঞ্জ, মুক্তাগাছা এবং আরো অনেক জায়গাতে গুলি করে আমার শত শত ভাই-বোনকে হত্যা করা হয়। আইয়ুব খান মনে করেছিলেন, গুলি করে বাঙালিদের দাবিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নাই। সেই দিনেই শুরু হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম। অনেকে হয়ত বুঝতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা জানতাম, এ ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই জন্যে ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নেয়া হয় ।

এরপরে আমি যখন গ্রেপ্তার হয়ে চলে যাই, আমার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সভাপতি হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর যিনিই আওয়ামী লীগের সভাপতি বা সম্পাদক হয়েছেন, তাঁকেই গ্রেপ্তার করে জেলে দেয়া হয়েছে।

তারপরেও ষড়যন্ত্র হয়। আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করে তার মধ্য থেকে একদলকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সরিয়ে নিয়ে যান। তাতেও আমাদের দাবাতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। আপনাদের সব ইতিহাসই মনে আছে । সেইদিনও আপনারা শুনেছেন, অনেক দল আইয়ুব খানের টাকা খেয়ে ৬ দফা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ৭ই জুন তারিখে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল।

তারপর আসুন ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনাগুলোর কথায়। সে সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগও আন্দোলনে যোগদান করে এবং তাতে নেতৃত্ব দেয়। তারপর আইয়ুব খান আগরতলা মামলা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সেদিনও আমার দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। রক্ত আমাদের অনেক দিতে হয়েছে। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য যতো রক্ত দিতে হয়েছে, কোনো দেশ কোনো জাতি তা দেয় নাই ।

আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। লোকে বলে, মানুষের স্মৃতিশক্তি নাকি দুর্বল। সে নাকি অল্প দিনেই সব ভুলে যায়। কিন্তু কেমন করে ভুলবে? ২৩-২৪ বছর আওয়ামী লীগকে নিয়ে আমি সংগ্রাম করেছি। এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১২-১৩ মাস সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন। সর্বক্ষণই উজানে আমাদের নৌকা বাইতে হয়েছে এবং বারবার গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। সে ইতিহাস আজও অম্লান রয়েছে ।

তারপর যখন নির্বাচনে আপনারা আমাকে ভোট দিলেন, তখনো একদল লোক নির্বাচন বানচাল করবার চেষ্টা করেছিল। আমি বলেছিলাম, দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, বাংলার মানুষ এক, বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়, বাংলার মানুষ তাদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার আমাকে দিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে এসব প্রমাণও হয়ে গেল, কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হলো না। ইয়াহিয়া খান সাহেব এসে গদিতে বসলেন। অর্থাৎ এক খান গেলেন আর এক খান

এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব এসে শুরু করলেন নির্বাচনের কথা। মিষ্টি কথা, ফিসফিস কথা, ছোট ছোট কথা, বড়ো বড়ো কথা। আর, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাড়াতে লাগলেন বাংলার বুকে, আমার উপর আঘাত হানার জন্যে। আমরা প্রস্তুত হলাম। আমরাও এখানে দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম ৩রা জানুয়ারি তারিখে, যে আদর্শে বাংলার মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে তাতে আপোস নাই ।

আপনারা জানেন—ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিবুর রহমান । তিনি মনে করেছিলেন, আমাকে প্রধানমন্ত্রী বললেই আমি গলে গদগদ হয়ে যাবো আর আমার দাবি ছেড়ে আমি তাঁর সাথে হাত মেলাবো। কিন্তু তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানতেন না। আওয়ামী লীগকেও জানতেন না। তাঁর এটাও জানা ছিল না যে, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে মুজিবুর রহমান রাজনীতি করে নাই। আমি রাজনীতি করেছি বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্যে, বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য, শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্যে। আমি রাজনীতি করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে। বাংলার মানুষ যাতে মানুষের মতো দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে তার জন্যে এবং বাংলার সম্পদ যাতে পশ্চিমারা লুট করে খেতে না পারে তারই জন্যে আমি সংগ্রাম করেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে সংগ্রাম করি নাই ।

এরপর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন এবং তার পরের ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। সে সবের আলোচনায় আপনাদের বেশি সময় আজ আমি নেবো না। কারণ আরও অনেক কথা আপনাদের বলতে হবে। জেল থেকে বের হয়ে এখানে এসে আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সেদিন আমি বেশি কিছু বলতে পারি নাই। কারণ, মাঝে মাঝে আমার চোখে পানি এসে গেছে। তার পরে ভারতের মহীয়সী নারী মিসেস গান্ধী যখন এখানে আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আপনাদের সামনে এসেছিলাম এবং কয়েক মিনিট বক্তৃতা করেছিলাম। তিনি অতিথি । তাঁর সামনে অন্য কথা বেশি বলা যায় না ।

আজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের জানা দরকার। ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে। ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী আমার উপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাতে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল সেটা কেবল আমিই জানি। আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্যে

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে, আওয়ামী লীগের নেতাদের হুকুম দিলাম, 'বের হয়ে যাও। যেখানে পার, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেও।'

রাতে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ই.পি.আর.বলা হতো, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রাম। পিলখানা হেডকোয়ার্টার তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় অয়ারলেসে এ খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সেনাবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, ছাত্র হোক, যে যেখানে আছ, পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন। তারা আমার কথা মতো খবর পৌঁছিয়েছিল ।

সে রাতে কেবল বাড়িতে নয়, রাজারবাগ, পিলখানা, আওয়ামী লীগের অফিস আর ছাত্রাবাসেও আক্রমণ চলে। বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। রাজারবাগের পুলিশরা ৬ ঘণ্টা ৩০৩ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিন-চারটি ব্যাটেলিয়ন ছিল। হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের অর্ধেককে মেরে ফেলা হয় ।

এমনি করে সমস্ত বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক-কৃষকদের মেরে ফেলা হয়। আমার সহকর্মীরা পালিয়ে মুজিবনগরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন সরকার কায়েম করে। নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হন আর তাজউদ্দীন হন প্রধানমন্ত্রী। মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খোন্দকার মুশতাক আহমেদকে নিয়ে সরকার গঠিত হয় ।

এখন যাঁরা সমালোচনা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন তাঁদের কাউকে এসব কাজে দেখা যায় নাই। তাঁদের কেউ যুদ্ধে এগিয়ে আসেন নাই। তাঁরা কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে বেড়াতেন। অথচ আওয়ামী লীগের নেতারা তখন মুজিবনগরে বসে আবার সকলকে একতাবদ্ধ করে যুদ্ধ শুরু করেন। সারা দুনিয়ায় লোক পাঠিয়ে বাংলাদেশের কথা জানিয়ে দেন। সে সময়ে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটি লোক পালিয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম আর ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে দেশ ছেড়ে চলে যায়। তখন

ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। সারা বাংলার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। নদীতে লাশ, ঘরে ঘরে লাশ। মানুষের, মা-বোনের আর্তনাদ। চারদিকে হাহাকার, সর্বহারার আর্তনাদ। তবু সেদিন সমালোচকদের কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নাই । তারা বরং ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছে।

তার পরের যুদ্ধের ইতিহাস আপনারা জানেন । পাকবাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল। লোক দেশত্যাগ করলো। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হলো। শ্রমিক আর ছাত্রদের গুলি করে মারা হলো। আজ অনেকেই সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন আর এমসিএ-দের এবং আওয়ামী লীগকে গালি দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ত্যাগের কথা কারো মুখেই শোনা যায় না। আওয়ামী লীগের এমসিএ আমার সহকর্মী মসিহুর রহমানকে দুই মাস পর্যন্ত মারতে মারতে হত্যা করা হয়েছে। আমার আর একজন এমসিএ আমীনউদ্দিনকে আধমরা করে জিপের পিছনে বেঁধে তিন মাইল ঘুরিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমার এক চাচাকে ছয় টুকরো করে ছয় রাস্তার মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সৈয়দপুরের এমসিএ নজমুল হুদা সরকারকে গুলি করে হত্যা করে দুই ভাগ করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এখন যাঁরা বড়ো বড়ো কথা বলেন, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন? সবাই স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন। কিন্তু এ কি চোরাকারবারীর স্বাধীনতা, মুনাফাখোরের আর মজুতদারের স্বাধীনতা? রাজাকারের আর আল-বদরের স্বাধীনতা? আমি কিছু বলি না। এজন্যে কি তারা ভেবেছে আমি নরম মানুষ! আমি নরম মানুষ নই। আমি তাদের খেলতে দিয়েছিলাম ।

আমাকে আপনারা 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে আসি নাই। আমি সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে ভালোবাসি। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি আমাকে ভালোবাসে । জীবনে কখনো আমি তাদের সাথে বেঈমানি করি নাই। চারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা হয়েছে। তবু আমি মাথা নত করি নাই। তা সত্ত্বেও কেন এত কথা বলা হয়?

জেল থেকে বের হয়ে আসার পর আমি বলেছিলাম, আমার কর্তব্য বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার পতাকা আজ দুনিয়ার আকাশে ওড়ে। আমার দেশ বাংলাদেশ আজ দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। আজ আমি বলতে পারি, আমি বাঙালি । আজ আমি বলতে পারি, বাঙালি একটি জাতি। আজ আমি বলতে পারি, বাংলার মাটি আমার মাটি। এর বেশি তো আমি চাই নাই। আপনারাও আমাকে সব দিয়েছেন। আপনারা

তো আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব তো আমার জন্যে বড়ো জিনিস নয়। যা কোনোদিন কোনো মানুষ পায় নাই, তা আমি পেয়েছি। আপনারা যা দিয়েছেন, সে হলো আপনাদের ভালোবাসা। আমাকে আপনারা দোয়া করবেন। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর বেশি কিছুই আমি চাই না ।

জেল থেকে বের হয়ে এসে আমি দেখেছিলাম রেলওয়ে ভেঙ্গে গেছে, চালের গুদাম নাই, দোকানে মাল নাই। ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে। আমি আরো দেখেছিলাম মানুষের কাছে বন্দুক। আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার সহকর্মীরা বললেন, তোমাকেই সবকিছুরই ভার নিতে হবে। তার ফলে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে বাধ্য হলাম। বিশেষ করে এই জন্যে যে, আমার বাংলার স্বীকৃতি দরকার। আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালাম, তোমাদের অস্ত্র ফেরত দাও। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ২ লাখ অস্ত্র আমার হাতে দিয়েছে। অস্ত্র সমর্পণের এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর দেখা যায় না ।

আমাদের গুদামে চাল নাই। পকেটে পয়সা নাই। পোর্ট ভেঙ্গে দিয়েছে। বাস-ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলগাড়ি চলে না। রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে না। চট্টগ্রাম ও চালনা পোর্টের মুখে সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে রেখে দিয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে বাঁচাবো কী করে? দস্যুর দল মানুষ হত্যা করে খুশি হয় নাই। আমার সম্পদ ধ্বংস করে লুট করে নিয়ে গেছে। অথচ আজ একদল লোক এসবের জন্যে ভারতকে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ১ কোটি লোককে মিসেস গান্ধী খাবার দিয়েছিলেন, কাপড় দিয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। এসব কি তারা দেখে আসে নাই?

আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট ব্রিটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রকে বন্ধু বলতে লজ্জা করা উচিত নয়। যেদিন আমার সরকার ক্ষমতায় আসে, সেদিন এক ছটাক চাল ছিল না। আমি তাই ভারতের কাছে চাই। ভারত তখন আমাদের সাড়ে সাত লক্ষ টন চাল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই মধ্যে তাদের কাছ থেকে আমি এক কোটি বাষট্টি লক্ষ মণ চাল পেয়েছি। এই চাল গরিবদের মধ্যে

বিলিয়ে দেয়া হয়েছে। 'আনরড'ও চাল দিয়েছে। রাশিয়াও আমাকে সাহায্য করেছে। রাশিয়া আমার বন্দর সাফ করে না দিলে আমি খাবার আনতে পারতাম না। আমার বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামেও আমাদের সাহায্য করেছে। তবু একদল লোক তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ বন্ধুত্ব নষ্ট করবার ক্ষমতা কারও নাই ।

আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না। আপনাদের কাছে আমি প্রথম দিন বলেছি, তিন বছর আপনাদের কিছুই দিতে পারবো না। পরে সারা বাংলাদেশেই আমি এই কথা বলেছি। কিন্তু পারবো না বললেও আমি দিয়েছি। রিলিফের জন্য, ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য এই ছয় মাসে ঊনত্রিশ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। টেস্ট রিলিফের জন্য গ্রাম অঞ্চলে দেয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। স্কুল-কলেজের জন্য দেয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। রিলিফ ক্যাম্পের জন্য দেয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। মোট ৭৫ কোটি টাকা এই ছয় মাসে দেয়া হয়েছে। রিলিফ, কৃষিঋণ এবং সমবায় ঋণ দেয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া, যত বকেয়া খাজনা ছিল সব মাফ করে দেবো। একদিন এই ময়দানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেবো। তা আমি দিয়েছি। আমাদের বন্দর ঠিক হয়ে গেছে, এখন বিদেশ থেকে মাল আসতে পারবে। আমার তেল ছিল না, ভারত তেল দিয়েছে। আমাকে সব জিনিসই অন্যের কাছ থেকে আনতে হচ্ছে। বাংলাদেশ তো কলোনি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার ছিল। পশ্চিমারা সেখানে মাল তৈরি করতো আর বাংলাদেশে সেই মাল বেচে পকেটে টাকা নিয়ে উড়ে চলে যেত। আজ জিনিসপত্রের ঘাটতি পড়েছে। সব জিনিসই আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে।

আমার শ্রমিক ভায়েরা, কৃষক ভাইদের জন্য আমি টেস্ট রিলিফ দিচ্ছি, তাকাবি ঋণ দিচ্ছি, খাজনা মাফ করেছি। এই সঙ্গে আমি ব্যাংক জাতীয়করণ করেছি। বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও জাতীয়করণ করেছি। এসব জাতীয়করণের অর্থ আমাদের বুঝে দেখতে হবে। এগুলো সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পদ। শ্রমিকেরা সারা জীবন শিল্প কারখানা, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন । এগুলো জাতীয়করণের অর্থ হলো—শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেয়া। আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনারা জানেন, পশ্চিমাদের হাতে

যে সমস্ত কলকারখানা ছিল তার সব টাকা তারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, কারখানা চালাতে এ গভর্নমেন্টের ১৫৮ কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

যদি কারখানা চালিয়ে উৎপাদন না করতে পারেন, আমি বেতন বাড়াবো কোথা থেকে? আপনারা আমার কাছে চান নাই, আমার কাছে দাবি করার দরকারও নাই । আমি আপনাদের জন্য জীবনভর দাবি করেছি। আমার কাছে আপনারা কী দাবি করবেন? আপনারা না বললেও আমি ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ৩৫ কোটি টাকা বেতন বাড়াতে হয়েছে। আপনারা যদি উৎপাদন না করেন, আমি টাকা দেবো কোথা থেকে? আমি কি তবে বাংলাদেশটা বিক্রি করে টাকা দেবো? না, বাংলাদেশকে বিক্রি করতে পারবো না। আমাকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে, আমি ধর্মঘট কেন বন্ধ করলাম! কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করতে চাই নাই। তবে, আমি যদি শ্রমিকদের বেতন দেয়ার জন্য টঙ্গীতে টাকা পাঠাই বা রিলিফের টাকা দিই আর সেখানে সেই টাকা কেড়ে নেয়া হয় এবং তারপর আবার যদি কেউ বেতন নিতে আসে তাহলে সেটা কি ভালো হয়? শ্রমিকদের কর্তব্য হলো উৎপাদন করা ।

আমি এখানে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করছি। সরকার যেসব কারখানা জাতীয়করণ করেছেন, এখন থেকে সেগুলোর প্রত্যেকটি ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে দুইজন করে সদস্য থাকবে এবং শ্রমিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে এই সদস্যদের বোর্ডে পাঠাবেন। এ ছাড়া বোর্ডে সরকারের এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তিনজন সদস্য থাকবেন এবং এই পাঁচজন বসে কারখানা চালাবেন। যাই আয় হোক না কেন, আদমজী, দাউদ বা আমিনের পকেটে যাবে না। কোথায় যাবে, তা আপনারা জানতে পারবেন। আপনারা হলেন শতকরা একজন বা দেড়জন, আর বাংলার কৃষক হলো শতকরা ৮৫ জন। আয়ের একটা অংশ আপনারা নেবেন। আর বাকি অংশ দেশের কৃষকদের। তাদের টাকা দিয়ে শিল্প-কারখানা চালানো হয়। তাদেরও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। শ্রমিক ভায়েরা, দুধ খান, গরু জবাই করে খেয়ে ফেলবেন না। তাতে দেশ চলবে না। আর, লাল বাহিনীর ভায়েরা, আপনারা হবেন আদর্শ কর্মী। আপনাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আর আপনাদের দেখতে হবে যে, ৮ ঘণ্টার জায়গায় লাল বাহিনীর ছেলেরা ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। এবং এই কাজ দেখিয়ে অন্য শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে হবে। আপনারা ১০ ঘণ্টা না পারেন ৯ ঘণ্টা কাজ করুন বা ৮ ঘণ্টা কাজ করুন। উৎপাদন বাড়ান। তাহলেই

লাল বাহিনী আপনাদের ইজ্জত থাকবে। লাল টুপি মাথায় দিয়ে বেড়ালে লাল বাহিনীর ইজ্জত পাওয়া যাবে না ।

ভায়েরা আমার, আজ আপনাদের বেতন বাড়ালেই সুবিধা হবে না। সেই জন্য বাংলাদেশে ৪২০০টি দোকান খোলা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন একটা করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র দেয়ার জন্য খোলা হচ্ছে। শ্রমিক এলাকায়ও এ ধরনের দোকান খোলা হবে। তাতে খরচ হবে ১৯ কোটি টাকা। তবে মজুদদার, চোরাকারবারীরা আর চোরাচালানীরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। তাদের আমি সোজা কথায় বলে দিচ্ছি, পাঁচ মাস আমি তাদের অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, বুঝিয়েছি, অনেক করে বলেছি—এ কাজ করো না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তারা আমার কথা শুনবে। কিন্তু দেখছি, "চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী"। তাই তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই, যারা শহরে সরকারি বাড়ি গাড়ি দখল করে আছ, যারা দোকান বা অন্যের জমি দখল করে আছ, যারা মজুদ করছো, জিনিসপত্র বিক্রি করছো না, জিনিসের দাম বাড়াবার চেষ্টা করছো, তাদের রেহাই নাই। আমি ভিক্ষা করে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র আনছি আমার গরিব দুঃখীদের জন্য। সেই জিনিস যারা লুটপাট করে খাচ্ছো, তাদেরও রক্ষা নাই। আমি ১৫ দিন সময় দিলাম। ১৫ দিনের মধ্যে যদি সরকারি বাড়ি না ছাড়ো, যদি মজুদ করে রাখো, এক-একটা এলাকায় আমি কারফিউ দেবো আর সমস্ত পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট আর আমার স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে তল্লাশি চালাবেন । এতদিন আমি কিছু বলি নাই। এখন বলে দিলাম, হুকুম দিয়ে দিলাম। এর পরেও বড়ো বড়ো বক্তৃতা করবে আর রাত্রিবেলায় চোরা গাড়িতে চড়বে, এটা হবে না। আমার প্রাণ থাকতে নয়। বার বার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও। আর ঘুঘু খাওয়ার চেষ্টা করো না। আমি পেটের মধ্য হতে ধান বের করে ফেলবো। চিন্তার কারণ নাই ।

ভায়েরা আমার, আর একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। আওয়ামী লীগ ২৩ বছর এই বাংলাদেশে রাজনীতি করছে। এখন কিছু লোক এই আওয়ামী লীগের এমসিএ- দের নিন্দা করে। কিন্তু ২৩ জন এমসিএ-কে বহিষ্কার করেছে কোন পার্টি? এমন বহিষ্কারের নজির পৃথিবীর আর কোনো দেশের ইতিহাসে আছে? কিন্তু আমি বহিষ্কার করেছি? আওয়ামী লীগ করেছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো এমসিএ বা পার্টি—সে যে পার্টিরই হোক না কেন, কিংবা কোনো শ্রমিকনেতা বা ছাত্রনেতা চুরি করে, তাহলে আমি মাফ করবো না ।

এখন এমসিএ-দের সমালোচনা করার অর্থ কী? যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন, আমি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবো। তাঁরা যদি এমসিএ-দের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, তাহলে নিজেরা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করবেন। কিন্তু সব এমসিএ-ই কি চোর? কোনো এমসিএ কি যুদ্ধ করেন নাই? তাঁরা কি গুলি খেয়ে মরেন নাই? এমসিএ-দের মধ্যে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষও আছে। সব দলেই ভালো-মন্দ মানুষ আছে। যারা খারাপ, তারা সব সময়ই খারাপ। আমার দলের মধ্যে কেউ যদি চুরি করে, বিশ্বাস রাখতে পারেন— তাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়, আমি জানি। তার পরিষদ সদস্যপদ আমি কেড়ে নেবো। কিন্তু এমসিএ-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা খারাপ। তাঁরা গণপরিষদের সদস্য। তাঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছেন, তাঁরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আমি বাংলাদেশে শাসনতন্ত্র দিতে চাই, ইয়াহিয়া খান বা আইয়ুব খানের মতো গভর্নমেন্ট চালাতে চাই না। জনগণকে আমি ভয় করি না। জনগণকে আমি ভালোবাসি। সে জন্যে শাসনতন্ত্র যত শিগগিরই হয় আমি দেবো ।

এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬-দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি, এ নিয়ে হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ।

দ্বিতীয় স্তম্ভ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধনসম্পদ বাড়াতে দেবো না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এ দেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সে দেশে গণতন্ত্র নাই। দুনিয়ায় আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করবো। আমি ব্যক্তি- স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না । দরকার হলে আবার ভোটে যাবো। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে ।

চতুর্থত, বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে।

খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম- নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না । এই হলো—চার দফা, চার স্তম্ভ।

আর একটা কথা বলি। ভুট্টো সাহেব নারাজ হয়ে গেছেন। তিনি আবোল-তাবোল বকছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। আমি বলেছি, বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিন। তারপর এসব বিবেচনা করে দেখবো। তিনি- এর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন নাকি? যারা আমার মা- বোনের ওপর অত্যাচার করেছে, যারা পশুর মতো আমার জনসাধারণকে হত্যা করেছে, যারা নিরপরাধ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার করলে নাকি তিনি বড়ো অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব, শুনে রাখুন, তাদের বিচার বাংলার বুকে অবশ্যই হবে ।

ভুট্টো সাহেব আমার ৪ লাখ বাঙালিকে আটকে রেখেছেন। তারা নিরপরাধ, কিছুই করে নাই। তবু তিনি দরকষাকষি করছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার বাঙালিদের ইনশাল্লাহ্ বাংলার বুকে ফেরত আনবো। তিনি ঠেকাতে পারবেন না ।

তবে, একটা অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে। যে সমস্ত বাঙালি এখানে আছে, যারা আলবদর-রাজাকার নয়, যারা বাংলার মাটিতে বাঙালি হিসেবে বাস করতে চায়—আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, তাদের বাংলায় থাকবার অধিকার রয়েছে । যারা যেতে চায়, ভুট্টো সাহেব যেন মেহেরবানি করে তাদের নিয়ে যান। আমার আপত্তি নাই । তিনি বলছেন তিনি তাদের নেবেন না। কেন নেবেন না? তাদের হাতে তো বন্দুক তাঁরাই দিয়েছিলেন, তাদের তো ব্যবহার করেছিলেন। তাদের নিয়ে বাঙালিদের হত্যা করিয়েছিলেন। এখন কেন নেবেন না? যারা যেতে চায়, তাদের নিয়ে যান। আমি ছেড়ে দেবো। আমার ৪ লাখ লোক ফেরত দিন। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক লোক আমার কাছে আছে। ভুট্টো সাহেব আমার লোক ফেরত দিন, আমিও তাদের লোক ফেরত দিচ্ছি। যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে জনসাধারণ কোনো দিন এক হতে পারে না।

এমন নজির দুনিয়ায় নাই, কোনোদিন হয় নাই।

একদল লোক দুনিয়ায় চিৎকার করে বেড়াচ্ছেন যে, বিহারীরা বড়ো কষ্টে আছে। যখন আমার লোক না খেয়ে মরছিল, যখন গুলি খেয়ে মরছিল, যখন এ দেশের মানুষকে ধরে ধরে কুর্মিটোলায় গুলি করেছিল, যখন জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন কেন মেহেরবানি করে তাঁরা প্রতিবাদ করেন নাই? এখন কেন তাঁরা কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়ছেন?

আমার বাংলার এক কোটি লোক পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে ছ'মাসে ফিরে এসেছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের খাবার দিতে হয়। আমার বাংলাদেশের দেড় কোটি লোক এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, ও গ্রাম থেকে এ গ্রামে পালিয়ে বেড়াতো। তাদের জন্য কেউ মায়াকান্না কাঁদে নাই। গ্রামে যান। দেখে আসুন, আমার মানুষ না খেয়ে আছে। আমার মানুষের কাপড় নাই। আমার কৃষকের বীজ নাই। আমার মানুষের চাল নাই ।

আমি তো পরিষ্কার বলেছি, দুনিয়ার সমস্ত দেশ থেকে আমি সাহায্য নিতে রাজি আছি । কিন্তু সে সাহায্য হবে শর্তহীন। শর্ত দিয়ে কারো কাছ থেকে আমি ভিক্ষা আনতে পারবো না। শর্ত ছাড়া যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে চায়, দুনিয়ার যে কোনো দেশ থেকে সাহায্য নিতে আমি রাজি আছি। তবে এমন কিছু আনতে চাই না, যাতে ভবিষ্যতে আমার অসুবিধা হতে পারে। সে জন্য আমি একটু আস্তে আস্তে চলি ।

শ্রমিক ভায়েরা, আল্লাহ্ ওয়াস্তে একটু উৎপাদন করো। আল্লাহ্ ওয়াস্তে মিল খেয়ে ফেলো না। পয়সা থাকবে না। ব্যাংক থেকে ১৫৭ কেটি টাকা তোমাদের আমি দিয়েছি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য। অনেক মিল বন্ধ। তবু মাইনে দিয়ে চলেছি। অনেক মিলে অর্ধেক কাজ হয়। সেখানেও আমি মাইনে দিয়ে চলেছি। আমি তাদের ভালোবাসি, এই জন্যই তো আমি বিনা কথায় ২৫ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদের ২/৩ বছর কষ্ট করতে হবে। উৎপাদন করতে হবে। ইনশাল্লাহ, একবার যদি উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে আর কোনো কষ্ট হবে না। শ্রমিকরা সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমানভাবে দেশের সম্পদ ভাগ করে খেতে পারবে। কিন্তু চার সের দুধ হলে তারা এক সের খাবে। বাকি তিন সের গ্রামের লোককে দেবে। চার সেরই যেন নিজেরা না খায়। তাহলে গ্রামের লোক বাঁচবে না। গ্রামে থাকে কারা? আপনার আমার বাবা-মা। যারা গ্রামে

বাস করে, তারাই কৃষক । তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। তাদের আমি ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা মাফ করেছি। তাদের আমি ঋণ দিচ্ছি। দরকার হলে আরো দেবো। আমি চাই, তারা খাদ্য উৎপাদন করুক। আমি বেশি দিন ভিক্ষা করতে পারবো না। আমার ৩০ লাখ টন খাদ্যের দরকার। ১৭ লাখ টন আমি পেয়েছি। আরো ১০ লাখ টন ইনশাল্লাহ্ আমি পাবো। খাদ্য সামগ্রীর অভাব হবে না ।

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। আবার একটু কমের দিকে আসছে। আমাদের অনেক খবরের কাগজ; যেগুলো দাম বাড়তে দেখলে লাফ দিয়ে কেবল বাড়ায়। যখন কমে তখন আর মেহেরবানি করে কিছু লেখে না। তারা যেন দাম কমলে একটু লেখে । আমার তো ছোট চাদরের অবস্থা। মাথায় দিলে পা খালি, পায়ে দিলে বুক খালি । চাল আনলে ডাল আসে না, ডাল আনলে নুন আসে না । নুন আনলে তেল আসে না, তেল থাকলে লবণ থাকে না। আনতে হয় চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে, চালনা পোর্ট থেকে ।

ভায়েরা আমার, আমি জানতে চাই, আপনাদের আমার উপর আস্থা আছে কি নাই? আওয়ামী লীগের উপর আস্থা আছে কি নাই? বাংলাদেশকে গড়বেন কি গড়বেন না? তিন বছর আমি কিছু দিতে পারবো না। দাবিদাওয়া আমার কাছে চলবে না। একদল লোক বলছে, মুজিবুর রহমান লণ্ডন যাবে। কিন্তু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে পেলে বেহেস্তে গেলেও শান্তি পাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে সুখী করতে চায়। বাংলাকে সোনার বাংলা করতে চায়। লোকে -মুজিবুর রহমান ল-ন-ডন যাবে। মুজিবুর রহমান সব ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি কেন সব ছাড়বো?

আজ মুনাফাখোর, আড়তদার, চোরাকারবারী সাবধান হয়ে যাও। ভবিষ্যতে যদি জিনিসের দাম আর বাড়ে, আমি তোমাদের শেষ করে দেবো, কারফিউ করে দেবো। আর দরকার যদি হয়, আইন পাস করবো। যদি চোরাকারবারী বা আড়তদাররা আমার কথা না শোনে, তাদের ছাড়বো না। আর যারা অস্ত্র নিয়ে চলে, তারা সোজা পথে না এলে আমি বাধ্য হয়ে আইন পাস করবো তাদের গুলি করে হত্যা করার জন্য। আর সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনারা ঘুষ খাবেন না। আমার লোক আছে। আমি সব খবরই পাচ্ছি। ঘুষখোররা নয় নম্বর ধারায় চাকরি করে, জেলখানায় যাবে। আর চোর, গুণ্ডা,

বদমাইশ, ডাকাত—সাবধান হয়ে যাও।

কর্মী ভাইয়েরা, গ্রামে গ্রামে তোমরা পাহারা দাও, যাতে চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে ।

আর যারা শুধু সমালোচনা করে বক্তৃতা করে, তাদের কাছে অনুরোধ করি, গ্রামে গিয়ে একটু কাজ করুন, একটু রিলিফের কাজ করুন। তাতে ফল হবে।

আমি এবার তাহলে চলি । খোদা হাফেজ ।

সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে, ৭ জুন ১৯৭২

মাইজদিকোর্ট, নোয়াখালী

আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আপনারা অনেক কষ্ট করে এই বৃষ্টি কাদার মধ্যে দূর থেকে এসেছেন। আপনাদের আমি কষ্ট দিতে চাই না। বেশি সময় আমি বক্তব্য দিতে চাই না। জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে বলেছিলাম আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি আসবো। কিন্তু আসতে পারি নাই। আমি জানি, আমি যখন জেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানে, আমি জানি, যখন আমি দিন গোনছিলাম কবে আমার ফাঁসি হবে, আমি জানতাম আপনারা আমার মা-বোনেরা ও ভাইয়েরা বাংলার গ্রামে-গ্রামে রোজা রাখতেন, দোয়া করতেন এবং এই পিশাচের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আপনারা জানেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী আমার দেশের কী সর্বনাশ করেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের ভিখারি করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার কচি ছেলেদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আমার জমির ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমার রেললাইন ভেঙে দিয়েছে। আমার ফ্যাক্টরি, কারখানা নষ্ট করেছে। আমার ছেলেদের কাপুরুষের মতো ঘরের থেকে ধরে নিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটেছে। তারা বলে মুসলমান, তারা বলে মানুষ ! তারা বলতেন, আমরা মুসলমান! এতো বড়ো নরপশু দুনিয়ায় কোথাও পয়দা হয় নাই । আপনাদের মনে আছে, যেদিন আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, সেইদিন আমি বলে দিয়েছিলাম, 'বাংলাদেশের মানুষ আমি জানি, তোমাদের কাছে আর কথা বলতে পারবো কি না, হতে পারে এই আমার শেষ, হতে পারে ওরা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কোরো। আমার পুলিশ, আমার ইপিআর, আমার সৈন্যবাহিনী, আমার সরকারি কর্মচারী, আমার শ্রমিক, আমার কৃষক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার ছাত্র—কিছু সংখ্যক দালাল ছাড়া—সশস্ত্র বর্বর বাহিনীর সামনে রুখে দাঁড়ায় । লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক খালি হয়ে

গিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ হাত-পা কাটা, লক্ষ লক্ষ সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে। কী পেয়েছি? আমি যেদিন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, আমি যখন রেসকোর্স ময়দানে খাড়া হলাম, আমি যখন আমার বাংলার মাটিতে পাড়া দিলাম, আমি চোখের পানি রাখতে পারি নাই, অনেক রাত আমি ঘুমাই নাই। অনেকদিন আমি বসে বসে কাটিয়েছি। যেদিন থেকে আমি এসে বাংলায় নেমেছি, তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই। কী করবো? আমার পোর্ট নাই। পোর্ট ভেঙে দিয়ে গেছে। আমার গুদামের চাল লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার কাগজপত্র পর্যন্ত অফিসের জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এমনকি নোটগুলো পর্যন্ত পোড়ায়ে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে । বাংলার সোনা লুট করে নিয়েছে গেছে, বাংলার মানুষকে হত্যা করেছে।

ভাইয়েরা আমার, ইনশাল্লাহ্ ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ না খাওয়া, আমি জানি, বাংলার মানুষ দুঃখী, আমি জানি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খায় না। আমি জানি, বাংলার মানুষের ঘর নাই। এক কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে স্থান নিয়েছিল। দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এক কোটি লোক ফিরে এসেছে, কোথায় আমি খাবার পাবো? কোথায় আমি টিন পাবো? কোথায় আমি পয়সা পাবো? কোথায় আমি বাংলার মানুষকে পেট ভরে খাবার দেবো? রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চিন্তা করেছি, কী করবো? কিন্তু জানি, আমার বাংলার মানুষ দুঃখী । আমি দেখলাম যে—সব গেছে, কিন্তু বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার নিঃস্বার্থ কর্মীকে হত্যা করতে পারে নাই। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা একদিন সোনার বাংলা হবে। এদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। জালিম আমার সম্পদ নিতে পারে, জালিম আমার টাকা নিতে পারে। জালিম আমার ইমান নিতে পারে নাই। জালিম আমার মাটি নিতে পারে নাই। ইনশাল্লাহ্ যদি বাংলার মানুষ সৎ পথে থাকে, ভালোভাবে কাজ করে, ইমানদারের সঙ্গে কাজ করে। আমি বিশ্বাস করি, সোনার বাংলার মানুষ আবার সোনার বাংলা গড়তে পারবে। এ বিশ্বাস আমার আছে ।

ভাইয়েরা আমার, আমি দেখলাম কী—শতকরা ৬০ জন পুলিশকে হত্যা করেছে। নোয়াখালীর ভাইয়েরা আমার, এখনও আমার পাষণ্ডের দল ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেও শান্তি পায় নাই। আমার ৪ লক্ষ বাঙালিকে পশ্চিম

পাকিস্তানে আটকায়ে রেখেছে। ভুট্টো সাহেব তাদের দেবেন না। ভুট্টো সাহেব মনে করেছেন, যে বাংলার মানুষকে আটকায়ে রেখে তিনি আমাদের মাথা নত করাবেন। যে জাতি রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে, সে জাতি কারো কাছে মাথা নত করতে জানে না। ভুট্টো সাহেব, আল্লাহ্ যদি আমাকে বাঁচায় রাখে বাংলার মানুষকে আমি বাংলায় ফিরায় আনবো, আপনি রাখতে পারবেন না। আপনি মনে করেছেন যে, তাদেরকে আটকায়ে রাখলে আমি আপনার যারা যুদ্ধ-অপরাধী তাদের বিচার করবো না। যারা আমার দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার ছেলেদের নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে, যারা আমার গরিবের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমার মা-বোনকে পথের ভিখারি করেছে, তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে যদি আমি বেঁচে থাকি। ভুট্টো সাহেব, আপনি জানেন, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। মেশিনগানের সামনে আমি বুক পেতে দাঁড়াতে পারি। আপনি জানেন, ফাঁসির জন্য আমার কবর খুঁড়েছিলেন, কিন্তু আমি মাথা নত করি নাই। এই জন্য আমার বাংলার মানুষও মাথা নত করবে না। ভুট্টো সাহেব অবশ্য এখনও বাংলাদেশকে মানেন না—বাংলাদেশ নাকি স্বাধীন না। দুনিয়ার ৭৫টা দেশ মেনেছে। জাতিসংঘের অনেক কমিটির আমি সদস্য হয়েছি । উনি বাংলাদেশকে মানেন না। আমি তোমারে মানি কিনা সেইটাই বড়ো কথা, তুমি আমারে মানো কিনা সেইটা বড়ো কথা না। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমার স্বাধীনতা থাকবে। আমার পতাকা থাকবে ।

আমার বাংলার মানুষ খেয়েদেয়ে খুশিভাবে বেড়াবে। তোমাদের গোলামি আর কোনো দিন করতে আমরা পারবো না। সুখে থাকো বন্ধু। সুখে থাকো। আরামে থাকো, আশীর্বাদ করি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরো। আল্লাহ্র কাছে মাফ চাও যা করেছো। আর যা নিয়েছো, ভদ্রলোকের মতো ফেরত দিলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ২৪ বছরে আমার সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে গেছো। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আমার বাংলা থেকে লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছো। এখন বড়ো বড়ো কতা বলেন। উনারা নাকি মুসলমান । উনারা বলেন—ইসলামের কথা বলেন। গটর গটর মদ খাইয়া পড়ে থাকেন, আর ইসলাম ইসলাম করেন। বাংলাদেশে মদ খাওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি বন্ধ করতে পারো নাই। তুমি পারবা না । আমার নাই কিছু । আপনাদের আমি কিচ্ছু দিবার পারবো না । দেবো কোত্থেকে?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য। আপনাদের যত বকেয়া খাজনা ছিল সব আমি মাফ করে

দিয়েছি। দিই নাই? আপনাদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে গেছে, আমি করে দিয়েছি। আপনাদের গ্রামে-গ্রামে ক্যাশ স্লিপে টাকা দেওয়া হয়েছে। আপনাদের লবণের খাজনা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমি পাবো কোথায়? আমি দেবো কোত্থেকে? আমি তো মানুষের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রি করে পয়সা আনতে পারি না। কোটি কোটি মণ খাবার আমার আনতে হচ্ছে। আর একটা অসুবিধা হয়ে গেছে। আমি ভিক্ষাটিক্ষা করে আনি, গ্রামে-গ্রামে পাঠাই, চাটার দল এখনও বলে—মাঝে মাঝে চাইটে চাইটে চুরি করে খায় । আমি সাবধান করে দিচ্ছি। খবরদার। গরিবের হক কেউই মেরে খাবা না । আমি গরিবের জন্য, গরিব আমার জন্য। বাংলাদেশে গরিবের রাজ কায়েম হবে। শোষকের রাজ কায়েম হবে না ।

ভাইয়েরা আমার, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ কোরো। ঘুষ খাওযা বন্ধ কোরো। গরিবের রক্ত চোষা বন্ধ কোরো। গরিবের পয়সা মেরে খাওয়া বন্ধ করো। না হলে ভালো হবে না। তোমরা আমাকে চেন।

আজকে ২২ তারিখ। বড়ো বড়ো বাড়ি দখল করেছে, বড়ো বড়ো গাড়ি দখল করেছে বড়ো বড়ো জায়গায়। আজ ২২ তারিখ, চারটা এখন বাজে। এই চারটার পর থেকে বড়ো বড়ো শহরে অ্যাকশন নেওয়া হবে। যারা বাড়িঘর লুট করেছে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা হবে। যারা গুদামে চাল রেখে দাম বাড়ায়ে গরিবকে লুট করে খাবার চায়, তারা সাবধান হয়ে যাও। আইন আমি পাস করছি। আইন আমার আছে। দরকার হলে আরও করবো। দরকার হয় এমন আইন করবো যে, প্রকাশ্য জায়গায় গুলি করে মারা হবে এই চোরদের। কিন্তু গরিবকে লুট করে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না ।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার—একদল লোক আছে, রাস্তায় বের হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখি নাই, ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছে, আইয়ুব খানের দালালি করেছে। এখন আমি গণতন্ত্র দিয়েছি, উনারা কথা বলতে শুরু করেছেন। ফুটফাট চুপচাপ ফুঁসফাঁস করেন। একটু আস্তে আস্তে কও চান রা। ছিলা কোথায় চান রা? দালালি করেছ ইয়াহিয়া খানের, পয়সা খেয়েছ আইয়ুব খানের, পয়সা খেয়েছ ইস্কান্দার মির্জার। যখন জীবনের ১০-১১টি বৎসর আমি জেলের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি, আমার সহকর্মীরা জেলের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, তখন তোমরা বসে বসে কোরমা পোলাও খেয়েছ। এখন সুযোগ পাইয়াও এটা করলো না, ওটা করলো না। কোত্থেকে করবো? খাজনা মাফ,

ট্যাক্স মাফ, লবণ কর মাফ, পয়সা কোত্থেকে আসবে? করবো কোত্থেকে? কাজ করতে হবে। ফসল উৎপাদন করতে হবে। কারখানায় কাজ করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাহলেই তো পয়সা আসবে। তাহলেই তো মানুষকে কাজ দিতে পারবো। নাইলে পারবো কোত্থকে? বাজে কথা বললে চলবে না।

মিথ্যা কথা আমি বলি না। আমি রেসকোর্স ময়দানে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমাদের কী দিয়েছি? প্রায় একশো কোটি টাকার মতো রিলিফ এই বাংলাদেশে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি টাকার তো টেস্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে, খাজনা-ট্যাক্স মাফ করা হয়েছে। আপনারা জানেন, কোটি কোটি মণ চাল আনতে হচ্ছে গ্রামে পৌঁছবার জন্য । কোটি কোটি মণ চাল । ট্রাক নাই, বাস নাই, রেলওয়ে নাই। পোর্ট ভাঙা ছিল। দুনিয়া থেকে চাল কিনবো, চিটাগাং পোর্ট-এ আনবো। সেখানে থেকে গ্রামে পৌঁছায় দিবো। অন্তত পক্ষে প্রত্যেকটা গ্রামে কিছু কিছু খাবার আপনাদের জন্য আমি পৌঁছাইছি এই ভাণ্ডার থেকে। কিন্তু নাই কিছু। এবার পারবো না। আমি মিথ্যা ধোঁকা আপনাদের দিই না, কোনোদিন দিই নাই। কোনোও দিন দেবো না। ৩ বছর আপনাদের আমি কিছুই দিবার পারবো না । আপনারা রাজি আছেন কিনা আমি জানতে চাই। তার মানে—আমি দেবো না এটা ঠিক না । আমি যেখান থেকে পারি ভিক্ষা করে আইনা বাংলার গরিবের সামনে আমি হাজির করার চেষ্টা করবো। কিন্তু গরিবকে খেয়ে বাঁচতে হবে ।

ভাইয়েরা আমার, কিন্তু একটা কথা—নাকে খৎ দিয়া দুনিয়ার কাছ থেকে আমি আনতে পারবো না। সত্য কথা, ভারতবর্ষ আমারে দুই তিন কোটি মণ খাবার দিয়েছে। ইউনাইটেড নেশন থেকে ৬ লক্ষ টন আমি খাবার পাচ্ছি। তার মধ্যে ইউএসএ ৪ লক্ষ টন দিয়েছে। রাশিয়া আমার বন্ধু। তারা আমাকে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সেখান থেকে আমি আনছি। বার্মা থেকে চাল আমি কিনতেছি। জাপান থেকে চাল কিনেছি। কিন্তু আনতে জাহাজ নাই। জাহাজ ভাড়া কইরা আনতে হবে। চট্টগ্রামে পৌঁছবে, ট্রাক লাগবে, রেলের ইঞ্জিন নাই। পাঠাতে হবে নোয়াখালী, যেতে হবে গ্রামে—সময় লাগবে ভাই। সময় লাগবে। মিথ্যা ধোঁকা দিবার পারবো না। আমি কাউকে ধোঁকা দিই না। তবে বাংলার যে সম্পদ এ সম্পদ আপনাদের। যেখান থেকে আয় করি না কেন, সেই সম্পদ যেখান থেকে আনি না কেন, বাংলার গরিব কর্মচারী, যারা না খেয়ে কষ্ট পেতো, তাদের আমি মাসে ২৫ টাকা, ২০ টাকা, ১৫ টাকা বেতন বাড়ায়া দিয়েছি। তাতে আমাকে দিতে হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। কোথায় পাবো?

কোনো জায়গায় থেকে আসবে? কীভাবে দিবো? বিশ্বাস করেন, ভাইয়েরা আমার, আমি রাত্রে ঘুমাতে পারি না। আমি চিন্তা করতে পারি না। জেল থেকে যেদিন আমি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসছি। তারপর থেকে একদিন আমি বিশ্রাম করি নাই । আমার পক্ষে দিনের আরাম রাতের বিশ্রাম হারাম হয়ে গেছে। আপনাদের দিকে আমি চাইতে পারি না। আমি দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমি আসতেছিলাম—প্লেন আসে না। আমি রাস্তার ওপর প্লেন থামাইছি। প্লেন থামছে। আসতে পারে না। গ্রামের লোক দৌড়ায়া আসছে। বাবা তোমারে একটু দেখবো, তোমার কাছে কিছুই চাই না। তোমারে দেখবো। আপনারা আমারে দোয়া করেন। আপনারা যেভাবে আমাকে ভালোবাসেন, আমি যেন আপনাদের এ ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি, এর বেশি আমি আপনাদের কাছে কিছু চাই না। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আমিও আপনাদের ভালোবাসি। মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমার দেবার মতো যা আছে—একটা জান, তা বাংলার মানুষের জন্য আমি মটর্গেজ করে দিয়েছি।

ভাইয়েরা আমার, হ্যাঁ, একটা কথা বলে যাবার চাই—লাইঠেল পাইঠেল আর চলবে না। ১০০ বিঘার বেশি জমি কেউ রাখতে পারবে না এবং বাকি জমি যাদের জমি নাই তার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। আমি ডিসি সাহেবকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি। দেখেন কোনো কোনো লাঠিয়াল জমি দখল করে রাখছে, সোজা জেলখানায় দিয়ে দেন। আর গরিবের মধ্যে সে জমি ভাগ করে দেন। কোনোও ভয় নাই আপনার । ছাড়বো না। ১০০ বিঘার বেশি কেউ রাখতে পারবে না । বাকি যা আছে তা গরিবের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এটা গর্ভমেন্টের আইন; এ আইনে কাজ হবে এবং আমি সরকারি কর্মচারীদের হুকুম দিয়ে যাচ্ছি যে, যত তাড়াতাড়ি হয়, সে বন্দোবস্ত করা হোক।

আর, আইন শৃঙ্খলা রাখেন। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা মানুষের শান্তি যেন নষ্ট করতে না পারে। চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের আপনারা গ্রামের লোক তাদের ধইরা পুলিশের কাছে দিয়ে দেবেন। তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। আর কিছু কিছু রাজাকার, আলবদর, যারা আমার লোকেরে মারছে, তারা পলায়া পলায়া বেড়াচ্ছে এবং জায়গায় জায়গায় সুযোগ পাইয়া আবার কাছিমের মতো মাথা বাইর করছে। তোমাদের যে এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই, তার অর্থ দুর্বলতা নয়, তোমরা সাবধান হয়ে যাও—তোমাদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। যদি বাড়াবাড়ি কোরো তাইলে মনে রেখো তোমাদের জেলে যেতে হবে। কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তবে আইন মতো তোমাদের

বিচার হবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পার ।

আমার ভাইয়েরা, বোনেরা, আপনারা বহু কষ্ট করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক, বৃষ্টি কাদার মধ্যে আপনারা রয়েছেন। আমার দুঃখ হচ্ছে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার । আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে একটা কথা বলে যাই। আওয়ামী লীগের নেতারা, আওয়ামী লীগ এই দেশের গরিবের প্রতিষ্ঠান । আওয়ামী লীগ গরিবের প্রতিষ্ঠান থাকবে। আওয়ামী লীগ গরিবের জন্য সংগ্রাম করেছে। আওয়ামী লীগ গরিবের জন্য সংগ্রাম করবে। যদি কোনোও আওয়ামী লীগের নেতা দুর্নীতি করে তাদের পার্টি থেকে বাইর করে দাও। কিন্তু আওয়ামী লীগের যেন বদনাম হয় না। আপনারা ইউনিয়নে ইউনিয়নে নিঃস্বার্থ কর্মীরা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করেন এবং সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে এবং পুলিশের সঙ্গে কো- অপারেশন করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। না হলে—আমার মুখ কালি করবেন না । আমার মুখে কালি দেবেন না। সাত কোটি, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুখে কালি দেবেন না। আমার কর্মীদের কাছে এই আমার আবেদন ।

বাংলা বাংলাদেশ। প্রত্যেক বাঙালির এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেয়ে কাজ করে খাবার অধিকার রয়েছে। কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটা কথা বলে যাই। বাংলাদেশ ৪টা নীতির উপরে চলবে। জাতীয়তাবাদ, সেটা হলো কী? আমরা বাঙালি, আমাদের 'জয় বাংলা'। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ। বাঙালি আমরা। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আপনারা বাঙালি না?

২ নম্বর—আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি গণতন্ত্র মানে—যার যা ইচ্ছা তাই লেখবেন আর যা ইচ্ছা তাই বলবেন, সেটাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না?

আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। যাকে বলা হয় শোষণহীন সমাজ। শোষণহীন সমাজ মানে কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। আপনরা চান না? আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। তার অর্থ ধর্মবিরোধী নয়। মুসলমান মুসলমানধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান খ্রিষ্টানধর্ম পালন করবে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্ম পালন করবে। এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর অত্যাচার করবে না। ধর্মের নামে জুয়াচুরি, পকেটমার, লুটতরাজ, ব্যবসা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পয়সা খাইয়া রাজনীতি করা চলবে না। ধর্মের নামে

রাজনীতি চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। তবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান হিসেবে আমার ধর্ম-কর্ম পালন করবো। হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে। কেউ ধর্মকর্মে বাধা দিবার পারবে না । ঠিক? মানেন? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আছে না? 'কুলিয়া আলকা ফিরুনা, লা বদু মাতা বদু ওয়ালা আন্তা বিদানা মাবুদ ওয়ালা না বিদু না বাততুম ওয়ালা আনতুম বিদানা মাবুদ লা কুনতুন ওলিয়াদিন।' আমার কুরআনের আয়াতে আছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে, এইটাই হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাংলাদেশ তাই থাকবে। তাই আমি আশা করি। আপনার এতে বিশ্বাস আছে। বৃষ্টি কাদা চলে যাক। আমি একটু কাজকর্ম গুছায়া লই। সব ঠিক ঠাক করি। আবার নোয়াখালী এসে আপনাদের কাছ থেকে বেড়ায় যাবো। ঠিক আছে? আমি যা বলবো তাই আপনারা তো করবেন? আপনারা দিন ভরে পরিশ্রম করে উৎপাদন করবেন? চোরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন? এবং যা আছে তা নিয়েই শোষণহীন সমাজ হওয়ার চেষ্টা করবেন? সকলে হাত তোলেন সব ।

জয় বাংলা, জয় বাংলা । আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

২৬ জুন ১৯৭২

সিলেট
বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন

ভাইয়েরা ও বোনেরা, জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে আপনাদের কাছে আমি আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। এক মুহূর্তও সময় পাই নাই। দেশের অবস্থা আপনারা ভালো করে জানেন। পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনী আমার বাংলাদেশকে খতম করে দিয়ে গেছে। ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ বললে ভুল হবে। কোটি কোটি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এক কোটি লোক দেশের মায়া ত্যাগ করে জীবনের মায়ায় ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেক কষ্টে দিন যাপন করেছেন। দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে—যারা আমাদের ক্যাম্পে এসেছে। রেললাইন, রাস্তা, লঞ্চ, ট্রাক, বাস, পোর্ট, শতকরা ৫০/৬০ ভাগ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এতো বড়ো পাষণ্ড দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় নাই। যা পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীরা করেছে আমার দেশে। সেদিন যদি ভারতবর্ষ এবং তার মহানেত্রী মিসেস গান্ধী বাংলার মানুষকে সাহায্য না করত চিরদিনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের যে কী হতো সে কথা চিন্তা করলে শিহরিয়ে উঠতে হয়। আমার এক কোটি লোকের খাবার দিয়েছে। আমার ছেলেকে সাহায্য করেছে। আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, আমার পুলিশ, আমার বিডিআর, আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার কৃষক, আমার শ্রমিক ভাইরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। আমি বলে গিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ তারিখে আমি বলে দিয়েছিলাম যে, আমাদের সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি জানতাম, যে জীবনেও বোধ হয় আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারবো না। তখন গ্রেপ্তার করে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। কিন্তু আমি ফিরে এসেছি। আপনারা দোয়া করেছেন। আপনারা রক্ত দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশ

স্বাধীন হয়েছে।

ভস্মীভূত একটা দেশ পেয়েছি। মানুষের ঘরে খাবার নাই। মানুষের গায়ে কাপড় নাই, স্কুল-কলেজ ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে। মালপত্র ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, কী করে আমি এই দেশকে বাঁচাবো, আমি চিন্তা করলেও শিহরিয়া উঠি। তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ । আজ একটু আমরা কোনোও মতে দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে চাল এনেছি। একমাত্র ভারতবর্ষ আমাকে ৬/৭ লক্ষ টন খাদ্য দিয়েছে। আর অন্যান্য দেশ—রাশিয়া আমার বন্ধুরাষ্ট্র, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া আমাকে খাবার দিচ্ছে, আমি আনছি। আমার পোর্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমার জাহাজ নাই। আমাকে বিদেশ থেকে মাল আনতে হবে। এসব আপনারা জানেন যে, মানুষের কত দুঃখ। আমি মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি। ২৩/২৪ বছর এই দেশ পাকিস্তানীদের কলোনি হয়ে ছিল। কী দেব আপনাদের আমি, বলেন? কী দেবার পারবো? আছে কী? খাজনা মাফ করে দিয়েছি। ২৫ বিঘা জমির খাজনা? মাফ হয়ে গেছে। গরিব কর্মচারীদের ২৫ টাকা বেতন বাড়ায় দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু খাবার এবং রিলিফ এবং টাকা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ।

হ্যাঁ। আপনাদের কিছু দিবার পারি নাই। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না। আমি ধোঁকা কাউকে দিই না, ওটা আমার অভ্যাস নাই। আর প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য। এখন আমার রাজনীতির মুক্তি হয়েছে। আমার অর্থনীতির মুক্তি প্রয়োজন। এইটা না হলে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যদি বাংলার মানুষ সুখে বাস না করে, বাংলার মানুষ যদি অত্যাচার, অবিচারের হাত থেকে বাঁচতে না পারে তো এই স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যে যেখানে আছেন, দেশ গড়ার কাছে আত্মনিয়োগ করেন। আমি দেখে এলাম। সিলেটে গিয়েছিলাম। সুনামগঞ্জ থেকে আসলাম, আরও কয়েক জায়গায় যাবো। বন্যায় সিলেটের সর্বনাশ হয়ে গেছে। একে তো আগে পাকিস্তানী বর্বররা শেষ করে দিয়ে গেছে। তারপর আবার বন্যায় যা কিছু ছিল শেষ করে দিয়ে গেছে।

কী করবো বলেন? তবে এইটুকু আপনাদের বলতে পারি—বাংলাদেশে যা

কিছু আছে, এই দেশের গরিবের জন্য সেটা ব্যয় হবে। কোনোও শোষকের পেটে যাবে না। এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন এবং যা আছে রিলিফের জন্য—আপনারা চিন্তা করবেন না। যেখান থেকে হয়, ইন্শাল্লাহ্ পেট ভরে খাইতে দিবার পারবো না, যদ্দূর পারি কিছু কিছু পৌঁছাবার চেষ্টা করা হবে। তবে কত পারবো, আমি তা বলতে পারি না। কারণ আমার ব্যাংকে সেই পয়সা নাই যা আপনাদের কাছে আমি ওয়াদা করতে পারি, কারণ—ওয়াদা করে আমি জীবনে খেলাফ করতে পারি নাই, ওয়াদা আমি করতে পারি না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি জানি—আপনাদের বাড়িঘর নাই, আপনাদের খাবার নাই, আপনারা কষ্ট করে এর মধ্যেও আসছেন। আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বহু সময় লাগবে। পয়সা নাই। টাকা নাই। এখন শুধু আমি মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেছি—দুমুঠো ভাত কোনোও মতে পৌঁছুতে পারি কি-না। খাজনা মাফ করে দিয়েছি সুদসহ। লবণ কর মাফ করে দিয়েছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছি। টাকা আমি কোথায় পাবো? কোত্থেকে আসবে? হ্যাঁ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পয়সার প্রয়োজন হবে। আমি টেস্ট রিলিফের ১৮ কোটি টাকা দিয়েছি। গ্রামে-গ্রামে রিলিফের কাজ হয়েছে। যা যেখান থেকে পাচ্ছি, আমি দুহাত দিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্ল্যান করা হচ্ছে। আমার বন্ধু ওসমানী সাহেব এখানে আছেন, উনি আছেন, আপনাদের আমার ফরেন মিনিস্টার আবদুস সামাদ সাহেব আছেন । এঁরা জানেন। এঁরা আমার সহকর্মী। ২৪ ঘণ্টা আমার সঙ্গে আছেন। জানেন কীভাবে প্রত্যেকটা লোকের ১৬ ঘণ্টা, ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কারণ, কোথা থেকে কী যোগাড় করবো চিন্তা করতে হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিশ্চয়ই, না করলে বাংলাদেশ বাঁচবে না। সুষ্ঠু প্ল্যান করে বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাত দিতে হবে। আর সরকারি কর্মচারী, আওয়ামী লীগ কর্মচারী, ছাত্র ভাইরা, সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা গ্রামে-গ্রামে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ান। চিন্তা কইরেন না। খাবার কিছু পৌঁছায়া যেভাবে হয় দেওয়া হবে। সুষ্ঠুভাবে যাতে বণ্টন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আমি ৪০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে দিলাম । দরকার হয় আরও দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখী মানুষের মুখে যেন হাসি ফোটে, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। তাই আরও দরকার হয় আরও পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। দেখেন যেন সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়, যাতে গরিব দুঃখী পায় তাতে খেয়াল রাখেন ।

আদব শেখো। শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনো। বাপ-মারে ইজ্জত করতে শেখো। শিক্ষকদের ইজ্জত করতে শেখো। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে থেকে এই জিনিসটা দূর হয়ে গেছে। কোনোদিন মানুষ হতে পারবা না। আমার নামের পাশে আমাকে বিপ্লবী মজিবর রহমান বলা হতো। কিন্তু আমি বেয়াদব ছিলাম না। যুবকদের, ছাত্রদের অনুরোধ করি যে মেহেরবানি করে স্লোগানটি একটু কম দিয়ে একটু লেখাপড়া কোরো। আর, বাবার পয়সা নষ্ট বেশি কইরো না। আর তোমাদের কাজ আছে। দেশের মধ্যে যদি তারা দুর্নীতি করে সেদিকে খেয়াল রাখো, দেশের কাজ কোরো, বড়ো বড়ো বক্তৃতাবাদ দাও। যখন কিছু করতে হবে—সে ডাক আমি আগেও দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেবো। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। মেহেরবানি করে আজকে থেকে আর করবা না। আর বড়ো বড়ো স্লোগান দিয়া লাভ নাই। আমাদের কাজ—আর মেহেরবানি করে একটা কথা অনুরোধ করবো সকলকে, ভিক্ষা করে দুনিয়া থেকে যা আনি তা যাতে গরিব পায়। দুর্নীতি হয়ে চাটার দল যেন চেটে না খেয়ে ফেলায় দেয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। গরিবের জন্য কষ্ট করে আনা হয়। মধ্যে থেকে যেন চুরি করে না খাওয়া হয় ।

এবার বেশি সুবিধা হবে না, কারণ একটু সময় লাগতেছে আমাদের। কেমন করে বদমাইশ গুণ্ডা, লুচ্চা, চোর দমন করতে হয়। বাংলার জনগণকে আমি অনুরোধ করছি, যেমন তোমরা সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের, সেই দস্যুদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলা এখন তোমাদের করতে হবে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে। দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ হলে পুলিশ, সরকারি কর্মচারী এবং সকলেই সাহায্য করবে।

২৮ জুন, ১৯৭২

কুষ্টিয়া

আমার কুষ্টিয়ার ভাই ও বোনেরা, জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে, পরে অনেকবার আশা করেছিলাম আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। কিন্তু আসতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তা আপনারা জানেন। ২৪টি বৎসর পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে। ২৪ বৎসর পূর্বে প্রায় ২০০ বৎসর ইংরেজ আমার সোনার বাংলাকে লুট করেছে। ২৪ বৎসরের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। ২৪ বৎসরের ইতিহাস রক্তের ইতিহাস, ২৪ বৎসরের ইতিহাস নিপীড়নের ইতিহাস। পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী এই বাংলাদেশ থেকে ২৪ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। বারবার মোকাবেলা করেছি। বারবার রক্ত দিয়েছে বাংলার মানুষ, বাংলার ছেলেরা বারবার জেল খেটেছে। বারবার বাংলার মানুষ অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয় । ২৫শে মার্চে শুরু হয়। সে ইতিহাস কুষ্টিয়াবাসীরা ভালো করে জানেন। সে ইতিহাস বাংলার মানুষ ভালো করে জানেন। শুধু জানেন না—তাঁরা যে অত্যাচার সহ্য করেছেন নিষ্ঠুর পাকবাহিনী ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের নমরুদ বাহিনী। আমার লক্ষ লক্ষ কোটি লোক প্রাণের দায়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। একজন দুইজন নয়, এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয়, এক কোটি লোক। তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মিসেস গান্ধী। আশ্রয় দিয়েছিলেন ভারতের জনসাধারণ, দিয়েছিলেন খাবার, দিয়েছিলেন সান্ত্বনা । লড়েছিল বাংলার যুবক, লড়েছিল বাংলার শ্রমিক, লড়েছিল বাংলার বুদ্ধিজীবী, লড়েছিল বাংলার পুলিশ, লড়েছিল বাংলার বিডিআর, লড়েছিলো বাংলার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা। তাদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে মোকাবেলা করেছিল শত্রুকে। আমি যাবার বেলায় বাংলার মানুষের কাছে দেবার পারি নাই কিছুই। শুধু ২৫ তারিখ রাত্রে যখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার ওপর মেশিনগান মারতে শুরু করলো, সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম—এই আমার জীবনের শেষ। তাই আমি

টেলিফোন করে খবর দিলাম আমার বিডিআর হেড কোয়ার্টারে চট্টগ্রামে। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আমার জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হতে না পারে, বাংলার ঘরে ঘরে জানিয়ে দাও, যে পর্যন্ত এই পৈশাচিক বাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হবে, যে পর্যন্ত সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা না পাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যুদ্ধ কোরো, জীবন দাও, নমরুদদের জ্বালিয়ে দাও। আমার শতকরা পঞ্চাশ জন সিপাহীকে হত্যা করা হয়েছে, আমার বিডিআরকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু টিকতে পারে নাই নমরুদের দল। দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের দেশে তারা চলে গিয়েছে। আর কিছু সংখ্যক আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। বড়ো বড়োগুলো ধরা পড়ে গেছে। যাবার পারে নাই। যেতে পারবে না। এদের বিচার হবে। বাংলার মাটিতে বিচার হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। যত কনফারেন্সই করো, আর যত বড়ো কথাই বলো, বিচার না করে ছাড়বো না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার মা-বোন, দুই লক্ষ, দুই লক্ষ মা-বোনকে আমার আমাদের ক্যাম্পে পেয়েছি। যাদের ইজ্জত নষ্ট করেছে পাকিস্তানের সৈন্যরা। দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না, দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও শোনা যায় না—মানুষ এতো বড়ো পশু হতে পারে। শুধু তাই নয়। হত্যা করেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে হত্যা করে। কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসী, নিরীহ আমার দেশের মা বোন, নিরীহ আমার দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর মেশিন গান চালিয়ে, এরোপ্লেন দিয়ে হত্যা করেছে। এতো বড়ো নির্দয় এতো বড়ো নিষ্ঠুর, এতো বড়ো নমরুদ, এতো বড়ো ফেরাউন কোনোও দেশে কোনোদিন জন্মগ্রহণ করে নাই ।

সুখে থাকো ভুট্টো সাহেব, সুখে থাকো। তোমার ভাই-বোনদের নিয়ে সুখে থাকো, আমি আশীর্বাদ করি ।

তোমরা আর আমাদের জ্বালাবার চেষ্টা করো না। ভুলে যাও আমাদের কথা। তোমরা আশা কোরো না আজ বড়ো বড়ো কথা বলা। এর মধ্যে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বলেছেন, তোমরা যা করেছ, ঠিক করেছ। ভুট্টো সাহেব, লজ্জা করে না তোমার এ কথা বলতে? নিরীহ মা-বোনদের ওপর যারা পাশবিক অত্যাচার করে, নিরীহ মানুষকে যারা হত্যা করে, তাদের জন্য গর্ব অনুভব কোরো? আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যদি জানতো যে, কী করে আমার বাংলার মানুষকে অত্যাচার করা হয়েছে, লজ্জায় মাথা নত করে দুনিয়ায় আর মুখ দেখাতে পারতো না। আর তুমি কিনা বল

যে, তোমার যা করেছ, ভালো কাম করেছ। বেহায়ার সীমা থাকা দরকার। ঠিক আছে । থাকো সুখে । বাংলার মানুষকে হত্যা করেছ। বাংলার সম্পদ লুট করেছ।

ভাইরা আমার, আপনাদের রক্তের বনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ দুনিয়ায় স্থান পেয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়াতে ওড়ে। বাংলার স্থান আজ দুনিয়ার ম্যাপে। বাংলাদেশ আছে, বাংলাদেশ থাকবে। ভুট্টো হোক, যেই হোক, বাংলাকে আর ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাল্লাহ্। তোমার শক্তি নাই । লাফাইয়া লাভ নাই। যাই হোক, ভাইরা আমার, যাক্—পুরানা কথা নাইবা আর বললাম । আজ যে ঘরে যাই সেই ঘরে কান্না, যে দিকে চাই সেদিকে গৃহহারার আর্তনাদ, যেদিকে চাই—মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ।

গুদামের চাল ধ্বংস করেছ, রাস্তাঘাট নষ্ট করেছ, বাস-ট্রাক পোড়ায়ে দিয়েছ, পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছ। রেললাইনকে ধ্বংস করে গেছ। সব করে গেছ। কিন্তু একটা জিনিস করতে পার নাই, ভুট্টো সাহেব। সেটা হলো—বাংলার মানুষের ইমান, আর বাংলার মানুষের শক্তি। মানুষের শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমার বাংলা সোনার বাংলা আছে। আমার সোনার বাংলা হাসবে, আবার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, আবার মানুষ সুখী হবে। কিন্তু কাজ আপনাদের করতে হবে। মিথ্যা ধোঁকা আমি দিই না। কোনোও দিন দিই নাই। আমি ৭ই মার্চ বলেছিলাম, যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি বলেছিলাম, যার যা আছে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। শত্রুর মোকাবেলা কোরো। আপনারা করেছেন, শত্রুকে তাড়িয়েছেন, দেশকে স্বাধীন করেছেন। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে অনেক কাজ আপনাদের করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাই নাই। স্বাধীনতা আমার বৃথা হয়ে যাবে, যদি এদেশের মানুষ শিক্ষাব্যবস্থা না পায়, যদি এদেশে বেকারসমস্যা দূর না হয়, সেই জন্য আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের দরকার ।

কী পেয়েছি? একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। ৩০ লক্ষ টন খাদ্য সামগ্রী বাংলাদেশে দরকার। এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয়—৩০ লক্ষ টন। সাড়ে ২৭ দিয়ে গুণ দেন—তো কত মণ। এত খাবার বিদেশ থেকে আমাকে

আনতে হবে। বাংলার মানুষকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার জন্য। নোট পোড়ায়ে দিয়ে গেছে। এক আনার পয়সা, এক আনার পয়সা রাখে নাই, আমি যেদিন জেল থেকে আসি আমি বাধ্য হলাম এই সরকার নিতে আমি এক আনার পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা পাই নাই। এক ছটাক সোনা বাংলাদেশের ব্যাংকে রেখে যায় নাই। কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। পোর্ট বন্ধ করেছে, মাল চালান দিবার পারি না, আমি পাগল হয়ে গেলাম, আমার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবো কী করে। আল্লাহ্ মেহেরবানি, আপনাদের দোয়া, এ পর্যন্ত প্রায় ১৭ লক্ষ টন খাবার আগামী বার পর্যন্ত আসছে। যেভাবে পেরেছি, আপনাদের দুয়ারে কিছু কিছু পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি ।

হ্যাঁ, রিলিফ আপনাদের গ্রামে গ্রামে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি। টেস্ট রিলিফের টাকা আপনারা গ্রামে গ্রামে পেয়েছেন। আপনারা আমার দেশের মানুষ, দুঃখী মানুষ, যুদ্ধবিধ্বস্ত হয়ে গেছেন, খাজনা দেবার পারেন না। আমি দেখলাম—মানুষের জন্য রাষ্ট্র, মানুষকে বাঁচাতে হবে। টাকা? টাকা যোগাড় হয়ে যাবে, আমার মানুষকে দুঃখ দেবার পারবা না । যত বকেয়া খাজনা ছিল, সুদসহ আমি মাফ করে দিলাম। করে দিই নাই আমি মাফ? ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দিলাম। লবণ কর মাফ করে দিলাম, তাগাবি লোন গ্রামে-গ্রামে পাঠালাম। কো-অপারেটিভ লোন গ্রামে-গ্রামে পাঠালাম। কিন্তু দুঃখ হয় এত রক্ত, এত জান মানুষ দিয়েছে, কিন্তু অনেক লোকের স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। জাতির জীবনে যদি চরিত্রের পরিবর্তন না হয়, সে জাতি কোনোও দিন ভালো হয়ে বাঁচতে পারে না। এত দুঃখ করে এত কষ্ট করে দুনিয়া থেকে রিলিফ এনে আমি গ্রামে-গ্রামে পাঠিয়েছি। আমি খবর পাই—কিছু কিছু লোক এই রক্ত দেওয়া যে আমার রিলিফের মাল তা চুরি করে খায়। ওদের পেটের নাড়ি আমি কাটতে চাই। আর কিছু কিছু লোক, তারা আজও গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, গুণ্ডামি, বদমাইশি, লুচ্চামি করে। আমি জাতির পিতা। আপনারা আমাকে করেছেন। ৬ মাস পর্যন্ত আমি অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, বলেছি—ভাইরা আমার, স্বভাবের পরিবর্তন করো। ভাইরা আমার, গুণ্ডামি বাদমাইশি ছেড়ে দাও। ভাইরা আমার, অস্ত্র টস্ত্র দিয়ে ডাকাতি বন্ধ কোরো। কথা শোনো নাই। আর এক দল আছে—স্মাগলিং করে। আমি ১৫ দিন সময় দিছিলাম, তারপর আমি কয়েছি, ঢাকা শহরে কার্ফু দিয়া দিয়া ভুঁড়িওলাদের পেটের মধ্যে থেকে আমি অস্ত্র এবং জিনিস বাইর করেছি। আজ আমি কুষ্টিয়াতে হুকুম দিয়ে গেলাম। আমি সমস্ত

অফিসার, কর্মচারীদের হুকুম দিলাম, জনগণের কাছে আবেদন করতেছি। দরকার যদি হয়, যারা চোরাকারবারি, যারা স্মাগলিং করে, কার্টু দিয়া তোমরা সেখানে সার্চ করো এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর হও, কঠোরভাবে এদের দমন করো। কোনোও দয়া নাই, কোনোও মায়া নাই, কোনোও মমতা নাই। সাবধান! আমি সাড়ে সাত কোটি লোককে ভালোবাসি। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি। ক্ষমতার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। ইয়াহিয়া খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আইয়ুব খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আমি লাথি মেরে সে প্রধানমন্ত্রিত্ব ঝেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম—আমার বাংলার সাড়ে সাত কোটি লোকের মুক্তির জন্য রাজনীতি করেছি।

আমি বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। বাংলার মানুষরা আমাকে ভালোবাসে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো। আপনাদের কাছে আমার দাবি রইল, যদি কোনোদিন আমি দেখি যে, বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে না, সেদিন মনে রাখবেন এই প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে ফিরে যাবো। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। আমি চাই বাংলার মানুষ সুখে পেট ভরে ভাত খাক। আমি চাই অত্যাচার অবিচার বন্ধ হোক। আমি চাই দুর্নীতি ঘুষখোর ধ্বংস হোক ।

জনসাধারণ, সংগ্রাম শেষ হয় নাই। এবার জাতি গঠনের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যবে ডাক দিয়েছিলাম, একদিন অস্ত্র ধরেছিলেন। এখন যখন ডাক দিচ্ছি, আপনারা রাজি আছেন কিনা, জাতিকে গঠন করার সংগ্রামে আপনারা আমার সঙ্গে আছেন কিনা, হাত তোলেন, আমি দেখতে চাই । হাত নামান । হাত নামান, ঠিক আছে।

চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, লুচ্চা, স্মাগলিং যারা করে, যারা অস্ত্র এখনো স্যারেণ্ডার করে নাই, তাদের বিরুদ্ধে যখন অ্যাকশন নেওয়া হবে—আপনারা আমার হুকুম মানবেন কিনা, হাত উঠান ।

আমি মিথ্যা ওয়াদা করতে পারবো না। আপনারা দেখেছেন—বাজেট করেছি, খাজনা ধরি নাই, ট্যাক্স ধরি নাই, সামান্য সামান্য বড়লোকের ওপর ধরেছি। কৃষক ভাইদের জন্য—কোনোও দুনিয়া বলতে পারে না, ৬ মাস আমার গরিব কর্মচারীরা না খেয়ে থাকতো, স্কুলের টিচার না খেয়ে কষ্ট পাইতো। আমি

বললাম—টাকা নাই, টাকা যেখান থেকে হোক যোগাড় করতে হবে। পঁচিশ টাকা ওদের বেতন বাড়িয়ে দাও, ওরা পেট ভরে খাক। ওরা কাজ করুক। তাতে আমার পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। আর এবার? ১০৩ কোটি টাকা আমি বাজেটে রাখছি কৃষক ভাইদের জন্য। আমাদের একটা ফ্যাশন ছিল—বড়ো বড়ো শহর খালি গড়ো। আমি শহরফহরে পয়সা খরচ করতে পারবো না। যা টাকা পাবো, অধিকাংশ যত পারি গেরামের কৃষকের জন্য আমি ব্যয় করতে চাই। কারণ, কৃষক হলো দেশের জাতির মেরুদণ্ড। কোনোদিন কেউ দেখে নাই, আমি বাজেট করেছি। ৪৩ কোটি টাকা দিয়েছি আমি ।

ভাইয়েরা আমার, এছাড়া অন্যান্য খাতে যা পেরেছি এনেছি। মনে রাখবেন, খাজনা মাফ করে দিছি, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করছি, লবণ কর মাফ করছি, অন্য অন্য কর কমায়ে দিয়েছি। পয়সা পাবো কোথায়, পয়সা আসবে কোত্থেকে? কোত্থেকে আমি দেবো? লোক আপনাদের ধোঁকা দেয়, ধোঁকা দেবার পারে। আমি জীবনে কাউকে ধোঁকা দেই না, আমি রেসকোর্স ময়দান, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সমস্ত নর্থ বেঙ্গলে সভা করেছি। আমি জনগণকে বলেছি—যা আছে তোমাদের, আমার কাছে, আমি তোমাদের ৩ বৎসর, যদিও এ কথা সত্য—যা ছিল কোনোদিন আপনারা দেখেন নাই, এতো টেস্ট রিলিফের টাকা গ্রামে আসছে । আমি দিয়েছি ৬ মাসের মধ্যে। রেললাইন এখন কিছু কিছু চলে । রাস্ত ায় এখন কিছু কিছু গাড়ি চলে। বন্দর, এখন চট্টগ্রাম চালনা বন্দর, রাশিয়ার সঙ্গে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, তারা সেখান থেকে উইথড্র করে দিয়েছেন, এখন চাল আসতেছে, মাল আসতেছে। আমি পাঠাবার চেষ্টা করতেছি। দুনিয়ার থেকে আপনার খাবার আনতেছি। ভারতবর্ষ সাড়ে ৭ লক্ষ টন, প্রায় ২ কোটি কত লক্ষ মণ যেন আপনার খাবার আমাকে দিয়েছে। অন্যদের মধ্যে আমেরিকা আছে, জাপান আছে, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান কান্ট্রি আছে, কানাডা আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে। আমাকে খাবার দিচ্ছে। আরও ১০ লক্ষ টন আমি চেষ্টা করতেছি। খাওয়াবো কোত্থেকে? বাঁচাবো কোত্থেকে? আনবো কোত্থেকে? পয়সা কোথায়? কাজ না করলে দাবি দাবি দাবি। কোনোও দাবি আমার কাছে নাই। ৩ বৎসর আমি কিচ্ছু দেবার পারবো না। যারা বলে, তারা মিথ্যা কথা বলে। যা আছে, তা আপনাদের। যা দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনবো তা আপনারা পাবেন, এ সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা রাজি আছেন কি না? যখন আমি বলি যে, ৩ বৎসর দেবার পারবো না, আপনারা রাজি আছেন কিনা আমি দেখতে চাই। হাত তোলেন সবাই ।

হাত নামান ।

হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, আপনারা চান না বলে যে আমার কর্তব্য নাই—এ কথা ঠিক নয় । আজ আপনাদের একটা কাজ করতে হবে। সেটা হলো এই, যারা যারা বড়ো বড়ো কথা বলেন, তাঁদের চরিত্রের পরিবর্তন করতে হবে। একটু মায়া নাই। একটু দয়া নাই । আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এখনও কুষ্টিয়া দিয়ে হাঁটলে দেওয়ালে রক্তের দাগ দেখা যায়, এখনও কুষ্টিয়া দিয়ে হাঁটলে বাড়িতে বাড়িতে রক্তের দাগ দেখা যায়। এখনও মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হলো না? এই রক্তের দাগ তারা ভুলে গেল? এখনও চুরি করে? এখনও বদমাইশি করে? এখনও স্মাগলিং করে? এখনও ডাকাতি করে? কতো বড়ো নীচু এদেশের মানুষ! কিছু হয়েছে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। মনে কোরো না আমি ছাড়বো। আমি ঠিক, বঙ্গবন্ধু ঠিকই। হাত আমি সহজে দিই না। হাত দিলে আর আমি হাত উঠাই না। এটা আমার নিয়ম। আমি হাত দিছি, আমি বলে দিয়েছি, যে আমি গন্ধ পাবো ওইখানে চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ—ওই সে এরিয়ায় কার্ফু দিয়া আমি সাফ করে নিয়ে আসবো। বাংলার মানুষ আমারে ভোট দিয়েছিল আমার মুখের দিক চাইয়া। বাংলার মানুষ আমাকে, ওদের আমি নেতা, ওরা আমারে ভালোবাসে। ওদের জন্য আমি জান দিতে চেয়েছি, দরকার হয় ভবিষ্যতে আমার জান আবার দেবো। কিন্তু বাংলার দুঃখী মানুষের সাথে বেঈমানি আমি করতে পারবো না ।

ভাইয়েরা আমার, রাষ্ট্রে এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আদর্শের প্রয়োজন আছে। আমি পরিষ্কার বলে দিবার চাই যে, চারটা আদর্শের ওপর রাষ্ট্র চলবে, এই রাষ্ট্র ৪টা আদর্শের উপরেই স্বাধীন হয়েছে। একটা হলো : আমি বাঙালি, আমি বাংলার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। দুনিয়ার আর কোথাও থেকে আমি কোনোও আদর্শ ভাড়া করে আনতে চাই না । বাংলার মাটিতে বাংলার আদর্শ হবে এবং বাংলার মানুষ সেই আদর্শে এ দেশকে গড়ে তুলবে। এক নম্বর : জাতীয়তাবাদ ।

সমাজতন্ত্র আমি করবো। যার জন্য ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বড়ো বড়ো কাপড়ের কল, সমস্ত কাপড়ের কল, সমস্ত চটকল, সমস্ত চিনির কল, সব জাতীয়করণ করেছি। তার অর্থ সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। আগে ছিল ভুঁড়িওয়ালাদের। এ ভুঁড়িওয়ালা, ও ভুঁড়িওয়ালা, ও ভুঁড়িওয়ালা। আমি বলতাম, মনে আছে যে ভুঁড়িওয়ালাদের পেট কাটবো, মনে আছে, বলেছিলাম?

এবার ভুঁড়িওয়ালাদের পেট কাইটা ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কল-কারখানা জাতীয়করণ করেছি। এ সম্পত্তি সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। এর উৎপাদন হবে, সাড়ে সাত কোটি লোক ভোগ করবে। এদেশে শোষণহীন সমাজ হবে। এদেশে সমাজতন্ত্র হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাধা দিলে তার মোকাবেলা করা হবে। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মোকাবেলা করবো ।

আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্র দেবার চাই এবং গণতন্ত্র দিয়েছি, খবরের কাগজে, অন্য অন্য জায়গায় অনেকে বক্তৃতা করেন। বলেন, এতো বড়ো রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে কোনো দেশের কবে কোথায় অধিকার দিয়েছে কথা বলার, দল করার? আমি দিয়েছি। এর অর্থ এই নয়—যা মুখে আসবে তাই বলবে, আর মিথ্যা কথা বলবে। গণতন্ত্রে একটা নীতি আছে। সকল কিছুর একটা নীতি আছে। ইচ্ছামত যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর বলবে আমার গণতন্ত্র গেল, সেটা হবে না, গণতন্ত্র মানতে হলে গণতন্ত্রের নীতিমালাও মানতে হবে। না হলে সরকার সহ্য করবে না।

চতুর্থ হলো, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, মুসলমান- ধর্ম পালন করবে। হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান খ্রিষ্টানধর্ম পালন করবে, কেউ কাউকে বাধা দেওয়া উচিত না। দিতে পারবে না। কিন্তু ওই ধর্মের নামে রাজাকার, ধর্মের নামে আলবদর, ধর্মের নামে আলশামস্ আর ধর্মের নামে ব্যবসা করতে বাংলাদেশের জনসাধারণ দেবে না, আর আমিও দিতে পারবো না। কারণ এই ধর্মের নামে পশ্চিমারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে, আমার দেশকে লুট করেছে, আমার সংসার খতম করেছে, আমার মানুষকে গৃহহারা করেছে। সেই জন্য এ রাষ্ট্র চলবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন চলে।

আমার কুষ্টিয়ার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আল্লাহ্র মর্জি, আপনাদের দোয়া, যা কেউই কল্পনা করে নাই, সেই বাজেট আমি দিয়েছি। ইনশাল্লাহ্ যদি আপনারা ৩ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে বাংলার মানুষ আশা করি পেট ভরে ভাত খাবে। আর আমি টাকা দেবো। পাম্প দেবো, টিউবওয়েল দেবো, বীজ আনবো, ফসল উৎপাদন করতে হবে। যদ্দূর পারি আনবো, কারণ আমি চাই কৃষিবিপ্লব এই বাংলাদেশে এবং তাদের খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। পারবো কিনা? আমি পারবো না। সেই জন্য আপনাদের সকলকে কাজ করতে হবে। প্রাণ ভরে কাজ করতে হবে। জান দিয়ে কাজ করতে হবে।

ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন, আর একটা কথা বলে যাই, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে যাই, তোমরাই আমার প্রতিষ্ঠান। চোর, চোট্টা, বদমাইশ, আওয়ামী লীগের থেকে খেদায়ে দাও। যারা সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্মী তাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ গড়ে তোলো। আমার মুখে কালি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই। আর তারা যদি কেউ—যে কোনোও দল হোক, যে কোনও মত হোক, যারা দেশের সর্বনাশ করবে, গরিবকে লুটে খাবে, আইনের চোখে সকলে সমান—তাকে ক্ষমা করা চলবে না। ক্ষমা করতে পারবো না । আমার মুখে কালি আমি বসাতে পারবো না। তাই ভাইয়েরা আমার, আপনারা, প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়েন নিঃস্বার্থ কর্মীদের নিয়ে। আর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন গঠনমূলক কাজে। আশা করি, তাড়াতাড়ি দেশে শাসনতন্ত্র দেবো এবং সে শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে। কারণ এটা আমার ওয়াদা জনগণের কাছে। তাই আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই। আর সময় আপনাদের নেবো না। বহুদূর থেকে আপনারা কষ্ট করে আসছেন। আমি আগে কুষ্টিয়ায় আসতে পারি নাই, কারণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আপনারা জানেন যে, আমার মন আপনাদের কাছেই পড়ে আছে। আর আপনারা সংগ্রাম করেছেন সে জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমার সঙ্গে দোয়া করেন সে সমস্ত লোক, আমার ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে এই যুদ্ধে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আপনারা মোনাজাত করেন আমার সাথে ।

আল্লাহু আকবার ।

বলেন আমার সঙ্গে—

জয় বাংলা

আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ ।

এবারের সংগ্রাম—দেশ গড়ার সংগ্রাম ।

জয় বাংলা ।

৩ জুলাই ১৯৭২

কুমিল্লা

মাননীয় সভাপতি, আমার ভাইয়েরা বোনেরা, আমি জানি, আপনারা অনেক দূরের থেকে কষ্ট করে এসেছেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। জেলের থেকে বের হয়ে আমি আপনাদের কাছে আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন, এবং স্বাধীনতার জন্যে এতো রক্ত কোনো জাতি কোনোদিন দেয় নাই। ত্রিশ লক্ষ লোক বাংলাদেশে জীবন দিয়েছে— স্বাধীনতার জন্যে লক্ষ লক্ষ মা-বোন বিধবা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছে। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পৈশাচিক সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার দেশের নিরাপরাধ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে। তারা ভেবেছিল বন্দুক দিয়ে, কামান দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখবে। এবং গোলাম করে রাখবে। ইনশাল্লাহ্ পারে নাই । পিশাচের দল বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যে সর্বনাশ করে গেছে—বহুদিন লাগবে এদেশের মানুষকে সুখী করতে। যাবার সময় তারা আমার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে, আমার ছাত্রকে হত্যা করেছে, আমার কৃষক হত্যা করেছে, আমার যুবকদের হত্যা করেছে, তারা আমার রাস্তাঘাট শেষ করেছে, তারা আমার... জ্বালিয়ে দিয়েছে। চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা আমার রেললাইনকে ধ্বংস করেছে, তারা আমার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে। পিশাচের দল! এতো বড়... মানুষ যে এত বড়ো নিমকহারাম হতে পারে, মানুষ যে এতো বড়ো জালেম হতে পারে—দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই। নাম শুনেছি নমরুদের, নাম শুনেছি ফেরাউনের, নাম শুনেছি হিটলারের—কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সৈন্যরা যা করেছে—দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্য আমার-আমি আপনাদের যাবার বেলা কিছু দিতে পারি নাই। আমাকে যখন রাত পঁচিশে মার্চ তারিখে মেশিনগান মেরে আমার ঘরের থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়—

বাংলার মানুষের হাতে আমি অস্ত্র দিতে পারি নাই, বাংলার মানুষকে আমি দিতে পারি নাই তরবারি; বাংলার মানুষকে দিয়েছিলাম আদর্শ, বাংলার মানুষকে বলেছিলাম লড়তে। বাংলার মানুষ আমার কথা রেখেছে এবং সংগ্রাম করেছে, যুদ্ধ করেছে, নমরুদদের পদানত করেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আজ কী বলবো দুঃখের কথা আপনাদের কাছে। আজ আমার সেপাইদের হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের হত্যা করেছে, আমার পুলিশকে হত্যা করেছে, আমার বিডিআরকে হত্যা করেছে, নিরপরাধ কচি দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। আমি সেদিন চোখের পানি রাখতে পারি নাই । কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি, বাংলার আকাশবাতাসকে আমি ভালোবাসি। আমার জীবনের যৌবন আমি জেলখানায় দিয়েছি। কিন্তু কোনোদিন বাংলার মানুষের সঙ্গে বেঈমানি করি নাই। চার-চারবার ওরা আমাকে ফাঁসি দিয়ে মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মারতে পারে নাই; পারে নাই শুধু এই জন্যে যে বাংলার মানুষ আমাকে প্রাণ খুলে দোয়া করেছে; পারে নাই এই জন্য যে আমার বাংলার মানুষ মুক্তিপাগল হয়েছিল।

দুই লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। যারা আজ আমার ক্যাম্পের মধ্যে রয়েছে।... তারা মানুষ না, অমানুষের চেয়েও তারা অধম : তাদেরও মা-বোন আছিলো, তাদেরও ছেলেপিলে ছিল... কী করে যে পারল আমি বুঝতে পারি নাই। আমি ভাবলে শিহরিয়া উঠি, আপনারা ভাবতে পারবেন না, আমি যখন বন্দী ছিলাম—আমি জানি বোধহয় জীবনে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি ভেবেছিলাম—ওদের কারাগারেই আমাকে মরতে হবে। আমার জন্যে আমার সেলের জেলের পাশে কবর খুঁড়েছিল—আমাকে হত্যা করে কবর দেবে—পারে নাই। আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করে—মানুষ তাকে মারতে পারে না । আপনারা রক্ত দিয়েছেন—কোটি কোটি মা-বোন হাত তুলে দোয়া করেছে, আমার ছেলেরা যাকিছু ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধ করেছে। এবং যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আমি পেয়েছি একটি ভস্মীভূত দেশ; যেদিন জেলের থেকে আসলাম—এসে রেসকোর্স ময়দানে নামলাম—আমি জানতাম না সেদিন—আমার বাংলার মাটিতে আমি ফিরে আসবো। আমি জানতাম—আমি মরে গেলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, আমি মরে গেলেও আমার বাংলার মানুষ প্রাণভরে হাসবে, আমি মরে গেলেও আমার... পাবে। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, আজ বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র; আজ প্রায় বিরাশিটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকার করেছে। আজ বড়ো বড়ো দেশ আমার সাথে বন্ধুত্ব কামনা করে। কিন্তু

কী নিয়ে আমি এই দেশ চালাবো? বিশ্বাস করেন, আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে আমি রাজনীতি করি নাই । আপনাদের জানা আছে, প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে আমি অনেকবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম । কিন্তু কেন আমি—একদিকে প্রধানমন্ত্রীর গদি, আরেকদিকে ফাঁসিকাষ্ঠ, আমি বেছে নিয়েছিলাম ফাঁসিকাষ্ঠ । কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি ।

একদিন মরতে হবে, প্রত্যেক মানুষকে একদিন মরতে হবে। মৃত্যু কবে হবে কেউ জানে না, আল্লাহ্ ছাড়া। তাই মানুষ, মানুষের জন্য ভয় না করাই বাঞ্ছনীয়। তাই এদেশের ভালোবাসা, মানুষের ভালোবাসা পাথেয় নিয়ে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। যার যা ছিল তাই-ই নিয়ে মোকাবিলা করেছিল। বাঙালি নাকি ভাত খায়—যুদ্ধ করতে পারে না, বাঙালি নাকি কাপুরুষ। এবার দিছে পশ্চিমা ষাঁড়গুলোকে যে বাঙালি কেমন মার মারতে জানে। এমন মার দিয়েছে জীবনে কেউ দেখে নাই ।

...পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা সুখে থাকো; তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি মনে করে থাকো—ভুট্টো সাহেব আপনি বলেছেন, যারা সৈন্যরা অত্যাচার করেছে তাদের বিচার কোরো না। আমি বলছি, মিস্টার ভুট্টো, আমি মুজিবর রহমান যদি বেঁচে থাকি—যারা আমার মা-বোনকে অত্যাচার করেছে—যারা আমার মা- বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে—যারা আমার ছেলেপিলেদের পঙ্গু করেছে—যারা আমার গ্রামকে ছারখার করেছে—তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। আমি কারো বড়ো কথায় ভয় পাই না। তোমার ইয়াহিয়া খান দেখছে, তোমার আইয়ুব খান দেখছে, তোমার ইস্কান্দর মির্জা দেখছে, তোমার বড়ো বড়ো... দেখছে—কিন্তু মানুষ যখন জেগে ওঠে—তখন তাকে কেউ দাবাতে পারে না। ভাইয়েরা আমার, কী নিয়ে এইদেশ আমি গড়বো? কোথায় আমি পাবো? আপনারা জানেন, দুইশো—বৎসর ইংরেজ এই দেশকে শোষণ করেছে; দুইশো-বৎসর পরে চব্বিশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা আমার বাংলাদেশকে লুট করে নিয়ে গেছে। না হলেও সাড়ে তিনহাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আমার বাংলার থেকে নিয়ে গেছে। কী দিয়ে চালাবো? আইসে দেখলাম গুদামে চাল নাই, দেখলাম সোনা আমার বাংলাদেশ থেকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাংকে জমা করেছে। শূন্য হাতে এসে এদেশের সরকার নিতে হলো আমাকে, আর সহকর্মীদের। ঘুমাতে পারি না, কী করা যাবে, আমার লোকদের বাঁচাবো কী করে? এক

কোটি লোক বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল—ভারতের মহানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমার লোকরে খাবার দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল, মায়ের মতো সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিল—আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এক কোটি লোক—আমি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাংলার মাটিতে চলে এলো। তাদের ঘর নাই, তাদের বাড়ি নাই, তাদের কাপড় নাই । আরো দেড় কোটি লোক যে সৈন্যদের ভয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে গিয়েছে—তাদের ঘরবাড়ি লুট করে নিছে। খাবার নাই। কোথা থেকে আমি খাবার আনবো?... চিটাগং-চালনা পোর্ট নষ্ট করে দিয়ে গেছে যেন জাহাজ না আসতে পারে, জাহাজ ডুবিয়ে নদীর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে যেন চাউল না আনতে পারি। আমি পাগল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করলাম, রাত্রদিন সহকর্মী নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলাম।... আপনারা দোয়া করেছেন, উদ্দেশ্য আমার মহৎ ছিল; লোকদের আমি ভালোবাসি। তাই দুনিয়ার থেকে ভারতবর্ষ আমাকে সাড়ে সাত লক্ষ টন চাল দিল, খাবার দিল। আর আমি অন্যান্য দেশের থেকে সব মিলিয়ে সাড়ে সতেরো লক্ষ টন,... খাবার আনলাম ভাঙা জাহাজে করে। রেললাইন নাই, রেললাইনের সমস্ত ব্রিজগুলো ভেঙে দিল; আজও ভৈরব ব্রিজ ঠিক হয় নাই, আজও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ঠিক হয় নাই। ছয়মাসের মধ্যে প্রায় পৌনে তিনশো ব্রিজ নতুন করে গড়তে হলো—যাতে রেলওয়ে চলতে পারে। বাস ট্রাক ভেঙে দিয়ে গেছে; তাই বিদেশ থেকে বাস ট্রাক আনতে হলো—যাতে করে সবারে আমি আনতে পারি। কোত্থেকে পাবো? দেখলাম আমার গরিব মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়।... অত্যাচারে ওরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আমি মাফ করে দেবো। কিন্তু আমি দেখলাম, পঁচিশ বিঘা... মাফ করবোই; কিন্তু বকেয়া খাজনা যদি এই গরিবের কাছ থেকে আমি উঠাতে যাই—ওদের খাবার নাই, ওদের গায়ে কাপড় নাই, ওরা হাহাকার করছে। কোত্থেকে উঠাবো? খাজনা আদায় করা হয় মানুষের মঙ্গলের জন্য—মানুষকে কষ্ট দিয়ে খাজনা আদায় করার মানে হয় না। তাই প্রথম হুকুম দিলাম যত বকেয়া খাজনা আছে সুদসহ সব মাফ করে দেওয়া হোক—মাপ করে দেওয়া হলো। কেউ কোনোদিন আশা করে নাই। বকেয়াসহ সব সুদ মাফ করে দেয়া হলো— পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা... মাফ করে দেওয়া হলো । তসিলদাররা আর আপনাদের জ্বালাতে পারবে না, তসিলদাররা চাইলে আর আপনাদের কষ্ট দিতে পারবে না। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করলে দেখা যায়—৮০ ভাগ কৃষকের জমির খাজনা দিতে হবে না। আমি জমির খাজনা মাফ করলাম—আমিও আপনাদের

কাছে একটা জিনিস চাই—সেটা কী? যেমন খাজনা মাফ করছি—খাজনা চাই না—একটা জিনিস তো আপনারা আমারে দেবেন—ফসল তো দেবেন। খাজনা মাফ করেছি ফসল দিতে হবে। ফসল দিলে আপনাদের কষ্ট হবে না। তাই আমি যখন জমির খাজনা মাফ করেছি—ফসল আপনাদের আমাকে দিতে হবে—বেশি না দেন—প্রত্যেকটা বিঘায় একমণ করে যদি ফসল আমাকে বেশি দেন— দ্যাখেন বাংলাদেশ হাসে কি হাসে না ।

কী করবো—মানুষকে বাঁচাতে হবে। উপায় কী? টাকা কোথায়? লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। কী করবো আমি? আনো টাকা, দেও রিলিফ। জীবনে কেউ দেখে নাই কোনোদিন—যত রিলিফ এই ছয়মাসে আমি বাংলার গ্রামে পৌঁছিয়েছি—ক্যাশ... টাকা দিয়েছি আমি গ্রামে গ্রামে। ভিক্ষা করে এনেছি—দুনিয়ার কাছের থেকে ভিক্ষা করে এনেছি—দেও, আমার মানুষকে বাঁচাও। ওরাও মানুষ—তোমরাও মানুষ—তোমরা পেট ভরে খাও—আমার মানুষকে আধপেটা খাবার দাও। দুনিয়ার মানুষ কিছু কিছু আমাকে দিয়েছে । আশ্চর্যের বিষয় আমরা ভিক্ষা করে দুনিয়ার থেকে আনি, গ্রামে গ্রামে দিই—আর একদল চোরের দল তা চেটে চেটে খায়। চুরি করে খেলে তোমরা জনসাধারণ—আমি অস্ত্র দিয়ে দেশ শাসন করতে চাই না—জনগণের সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে আমি দেশ শাসন করতে চাই। তাই জনগণ আমার কথা শোনে। এবং জনগণ আমার কথা মানে। যদি কেউ রিলিফের জিনিস চুরি করে—তারে কানটি ধরে থানায় দিয়ে দিয়ো, ওর চিরজীবন জেলের মধ্যে থাকতে হবে ।

...মানুষের হাতে পয়সা নাই— চাল কিনবে কোত্থেকে! আমি... দিলাম—আপনারা পেয়েছেন গ্রামে গ্রামে...। টাকা আমি এনে দিয়েছি। কিছু কিছু কাজ গ্রামে হয়েছে। মানুষ কাজ করে কিছু পয়সা পেয়েছে। পাবো কোথায়? খাজনা মাফ। লবণ।... লবণ খায় । লবণের ওপর ট্যাক্স। পশ্চিম পাকিস্তানে সে ট্যাক্স নিয়ে যেত। আমি বললাম—না, মানুষ লবণ খায়, ভাতের সাথে একটু নুন খায়-নুনের ওপর ট্যাক্স খতম করে দেও। আমি নুনের ওপর দিয়ে ট্যাক্স মাফ করে দিলাম। কার জন্য অত্যাচার করবো, কার জন্য মানুষকে জুলুম করবো? কার জন্য? যে টাকা—এ গরিবের টাকা। যা পারা যাবে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। কী হবে? একদল লোক আছে শহরে। সাদা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। ওদের আল্লাহতায়ালাও খুশি করতে পারবে না। ওরা খালি প্রমোশন চায়, আরেকটু বড়ো হবার চায়। সেই জন্য আমি বাজেট করছি—শহরের জন্য নয়—কৃষকের জন্য দিয়েছি একশো তিন কোটি টাকা—দুনিয়ার কোথাও দেখা

যায় নাই। শিক্ষার জন্যে ৪৩ লক্ষ টাকা আমি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। গরিব কর্মচারী না খেয়ে কষ্ট পায়। অল্প বেতন পায় । ... আর্দালি, পিয়ন, ক্লার্ক—বেচারা না খেয়ে কষ্ট পায়—কাজ করে। কী করবো ওদের মুখের দিকে আমি চাইতে পারি না—ওরা আমার ডিউটি করে—আমার পাশে ঘোরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর মুখ কালা করে থাকে। কোথায় পাবো টাকা? ভাবলাম টাকা কার? আর তো পশ্চিম পাকিস্তান লুট করতে পারবে না। যা থাকবে আমার গরিব পাবে। দেও, ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বাড়িয়ে দাও; ২৫ টাকা, ২০ টাকা, ১৫ টাকা... হিসাব করতে বইছি—দেখি, বাপ রে বাপ, ৩৫ কেটি টাকা দিতে হয়। বললাম, ঠিক আছে বাবা ৩৫ কোটিই সই, দাও ওদের, দাও দাও দাও, ওরাই তো—গরিবরাই খাবে দাও দাও...তাদের দিয়ে দিয়েছি। স্কুল-কলেজ ভেঙে গেছে। স্কুল-কলেজ বাঁধতে হবে। কী করবো? প্রত্যেক স্কুল-কলেজকে টাকা দাও কিছু কিছু, স্কুল-কলেজ মেরামত করুক। না হলে চলবে কী করে? আমি পাবো কোথায়? খাজনা মাফ, লবণ ট্যাক্স মাফ-পাবো কোথায়? আমি তো জেলখাটা মানুষ, আমার তো কিছু নাই—গরিব দেবে... কিন্তু একটা জিনিস-

...এতো রক্ত। এখন পর্যন্ত যদি কুমিল্লার জায়গায় জায়গায় যাওয়া যায় না। কারণ কুমিল্লা বর্ডার এরিয়া ছিল। এখানে আমার মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করেছে। এখনও রক্তের দাগ মেটে নাই। এখনও দেখা যায় অনেক বাড়িতে রক্ত লেগে আছে। এখনও মার চোখের পানি শুকায় নাই। এখনও ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে। এখনও মা ছেলের জন্য কাঁদে। এখনও স্ত্রী স্বামীর জন্য কাঁদে। চোখের পানি শুকায় নাই। তবুও মানুষের ঈমানের পরিবর্তন অনেকের হয় না। তাই আমি বলি আমার ভাইয়েরা, আমার বোনেরা, আমার দেশের জনসাধারণ ভাইয়েরা—সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ পয়দা করতে হবে। এই চাটার চাটার অভ্যাস ত্যাগ কর। চাটার গোষ্ঠির জ্বালায় আমি তিতে হয়ে গেলাম। এই চাটার গোষ্ঠীকে আমি বার বার ওয়ার্নিং দিচ্ছি। চাটার গোষ্ঠী আমার দলেই হোক, অন্য দলেই হোক, অন্য জায়গাতেই হও, তোমাদের আমি ক্ষমা করতে পারবো না। আল্লাহ্ ক্ষমা করবে না ।

...কি ঈমান নাই? ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। এতো তাড়াতাড়ি? রক্তের দাগ না মিশতেই? দরদ নাই বুকে? লোভ! এতো লোভ যে গরিবের জন্য ভিক্ষে করে এনে আমি পৌঁছায়া দেই আর সেই গরিবেরটা লুট করে খাস, এতো লোভ? লোভীর দল। ভাইয়েরা আমার, শান্তি শৃঙ্খলা একদল লোক এখনও গ্রামে

গ্রামে ডাকাইতি করে। বন্দুক হাতে পাইছে। রাতের বেলা মানুষের ঘরে ঢুকে ডাকাতি করে। আমি ১৫ দিনের ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম। তারপরে ঢাকাসহ অন্যান্য জায়গায় কার্ফু দিয়ে পেটের মধ্যে থেকে গাড়ি, বাড়ি, টাকা, অস্ত্র আমি বাইর করতেছি। আর এখানেও আমি হুকুম দিয়া গেলাম । ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজেজট্রেট, এসপি এবং জনসাধারণকে যে এরিয়ার, যে থানায়, যেখানে আমার গরিবের অত্যাচার হয়, বন্দুক দিয়ে ডাকাতি করে, চোর-গুণ্ডা-বদমাইশকে কার্ফু দিয়া গ্রেপ্তার কর।... তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমি আছি। অন্যায় যে করে সেও পাপী আর অন্যায় যে সহ্য করে সেও পাপী। সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, তোমাদের কপাল ভালো। যারা এই দেশে ছিলা—তাদের চাকরি থাকার কোনোও কথা ছিল না। আমি তোমাদের চাকরি রেখেছি। কিন্তু তার মানে এই নয়, খবরদার মনে রেখো বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে আমি জান দিয়ে ভালোবাসি। দলমত নাই, মানুষ আমার কাছে মানুষ। তার ওপর অত্যাচার কোরো না। আর দোষীকে মাফ কোরো না। আর মেহেরবানি করে তোমাদের কাছে আবেদন করছি। অনুরোধ করছি। ঘুষ খেয়ো না। সুদ খেয়ো না। আমি ইয়াহিয়ার সঙ্গে, আইয়ুব-এর সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। অস্ত্র দিয়ে সংগ্রাম করি নাই। বাংলাদেশের এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে মুজিবুর রহমানের একজন ভক্ত নাই। বাংলাদেশে এমন কোনো বাড়ি নাই যেখানে মা-বোন আমাকে ভালোবাসে না । খবর আমি পাবো। কার কাছ থেকে পয়সা খাইছো। মনে রেখ আল্লাহ্ যদি আমাকে তৌফিক দেয় আর আমি যদি বেঁচে থাকি। কার বোধ হয় আল্লাহ্ আমাকে বাঁচায়ে আনছে সোনার বাংলার মানুষকে সুখী করার জন্য এবং সোনার বাংলাকে সোনার বাংলা করার জন্য ।

ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি তো বলেছি, সব জায়গায় বলেছি। আমি কেউর কাছে ভিক্ষা কোনোদিন দেই না। মুক্তিফৌজের ছেলেদের জন্য আস্তে আস্তে আমি পুলিশে নিচ্ছি, রক্ষীবাহিনীতে নিচ্ছি এবং আমি আর একটা জিনিস করতেছি। আজকে আমি ঘোষণা করছি। যেটা হলো এই—যারা নেংড়া, যারা খোঁড়া, যারা অন্ধ হয়েছে এই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জন্য আমি একটা কাজ করতেছি । এই কাজকে... যাতে তারা কিছু টাকা পায়। তারা জীবন ভরে কাজ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমির জন্য। তাদের জন্য আমার কর্তব্য রয়েছে। যেমন আমি মা-বোনদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করেছি। তারা যাতে পেট ভরে খাবার খেতে পারে। কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছি। একটা... বসিয়ে দিয়েছি তা দেখাশোনা করবে। এবারও

আমি মুক্তিযোদ্ধা যার এক পাও কাটা গেছে কাজ করতে পারে না। তাদের জন্য একটা ফাউন্ডেশন করতেছি। যাতে কিছু কিছু ইণ্ডাস্ট্রি এর মাধ্যমে দিয়ে দিবে। যা আয় হয় সে আয় দিয়ে যাতে ওরা জীবন ভরে পেট ভরে খেতে পারে। এই বন্দোবস্ত আমাকে করতে হবে। না হলে আল্লাহ্র কাছে আমি দায়ী থাকবো । কারণ ওরা মুক্তিযুদ্ধ করতে যেয়ে মাতৃভূমিকে ভালোবেসে—আজ ওর পাও নাই। আজ এর হাত নাই, আজ চক্ষু নাই। কী বলবো দুঃখের কথা। আমি প্রাইম মিনিস্ট্রি ফাণ্ড নামে একটা কাজ করেছি—দুনিয়ার কাছ থেকে ভিক্ষে করে টাকা আনতে গিয়ে দুই হাজার টাকা করে যারা পঙ্গু হয়েছে হাজার টাকা করে আমি দিচ্ছি। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি টাকা আমার দেয়া হয়ে গেছে। আরও দিচ্ছি। কিন্তু দুই হাজার টাকা কি? তবুও তো, তবুও তো ওদের হাতে পৌঁছুক। আর এত বাপরে বাপ—ওরা কি মানুষ? দুধের বাচ্চা হত্যা করছে। দুঃস্থ যত লোক ছিল হত্যা করছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। এদের দুর্নীতিগুলো দেখা যায় না । আর বক্তৃতা করে বক্তৃতা করে বলে আমি বাংলাদেশের রিকগনাইজ্ড করবো কি না। ভুট্টো সাহেব বলেন—বিবেচনা করিয়া দেখিব। ভুট্টো সাহেব আপনাকে আমি রিকগনাইজ্ড করি কিনা সেইটা তো বড়ো কথা। বাংলাদেশ—বাংলাদেশ আছে, বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ্ থাকবে। বাংলাদেশ—দুনিয়াতে যতগুলো দেশ হবে তার মধ্যে একটা দেশ বাংলাদেশ। ইনশাল্লাহ্ চিরদিনের জন্য থাকবে। তুমি ভুট্টো, মানো আর না মানো ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, দেশ গঠন করতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে আমি চেষ্টা করবো, আপনাদের জন্য যতটুকু সম্ভব—কিছু কিছু সার, বীজধান।—আর একটা কথা বলতে চাই। এটা হলো কি জানেন? কিছু কিছু লোক এই বর্ডার এরিয়াতে এই বর্ডার এরিয়া আছে না? রাত্রে চোরাচালান করি। আমার মাল আমি ভিক্ষা করে আনি আর রাতের বেলা সেগুলো বর্ডার পাস করে। মেহনতি ভাইয়েরা, প্রত্যেক বর্ডারে গণসমিতি গঠন করো। আর যে ব্যাটা আমার মাল বাইরে চালান দেয় তার টুটি চিপা থানায় দিয়া দাও। খবরদার, জনগণ যদি একবার যেমন করে তোমরা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ—তেমনি তোমরা স্মাগলার, ঘুষখোর, আড়ৎদার, বদমাইশ, জোচ্চোর, ডাকাত এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবা কি না আমি জানতে চাই। হাত তোলেন, সব হাত তোলেন । বসেন, বসেন, ঠিক আছে বসেন। তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আর তিন বছর আমি কিছুই দেবার পারবো না। আমার কাছে দাবি দাওয়া নাই কারও। রাজি আছেন কিনা হাত

তুলে দেখায় দেন। তার মানে এই না যে আমি দেবো না। তার মানে এই না যে আপনারা পাবেন না। যা আছে সব পাবেন ইনশাল্লাহ্। আর পয়সা কার হবে? গ্রামের। শহরের ভাইয়েরা, রাগ কইরেন না। আমার বড়ো বড়ো শহরের ভাইড়া রাগটাগ করিয়েন না। কারণ, শতকরা ৮৫ জন কৃষক এবং আমি এদের নেতা। যা আমি যোগাড় করবো, কৃষকের জন্য অধিকাংশ যাবে। এ কেউ ঠেকাতে পারবে না। আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছি। আমি বাঙালি জাতি, আমি। এটা আমাদের ভুললে চলবে না। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তার জন্য ব্যাংক, বড়ো বড়ো ব্যাংক দেখেন নাই, বড়ো বড়ো ব্যাংক দেখছেন। বড়ো বড়ো ব্যাংক, বড়ো বড়ো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বড়ো বড়ো পাট কল, বড়ো বড়ো চিনি কল, বড়ো বড়ো কাপড়ের কল ছিল না? কাদের ছিল? ভুঁড়িওয়ালাদের ছিল। আমি বলছিলাম—আস্তে, ভুঁড়িটা কাটি দেবো আর এগুলো জনগণের মধ্যে বিলায় দেবো। বলছিলাম না? ব্যাংক জাতীয়করণ করেছি, ব্যাংক এখন সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি, জজ কোর্ট, কাপড়ের কল, চিনির কল সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। একজন ব্যক্তি লুটে খাবে আর জনগণ না খেয়ে মরবে—তা হতে পারে না এবং তাদের আমি বলি শোষণহীন সমাজ, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ক্যান—মানুষ আমাকে ভালোবাসে। মানুষের মনের কথা মানুষ ব্যক্ত করবে। আইনশৃঙ্খলা মানতে হবে। যা ইচ্ছা তাই করবেন, তাকে গণতন্ত্র বলে না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এই জন্যে ইয়াহিয়ার সময় আমি ভোটে এসেছিলাম, জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম—ছয় দফা না হলে এক দফা হবে। এক দফা ইনশাল্লাহ্ হয়েছে। কারণ আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন। এই জন্যে গণতন্ত্রে আমি বিশ্বাস করি। আর একটায় বিশ্বাস করি : চারটা স্তম্ভ—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আর এটা হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তার মানে এই নয় যে ধর্মহীনতা ।

ভাইয়েরা আমার, আমরা এখানে বর্ডারের কাছে। আমি ত্রিপুরার জনসাধারণকে ধন্যবাদ দিই এই জন্য যে, যখন মাইরের চোটে আমার লোকেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে আগরতলায় গেছিল—তখন তারা আমার লোকদের খাবার দিয়েছিল, স্থান দিয়েছিল । সেই জন্য আমি আপনাদের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি কলকাতা গেছিলাম, কিন্তু এদিক যেতে পারি

নাই। তারা আমাকে দেখতে চায়। কিন্তু বলেছি সময় হলে নিশ্চয়ই যাবো। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আর যে সমস্ত ভাই, যে সমস্ত বোন, যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার সঙ্গে মোনাজাত করুন । আল্লাহুম্মা আমিন...।

ভাইয়েরা আমার, আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। বহুক্ষণ আপনারা কষ্ট করেছেন। ইনশাল্লাহ্ বেঁচে থাকলে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন ইমানের সঙ্গে রাখে, আর আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি ।

জয় বাংলা,

জয় বাংলা ।

৪ জুলাই ১৯৭২

সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা করতে নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করুন

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম । আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সাথে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।

সাংবাদিক ভাইয়ের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নতুন বাংলাদেশ— ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। বিপ্লবে পূর্বেকার সরকার একটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মতো ছিল। যাঁরা এ দেশে ছিলেন, জাতীয় সরকার কী করে চালাতে হয় সে বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের তাই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী যাবার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সে সব দলিল দেখতে পাবেন ।

আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই । কিন্তু গণতন্ত্রের একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ—পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সামরিক চক্রের হীন কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁরাই ধরিয়ে দিয়েছেন সেইসব সাংবাদিকদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোনো দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি আল-বদরের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাঁদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তাঁরা হানাদার বাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হবে?

যিনি একদিন দৈনিক 'পয়গাম' চালাতেন, তিনি যদি আয়-উপার্জনহীন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেন, তা হলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— তাঁর এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এল? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক- সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখান থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাদের কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা

পেয়েছে, তা এ দেশে আর কখনো ছিল না। এজন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপান হয়, "এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা", "বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ" ইত্যাদি । কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপান হয়?

আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ২৪ বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকরা সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন তাহলে আপনারা কি করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একখানা কাগজে লেখা হয়েছে, "গণহত্যা চলছে" । গণহত্যার কথাই যদি বলেন, তবে আমি আপনাদের বলবো যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বহু আওয়ামী লীগ আর প্রগতিশীল কর্মী মারা গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গণহত্যা হয় নাই। এ জন্য দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এত বড়ো বিপ্লবের পরে, হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এত বড়ো হত্যাকাণ্ডের পরেও যে আর একটা হত্যাকাণ্ড হয় নাই, তার জন্য বাংলার মানুষ ও প্রগতিশীল কর্মীদের আপনারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবেন ।

অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে তারা নাকি আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখবার চেষ্টা করছে। এ ধরনের কথা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র?

যদি কেউ অনাহারে মরে থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন—তার জন্য আমিও দায়ী হবো। আমি চেষ্টা করছি, যাতে কেউ অনাহারে না মরে। যদিও দেশে খাবার নাই। আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লাখ টন। আমি বিদেশ থেকে ১৭ লাখ টন এনেছি। ভারত সাড়ে সাত লাখ টন খাবার দিয়েছে। এছাড়া "আনরড" এবং ইউএসএ, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। সাধ্যমতো সবাই আমাদের সাহায্য করছে। এর ভিতর ভারতীয় চক্রান্ত কোথায়? অথচ কোনো কোনো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে "৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার", "আমরা কি সত্যিই সার্বভৌম" ইত্যাদি ।

অনেক কাগজের শিরোনাম আমার কাছে আছে। এই কাগজগুলো ফরমান আলী খানের দয়ায় ঢাকায় বসে নয় মাস কাজ করেছে, কিন্তু তাদের আজও ছোঁয়া হয় নাই। অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক মা-বোন-বউ ঘরে ফেলে অকূল পাথারে ভেসে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ফরমান আলীর অনুগ্রহভাজনরা এখানে বসে আরামে খবরের কাগজ চালান এবং হানাদারদের সাথে সহযোগিতা করেন। এরপর স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁদের সরকার ক্ষমা করতে পারে, জনগণ ক্ষমা করবেন কিনা সন্দেহ আছে।

সরকারের যেমন স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তেমনি নীতি পালনের দায়িত্ব আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও আছে ।

আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে, "মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও" । যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তা হলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোনো কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে ।

স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। আপনাদের অনেক দাবি ছিল, সে সব দাবি আমরা সব সময়ই সমর্থন করেছি। আর গত ছয় মাস আমাদের পোর্ট বন্ধ । আমাদের রাস্তা নাই । গুদামে চাল নাই। এক পয়সাও বৈদেশিক মুদ্রা নাই । রাজস্ব আদায় নাই ।

তবু আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা জাতিসংঘের এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যও হতে যাচ্ছি। আমাদের কিছু বলতে পারবেন না। স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের হাতে কী ছিল? তখন পররাষ্ট্র দপ্তর বলতে কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে দেশরক্ষা দপ্তরও ছিল না। অর্থ দপ্তরটিও একটি নেজারাতের মতো ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্কুল-কলেজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। মোট কথা স্কুল-কলেজ ভাঙ্গা ছিল। আমাদের সব কিছুই ছিল বিধ্বস্ত। এমন দেশ নেই যেখানে বিপ্লবের পরে

দু-চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না পারলেও বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা অনেকগুলো কমিশন গঠন করেছি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। সুষ্ঠু পরিচালনা ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না। আমরা যে সমস্ত কমিশন গঠন করেছি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কমিশন, বেতন কমিশন। শিগগির বেতন বোর্ড, চাকরি পুনির্বন্যাস কমিশনও গঠন করা হবে ।

সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। যারা দালালি করেছে, তাদের বিষয় স্ক্রিনিং কমিটিতে আসবে এবং কমিটির বিচার-বিবেচনার ফলাফল খবরের কাগজে দেয়া হবে। যাঁদের উপর আপনাদের আস্থা আছে সে সমস্ত লোক নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁদের ভিতর হাইকোর্টের জজও রাখা হয়েছে—যাতে কেউ বলতে না পারেন, রাজনৈতিক কারণে আমি আওয়ামী লীগ ও তার বন্ধু দলগুলোর বাদ দিয়ে কেবল অন্যদলের লোকদের স্ক্রিনিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও স্ক্রিনিং চলছে। তবে, তাঁদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। এজন্য স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন। আমাকে বলা হয়েছে, সিণ্ডিকেট প্রস্তাব পাস করেছে, সরকার যে হাইকোর্ট জজ দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করেছে তাঁর কাছেই তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। আপনারা সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদেরও স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন—এই লোকগুলো এই কাজ করেছে। আমরা তা মেনে নেবো। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন, আমাকে বলবেন। আমি করবো। আমাকে করতেই হবে। কারণ, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোন সরকার, কোন জনগণ, কোন প্রগতিশীল দল কোনদিন সমর্থন করতে পারে না।

আপনারা যেসব দাবি করেছেন সেগুলো ন্যায্য। সেগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ

সহানুভূতি রয়েছে । আমরা যতদূর সম্ভব দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করছি।

আপনারা বলেছেন, ধর্মঘট বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করি নাই। তবে সমাজতন্ত্রের একটা নীতি আছে । সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের কর্তব্য কী সেটাও বুঝতে হবে। এবং শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্র চায় বেশি। কিন্তু যখন সরকারের আয় নাই, তখন ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির পরও যদি এটা-ওটা নিয়ে ঘেরাও বা জোরজবরদস্তি চলে, তাহলে কী হয়? এটা কোন ধরনের সমাজতন্ত্র ?

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন—যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিন্তু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যই ধর্মঘট বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ'মাসের জন্য। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারো অধিকার কেউ নষ্ট করুক এ আমি কখনো চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি। এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাধা সৃষ্টি করতে চাই না । এ সরকারও কারো ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞান নাই, সেখানে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসহ সমস্ত মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না দিয়ে কী করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে সাধ্যমতো সাহায্য দেয়া হচ্ছে। তা ছাড়া চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করে শহীদদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। শহীদ সরকারি কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনকে পেনশন এবং প্রেসিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং মালিকহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরাও জীবনভর কিছু করে খেতে পারেন। যাঁরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে পঙ্গু হয়েছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও এসবের একটা অংশ দেয়ার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। কেউ বাদ পড়বেন না। সবাই সেখান থেকে কিছুটা সাহায্য-সহানুভূতি পাবেন ।

আপনাদের দাবি দাওয়ার উত্তরে আমিও কিছু দাবি জানাচ্ছি। আমি চাই

আপনারাও স্ক্রিনিং করুন। যারা ন'মাস এখানে ছিল, তাদের কারো কারো সম্পর্কে দলিলপত্র আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দিই, আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি সরকারি কর্মচারীকে জেলে দিয়েছি, হাইকোর্টের জজকে জেলে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জেলে দিয়েছি, এ দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের এম.সি.এ.কে ও জেলে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যাদের অপরাধী পাবো, তাদের নিশ্চয়ই ধরতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করলেও আপনারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে, দালাল আইনে—হাকিম আছে, কোর্ট আছে, বিচার হচ্ছে। সরকার যদি আসামীর বিরুদ্ধে দলিলপত্র দাখিল করতে না পারে, তা হলে সে খালাস হয়ে যাবে ।

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পরে ছ'মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই । কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। তার জন্য আমাকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন কারফিউ দিয়ে তল্লাশি চালানো। এতে কিছু সৎ লোকের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধা এড়ানোর উপায় নাই। আর অসৎ লোকদের তো আমি আগেই সতর্ক হবার সময় দিয়েছিলাম ।

কোনও কোনও কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল-ল জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দী করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই। আবার এরাই এখন লেখেন, "চালের মণ একশো বিশ টাকা" । চাল থাকতেও আমি দিচ্ছি না। কিন্তু আমি তো তা বলি নাই। আমি শুধু চেষ্টা করছি। এবং কিছু কিছু দিচ্ছি। চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আপনারা লেখেন। আপনারা জানেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাব দেয়ার অধিকার নাই। যদি কেউ কারো নাম করে কিছু লেখেন এবং সে যদি কোনও প্রতিবাদ করে তা হলে সেটা প্রকাশ

করাও সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে অনেক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তো মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতিবাদই খবরের কাগজে ছাপা হয় নি। এটা সাংবাদিকতার কোন নীতিমালায় আছে?

আমি আরো একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচীতে আর দেখেছি পিণ্ডিতে। এটা হলো ভীতি প্রদর্শন। কোনো সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিকে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো, টাকা দাও, নইলে আবার তোমার বিরুদ্ধে লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ্য করছি এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আরো দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি। এর জন্য তারা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশীরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তা হলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা জানেন, আমি ঢাকা শহরে সাইকেল নিয়ে ঘুরে রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোক রাতে হাইজ্যাকের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দিনের বেলায় বিপ্লব করে। তারা দুষ্কৃতিকারী। তাদের আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে। এ টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয়? আমি যদি এসবের তদন্ত করি, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না আশা করি। এটাও আইন ।

আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন । সেই জাতীয়তাবাদ না

থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আলবদররা এখন কিছু কিছু বড়ো বড়ো প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে "প্রগতিশীল" বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামী । তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বলে, আমি ওমুক নেতার সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, আপনারাই বলুন ।

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ । আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করবো ।

আপনাদের দাবিদাওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড়ো খুশি হয়েছি। আমি সারা জীবন আপনাদের সাথে সংগ্রামে ছিলাম ।

এখনো আমি সংগ্রামে আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের ন্যায্য পাওনা যা আছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে দেয়া সম্ভব নয়। আমি পারবো না । বাংলাদেশের মানুষকে আমি বলেছি, তিন বছর কিছুই দিতে পারবো না। তারা তা মেনে নিয়েছে। আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও বলবেন, তিন বছর কিছুই চাই না । কারণ, আপনারা কোনো পৃথক জাত নন। আপনারা ৭ কোটি লোকের একটা অংশ । তাছাড়া, গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবো ।

জয় বাংলা ।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে, ১৬ জুলাই ১৯৭২

চিকিৎসার জন্য লণ্ডন যাত্রাকালে ঢাকা বিমানবন্দরে

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, ডাক্তারদের পরামর্শে বাধ্য হয়ে আমি চিকিৎসার জন্য আজ বিদেশ যাচ্ছি। স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ার কাজে যখন সবেমাত্র হাত দিয়েছি তখন আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ্ রহমতে আমি খুব শিগগিরই আরোগ্য লাভ করে দেশের মাটিতে ফিরে আসবো। বাংলাদেশের মানুষই হচ্ছে আমার প্রাণ। এদেশের সুন্দর, সুখী ভবিষ্যৎই হচ্ছে আমার সাধনা। তাই আমি আমার সমস্ত জীবনটাই আপনাদের সেবায় উৎসর্গ করেছি। আসুন—আমরা দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সব রকম ভেদাভেদ ভুলে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি ।

আপনারা আমাকে দোয়া করবেন ।

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা ।

২৬ জুলাই ১৯৭২

চারটি মৌলিক আদর্শের উপর শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজ প্রথম সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করছে। বোধ হয় নয়, সত্যিই প্রথম—বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করছেন। আজ আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করতে হয়, অনেক দিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কেবল এইটুকু বলতে চাই, তদানীন্তন ভারতবর্ষ, যাকে আমরা উপমহাদেশ বলতাম—সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান করেছে বেশি। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বাংলায় এমন কোনো জেলা, এমন কোনো মহকুমা ছিল না যেখানে সে আমলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু যুদ্ধ করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বার বার সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা জেল-যন্ত্রণা ভোগ করেছে বহুবার, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে অনেক। কিন্তু দুঃখ—বাঙালির জীবনে সুখ কোনো দিন আসে নি। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠাট্টা করে একবার আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমি তোমার দুঃখের কারণ। তাই বোধহয়, শকুনিদের বারবার এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে । কারণ তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। দুনিয়ার সেইসব লোভীরা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যারা শাসক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক-মজুর দুঃখী বাঙালি যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় নি, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে

কলকাতার বন্দর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, ইসলামাবাদ, লাহোর । গড়ে উঠেছে ডাণ্ডি, গ্রেট ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ ছিল বাঙালির দুঃখের কারণ। সংগ্রামী বাঙালিরা বার বার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাঁদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়; কারণ বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা, স্মরণ করতে হয় সোহ্রাওয়ার্দী মরহুমের কথা, আরো স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা—যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সে সব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁরা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই। ৯ মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বহুদিন আগে থেকে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ করে সংখ্যায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলে। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যাঁকে অনেকে নেতা বলে মানতেন, বাঙালিকে এক শকুনের হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি জিন্নাহ্ সাহেব মরার পূর্বে তাঁর সম্পত্তির যে দলিলপত্র করে গিয়েছিলেন সেই দলিল অনুসারে ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচী স্কুলকেও তিনি কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই। বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড়ো করে দেখি, এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ পাই না এক বাংলাদেশ ছাড়া । বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর খুব বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রাশিয়ান ভাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চায়নিজ ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই, একমাত্র বাংলাভাষা ছাড়া। এই কারণে বাঙালিদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সাধনা করার শক্তি ছিল তেমনি পরশ্রীকাতরার মনোভাবও দেখা গেছে। বাংলাদেশের যে সকল নেতারা সংগ্রাম করেছেন আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই; আমরা বুঝেছি মি. জিন্নাহ্ বুঝি আমাদের নেতা হয়ে চলে এসেছেন বোম্বাই থেকে। যা হোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পিকার সাহেব, ১৯৪৭ সাল থেকে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমা শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের একদল লোক ছিল—যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বার বার হাত মিলিয়েছে, তারা বার বার চরম আঘাত হেনেছে আমাদের উপর। আঘাত হেনেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচনার সময় যখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে তখনো বাঙালিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। যখন পশ্চিমারা দেখে বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করে। তাদের শক্তি ছিল একটা, সেই শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী । ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়েছিল, সেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হত । বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে—এই হচ্ছে তাদের দোষ। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিল বেশি, বুদ্ধিতে ছিল ভালো, লেখাপড়া ভালো জানত, আক্কেল তাদের প্রখর ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার তারা মার খেয়ে গেল। যদিও তা পূরণের জন্য আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হককে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়। আমি সহ ৫০ জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এম.এল.এ. ছিলেন তাঁদেরকে এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয় । সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পাওয়া যেত না, আত্মীয়স্বজন ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না, সে যুগে—১৯৪৭ সালে – মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যাঁরা এ দেশে বিরোধী-দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন

তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তবে অন্যায় করা হবে। তাঁদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি তাঁদের কথা, যাঁদের রক্তে এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথ-ঘাট, রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, যে লক্ষ লক্ষ মা-বোন জীবন দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে তাঁদের কথা। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্র-হারা । কত বোন আজ স্বামী-হারা। কত পিতা আজ সন্তান-হারা। কত সংসার যে আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই । পশ্চিমা শোষকরা শেষপর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক-একজন জুড়ে বসত ।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বলেছিলাম—যে জাতি যত রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না। সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে । অনেকে দালালী করেছেন প্রগতির নামে। ইয়াহিয়া খানের দালালী, আইয়ুব খানের দালালী করেছেন। আজকের অনেকেরই তখন রাজনৈতিক জীবনের জন্ম হয় নাই—তাঁরাও অনেক সময় আজ সমালোচনা করেন আমাদের। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন—সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া সৎসাহসের কাজ। গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই সময় আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে—গিয়ে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও! ২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই.পি.আর., বাঙালি পুলিশ, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। এবং যারা এদেশের দুঃখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলাদেশে সেই ২৫ তারিখ রাত থেকে অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হবে, মনে হলো এই বুঝি আমার শেষ। তখন চেষ্টা করলাম, কী করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়া যায় এবং তা আমি পৌঁছিয়েও দিয়েছিলাম। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ

দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সে আগুন আমি দেখেছি। তাদের শুধু বলেছিলাম—তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে প্রাণে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তারা আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। হালাকু খাঁর কাহিনী পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর কাহিনী পড়েছি, হিটলার মুসোলিনীর কাহিনী পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে তা দেখি নাই। তারা দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে "বল জয় বাংলা" লেখা এঁটে গাছের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। মানুষ এত জঘন্য পশু না হলে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর কি পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? তারা লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্তের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয় ।

আওয়ামী লীগ, আমার সহকর্মীরা বা আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার ক্ষমতা, মন্ত্রীত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেইজন্য সংগ্রাম করেছিলাম ।

জনাব স্পিকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ অনেক সময় আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা সবাই তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল। এই পরিষদের এমন কোনো সদস্য নেই, যার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করা হয় নাই। আজ অনেকে এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কারণ যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না । আওয়ামী লীগের এমন অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘর-বাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায় নি। সেদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বুঝতে পারছিল না তারা কী করবে, আমি তাদের কাছে নাই। আমি ঘোষণা করে বলে গিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় এক সঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু কর এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা

জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নাই, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নাই। সেই ভাঙ্গাচোরা দল অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে, তারপর পুরোদমে সংগ্রাম করে চলে। নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, সাবেক ই.পি.আর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম । তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল । তখনও তারা অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্র পায় নি। দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করে। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ভালো ভালো আধুনিক অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দেয়; কিন্তু পদানত হয় নি বাঙালি। সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যারা আজ পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তাদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখান থেকে তারা পেনশন পাবে সারা জীবন । আমি আরো স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনের কথা। দুই লাখ নির্যাতিতা মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানী সেই দস্যুরা—যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করতো, 'মুসলিম বাংলা' বলে চিৎকার করতে লজ্জাবোধ করে নাই । সেই দুই লাখ মা-বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে ।

যাক সে সব কথা। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছি, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে আজ পর্যন্তও এত বড়ো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই । স্বাধীনতার পর দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, জনসাধারণ তা জানে। বৈদেশিক মুদ্রা কয় পাউণ্ড ছিল, তা সকলের জানা আছে। রাস্তা-ঘাটের কী অবস্থা ছিল, এসবই আপনাদের জানা আছে। মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনি-মাত্র ছিল।

শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী মাল এখানে বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায়। যাবার বেলায় তারা গর্ব করে বলে যায়, বাঙালি যে স্বাধীনতা পেল, তা আর কতদিন, দেশকে এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পিকার সাহেব, বিপ্লবের পর নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হলো, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি—জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি। সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্ত রিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসন চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে। কিন্তু, তা আমরা চাই নি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙ্গবো না। এজন্য আমি গর্বিত । যাঁরা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ-সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব । কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, এটা তার আর একটি প্রমাণ। সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। আজ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বক্তৃতা করেছেন। একজন বিপক্ষে আছেন এবং দুইজন স্বতন্ত্র দলে আছেন। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে এখানে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা এখানে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে কে এখানে আসবে আর কে আসবে না। নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে,

এটা হলো আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মতো। আমি মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে, তারা খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছেও। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এখানে এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। অথবা আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই কিংবা কেউ এসে আমাদের 'মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই। 'মার্শাল ল' জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, Emergency ! No democracy ! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোনো সমালোচনা চলবে না! কোনো কথা চলবে না! কোনো মিছিল হবে না! কোনো পার্টির কাজ চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই । শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হল জনগণ ।

জনাব স্পিকার সাহেব, ৪টা মূল স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই যে ৪টা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো—এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ—জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়—৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনও জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্পর্কে আর নতুন সংজ্ঞা নাইবা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি যে বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ,

সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে কোনও জাতি বড়ো হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু, কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে—তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে, সেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে, সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে—গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা, যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রকেটশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা নাই । সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক সিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স-কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাট-কল, চিনির কারখানা—সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি; তার মানে হলো, শোষক-গোষ্ঠি যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে । শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে ।

তৃতীয়, সোশ্যালিজম অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যাঁরা বলে থাকেন—সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাঁদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী। সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়—অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিন সময় প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ—যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি : শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে—শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো—শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই—সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার বামে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে তারা কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ, লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না—যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না । সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'রীতিনীতি', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই। এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে—তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে—কারো বাধা

দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে—তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার—এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব—ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয় নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব-সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

কোনও কোনও বন্ধু বলেছেন, সিডিউলে এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পিকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না—ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কী করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোনো ভিন্ন শ্রেণি নন। ইংরেজ-আমলে তাদের প্রটেকশন দেওয়া হতো, সেই প্রকেটশন আবার পাকিস্তান-আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই প্রটেকশনের উপর আঘাত করেছি—অন্য জায়গায় আঘাত করি নি। এই শ্রেণি রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারেন না। সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen."

আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি। কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে । আজ যে কাজ করবে, এবং লোকে তাকে কতটুকু ভালোবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন। প্রমোশনের ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদেরও অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব । তারা গরিব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে। আমরা সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি গঠন করেছি। সেই কমিটির সদস্যদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৫টি স্টেপ বা প্রাদেশিক সরকারের ৩৩টি স্টেপ আমরা রাখবো না । এই ১২৫ ও ৩৩টি স্টেপের মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক প্রমোশন হতো। মাত্র সাত আসমান—অর্থাৎ ৭টি স্তর—এর বেশি স্টেপ সরকারি চাকরিতে থাকবে না। এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছেন এবং এম.সি.এ. দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছি। আমরা ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমঘা' নিয়ে বেড়াই নি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন, ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের এই প্রটেকশন পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাঁরাই আবার সভা করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিসগুলোতে দালালে ভরে গিয়েছে। দালাল আছে সত্য, যাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাই তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়। তারপর আর এক কথা। কাজ না করে টেবিল-চেয়ারে বসে থাকা, আজকাল যে একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed। ঐ C.S.P., P.S.P. বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারি চাকুরিতে ৭টি স্তর থাকবে। সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি করা হয়েছে।

যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তাঁরা কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে। স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা বেতন পাবে, কেউ ২ হাজার টাকা বেতন পাবে—তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না—তা হতে পারে না । বেতন কমিশন সরকারি কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। দেশে এ রকম কোনো পার্টি আছে কিনা, জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোনো পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুন, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায় নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুন, আমরা বিরোধী দল । তা না হলে বলুন, এই এই আমাদের দাবি ।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করতে হলে ethics মানতে হয়। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লাখ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেলওয়ে ব্রিজ নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই । ৮৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরা মেহেরবানি করে যান না, রিলিফ কমিটি করে চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি কিছু খাওয়াইতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াইতে পারেন, তাহলেও বুঝি যে, দেশের লোকের জন্য কিছু করছেন। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠার জন্য বক্তৃতা করে গণতন্ত্র চাই বললে কী হবে? গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সাথে সাথে কর্তব্যও রয়েছে। সেই জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করার সময় আমরা ৪টি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি। আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না।

আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেই জন্য, জনাব স্পিকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে। জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বছর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা। আমরা শাসনতন্ত্র প্রদান করেছি, এর উপর আইন পাস হবে—যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভায়েরা ভুল করেছেন, শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র একটি জিনিস—যার একটা আদর্শ, নীতি থাকে, সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করতে হয়। অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই; তাই বুঝতে পারেন না কিংবা বুঝতে চান না। শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই মৌলিক নীতির উপর ভবিষ্যৎ এসেম্বলিতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক নীতির বিরোধী কোনো আইন হতে পারবে না। শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষকতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের ভোটের অধিকার দেয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবো, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা দালালি করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক-মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে, মিলিটারির কাছে

দিয়েছে। নানাভাবে তারা দালালি করেছে। স্পিকার সাহেব, এই অ্যাসেম্বলিতে যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন তার আশপাশে এবং এই এ্যাসেম্বলির এমন কোনও দেয়াল নাই যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভায় সে সব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান, সেখানে তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কিনা জানি না। এই পরিষদে যাঁরা কর্মচারী আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায় দেয়ালে রক্তের দাগ। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেয়ালের গায়ে জয় বাংলা' লিখে গিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির হলের মধ্যে তারা দালালদের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে। নিরপরাধ যারা আছে তাদের খালাস দেয়া হবে, কিন্তু যারা তাদের সাথে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের—যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের আসন খালি করিয়ে আচকান গায় দিয়ে উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেয়ারও জনগণ আপত্তি করেছে। জনগণ তাঁদের বাইরে পেলে কেটে ফেলতো, তাঁদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি। যাই হোক, আমরা সংবিধানের সিডিউলে যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনামলের কিছু কছু আইনকে আমরা প্রটেকশন দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে লিটিগেশন করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলোর প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রয়োজন হবে। কতকগুলো শুধু মেজরিটিতেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার পার্থক্য না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি—সেইদিন, যেদিন জল্লাদ-বাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যুক্ত কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখে। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা স্মরণে রাখতে চাই। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে

পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে মূল সংবিধানে দস্তখত করবেন। ১৪ ও ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস ।

স্পিকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি নির্বাচন কমিশনারের সাথে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করেছি যে, নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। সেইদিন, যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলাম : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই ৭ই মার্চ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ ব্যাপারে আবেদন করবো।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার ধৈর্য্য আমি আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় এখানে ছিলাম। আপনাকেসহ পরিষদের সকল কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা কষ্টের ভিতর কর্তব্য পালন করেছেন, সেইসাথে সরকারি কর্মচারীদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি যদি সাংবাদিকদের কিছু না বলি তাহলে মহা অন্যায় হবে, তাই শ্রদ্ধার সাথে বলি আপনারা যে এত কষ্ট করেছেন—এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, বসবার জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই, এই কষ্টের মধ্যে যে ভালোভাবে পরিষদের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট স্বীকার করবেন। কারণ, নতুন পরিষদ ভবন না নেয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমারও নাই। আর, দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তার কিছু ভাগ আমাদেরও নেয়া উচিত। জনাব স্পিকার সাহেব, এই কক্ষের পক্ষ থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, তারপর যাঁরা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে শাসনতেন্ত্রর জন্য ২/৩ শিফটে কাজ করতে হয়েছে, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন সদস্যকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেই ১১ তারিখে আমরা

শাসনতন্ত্র কমিটি গঠন করি—তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত-নির্বিশেষে আপনাদের কাছে যে কোনও প্রস্তাব হোক বা কোনও মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিশনের কাছে পাঠাবেন। যদিও তা দু'একটা কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বিবৃতি দেন, মাঠে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। অন্য মানুষদের কাছ থেকে, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি—সেটা সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানে না, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, যাঁরা এই ধরনের লোক আছেন—তাঁরা কষ্ট করে এক কলমও লিখে পাঠান নাই। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। কথায় আছে—জাত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মরলে ।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথা—যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালন করলো। কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্র কোনো কিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না করলে প্রবর্তন করা হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না । ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক। স্পিকার সাহেব আজ বিদায় নেয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যাঁরা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন, তাঁরা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা যেন তা উপলব্ধি করেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা ।

খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে গণপরিষদে, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

আরোগ্য লাভ করে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের উদ্দেশে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে

আমি অসুস্থ অবস্থায় দেশ থেকে চলে গিয়েছিলাম। দেশবাসীর ভালোবাসা ও দোয়ায় আমি আরোগ্য লাভ করেছি এবং দেশে ফিরে এসেছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট, সুইস গভর্নমেন্ট, ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে আমার ধন্যবাদ দিতে হয় বাংলাদেশের জনগণ সরকারের পক্ষ থেকে। তারা যথেষ্ট দেখাশোনা করেছে। বিশেষ করে সুইস গভর্নমেন্ট আমাকে তাদের অতিথি করে জিম্মায় রেখেছে। সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ সরকার, সেখানে আমি ছিলাম, তাদের গেস্ট করে আমাকে রেখেছে। তাদের আমি ধন্যবাদ না দিলে সেটি অন্যায় করা হবে। আমার দেশবাসীর খবর আমি সবসময়—বিদেশে থাকলেও—আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে, সকল সময় দেশের সমস্যা আমি জানতে পেরেছি। আমি তাই সব সময় তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। সে অনেক দূর, তা হলেও তাঁরা যোগাযোগ করেছেন। জানি, নানা সমস্যায় দেশ জর্জরিত। আমার নিজেরও তো দুঃখী মানুষের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি, সে জন্য আল্লাহ্র কাছে হাজার শুকুর, দেশবাসী আজ আমাকে প্রাণভরে দোয়া করেছে। দুঃখ বিপদের দিনে তারা—খোদার কাছে তারা দোয়া করেছে। কেঁদেছে। সে জন্য জনগণের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমাদের এই ভেঙে পড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত আমার স্বাধীন বাংলাদেশ—তার অবস্থা সকলেরই জানা আছে। আল্লাহ্ যদি আমাকে শক্তি দেয় ও তৌফিক দেয় আমার সহকর্মীদের নিয়ে চেষ্টা করবো যেন দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ। অনেকদিন থেকে এ দেশকে শোষণ করা হয়েছে এবং গত নয় মাসের ঝড়ে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে সব কিছু । দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না—জনগণের এই দুর্দশা নিয়ে কারও ছিনিমিনি খেৱা উচিত। কারণ কোনোদিন সরকারের কেউ বা আমি বলি নাই দেশের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। একথাই বলা হয়েছে যে, দেশের সমস্যার

কোনোও শেষ নাই। তার ওপর আবার ধ্বংসস্তূপ। লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। রেলগাড়ি ভেঙে গেছে, জাহাজ ডুবিয়ে গেছে, গুদামে চাল ছিল না। সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করেছে, পুলিশ বাহিনীকে, মিলিটারিকে, আমাদের বিডিআরকে, আনসারকে, তারপরে সামরিক বাহিনীকে, তারপর যে মানুষ ছিল আমাদের তাদের অধিকাংশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। দেশে কোনোও ট্রান্সপোর্ট ছিল না। সে অবস্থার মধ্যে সরকার গ্রহণ করে আমার সহকর্মীরা যথেষ্ট করার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে যদি আমি বিশেষ করে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি তো অন্যায় করা হবে। কারণ আপনারা সকলেই জানেন, মনে কোনোও উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু যেদিন এই দেশের স্বাধীনতা হয়, সেদিন গুদামে কী চাল ছিল, ব্যাংকে কী অর্থ ছিল, ফ্যাক্টরির অবস্থা কী ছিল, রাস্তাঘাটের কী অবস্থা ছিল, সকলেরই জানা আছে। সেই মুহূর্তে যদি ৫ লক্ষ টন খাবার ভারত সরকার ও ক্যাশ টাকা সাহায্য না করতো, সরকারের অবস্থা অচল হয়ে পড়তো, সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে সাত লক্ষ টন, পরে আবার দিয়েছে ১ লক্ষ টন, আড়াই কোটি মণ খাবার দিয়েছে। যে দেশের জনসাধারণ এখনও ভুগছে, তাদেরও খাদ্য সমস্যা রয়েছে। এবং অন্যান্য বন্ধু কান্ট্রি যে সমস্ত কান্ট্রি যে দেশ আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তবে আমাদের সমস্যা অব্যাহত রয়েছে এবং বেশির ভাগ সমস্যা সামনে—ওনলি ফর হিউম্যানিটি। আমরা যে সকল মানুষকে এখনও এটেইন করি, তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে এই সমস্যাকে দেখে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। কারণ আমাদের সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে। এগুলো মানুষের সৃষ্ট সমস্যা, কৃত্রিমভাবে সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীরা ধরে করেছে। আজকে আপনারা সকলেই জানেন—এতো তাড়াতাড়ি আমাদের অনেক নেতাই ভাত খেয়ে এক জায়গায় পরের দিন ভুলে যান। কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে আমাদের দেশে অনেক দিন, আপনার নয় মাস—পাক সামরিক বাহিনী এখানে অত্যাচার করেছে। তখন কেউ তো রাতটা আরামে ঘুমাতে পারেন নাই এবং এমন কোনোও ঘর নাই যে ঘরের মধ্যে ঢুকে একজন লোককে হত্যা করা হয় নাই। কৃষকরা উঠানে শহীদ হয়েছে। এক কোটি লোক তখন দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেছে। এক কোটি লোক যখন আবার ফিরে আসতে থাকে তাদের সমস্যা ঘর-বাড়ি, খাওয়া এবং আরও কিছু—প্রায় দেড় কোটি লোক এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে গেছে। ফিরতে পারে নাই। এ সমস্ত সমস্যা মানুষের,

দেশের, মানুষের মঙ্গলের দিকে নজর রেখে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। আমরা সকলের সাহায্য কামনা করি। যাঁরা কাজ করতে চান এবং আশা করি আপনারা আমার জনগণের কাছে, তারা আজকে আমাকে দোয়া করেছে এবং তারা যে আমাকে আশীর্বাদ করেছে, আমার মোবারকবাদ পৌঁছায় দিবেন, তাদের মোবারকবাদ দিয়ে আমি অপমান করতে চাই না। তবুও তাদের দোয়ায় আমি ফিরে এসেছি এবং আল্লাহ্ যেন তৌফিক দেয় তাদের সাথে যেন আমি থাকতে পারি, তাদের পাশেই থাকতে পারি এবং তাদের ভালোবাসা নিয়েই যেন আমি মরতে পারি। জয় বাংলা ।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষকে সেবা করুন

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ
প্রথমে আমি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মহাবিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই। সরকার তার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন নাই, তা সত্ত্বেও তাঁরা যে-ভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন তাতে তাঁদের ধন্যবাদ দিতে হয়। আপনারা আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর কোনো অনুষ্ঠানে আমি এ পর্যন্ত যাই নাই। ডাক্তার নূরুল ইসলাম আমায় মানা করেছেন কোথাও যেতে, তবুও আজ আমি এখানে এসেছি। আপনাদের সাথে দেখা হলো এতেই আমি খুশি। যে রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র আপনারা খুলেছেন এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, গবেষণার দিক দিয়ে এর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।

আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী; আপনারা দেশের মানুষ, আপনারা জানেন দেশের অবস্থা কী। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন স্তরের লোক যেমন জীবন দিয়েছে, ডাক্তাররাও তেমন দিয়েছে। এ পর্যন্ত যে নাম আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় ৫০ জন ডাক্তারকে শহীদ হতে হয়েছে। ৫০ জন ডাক্তার তৈরি করতে কী লাগে আপনারা জানেন। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়—এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও ডাক্তারদের হত্যা করা হয় না। দুইপক্ষে যখন যুদ্ধ হয়, দুই দেশে যখন যুদ্ধ হয়—এতে ডাক্তাররা যুদ্ধবন্দী হয়ে পড়লে তাঁদের হত্যা করা হয় না, এমন কি খারাপ ব্যবহারও করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানী নরপশুরা এতো বড়ো পশু যে তারা আমার ডাক্তারদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। ৫০ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। ডাক্তার ইসলামকে আমি বলেছি পি.জি. হাসপাতালের দেওয়ালের কাছে পাথরে এইসব ডাক্তারদের নাম ও ইতিহাস লিখে রাখুন। যাতে প্রত্যেক ডাক্তার দেখে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের দান কতোখানি । এর ফলে বোধ হয় দেশের জনগণের প্রতি তাঁদের দরদ বাড়বে।

আজ যা এখানে আপনারা স্থাপন করেছেন, আমাদের এবং এই ইনস্টিটিউটের তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য দেশে আমি এই প্রয়োজনীয়তা দেখেছি। আপনারা যা করেছেন সেজন্য জাতি গৌরব বোধ করতে পারে এবং এতে যদি কোনো রকম প্রয়োজন পড়ে সরকারের পক্ষে কোনো সময় অর্থদানে অসুবিধা হবে না। নিশ্চয় সরকার সেদিকে নজর রাখবেন ।

কিন্তু পয়সা দিয়ে যে সবকিছু হয় না সেটা আপনারা বোঝেন; পয়সার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসের দরকার হয়, সেটা হলো—মানবতা বোধ। আমার মনে হচ্ছে, আপনারা বেয়াদবী মাফ করবেন, আমরা যেন মানবতা বোধ হারিয়ে ফেলেছি। পয়সা কোনো জায়গায় কম দেয়া হচ্ছে না । ভিক্ষা করে হোক, বন্ধুরাষ্ট্রদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে হোক, ব্যাংকের থেকে সাহায্য নিয়ে হোক, গ্রাণ্ট নিয়ে হোক—পয়সা এনে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় চরিত্র আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কুমিল্লার সভায় বলেছিলাম যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বেটে খাওয়া যাবে, বাংলাদেশ সোনার বাংলা করতে পারবেন না যদি সোনার মানুষ গড়তে না পারেন। আপনাদের কাছে বলতে গেলে বলতে হয় আমি যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেদিক চাই সেদিকে 'মানুষ' খুব কম দেখি। মানুষ এতো নীচ হয় কী করে? মানুষ মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে পয়সা নেয় কী করে? মানুষ গরিব-দুঃখীর কাছ থেকে কী করে লুট করে, আমি বুঝতে পারি না। এতো রক্ত, ৩০ লক্ষ লোকের জীবন, এতো শহীদ, এতো মায়ের আর্তনাদ, এতো শিশুর আর্তনাদ, এতো বাপ-মায়ের ক্রন্দন, দেয়ালে দেয়ালে রক্তের লিখা, রাস্তায় রাস্তায় রক্তের স্বাক্ষর—আর সেইখানে বসে সরকারি কর্মচারীরা যদি তাদেরই টাকা-পয়সা খায়, তাদের জীবন নিয়ে যদি ছিনিমিনি খেলে, এ দুঃখ বলার জায়গা কোথায় আছে—আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আইন দিয়ে তো এটা করা যায় না। এটা—মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের দরকার, মনের পরিবর্তনের দরকার। মানবতা বোধ জাগ্রত হবার দরকার ।

আপনারা আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। আর মেডিকেল কলেজের ভিতর ঢোকা যায় না দুর্গন্ধে। কেন? পয়সা কি কম দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত? আগে তো আপনাদের উপর ডাণ্ডা মারা হতো, তখন তো সকল দিক আপনারা পরিষ্কার করতেন। এখন পরিষ্কার থাকে না কেন? তখন যদি কেউ কুর্মীটোলা থেকে দৌড়ে এসে আপনাদের ধমকী দিতো—তখন ঠিকই তা পালন করতেন। এখন করবেন না কেন? কেন এক একটা ওয়ার্ডের আপনারা দায়িত্ব নেন না?

এটা কি? আপনারা যদি হাত টিপে ঔষধ দিয়ে আসলেন তাতে তো দেশের রোগীর উন্নতি হলো না। সেখানে যে দুর্গন্ধ হয়, যে অপরিচ্ছন্নতা হয়, সেখানে যে সেপটিক দেখা যায়, সেখানে আপনারা কী করে রোগীর উন্নতি করবেন, আমাকে বুঝিয়ে বলুন ।

এ ছাড়াও আপনাদের কর্তব্য রয়েছে। আপনারা কেন যখন-তখন ছুটি ভোগ করেন । আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আপনারা নিশ্চয়ই এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা যাঁরা বড়ো ডাক্তার আছেন, যাঁরা স্পেশালিষ্ট আছেন, তাঁরা গ্রামের দিকে কেন যাবেন না? গ্রামে তো শতকরা ৯৫ জন লোক বাস করে। তারাই সম্পদ দিয়ে আপনাদের সব-কিছু বজায় রেখেছে। নতুন শহর দেখেন, আপনাদের দোতলায় অফিস দেখেন, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ভবন দেখেন, যেখানেই যান দেখবেন সব কিছু বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের পয়সায় গড়া। তাদের দিকে কেন নজর দেবেন না? সাদা কাপড়-চোপড় দেখলেই কেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন? আর দুঃখী মানুষ আসলেই কেন তাকে রাস্তায় বাইর করে দেন, 'বয়' বলে চিৎকার করেন? এই মনোভাবের পরিবর্তন কবে আপনাদের হবে! আমি শুধু আপনাদের ডাক্তার সাহেবদের বলছি না। এটা যেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এ জাতীয় চরিত্রের প্রতি চরম আঘাতের প্রয়োজন আছে। একবার আমাকে কোনো খবরের কাগজের বা টেলিভিশন কোম্পানির একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনার কোয়ালিফিকেশন কি? আমি হাসতে হাসতে বলেছি—আই লাভ মাই পিপল । What is your disqualification ? I love them too much. বোধ হয় সেটা অনেকে দুর্বলতা মনে করে নিয়েছিল। এবং সেই দুর্বলতার খাতিরে যার যা ইচ্ছা ফ্রি স্টাইল চালিয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরে না এলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। সততা ফিরে না এলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। আপনাদের প্রতি অভিশাপ যাবে। ৩০ লক্ষ লোকের আত্মা আপনাদের অভিশাপ করবে। আপনারা দেখেছেন মুসলিম লীগের বড়ো বড়ো লিডাররা যারা বড়ো বড়ো বাড়ি করে আরামে ছিল একদিন অভিশাপে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে—আমাদের এই দেশে আমরা যারা আছি তারা যদি চরিত্রের পরিবর্তন না করি, তাহলে এমন দিন আসবে, এমন ঝড় আসবে, যে ঝড়ে আপনারা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবেন ।

আপনাদের কাছে আমি সেইজন্য আবেদন করবো যে, আপনাদের মানবতা বোধ থাকা দরকার, মনুষত্ব থাকা দরকার, সততা থাকা দরকার—না হলে

কোনো জাতি কোনোদিন বড়ো হতে পারে না। আপনারা শুধু নিজেকে অপমান করছেন না, আপনারা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে অপমান করছেন। এবং আপনারা অপমান করছেন—যারা মারা গিয়েছে সেই শহীদদের আত্মাকে। তাই আজকে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষরা ঔষধ পায় না; আপনারা জানেন, আমিও খবর পাচ্ছি। ঔষধের দোকানে আমরা এখন লোক লাগিয়েছি। 'কোরেক্স' ঔষধ খেয়ে ৮ জন বেহুস হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা ঔষধের কারখানাও বসে গেছে আশেপাশে। পয়সা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! মানুষকে মানুষ বিষ দিচ্ছে ঔষধের নামে । কোথায় গেছে আজ তারা অধঃপতনে! দুনিয়ার মানুষ যারা আপনাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে, যারা আপনাদেরকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে, তারা যদি দেখে এই আপনাদের অবস্থা, তাহলে তারা হাসবে কি না, বলুন তো আমার কাছে!

আপনাদের মনে করতে হবে—গভর্নমেন্ট আমার, আমরা সাইনটিস্ট না, আমরা এক্সপার্ট না, আমরা মেডিকেল ম্যানও না, আমরা ইঞ্জিনীয়ার না; আমরা জানি যে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা করবো। দেশের মঙ্গলের জন্য পোস্ট-গ্রাজুয়েটে যা যা দরকার, নিশ্চয় আপনারা পাবেন। দেশের জনগণ রক্ত দিতে কোনোদিনও কৃপণতা করে নি। গত আন্দোলনের সময় আমি জেলে যাওয়ার আগে বলেছিলাম—রক্তের দরকার। বাংলাদেশের মানুষ লাইন ধরে রক্ত দিয়েছিল। রক্ত আপনারা পাবেন, রক্ত বাংলার মানুষ দেয়। গুলি খেয়েও রক্ত দেয়, আবার অন্যকে বাঁচাবার জন্যও দেয়। কিন্তু রক্তের ভালো ব্যবহার হওয়া দরকার। এবং সেটা যদি হয় তবে নিশ্চয়ই জানবেন ডাক্তার সাহেবরা—রক্তের অভাব হবে না, পয়সার অভাব হবে না, সরকারি সাহায্যের অভাব হবে না। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি দুর্বল বলে মাঝে মাঝে এমন উত্তেজিত হয়ে যাই। কারণ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমাকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি লোককে রক্ষা করার জন্য যদি দুই-পাঁচ শত লোককে কোনো কিছু করতে হয়, সাজা দিতে হয়, নিশ্চয়ই তা দেয়া হবে। I have my responsibility for the people.

আমি ওই দুঃখী মানুষের নেতা; আমি নেতা হয়েছি, ওরা আমাকে নেতা বানিয়েছে। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সাথে আমি থাকবো। সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোকেরা খালি প্রমোশন চায়, এ ছাড়া বিশেষকোনো কাজ করতে চায় না। এদিকে যদি আপনারা মেহেরবানি করে হুঁশিয়ার হন। আপনাদের কাছে এই আমার অনুরোধ। আমি দেখেছি যে, মেডিকেল কলেজের সামনে

দুঃখী, নেংটা পড়ে আছে, তিনদিন পর্যন্ত পড়ে আছে—তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না আর বড়ো গাড়ি করে যখন কেউ হাজির হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন সাহেব। আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড়ো ছোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ—কার রোগ বেশি, কার রোগ কম। তা হলেই তো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন। বেয়াদবি মাফ করবেন, মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করে—হাসপাতালে ভর্তি হতে পারি না বাড়িতে গিয়ে পয়সা না দিলে; পয়সা দিয়ে যদি বাড়িতে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করি সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভর্তি হতে পারি। একটু মেহেরবানি করুন। সাত-আট মাস চলে গেছে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, নৌকায় ঘুরেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি, আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমস্যার সাথে জাড়িত আছি, আমি সব খবর রাখি ।

আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, আবেদন করছি যে, আপনারা মেহেরবানি করে আপনাদের মতের এবং কথার একটু পরিবর্তন করুন এবং সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষকে সেবা করুন। আপনাদেরকে 'ডাক্তার' বলে যে মানুষে দেখে—ডাক্তারদের কী সম্মান! যুদ্ধের সময় যখন বাহুতে 'রেডক্রস' চিহ্ন বেঁধে দেয়া হয় তখন সেই ডাক্তারকে স্পর্শ করা হয় না । আপনাদের সম্মান অত্যন্ত বেশি। এই সম্মানের মর্যাদা আপনাদের রাখতে হবে। আপনাদের মানুষ গালাগালি কেন করবে? মেডিকেল কলেজ কয়েকটা খোলা হয়েছে। পয়সা-কড়ি নাই, তবুও আমরা বলেছি—মেডিকেল কলেজ সবগুলো চালু করা হবে। বিদেশে আমাদের অনেক ডাক্তার ও প্রফেসারের সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা। ডাক্তার নূরুল ইসলামের সামনে তাঁদের বলেছি—আপনারা দেশে ফিরে আসুন—দেশেই আপনাদের কাজ আছে। দেশ আপনাদের; আপনাদের দেশ দাবি করতে পারে। কারণ আপনারা যে মেডিকেলে পড়েছেন, এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে জনগণের টাকা থেকে আপনাদের সাহায্য করা হয়, আর আপনারা লেখাপড়া শিখে যখন বিদেশে গিয়ে বড়ো ডিগ্রি নিয়ে সেখানেই বেশি টাকা উপার্জন করতে চান—সেটা বড়ো অন্যায়। কারণ আপনারা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তার পেছনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এদেশের দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকে। মেডিক্যাল কলেজে অর্থ খরচ দেয়া হয়; ইঞ্জিনয়ারদের জন্য যেমন বৃত্তি দেয়া

হয় আপনাদের জন্যও তেমনি দেয়া হয়। যখন আপনারা মেডিকেলে পড়েন তখন সরকার এই, সুযোগ-সুবিধা আপনাদের দেন। এই 'সরকার' বলে কোনো পদার্থ নাই। এটা জনগণ দেয়। এবং পাশ করার পরে আপনাদের জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্ল্যান নিয়েছি প্রত্যেক থানায় একটা করে হাসপাতাল হবে। আপাততঃ ১০টি বেড করে। এ বছরই আমরা তা শেষ করতে চাই। আমাদের ২৫টি বেড করে প্রোগ্রাম রয়েছে। ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর দিকে আমাদের যেতে হবে। যতই উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি করি না কেন, যেদিকেই বেশি দূর যাই না কেন—আমাদের সব সর্বনাশ হয়ে যাবে, যদি না আমরা ফ্যামিলী প্ল্যানিং করি। তা না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না। আমাদের সেদিকে চেষ্টা করতে হবে।

আর একটা জিনিস আমি দেখেছি, দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমি নিজে রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি। আমাদের নার্সিং যেন আমাদের সমাজের জন্য এটা অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝতে পারি না—এসমাজ কী করে বাঁচবে! একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে, তার সম্মান হবে না আর ভালো কাপড়-চোপড় পরে যারা ঘুরে বেড়াবে তার সম্মান হবে অনেক উচ্চে! চেয়ারখানা তাকেই দেয়া হবে। এজন্যে আজকে নার্সিং শিক্ষায় ও নার্সিং ট্রেনিং দানে আপনাদের যে কাজগুলো আছে তাকে একটু উচ্চ পর্যায়ে নিতে হবে। এরও একটা মান থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবদের সাথে পরামর্শ করছিলাম যে, আপনারা আমাকে একটা প্ল্যান দেন যাতে গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা এখানে আসতে পারে। কতো বেতন দিলে তারা এখানে আসতে পারে। আই.এ. পাশ মেয়েরা কীভাবে আসতে পারে। ম্যাট্রিক পাশ মেয়েরা কীভাবে আসতে পারে। তাদের আসতে হবে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং শিক্ষার কোর্স হবে, ট্রেনিং হবে, তারপর তাদের চাকুরির একটা সিস্টেম থাকবে। আমরা ঠাট্টা করে বলি—একটা রোগী পায়খানা করে ফেলেছে। রোগী পায়খানা করে পড়ে আছে, যে পর্যন্ত সুইপার না আসবে আমরা বেডপ্যান সরিয়ে দেব না । ওটা সুইপারেরই কাজ। এই যে মেন্টালিটি—রোগী অসুস্থ, মরে যাচ্ছে, তার পাশে বেডপ্যান পড়ে রয়েছে, আমি কেন হাত দিয়ে সে বেডপ্যান সরিয়ে নেবো না। সুইপারদের দরকার কেন? আমি লণ্ডনে অনেক সময় দেখেছি, আমাকে চিকিৎসা করতো যে নার্স—ঠিক সময় সে এসে বেডপ্যানটা নিয়ে চলে গেল। কেন আমাদের এখানে তা হবে না? কেন ডাক্তাররা নার্সদের সরিয়ে রেখেছে দূরে? কেন আমাদের মানসিক পরিবর্তন

হবে না, আমাকে বুঝিয়ে বলেন। সেবার মনোবৃত্তি না থাকলে কোনো কিছু হবে না। এটা যেন ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেণ্ট। ডাক্তার সাহেব যাবেন, হাত দেখবেন, বুক দেখবেন, প্রেসক্রিপশন করবেন, চলে আসবেন, নার্সরা যাবেন, ইঞ্জেকশন দিবেন। রোগী পায়খানা করে পড়ে থাকবে, সুইপার যখন আসবে তখন পরিষ্কার হবে। যদি সে না থাকে? ওয়ার্ড বয় কখন আসবে ! What is ward boy? ওয়ার্ড বয় বা কি? সুইপার বা কি? ডাক্তার বা কি? নার্স বা কি? সবাই সেবক। সবাই বাংলার মানুষ। সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে এবং এ সমাপ্ত ভেদাভেদ ভুলতে হবে। তা না হলে এদেশের মঙ্গল আসতে পারে না। আপনাদের সবাইকে আমি জানি। আমাদের ডাক্তার যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই তো বিদেশ ঘুরে এসেছেন । তাঁরা নার্সের কাজ দেখে এসেছেন। দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে কী কী কাজ করে তাঁরা দেখেছেন । ইউ.কে. কী করে? ইউ.এস.এ, ইউ.এস.এস.আর কী করে? জার্মানী কী করে, ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশ কী করে? সে সব দেশের ডাক্তাররা যে হাসপাতালে কাজ করে আপনারা দেখেছেন। আপনাদের পয়সা খরচ করে সেসব দেখিয়ে শিখিয়ে আনা হয়েছে। সে সব এখানে কেন চালু করেন না? এখানে এলে আপনারা মনে করেন যে, আপনারা বড়ো ডাক্তার সাহেব হয়ে গেছেন; আর নার্সরা কিছুই জানে না। কিন্তু ওখানে ডাক্তার নার্সের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সমীহ করে কথা বলে। ইজ্জতের সঙ্গে কথা বলে। ওখানে ঘরটি পরিষ্কার করে দিয়ে যায় যে সুইপার তার সঙ্গেও সমীহ করে কথা বলে। এর মানে—ওরা অমানুষ নয়। ওরা ওদেশের সমান নাগরিক। সমান অধিকার আছে ওদের। যে কাজই করুক না কেন সে কাজের জন্য তার সম্মান আছে। সে সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে। তার নিজের পেটের তাগিদে যেমন কাজ করে, সমাজের প্রয়োজনেও সেটা করে ।

এজন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো, যা যা দায়িত্ব আছে, আপনারা তা পালন করুন। এটা হলো না, ওটা হলো না,—ওটা হলো না,—এটা হলো না—অনেক কিছু হবে না। যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে যে ভাত খেয়ে কাপড় পরে ঘুমান সেজন্য আল্লাহ্র কাছে শোকর করেন। এর বেশি কোনো দেশ আজ পর্যন্ত করতে পেরেছে কিনা আমার জানা নাই। রাশিয়াতে বিপ্লবের পরে এক বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল, বার্মাতে গ্রামে গ্রামে কী ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ায় কী অবস্থা হয়েছিল বিপ্লবের পরে। আর যেখানে ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মরার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে

আপনারা আরামে ঘুমান, গাড়িতে চড়েন, রেশনের খাবার পান, মাইনেটা মাসে মাসে পান, আল্লাহ্ কাছে হাজার শোকর করেন। বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা নাই, তার মধ্যে থেকেও আমাদের সকলের সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, যদিও সকলের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়, আপনাদের একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার । মানবিক পরিবর্তন। মানবতা বোধ আপনাদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে হবে এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আপনাদের দেশের চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ডাক্তার সাহেবরা, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাদের উন্নতি কামনা করে সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলে দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। যেমন আপনারা এখানে করেছেন। আপনাদের কোনো রকমের অসুবিধা হবে না। আবার আমি বলছি, আপনারা কাজ চালিয়ে যান। কাজের এখন বিশেষ প্রয়োজন। Ward by donation, দেখেন, পয়সা যাদের আছে তারা যদি ওয়ার্ড করে দেয় আমি ওয়েলকাম করি। তবে আমাদের দেশের লোকদের অনেকটা দোষও আছে। সেজন্য আমি ওয়েলকাম করি তাদের—যাদের টাকাপয়সা আছে তারা যদি মেডিকেল কলেজে কিছু দান করে। ধরুন রংপুরে যে মেডিকেল কলেজ করেছি সেখানে যাদের টাকা পয়সা আছে তারা যদি তাতে ওয়ার্ড করে দেয়, বরিশালে যে মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে যদি কোনো পয়সাওয়ালা লোক ওয়ার্ড করে দেয়, সিলেটে যে পয়সাওয়ালা লোক আছে তারা যদি সেখানে কয়েকটি ওয়ার্ড করে দেয়, ময়মনসিংহে যে মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে যদি ময়মনসিংহের লোকেরা ওয়ার্ড করে দেয়, রাজশাহীতে ওয়ার্ড করে দেয়, ঢাকাতে ওয়ার্ড করে দেয়—তাহলে আমি আশা করি যে, দেশে তাড়াতাড়ি অনেক উন্নতি হবে। আর যদি এই হয়—যখন দয়া-মায়া হবে তখন করে দেবে, আর দয়া- মায়া না হলে দেবে না, তাহলে আবেদন-নিবেদন করে আমার লাভ কী বলেন। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, যাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে তারা এগিয়ে আসুক দেশ গড়ার সংগ্রামে, তাহলে দেশের সত্যিকারের মুক্তি হবে—এ বিশ্বাস নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা।

পি.জি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে, ৮ অক্টোবর ১৯৭২

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন
জনাব অস্থায়ী স্পীকার : এখন আমাদের আজকের ১ নম্বর কার্যসূচি—স্পীকার নির্বাচন। আমার সম্মুখে একটিমাত্র প্রস্তাব রয়েছে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের নামে

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্পমন্ত্রী; পরিষদের উপ-নেতা) : আমি প্রস্তাব করছি যে, পি.ই.-২৭৫ : নোয়াখালী-৯ নির্বাচনী এলাকার সদস্য, এই পরিষদের নির্বাচিত ডেপুটি স্পীকার—যিনি বর্তমানে Acting স্পীকার হিসাবে কাজ করছেন—জনাব মুহম্মদুল্লাহকে স্পীকার-পদে নির্বাচিত করা হোক ।

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; পরিষদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আপনাকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমে আপনি এই পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ছিলেন ও পরে Acting স্পীকার হিসাবে কাজ করেছেন। আজ এই পরিষদ আপনাকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্বাচিত করায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি ও সদস্যগণও আশা করেন যে, আপনি নিরপেক্ষভাবে এই পরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন। আপনার কর্মজীবনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বহুদিন থেকে আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বহু ত্যাগ, তিতীক্ষা, জেল-খাটা থেকে আরম্ভ করে বহু কষ্ট আপনি স্বীকার করেছেন । আপনাকে স্পীকার নির্বাচিত করতে পেরে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি।

[সময় : ১০-২০ টা]

মুহম্মদুল্লা সাহেব এই পরিষদের ডেপুটি স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, সেজন্য এই পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জনাব মুহম্মদুল্লা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে । ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং গ্রেপ্তার হয়ে আমরা জেলে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন—যে কোন সময় মৃত্যুবরণ করতে পারেন, এমনভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন। সেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত তিনি দেশের জনগণের জন্য আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন।

আজ তাঁকে আমরা ডেপুটি স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করেছি। পূর্বে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করব যে, ডেপুটি স্পীকার হিসাবেও তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন নিরপেক্ষভাবে এবং গণপরিষদের সম্মানকে রক্ষা করে। যে কথা আমার ভাই পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, স্পীকার ন্যায় এবং সত্যের উপরে আছেন—সেই কথা মেনে নিয়ে তিনি যে গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই এবং আশা করব, তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। আমি নতুন ডেপুটি স্পীকারকে সদস্যদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খসড়া সংবিধান-প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; পরিষদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, গণপরিষদ- সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই ।

যেটা খসড়া সংবিধান-বিল হিসাবে আমরা গ্রহণ করলাম, সেটা বিবেচনার জন্য সদস্য- সদস্যাদের সময় দেওয়া হবে ।

প্রথমেই খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই; কারণ প্রায় ৭২ দিন আমাদের এই কমিটির সদস্যরা কাজ করেছেন, চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত সংবিধান যতদূর সম্ভব দেখাশুনা করে একটি খসড়া আজ এই গণপরিষদে পেশ করতে পেরেছেন। সেজন্য এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি খসড়া পেশ করায় আমি তাঁদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না ।

জনাব স্পীকার, সত্য, আজ বলতে গিয়ে দুইটা জিনিস আমার সামনে আসে।

একদিকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন, আর এক দিকে আমার মনে আনন্দের বান বয়ে যায়। দুঃখ- ভারাক্রান্ত মন এই জন্য বলি যে, আপনারা জানেন—জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে বিশ বছর থেকে রাজনীতি করছেন, অন্তত বিশ বছরের ইতিহাস আপনি জানেন যে, দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ দেশের জনসাধারণ শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। অনেক উত্থান-পতন হয়েছে, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, অনেক রক্তের খেলা হয়েছে বাংলার মাটিতে। বাংলার ঘরে-ঘরে আজ মাতৃহারা, পুত্রহারার আর্তনাদ। লক্ষ লক্ষ বোন আজ বিধবা। হাজার হাজার গৃহ আজ ধূলিসাৎ। কত রক্ত বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে, স্পীকার সাহেব, সে কথা চিন্তা করলে বক্তৃতা করতে আমি পারি না ।

১৯৪৮ সালে তথাকথিত পাকিস্তানে যখন সংবিধান পেশ করা হয়, তখন বাংলা ভাষার উপর তারা আঘাত করে এবং বাংলাদেশকে কলোনি করার ষড়যন্ত্র হয়। সেদিন এই দেশের ছাত্র-সমাজ ও যুব-সমাজ আন্দোলন করেছিল, রক্ত দিয়েছিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ছাত্রদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা জারি করে, শেরে-বাংলা ফজলুল হকের সরকারকে খতম করে, আমাকে গ্রেপ্তার করে, সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে, হাজার হাজার ছেলের রক্তে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত করা হয় ।

১৯৫৮ সালে যখন আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করেছিলাম, যখন বাংলার মানুষের স্বাধিকার দাবী করা হয়েছিল, সেদিন মার্শাল ল জারি করে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে আত্মাহুতি দিতে হয়। ১৯৬২ সালে জনাব সোহ্রাওয়ার্দী সাহেবকে তারা গ্রেপ্তার করে। বাংলার ছাত্র-সমাজ রুখে দাঁড়ায়। তারপর আন্দোলন হয়। কত রক্ত! সে ইতিহাস আপনি জানেন, জনাব স্পীকার সাহেব ।

১৯৬৭ সালে যখন আমরা বাংলার মানুষের মুক্তি-সনদ দিয়েছিলাম, তখন শোষক- গোষ্ঠী ক্ষেপে উঠেছিল। সে-আন্দোলন আপনাদের জানা আছে। ৭ই জুন, ১৯৬৭ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করার পরে, আমাদের সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করার পরে, এই দেশে ঝড় বয়ে যায়, যার পর পৈশাচিক সরকার আমাদের ভাইদের, আমাদের ছেলেদের গুলি চালিয়ে, মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে ।

তারপরে শুরু হয় ১৯৬৮ সালের গণ-অভ্যুত্থান। আমি আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হই। তারপর শুরু হয় আন্দোলন। কত রক্ত গিয়েছে, আরও রক্ত গিয়েছে, শেষ রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীন হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত দিয়ে কোনদিন কোন দেশ স্বাধীন হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে। জানি না, কী পাপ বাংলার মানুষ করেছিল? কেন এত রক্ত দিতে হয়েছে তাদেরকে? শুধু রক্তই দিতে হয় নাই—ঘর-বাড়ির মায়া ছেড়ে, লক্ষ লক্ষ নয়—কোটি কোটি লোককে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয়ও নিতে হয়। ভারতের জনসাধারণ, ভারত সরকার যদি বুকে টেনে না নিত, জানি না, বাংলার মানুষের অবস্থা কী হত! বর্ডার থেকে কিছু অংশ দখল করে নিয়ে, মুজিবনগর প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ—আমাকে গ্রেপ্তার করার পরে—সেখানে প্রভিশনাল সরকার করে সংগ্রাম চালিয়ে যান ।

লক্ষ লক্ষ ছেলে জীবন দিয়ে, সমস্ত বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সেই সংগ্রামে যোগদান করে। ইয়াহিয়ার পৈশাচিক সরকার আমার মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করে, লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। প্রায় ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করে। হত্যা করে বৃদ্ধকে, হত্যা করে মেয়েকে, হত্যা করে যুবককে—যেখানে যাকে পায়, তাকেই হত্যা করে।

আমি জানি না, আপনাদের Memory short কিনা! বাংলার মানুষ ভুলে যায় কিনা! কিন্তু এমন ইতিহাস আমরা পেয়েছি। একটা ঘটনা মনে আছে। এক ছেলে–সে আমার কর্মী । মিলিটারী তাকে ধরে বলল : 'জয় বাংলা' বলতে পারবি না। সে বলল : 'জয় বাংলা!" তখন তার একটা হাত কেটে দেওয়া হল। বলল : আর 'জয় বাংলা' বলবি? সে বলল : "জয় বাংলা!" তখন তার বাম হাতটি কেটে দেওয়া হল। তার দুইখানা হাত কেটে দেওয়া হলেও সে বলল : "জয় বাংলা!" তার একখানা কান কেটে দিল। বলল : আর বলবি 'জয় বাংলা'? সে বলল : "জয় বাংলা!" তার আর একখানা কান কেটে দিল। বলল : বলবি 'জয় বাংলা'? ছেলেটি বলল : "জয় বাংলা!" তারপর তার একখানা পা কেটে দিল। বলল : বলবি 'জয় বাংলা'? ছেলেটি বলল : "জয় বাংলা!" তার বাম পা কেটে ফেলে দিল। তখন তার জ্ঞান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে বলল : বলবি 'জয় বাংলা!" সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বলল : "জয় বাংলা! জয় বাংলা!"

এদের পাশবিক অত্যাচার-পশুর মতো, বর্বরের মতো—যাতে হিটলারও লজ্জা পায়, যাতে হালাকু খানও লজ্জা পায়, যাতে চেঙ্গিস খানও লজ্জা পায়। অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মাটিতে। আজ বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যরা সেই রক্তলেখা দিয়ে শাসনতন্ত্র দিতে চান । শাসনতন্ত্র ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না ।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। শাসনতন্ত্র দিতে লাগল ১৯৫০ সাল। ২৫ বছরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। তদানীন্তন গণপরিষদের প্রতিনিধিরা যেটা করেছিল, সেটা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করার জন্য। কিন্তু পারে নাই। জাগ্রত সমাজ রক্ত দিতে শিখেছে। যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না ।

২৫শে মার্চ প্রথম আমি বলেছিলাম—যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তাই আজ রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

গুদামে খাবার ছিল না, ২৭৮টি রেল-ব্রীজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। সমস্ত রাস্তার ব্রীজ—প্রায় ২৭০টার মতো—ধ্বংস করে দিয়েছিল। জনাব স্পীকার সাহেব, আমার সঠিক মনে নাই—তবে ২০০ থেকে ৩০০টির মতো হবে। প্রায় চাউলের গোডাউন ধ্বংস করে দিয়েছিল। পোর্টগুলির মধ্যে মাইন বসিয়ে রেখেছিল, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। গুদামে খাবার ছিল না। ব্যাঙ্কের পয়সা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ফ্যাক্টরী-কারখানাগুলি বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। গ্রামের স্কুলগুলির ফার্নিচার জ্বালিয়ে রুটি বানিয়ে খেয়েছিল।

৬৫,০০০ গ্রাম এই বাংলাদেশে। ৫৪,০০০ বর্গমাইল এই বাংলাদেশের আয়তন। সাড়ে সাত কোটি লোক বাস করে এই বাংলায়। তারা গর্ব করে বলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোক—জয়-বাংলার লোক—স্বাধীন হবে; কিন্তু এমন ধ্বংস করে দিয়ে যাব যে, এই দেশের মানুষ আর কোনদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে ।

আমার সহকর্মীরা দিন-রাত পরিশ্রম করেছে, চেষ্টা করেছে। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়; এখনও কাউকে কাপড় দিতে পারি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাজার করে রেখেছিল বাংলাদেশকে। এখানে এমন কল-কারখানা করতে দেয় নাই, যা থেকে মানুষ তাদের নিজেদের জিনিস ভোগ করতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক-গোষ্ঠী সেখানে কারখানা করে এখানে মাল বিক্রি করত। আশি ভাগ জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসত। বিক্রি করে পয়সা নিয়ে তারা বাজার হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করত। সেই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

জনাব স্পীকার, জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ৮০ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন, গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানী আক্রমণ করে এবং জার্মানীকে পদানত করে, তখন জার্মানী যে রকম ধ্বংস হয়েছিল, সেই রকম সম-পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা—যাঁরা বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন ।

যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না যে, জার্মানীর লোক এক বছর, দেড় বছর শুধু রুটি খেয়ে ছিল। যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না, রাশিয়ার বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাদে ১২ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার পরে দেশের যা অবস্থা, হয়, যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা তা জানেন না। যুগোস্লাভিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না। ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলির কী অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না। বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না ।

বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ, বাংলাদেশ যাদের হাতে ছিল তারা মানুষ ছিল না—ছিল অমানুষ। তারা মানুষ নয়—মানুষের চেয়ে অধম, তারা পশু। তারা মানুষকে হত্যা করেছে। সিংহ, বাঘ যখন মানুষকে হত্যা করে, তখন এক আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু পাকিস্তানী পশুর দল আমার এক-একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে মাসের পর মাস অত্যাচার করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ কর্মীকে তারা হত্যা করেছে। দু'লক্ষ মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর সৈন্যরা ।

আমাকে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। বাংলার মানুষকে কম পক্ষে খেয়ে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে appeal করেছিলাম। দুনিয়ার মানুষ এগিয়ে এসেছে। সাহায্য আমাদের দুনিয়ার মানুষ করেছে। বন্ধু- রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথম লড়াই শুরু করেছিলাম দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল,

৫০ লক্ষ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে রাস্তায় মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি, জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি, অবস্থা ভয়াবহ। বিরাট ভয়, আঘাত বড়, বিরাট আঘাত। ধ্বংস বড়, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছের ফল হতে ৬ বছর সময় লাগে। ধ্বংসস্তূপ এই বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কী লাগে—তা যারা গড়ে, তারাই বোঝে ।

ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছিলাম কলোনী। আমাকে সেখানে সাহায্য করেছে। এ কথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লক্ষ, ৯ লক্ষ টন খাদ্য নিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করত, যদি ভারত খাদ্য-দ্রব্য না দিত, তাহলে কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল না এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। জনাব স্পীকার সাহেব, বাংলা আর কিছু হতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। আজ যে এক কোটি লোককে খাবার দেওয়া হল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

গণতন্ত্র জানি। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের অর্থ আপনি জানেন স্পীকার সাহেব—দুনিয়া জানে। আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে—এত বড়ো বিপ্লবের পরে এত বড়ো ধ্বংসলীলার পরে, যেখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, স্টেনগান ছিল, সেখানে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরে অনেকের কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল—তাহলে সেদিক দিয়ে আমরা বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারব না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে বাংলার মানুষ চেষ্টা করে সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। এমন কি, যারা আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেও হত্যা করতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, সেজন্য প্রশংসা না পেয়ে আমাদের গালি খেতে হয়, সেটা ভালো। গালি না খেলে চলবে কেমন করে?

যে কথা বলেছিলাম আমি আপনাদের কাছে—এই যে ধ্বংসস্তূপ, তার উপর শুরু হয় আমাদের দেশ শাসন। সেই যে অস্ত্র—আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব বাংলার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের, নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব, বাংলায় যারা যুদ্ধ করেছে, সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। সামরিক বাহিনী বলেন, মুক্তিবাহিনী বলেন, পুলিশ বলেন, আনসার বলেন—যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, যারা

সত্যিকারভাবে বাংলাকে ভালবাসে—আমি আবেদন করেছিলাম : অস্ত্র সমর্পণ কর। প্রায় দেড় লক্ষ, দু'লক্ষ অস্ত্র তারা আমার কাছে সমর্পণ করেছে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারী সব জায়গায় আছে, সব দেশে আছে। যুগে যুগে এটা চলছে। আমার কাছে হাসতে হাসতে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা-পরিস্থিতি কেমন? আমি বলেছিলাম, ৬৫ হাজার গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা-পরিস্থিতি ভালো। অনেকের চেয়ে, অনেক দেশের চেয়ে ভালো। যে দেশে এক এক রাত্রে, এক এক শহরে ৬০ জন, ৮০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়, সে দেশের চেয়ে আমার দেশের লোক ভালো। এমন দেশ দুনিয়ায় অনেক আছে। এ পর্যন্ত কিন্তু বিপ্লবের পরে দেশের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এবং আমার জনসাধারণের সহযোগিতায় আইন-শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে অনেকটা ফিরে এসেছে, ভালোভাবে ফিরে এসেছে। তবু দুষ্কৃতিকারী কিছু আছে। জনগণের সহযোগিতা থাকলে তাদেরও শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। দুষ্কৃতিকারী সব জায়গায়ই দু-একজন থাকে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাইশ থাকে। তাতে কিছু আসে যায় না। তাতে কোন ক্ষতি হয় না। দেশের মানুষের যখন ক্ষতি হবে, তখন দেশের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দেবে, যে থাবায় কয়েক দিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ।

এই অবস্থার মধ্যে, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, দশ মাসের মধ্যে কোন দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ জানাব শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদেরকে। মোবারকবাদ জানাব বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যাঁরা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাঁদের বোঝা উচিত যে, এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদের জন্মের আগের থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে তার উপরে ভোটের মাধ্যমে, শতকরা ৯৮ জন লোক তাঁদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। দরকার হলে আওয়ামী লীগ আর একবার ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে।

খবরের কাগজ থাকলে বক্তৃতা লেখা যায়, ময়দান থাকলে বক্তৃতা দেওয়া যায়; কিন্তু জনসাধারণের কতটা সমর্থন আছে, তার পরীক্ষা হয় যখন জনগণ অধিকার পায় ভোট দেওয়ার। সেইজন্য আজ দশ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেশের সামনে পেশ করা যাচ্ছে।

শাসনতন্ত্র-ছাড়া কোন দেশ—তার অর্থ হল মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে Free Style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে। এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই ।

আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ—বাঙালি জাতীয়তাবাদ—এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ ।

আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি । আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষক-শ্রেণি আর কোনদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। এবং সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না। সেইজন্য অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক ।

আর হবে—ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে; খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না । রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ যে তাকে প্রত্যাঘাত করবে—এ আমি বিশ্বাস করি ।

এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এইজন্য সংগ্রাম করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এইজন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। সোনার বাংলা গড়ে উঠবে । সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

জনাব স্পীকার, খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন,

সেটা হাউসের সামনে আছে। সেটা পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হবে। সমস্ত সদস্য এতে যোগদানের সুযোগ পাবেন। এবং আমার মনে হয়, আজকে বোধ হয় দুটো প্রোগ্রাম আছে Rules and Procedure-এর। সেখানে point by point বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিছু সংশোধন করা যেতে পারে। সেজন্য আজকে এখানে পেশ করা হয়েছে, খসড়া দেওয়া হয়েছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি যে কষ্ট স্বীকার করে, ৭২ দিন পরিশ্রম করে এখানে পেশ করেছেন, যদি আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে এর কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে ফল ভালো হয়, দেশের মঙ্গল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা গ্রহণ করব ।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিই একেবারে সব কিছু চূড়ান্ত করে নাই— দুই-একজন যাঁরা নির্দলীয় বা বিরোধী পার্টি, যাই বলুন, আমার কোন আপত্তি নাই, যদি আপনাদের ভালো সংশোধনী থাকে, তবে নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলের জন্য মনকে আমরা বড়ো করে তা গ্রহণ করব। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী কমিটির মেম্বার যাঁরা আছেন, তাঁরা এটা পড়ুন, দেখুন, যদি প্রয়োজন হয় সংশোধনী দিন, তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। এটা খসড়া- সংবিধান। কমিটির মেম্বাররা পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে চেয়ারম্যানের প্রশংসা না করা হলে অন্যায় করা হবে। ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সহকর্মীরা পরিশ্রম করেছেন।

তাছাড়া Rules and Privileges কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছেন, এইজন্য আমি তাঁদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষ করে আজকে বলতে হয়, আমাদের পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে জনাব স্পীকারকে জানাচ্ছি যে, যদি এর কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পরিবর্তন করা হবে। এটা এমন কোন আইন নয় যে, এ বৎসর পেশ করা হল, আবার আগামী বৎসর এর পরিবর্তন করা হবে। এটা হল শাসনতন্ত্র, এটা হল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা নির্দেশনামা । এতে থাকবে মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য। সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর আমরা শাসনতন্ত্র দিতে যাচ্ছি।

আজ স্বাধীন বাংলার স্বাধীন মাটিতে আমার পতাকা ওড়ে, আমার সোনার বাংলার গান হয়। সোনার বাংলার মুক্ত হাওয়ায় বসে আমরা আলোচনা করতে বসেছি। আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি। এর চেয়ে

আনন্দ আর কিছু হতে পারে না। এরই স্বপ্ন দেখেছি অনেক অনেক দিন আগে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি যে, কবে স্বাধীন বাংলার মাটিতে বসে স্বাধীন বাংলার সংবিধান দিতে পারব। সেই চিন্তা আজ বাস্তব ফল লাভ করেছে। কিন্তু যখন রক্তের কথা মনে পড়ে, তখন যেন অভিভূত হয়ে পড়ি ।

জনাব স্পীকার, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যখন খসড়ার উপর সংশোধনী আসবে, তখন আলোচনা করা হবে। আমি আমার পরিষদ-সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে বাংলার মানুষ গর্বিত, আমার দল গর্বিত, পরিষদ-সদস্যরা গর্বিত যে, আজ স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমরা খসড়া সংবিধান দিতে পেরেছি। এবং আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ শাসনতন্ত্র জনগণের সামনে পেশ করতে পারব।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আটকে রাখার জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারত। সাত সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছে এবং সেই মুক্তি আজ হয়েছে। শাসনতন্ত্র দেওয়ার পরে দেশে নির্বাচন হবে, তাতে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট না দেয় না দিক; যাঁদের ভোট দেবে, তাঁরাই ক্ষমতায় আসবেন—এতে আপত্তির কিছুই থাকবে না । তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে।

শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমি যে সমস্ত সরকারী অফিসার এ কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শাসনতন্ত্র যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।

দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম খুব কম দেখা যায়। বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দেখা যায় যে, গদি যারা একবার পায়, তারা আর সে গদি ছাড়তে চায় না । তাড়িয়ে না দিলে গদি আর ছাড়ে না। আজ আমার গণপরিষদ-সদস্যরা শাসনতন্ত্র দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁরা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন তাঁরা আর গণপরিষদে আসবেন না, আসবেন পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে। তাই তাঁদেরকে আপনার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। আওয়ামী লীগ দুনিয়ায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই নির্বাচন দিয়ে ।

বাংলার মানুষের জয় হোক। জয় বাংলা! ধন্যবাদ ।

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ১২ অক্টোবর ১৯৭২

এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্তে লেখা

সংবিধান বিল (গৃহীত) এর উপর ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; গণপরিষদ নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন।

আজ আমাকে স্মরণ করতে হয়, আমাকে অনেকদিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। তদানীন্তন ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ যাকে আমরা Sub- continent বলতাম, সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে, তার হিসাব করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরাই রক্তদান বেশি করেছে। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মা-বোনদের কাছে ।

বাংলার এমন কোন জেলা, মহকুমা ছিল না, যেখানে ইংরেজ-আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

তারপর, বাংলাদেশের অফিসাররা বহু যুদ্ধ করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বারবার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা জেল ভোগ করেছে অনেক। তাতে আমাদের আপত্তি নেই । কিন্তু দুঃখ—বাঙালি জীবনে সুখ কোনদিন আসেনি। বাংলার সম্বন্ধে ঠাট্টা করে আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমিই তোমার দুঃখের কারণ। তাই বারবার দেখা গেছে, শকুনিরা এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল।

জনাব স্পীকার, সমস্ত দুনিয়া এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে যারা শোষক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বাংলার মাটি থেকে। গৃহহারা, সর্বহারা কৃষক, মজুরি দুঃখী বাঙালি, যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, খাবার পায় নাই। তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে বোম্বের বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে লাহোর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ডাণ্ডি গ্রেট-ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ বাঙালির দুঃখের কারণ ছিল ।

সংগ্রামী বাঙালিরা বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ্। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কারণ, বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।

স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা। স্মরণ করতে হয় সোহ্রাওয়ার্দী মরহুমের কথা। আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা, যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেই সব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁরা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই—স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর, ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌছে নাই ।

নয় মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু করেছি বহুদিন থেকে।

১৯৪৭ সালে ভাগ করে সংখ্যায় 'মেজরিটি' থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলল। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যাঁকে অনেকে তখন নেতা বলে মানতাম, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আর এক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি, জিন্নাহ্ সাহেব মরার সময় যে Deed দিয়েছিলেন, সেই Deed-এর ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়,

পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচীর স্কুলকেও দান করেছিলেন; কিন্তু বাংলার কোন মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই ।

বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুকে মেতে পরের ছেলেকে বড়ো করে দেখি—এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোন দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দের অর্থ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশী। ইংরেজি ভাষায়, রুশ ভাষায়, ফরাসী ভাষায়, চীনা ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ নাই—একমাত্র বাংলা ভাষায় ছাড়া ।

এই কারণে বাঙালিদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙালিদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাবও দেখা দেয়। যে সকল বাংলাদেশের নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার জিন্নাহ্ ।

যা হোক, সে ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন । জনাব স্পীকার, ১৯৫২ সালে আপনি যখন আমার কাছে অফিসে এসে বসেন, তখন একখানা ভাঙ্গা চেয়ার, একটা ভাঙ্গা টাইপরাইটার মেশিন আর একজন কর্মী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। সে কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে, স্পীকার সাহেব। তখন আমি আড়াই বৎসর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ।

১৯৪৭ সাল থেকে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমের শক্তিকে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে একদল লোক ছিল যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, আর বারবার চরম আঘাত করেছে আমাদের উপর। আঘাত করেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫৪ সালে। এমন কি, যখন ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র হয়, তখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক- আউট' করে। তখনও বাঙালির মধ্যে কিছু লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে ।

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য । তারা যখন দেখেছে, বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ

করেছে। তাদের শক্তি ছিল একটা। সেই শক্তি ছিল তাদের সামরিক বাহিনী ।

ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকাকে বেছে নিয়েছিল, যেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক 'রিক্রুট' করা হত। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হত না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হত না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে—এই হচ্ছে তাদের দোষ ।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিল, বুদ্ধিতে বাঙালিরা ভালো ছিল, লেখাপড়া বাঙালিরা ভালো জানত, আক্কেল তাদের বেশি ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার বাঙালি মার খেয়ে গেল। যদিও আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি ।

সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হক ঘরের মধ্যে অন্তরীণ। আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এম.এল.এ. ছিলেন এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে যায় ।

সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। তখন মানুষ একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পেতাম না, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না।

সে যুগে, ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এ দেশে বিরোধী-দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিল তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ।

আরও স্মরণ করি তাদের কথা, এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথ-ঘাট, রাস্তা-রাজপথ বাংলার যে সমস্ত ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, মা-বোন জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ শেষ হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্র-হারা। কত বোন আজ স্বামীহারা । কত পিতা আজ সন্তানহারা। কত সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই । শেষ পর্যন্ত কত খেলা

খেলে গেল। উড়ে এসে এক-একজন জুড়ে বসত ।

জনাব স্পীকার, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছিলাম, যে জাতি রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে।

অনেকে দালালী করেছেন প্রগতির নামে। ইয়াহিয়া খানের দালালী করেছেন, আইয়ুব খানের দালালী করেছেন।

অনেকের তখন জন্ম হয় নাই রাজনৈতিক জীবনে—তাঁরাও অনেক সময় সমালোচনা করেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন—কোন সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং যখন আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেপ্তার করে, তখন আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে—গিয়ে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই.পি.আর.-এর উপর, বাঙালি পুলিশের উপর, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। আর যারা এদেশের দুঃখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায়, ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সেদিন সেই অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে ২৫ তারিখ রাত্রে ।

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হল, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দিই এবং তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছে। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত আমি দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ।

[এই পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন]

সে আগুন আমি দেখেছি। শুধু বলেছিলাম তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের আমার বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

মানুষ যে এত পশু হতে পারে, জনাব স্পীকার সাহেব, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। হালাকু খাঁর গল্প পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর গল্প পড়েছি, হিটলারের গল্প পড়েছি, মুসোলিনীর গল্প পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত পশু হতে পারে তা দেখি নি। দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে লিখে দিয়ে "বল জয় বাংলা" গাছের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রেখেছে । মানুষ কেমন করে এত পশু হতে পারে! ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে কেমন করে! লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে তারা হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তারা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্ত আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয় ।

আওয়ামী লীগ, আমি বা সহকর্মীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে ওয়াদা করেছিলাম— বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেইজন্য এই সংগ্রাম করেছিলাম ।

জনাব স্পীকার, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সময় ভাবপ্রবণ হয়ে যাই । আমার সহকর্মীরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল সবাই। এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন মেম্বার নাই, যার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয় স্বজন হত্যা করা হয় নাই ।

অনেকে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কার বিরুদ্ধে মানুষ বলে? যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ বলে । যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না ।

আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘর-

বাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায় নি। সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে । আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। সেদিন আমি তাদের কাছে নেই। আমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় এক সঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু হোক এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নি, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নি। সেই ভাঙ্গাচোরা দল নিয়ে, অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর তারা পুরোদমে সংগ্রাম করেছিল।

নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, নির্ভীক সাবেক ই.পি.আর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারীদের এক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তাদের হাত থেকে। তখন তারা অস্ত্র পায়নি অন্যান্য জায়গা থেকে। দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করেছিল। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ভালো ভালো অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি।

সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যাঁরা বসে আছেন পঙ্গু হয়ে। তাঁদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে । সেখানে তাঁরা পেনশন পাবেন সারা জীবন ।

স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনের কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে আছে, যাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে পাকিস্তানী দস্যুরা—যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করে, 'মুসলিম বাংলা' বলে চিৎকার করে। লজ্জা করে না। দুই লক্ষ মা- বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে ।

যাক, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড়ো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। দেশের কী অবস্থা ছিল, জনসাধারণ জানে। কয় পাউণ্ড বৈদেশিক মুদ্রা ছিল, সকলই জানা আছে। রাস্তা-ঘাটের কী অবস্থা ছিল, সবই আপনারা জানেন। চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল, এ সবই আপনাদের জানা আছে ।

মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনি-মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী মাল বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় এবং যাবার বেলায় গর্ব করে বলে যায় যে—স্বাধীনতা পেল বাঙালি, কিন্তু এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে এবং আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ মাজা টান করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পীকার সাহেব, নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া সহজ কথা নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হল, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। জনগণের উপর আস্থা রেখেই আমরা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালবাসি ।

সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর আমরা চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোটে গিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালবাসে। কিন্তু, তা আমরা চাইনি, জনাব স্পীকার সাহেব—চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছিলাম এবং এই জন্যই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীদের একজনও আপত্তি করে বলেন নাই যে, আমরা এ্যাসেম্বলী Dissolve করব না। এজন্য আমি গর্বিত। আমার দলের সহকর্মীদের জন্য, মেম্বারদের জন্য আমি গর্বিত ।

যাঁরা এই এ্যাসেম্বলীর মেম্বার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ-সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না।

কেননা, কনভেনশনে তাই রয়েছে, রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করি নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, তার আর একটি প্রমাণ—আজ তারা শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে যাবে ।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মী সকলেই প্রায় বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন 'অপোজিশনে' ছিলেন বা দুইজন স্বতন্ত্র ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে বেশী সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে। আমাদের ভালবাসা রয়েছে—জনগণের ।

নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হল আর একটি নতুন সৃষ্টি। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। আর, আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই বা কেউ এসে আমাদের 'মার্শাল ল' জারী করে বসিয়ে দেন নাই ।

'মার্শাল ল' জারী আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, emergency ! No democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোন সমালোচনা চলবে না! কোন কথা বলা চলবে না! কোন মিছিল হবে না! কোন পার্টির কাম চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে । কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ।

কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে—শক্তির উৎস হল জনগণ ।

জনাব স্পীকার, চারটা স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে

বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। অন্য সদস্যরাও এর উপর বক্তৃতা করেছেন ।

এই যে চারটা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হল, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি। মূল চারটা স্তম্ভ—জনগণ ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়—৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, অধিকার আছে অনেক কথা বলার ।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি—আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি ।

এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন—সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে। সেটা হল অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে কোন জাতি বড়ো হতে পারে না । এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে—তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর ।

সেজন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা নিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে ।

মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে-সব দেশে চলেছে দেখা যায় সে-সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের Protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না ।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হল—আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যেসব Provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে—ঐ শোষকরা যাতে Protection পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক schedule-এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন ।

অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স-কোম্পানী, কাপড়ের কল, জুট-মিল, সুগার ইণ্ডাস্ট্রি—সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হল, শোষক-গোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে । শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে ।

তৃতীয়ত, Socialism বা সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যাঁরা বলে থাকেন—সমাজতন্ত্র হল না, সমাজতন্ত্র হল না, তাঁদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী ।

সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে নাই। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না—অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে

সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায় ।

সেজন্য পহেলা step—যাকে প্রথম step বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি—শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে—শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে step by step এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই—সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির background নিয়ে, সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান—ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্য দিকে চলেছে।

বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না। তা যাঁরা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র করতে পারেন নাই। কারণ, লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না—যেমন আন্দোলন হয় না ।

সেজন্য দেশের environment দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'কাস্টম', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই—আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু করলে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তার পরে আসছে ধর্মনিরপেক্ষতা। জনাব স্পীকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে—তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে—কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে—তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে—কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না ।

২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যাভিচার—এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলেছে।

ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না ।

যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব—ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি ।

কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব—সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে।

কোন কোন বন্ধু বলেছেন— Schedule-এ এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পীকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না—ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কেমন করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের success. কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি ।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারী কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class নয় ।

ইংরেজ-আমলে I.C.S., I.P.S. দের protection দেওয়া হত। সেই protection

পাকিস্তান-আমলেও দেওয়া হত। আমলাতন্ত্রের সেই protection-এর উপর আঘাত করেছি—অন্য জায়গায় আঘাত করি নি। এই class রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, classless society প্রতিষ্ঠা করতে চাই ।

আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়াপরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তারা পেতে পারে না ।

সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন—তাঁরা সেবক।

Some people came to me and wanted protection from me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen."

আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি ।

কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে? মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নিতে হতে পারে ।

আজ যে কাজ করবে, লোকে তাকে কত ভালবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার promotion | Promotion-এর ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে ।

আমরা Services Reorganisation Committee করেছি। সেই কমিটির মেম্বারদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, Central Government-এর 125 step বা Provincial Government-এর 33 step আমরা রাখব না। এই 125 এবং 33 step-এর মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে

অনেক promotion হত। সাত আসমান । এর বেশি

step সরকারী চাকরিতে থাকবে না । মাত্র 7 step থাকবে ।

এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছে এবং M.C.A. দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমগা' নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি।

কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই protection পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান । তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের খতম কর, action নিলে তাঁরাই আবার মিটিং করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত ।

কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিস collaborator-এ ভরে গিয়েছে। Collaborator আছে। যাদের সম্বন্ধে definite খবর পাই, তাদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয় ।

তারপর, কাজ না করে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে থাকা, এটা একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed। ঐ C.S.P., P.S.P. বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারী চাকরিতে 7 step থাকবে। Services Reorganisation Committee করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সব কিছু করা হবে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তাঁরা আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে ।

Scrutiny Committee করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে।

Pay Commission করা হয়েছে। সেটাকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে।

বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা পাবে কেউ ২ হাজার পাবে—তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না—তা হতে পারে না। Pay Commission সরকারী কর্মচারীদের highest and lowest pay ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

বিরোধী-দলের নাম শুনতে পাই। এ রকম কোন পার্টি আছে কিনা, জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোন পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, তাহলে সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী-দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায় নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী-দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক, আমরা বিরোধী-দল। তা না হলে বলুক, এই আমাদের দাবি ।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হবে। খবরের কাগজে journalism করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না ।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেল-সেতু নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই । ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা opposition করছেন, যান না—রিলিফ কমিটি করে, চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, তাহলেও বুঝি। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠাবার জন্য বক্তৃতা করে 'গণতন্ত্র চাই' বললে কী হবে!

গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। সেইজন্য শাসনতন্ত্র করার সময় আমরা চারটি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি ।

আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেইজন্য জনাব স্পীকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের

কথাও রয়েছে।

জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বৎসর—আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা ।

আমরা শাসনতন্ত্র এনেছি। এর উপর আইন পাস হবে, যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভাইয়েরা ভুল করছেন—শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে । সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়।

অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই, তাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। কারও আবার মগজ নাই ।

শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই fundamental- এর উপর ভবিষ্যৎ এ্যাসেম্বলীতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক আইনের বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না ।

শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষককে curtail করা হবে ।

শোষকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই, সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করব, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে ।

সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা Collaboration করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারীর কাছে দিয়ে গুলি করে

হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয় মুক্তি পাবে।

যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাদের তারা নাগরিক-অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক-অধিকার পাওয়া উচিতও নয়। কারণ, প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারীর কাছে দিয়েছে । নানাভাবে তারা collaboration করেছে।

স্পীকার সাহেব, এই এ্যাসেম্বলীর যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন, তার আশেপাশে এবং এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন দেয়াল নাই, যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভার সেইসব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কিনা, জানি না। এই পরিষদের যাঁরা কর্মচারী আছেন, তাঁরা নিশ্চয় বলবেন—এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায়, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের দাগ ছিল। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে জয় বাংলা লিখে গিয়েছে। এই এ্যাসেম্বলীর হলের মধ্যে collaborator-দের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে ।

নিরপরাধ যাঁরা থাকবেন, তাঁদের খালাস দেওয়া হবে। কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের—যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের seat খালি করিয়ে, আচকান গায়ে গিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের বাংলাদেশের নাগরিক-অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।

যাই হোক, আমরা সংবিধানের Schedule-এ যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা protection দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে Litigation করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলিকে protection দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ majority-র প্রয়োজন হবে। কতকগুলি শুধু majority-তেই পরিবর্তন করা

যাবে। এই প্রকার difference না রাখলে অসুবিধা হবে ।

জনাব স্পীকার, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি—সেইদিন, যেদিন জল্লাদ-বাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই ।

আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবী করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে original সংবিধান দস্তখৎ করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে। তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত্ করবেন ।

১৪ এবং ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পীকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই। আমি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে। কারণ, সেই দিন, সেই ৭ই মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলাম : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই দিন, সেই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ আবেদন করবেন বলে আমি চীফ ইলেকশন কমিশনারকে আবেদন করব।

জনাব স্পীকার, আপনার ধৈর্য নষ্ট করতে চাই না—আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় ছিলাম। আপনাকেসহ কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিয়ে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে, এ্যাসেম্বলীর কর্মচারীদের—যাঁরা এই কষ্টের ভিতর-বাইরে ডিউটি করেছেন, তাঁদের

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই—তাঁরা কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি খবরের কাগজকে কিছু না বলি, তাহলে আবার মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলি, আপনারা এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, জায়গা আপনাদের ভালভাবে দিতে পারি নাই বসবার জন্য, এই কষ্টের মধ্যেও যে—এত ভালোভাবে এ্যাসেম্বলী থেকে শাসনতন্ত্রের প্রসিডিঙের রিপোর্ট করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ আপনাদের । আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট করবেন। কারণ, নতুন এ্যাসেম্বলীতে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমাদেরও নাই। আর, দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তখন তার কিছু ভাগ নেওয়া উচিত ।

জনাব স্পীকার, এই হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পীকার পেছনে বসে আছেন—তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে অন্যায় হবে।

তারপর, যাঁরা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে এই সংবিধানের জন্য দু-তিন বার করে কাজ করতে হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দিই।

ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন মেম্বারকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেদিন এই সংবিধান-কমিটি আমরা করি ।

তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত-নির্বিশেষে আপনাদের যে কোন পরামর্শ, যে কোন মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদিও দু'একটি কেউ কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, অন্য কর্মীদের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, প্রফেসারের কাছ থেকে আরও অনেক পেয়েছি। তাতে অনেক সাহায্য হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানেন না, যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, তাঁরা মেহেরবানি করে এক কলম লিখে পাঠাননি। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। জাত যায় না ম'লে, খাসলত যায় না ধুলে ।

জনাব স্পীকার, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের সেই বিপদের কথা, যে-সব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। তার

চেয়ে বড়ো কথা আমার জীবনের আজকে সবচেয়ে আনন্দের দিন—সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ।

এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল তার এক অংশ পালিত হল । এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোন ভালো জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না ।

ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে ।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, জনাব স্পীকার। আজকে বিদায় নেওয়া হচ্ছে। তবে সদস্যরা আবার সংবিধানে স্বাক্ষর করতে আসবেন। তারপর, যাঁরা পাঁচ বছরের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না হতেই চলে যাবেন। এইভাবে তাঁরা যে ত্যাগের প্রমাণ দিলেন, উদারতা দেখালেন, সেটা পার্লামেন্টের ইতিহাসে বিরল। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ৪ নভেম্বর ১৯৭২

জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির পর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা

উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাকে জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রদান করেছে বলে আমারই দলের থেকে আওয়ামী লীগের থেকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। সত্য কথা বলতে কি, আমি এর যোগ্য কিনা আমি জানি না। তবে এ সম্মান আমার নয়, এ সম্মান লক্ষ লক্ষ শহীদ ভাইদের, শহীদ বোনদের, নির্যাতিত বোনদের, বাংলার দুঃখী মানুষের, সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের, আমার মুক্তিযোদ্ধা ও পঙ্গু ভাইদের এবং দেশের সর্বসাধারণ মানুষের। এ সম্মান বাংলার জাগ্রত মানুষের, যারা সংগ্রাম করেছে শান্তির জন্য—শান্তি, শান্তির পথ ও সংগ্রামের পথ। শান্তি আনতে হলেও সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা চাই, আমরা বিশ্বাস করি—শান্তিতে বাস করতে চাই, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে চাই, পেট ভরে খেতে চাই, শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, দুনিয়া থেকে শোষণ বন্ধ হোক এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। আজ বিশ্বশান্তির প্রয়োজন। বাংলার মানুষ শান্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। শান্তিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বাংলার নাম আছে। কিন্তু অত্যাচার, অবিচার, জুলুমের বিরুদ্ধেও বাংলার মানুষ দাঁড়াতে জানে। সে প্রমাণও বাংলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে আমরা বাঙালিরা পরাধীন ছিলাম। আমরা শোষিত, আমাদের সম্পদ লুট করে নেওয়া হয়েছে। অনাচার, অবিচারে বাংলার মানুষ আজ ওষ্ঠাগত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চারিদিকে হাহাকার। বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়েছে শোষকরা। আমরা কাউকে শোষণ করতে চাই নাই, আমরা শোষিত হতে চাই নাই । আমরা শান্তিতে আমাদের সম্পদ ভোগ করতে চেয়েছি। কিন্তু বাংলায় বারবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ওপর আঘাত করেছে। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি এই জন্য যে, দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক। আজ দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হয়, জানি না আমার মুখে

এটা শোভা পায় কি না, কিন্তু দুনিয়ায় যারা আজ শক্তিশালী দেশ, যারা আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মত্ত, যারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে ধ্বংস করার অস্ত্র তৈরি করার জন্য, তারা যদি এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতা না করে এই সম্পদ যদি দুনিয়ার দুঃখী মানুষের জন্য ব্যয় করতো, তাহলে দশ বছরের মধ্যে দুনিয়াতে কোনোও দুঃখী মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেতো না। তাঁরা যখন কথা বলেন, তাঁরা যখন অস্ত্র প্রতিযোগিতা করেন, তাঁরা যখন বড়ো বড়ো বোম তৈরি করেন মানুষকে ধ্বংস করার জন্য এবং পাশে পাশে শান্তির কথা বলেন, তখন সত্যিই কষ্ট হয়। কারণ মানবজাতি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বাস করেছে, বাস করে। তাদের কৃষ্টি, তাদের সভ্যতা, তাদের ভাষা নিয়ে তারা বাস করতে চায়। তারা চা দুনিয়াতে শান্তি । তারা শান্তিতে দেশকে গড়তে চায়। কিন্তু আজ দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি যদি আজ সত্যিকারে মানুষকে ভালোবাসতো, যেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ আজ গৃহহারা, সর্বহারা, যেখানে যাঁরা আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অস্ত্র তৈরি করে অর্থ নষ্ট করেন, তাঁরা যে কথাই বলুন না কেন তাঁরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করেন কি-না আমি জানি না। কিন্তু আমরা যারা দুঃখী মানুষ, যাদের দেশের শতকরা আশি জন মানুষ আজ পেট ভরে খেতে পায় না, তারা—আমরা দুনিয়ায় শান্তি চাই, তাদের সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই—যাতে আমাদের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, আমরা শান্তি কায়েম করতে পারি। আজ কী দেখতে পাই আমরা? আজ এখনও আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যাচার করে জাতীয় গণআন্দোলনকে দমন করে রাখতে চেষ্টা করছে। আজ দেখতে পাই আমরা, মধ্যএশিয়ায় সেই জুলুম চলেছে। আজ দেখতে পাই আমরা, সাউথইস্ট এশিয়ায় সেই জুলুম চলেছে। আমরা দেখতে পাই দাবা খেলার দুনিয়ায় সমস্ত বড়ো বড়ো শক্তির দ্বারা, যার জন্য আমাদের অনেক দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে কোটি কোটি মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ আমরা চাই না। দুনিয়ার সব সমস্যাই সমাধান করা যায় আলোচনার মাধ্যমে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়। এমন কোনোও সমস্যা নাই যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। তবে কেন হানাহানি? তবে কেন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা? তবে কেন শোষণ করার এ মনোভাব? যদি আজ কেউ মনে করে থাকেন, তাদের ভুল ভাঙবে এমন দিন আসবে । যখন মানুষ আজ জাগতে শিখেছে, মানুষ যখন আজ বুঝতে শিখেছে, মানুষ যখন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কোনোও দেশ কোনোও দেশকে চিরদিনের জন্য দখল করে, জুলুম করে শোষণ করতে পারে না। দেখা যায় দুনিয়াতে বড়ো বড়ো অনেক শক্তি আছেন, কারো বিরুদ্ধে

আমি বলতে চাই না, কারো বিরুদ্ধে আমি নই। কারণ আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার শক্তিই বা কোথায়? আর তার বিরুদ্ধে আমি কী করতেই বা পারি? তবে এইটুকু বলতে পারি, যদি বিশ্ব দুনিয়ার মানুষ—শান্তির জন্য পাগল হয়ে যায়, বিশ্ব-দুনিয়ার জনমতকে ধ্বংস করার শক্তি কারো থাকে না। তাই বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে হবে—যাতে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। হানাহানি, দাঙ্গা, মারামারি, যুদ্ধ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে যাক । এইটাই আমরা কামনা করি ।

আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, বক্তৃতা আমি করতে চাই না। বাংলার মানুষ শান্তির জন্য সংগ্রাম করে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। বাংলার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলার সম্পদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধেও আমার কিছু নাই। তাদেরও বাংলার মানুষ ক্ষমা করতে রাজি আছে। তারাও সুখে বাস করুক আমরা চাই। কিন্তু তাদের জ্ঞান ফিরে আসুক। তারা যে অন্যায় করেছে—সেটা স্বীকার করুক। তারা দুঃখ প্রকাশ করুক। তারা অন্যায়, অবিচার, জুলুম করেছে সেটাকে তারা দুনিয়ার কাছে বলুক এবং তাদের মনের মধ্যে এটা যেন আসে, তারা যেন আঘাত পায় যে, অন্যায় তারা করেছে। খোদাও মাফ করবে, জনগণও মাফ করবে এবং বন্ধুত্বও কায়েম হতে পারে। কিন্তু সে অন্যায়কে যদি তারা বলে যে—এটা ভালো, সে অন্যায়কে যদি তারা বলে যে—এটা অন্যায় করা হয় নাই, আমরা ঠিক করেছি। যদি তারা বলে যে—আমরা যে হত্যা করেছি, আমরা যে লুট করেছি, আমরা যে নির্যাতন করেছি, আমরা যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছি, এটা আমরা ঠিকই করেছি, তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসতে পারে না। দেশে দেশে বন্ধুত্ব হতে পারে না। তাই, আমরা এশিয়াতে বাস করি—আমরা এশিয়াবাসী অনুন্নত। শান্তি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। শান্তি এজন্য প্রয়োজন—আমাদের দেশ গঠনের কাজে প্রয়োজন। কোনোও কোনোও দেশ তাদের আয়ের শতকরা ষাট ভাগ, সত্তর ভাগ অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় ব্যয় করেন। অস্ত্র দিয়ে যে দেশ জয় করা যায় না, তা তাদের বোঝা উচিত। অস্ত্র দিয়ে যে দেশকে অধিকার করে রাখা যায় না তা তাদের জানা উচিত। বাংলাদেশের মানুষ বাংলার মাটিতে। কিন্তু বাংলার মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের মোকাবেলা করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়াতে যে—সংঘবদ্ধ মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে । আমি কোনোদিন বিশ্বাস করি না, আমার বাংলাদেশের মানুষও বিশ্বাস করে না যে, বন্দুকের নলই হলো শক্তির উৎস।

আমরা বিশ্বাস করি—জনগণই হলো শক্তির উৎস। এখানে আমাদের সঙ্গে অনেকের রয়েছে পার্থক্য। তাই আমি আকুল আবেদন করবো আজ। আমি আমার বাংলাদেশের মানুষ সম্মানিত এবং গর্বিত মনে করি। যিনি শান্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন— যে জুলিও কুরি পদক আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে— আমি আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নিশ্চয়ই সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো । কিন্তু সেটা আমার নয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাপ্য। আমি তাদেরই একজন এবং তাদেরই একজন হিসাবে আমি মরতে চাই। তাদের পাশে পাশে থাকতে চাই। তাদের সাথে সাথে কাজ কতে চাই এবং তাদের জন্য জীবন দিতে চাই। তাই আমি আজ এই কথা দুনিয়ার যারা শক্তিশালী দেশ আছেন, যাঁরা বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ করছেন অস্ত্রের জন্য তাঁদের কাছে এই বাংলার মাটি থেকে, এই দুঃখী মানুষের পক্ষে থেকে, এই নির্যাতিত মানুষের পক্ষে থেকে, এই বুভুক্ষ মানুষের পক্ষে থেকে আকুল আবেদন জানাবো আপনারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। সাম্রাজ্যবাদী নীতি বন্ধ করুন। বর্ণবৈষম্য দূর করার সহায়তা করুন এবং দুনিয়াতে শান্তি কায়েম করুন। এই আবেদনই আপনাদের কাছে আমি করবো । এই অর্থ যাতে আপনারা রক্ষা করেন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা না করে যদি সে অর্থ এবং সম্পদ এ দুনিয়ার দুঃখী যে দেশগুলো আছে, যাদের সম্পদ একদিন আপনারা ছলে বলে কৌশলে জুলুম করে নিয়েছিলেন, তাদের জন্য ব্যয় করেন, তাহলে মনুষ্যসমাজ শান্তি পাবে এবং এ দুনিয়ায় একজন মানুষও না খেয়ে মরবে না এবং তাদের গায়ে কাপড় হবে, তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হবে। তাই মানবতার খাতিরে, বিশ্বমানবতার খাতিরে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করবো—অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। অ্যাটম বোমের টেস্ট বন্ধ করুন। মরণাস্ত্র টেস্ট বন্ধ করুন। ঐ সম্পদ দেশের দুঃখী মানুষের জন্য অন্য দেশে ব্যয় করুন। দেখবেন—দুনিয়ায় অশান্তি কোনোদিন হবে না, দুনিয়ার শান্তি ফিরে আসবে । তাই আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্যচ্যুতি না করে আমার যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের শান্তি পরিষদ যে আছে যার সঙ্গে ১৯৫২ সাল থেকে বোধহয়, '৫১ সাল থেকে আমি জড়িত ছিলাম, আজও জড়িত আছি, তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । তারা বাংলাদেশে শান্তির আন্দোলন আরও গড়ে তুলুক। কিন্তু ঐ শান্তি নয়, যে শান্তি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীরা এখানে করে গেছিল। যখন শান্তি কমিটি বলা হয়, তখন বাংলাদেশের মানুষ আঁতকে ওঠে। কারণ ঐ শান্তি কমিটি করে করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, বাংলার মানুষকে ধ্বংস করেছে।

আমাদের সেই শান্তি পরিষদ শান্তি কমিটি নং,–এ ভুল যেন আপনাদের কোনোও কাজে না হয়। এ শান্তি পরিষদ বাংলাদেশে বহুদিন থেকে ছিল। আমি ১৯৫২ সালে সাউথইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের পিকিংয়ে যে শান্তি সম্মেলন হয় সেখানে যোগদান করেছিলাম। দুঃখের বিষয়, যে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম ১৯৫২ সালে পিকিংয়ে, আজ আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলো, আমার দেশের মানুষ যুদ্ধ করলো, আমার দেশের মানুষ আত্মত্যাগ করলো, আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ কোটি লোক শহীদ হলো, আমরা দেশের দুই রক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হলো, আমার দেশের এক কোটি লোক দেশছাড়া হয়ে বিদেশে গেল, আমার দেশের প্রায় দেড় কোটি লোক এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম থেকে পালিয়ে বেড়ালো । সেই সময় যখন আমার মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছিলো, যারা আজ মানুষের যাতে জাতিসংঘে যোগদান করতে না পারেন, সে জন্য ভেটো দিয়েছেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না । তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র। শুধু বলবো যে কথা মুখে বলেন, যে কথা দুনিয়াতে প্রচার করতে চেষ্টা করেন, সেটাই কাজে করুন। এটাই আবেদন করবো। এর বেশি বলতে আমি চাই না । অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ। যে কোনোও জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আছে—এটা সকলের বুঝে নেওয়া দরকার।

আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি প্রত্যেকটা দেশের সাথে। আমার পড়শী ভারতবর্ষ আমার বন্ধুরাষ্ট্র। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সন্ধি আছে। আমরা তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না । তারা আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারা করেও না। আমরাও করি না। পরস্পরের সহযোগিতায় পাশে পাশে বাস করবো। এশিয়ার অন্যান্য দেশকেও আমরা বলবো, সাবকন্টিনেন্টের অন্যান্য দেশকেও আমরা বলবো—আমাদের সঙ্গে এসে বন্ধুত্ব কোরো। আমরা বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। অস্ত্র দেখায়া লাভ নাই। যেখান থেকে অস্ত্র পেয়ে কেউ যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াও, জাগ্রত জনগণকে তোমরা দাবায়া রাখতে পারবে না। আমরা সব ভুলেও আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সাউথইস্ট এশিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সাব-কন্টিনেন্টের সমস্ত দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকা, কানাডা, দুনিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে। কারণ আমরা দুনিয়ার সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু আমার দেশের বৈদেশিক

নীতি পরিষ্কার। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস করি Independent Neutral Non-allied Foreign Policy. আমরা বিশ্বাস করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। এই নীতিতে বাংলার মানুষ অটুট থাকবে। এ সম্বন্ধে কেউ নড়াচড়া করতে পারবে না। এ বিশ্বাস আমার আছে। বাংলার মানুষকে আমি জানি এবং চিনি। তাই বিশ্বশান্তি পরিষদ বাংলাদেশ শাখার আমার সহকর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের আমি মোবারকবাদ জানাই। বিশ্বশান্তির জন্য যাঁরা সংগ্রামকাজ করছেন দুনিয়াতে, অনেক দেশ যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে তাদেরও আমি মোবারকবাদ জানাই। যাঁরা এখনও বিশ্বশান্তি বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও এগিয়ে আসুন—এটাই আমি আশা করি। সেই জন্য আজ আমি বলি—দুনিয়ার কারো সঙ্গেই আমার দুশমনতা নাই। সকলের সঙ্গে বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। আমি আবার আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে, আপনাদের কাছে বিদায় নিতে চাই। তবে আমি শুনে সুখী হলাম, বিশ্বশান্তি পরিষদ ঢাকায় একটা সভা করতে চান। আমি তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই। বাংলার মাটি শান্তির জন্য । আপনারা নিশ্চয়ই এখানে সভা করতে পারবেন। সমস্ত সহযোগিতা আমাদের কাছ থেকে পাবেন । জনগণের কাছ থেকে পাবেন । আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা ।

বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ ।

২০ নভেম্বর ১৯৭২

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

উপস্থিত রক্ষীবাহিনীর ভাইয়েরা, আপনারা আমার মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। সামান্য কিছুদিনের মধ্যে নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আপনারা দেশ সেবায় যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং শৃঙ্খলা দেখিয়েছেন, আমার পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের মোবারকবাদ জানাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনারা পাকিস্তানের পশু-শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আপনারা মোকাবেলা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ ছেলেমানুষ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ছেলে জীবন দিয়েছিল। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বাংলাদেশে শহীদ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল পশু-শক্তি। আমার দেশের দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছিল, যা দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় নাই। পাকিস্তানের বর্বররা মনে করেছিল যে আমরা বাঙালিরা কাপুরুষ। শক্তি, বন্দুক, মেশিনগান দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখবে এবং বাংলাকে শোষণ করবে। কিন্তু বাংলার মানুষ, বাংলার যুব সমাজ, বাংলার সামরিক বাহিনী, বাংলার বিডিআর, বাংলার মুক্তিবাহিনী এবং বাংলার জনগণ, বাংলার শ্রমিক, বাংলার ছাত্র দেখিয়ে দিয়েছে—বিনা অস্ত্রে হলেও যখন মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, যখন মুক্তিপাগল হয়ে যায়, কোনোও শক্তি তাদের দাবায়া রাখতে পারে না। তাই প্রমাণ করেছে, দুনিয়াতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাংলার জনসাধারণ। আপনারা মুক্তিফৌজে ছিলেন। না খেয়ে, গায়ে কাপড় ছিলো না, হাতে অস্ত্র ছিলো না। ঈমানের জোর নিয়ে, মাতৃভূমিকে ভালোবেসে আমার হুকুম মনে করে তাদের মোকাবেলা করেছিলেন। আজ আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ আপনারা গর্বিত জাতি। দুনিয়ায় আজ আপনাদের পতাকা ওড়ে। দুনিয়ার বিশ্বসমাজ আজ আপনাদের চেনে। আপনাদের কর্তব্য শেষ হয় নাই ।

রক্ষীবাহিনীর ভাইয়েরা, আজ গর্বের সঙ্গে আমি বলতে পারি, সামান্য কিছুদিনের মধ্যে আমার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা বর্ডারে স্মাগলিং বন্ধ করে দিয়েছে। ২৫ বৎসরে যা কেউ পারে নাই, তাই করেছে। তাদের আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাই । আপনাদের মোবারকবাদ জানাই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে সামান্য টেনিং নিয়ে আপনারা যেখানে দরকার হয়, পাঠিয়েছি—আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন। পুলিশ বাহিনীকে হত্যা করা হয়েছিল। তারাও আজ জায়গায় জায়গায় সুন্দর কাজ করছে। হ্যাঁ কমপ্লেইন আছে, সব সময়ই শোনা যায়। বিডিআর কাজ করচে, তাদের আরও শক্তভাবে কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে, শুধু সামরিক বাহিনী, শুধু রক্ষীবাহিনী, শুধু পুলিশ বাহিনী, কোনোও বিডিআর বাহিনী দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা হয় না । সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের, আপনাদের সহানুভূতি এবং সাহায্যের প্রয়োজন। তা পেতে হলে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তারা এদেশের নাগরিক। তাদের অর্থে আপনাদের সংসার চলে । আপনাদের বাপ-মায়েরা এখন তাদের নাগরিক। আপনারা যখন কোনোও জায়গাতে অপারেশনে যাবেন, কাজ করতে যাবেন, ঠিক দেখতে পাবেন যে আপনার বাবার মতো চেহারা সেখানে রয়েছে। সে জন্যই যখন অন্যায় যে করবে তাকে ক্ষমা করবেন না। অন্যায় যে করবে না তাকে কখনও যেন অত্যাচার না করা হয়। এটাই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় কথা, আইন-শৃঙ্খলা রাখতে হলে নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা মানতে হয়। কোনো জাতি কোনো দিন বড়ো হতে পারে না ডিসিপ্লিন ছাড়া। আপনাদের ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে হবে। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। হুকুম মানতে হবে এবং তাদের হুকুম মতো দরকার হলে জীবন দিতে হবে। যদি আপনি আপনার উপরের কর্মচারীকে না মানেন, তাহলে আপনাকে সাধারণ মানুষ মানবে না। সে জন্যই শৃঙ্খলা আপনাদের বজায় রাখতে হবে। আজ দেশের মধ্যে আজ প্রায় এগারো মাস হলো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কী করতে পেরেছি, না পেরেছি, জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা দেশ, যার সর্বস্ব ধ্বংস করে দিয়েছিল—রাস্তাঘাট, টাকাপয়সা, চালের গুদাম, শিল্পকারখানা, সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস, পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস, দেশকে ছারখার, কোনোও জায়গায় কয়েকটা পাউণ্ড ছাড়া আমাদের হাতে কিছু ছিল না । ১১ মাসের মধ্যে আপনারা কিছুটা পায়ের ওপর দাঁড়াতে পেরেছেন। দুঃখ হয়—এখনও গ্রামে গ্রামে, জায়গায় জায়গায় নিরপরাধ মানুষকে অত্যাচার করা হয়, ডাকাতি করা হয়। এই ডাকাতদের খতম করতে হবে। এই দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস করতে

হবে। সে জন্য শীঘ্রই আপনারা আমার হুকুম পাবেন। মার্চ করে আপনাদের বেরিয়ে যেতে হবে। এই ডাকাত, দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করতে হবে—যাতে দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়। আজ দুষ্কৃতিকারীরা বন্দুক পেয়েছে। তাই ডাকাতি করে, অত্যাচার করে, লুট করে। তাদের সমূলে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে আপনাদের। বাংলাদেশে দুষ্কৃতিকারীদের স্থান নাই। সেজন্য আমাদের বিশেষভাবে শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

আমার ভাইয়েরা, আমি জানি, আপনাদের অসুবিধা আছে। আপনাদের কাপড় দিতে পারি না, আপনাদের ভালো মতো খাবার দেবার পারি না। আপনাদের ভালো অস্ত্র দেবার পারি না। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিস হলো—মনের জোর। সবচেয়ে বড়ো জিনিস হলো মাতৃভূমিকে ভালোবাসা, সবচেয়ে বড়ো জিনিস হলো—দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। অভাব মানুষের আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই । দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর এখনও দেশের মধ্যে ছেয়ে আছে। ওরা মনে করেছে আমরা দুর্বল। তা নয়। তোমার দায়িত্ব বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি ধ্বংস করতে হবে, বাংলার মাটি থেকে শোষণ ধ্বংস করতে হবে।

৪টি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে জোয়ানরা, এই যে ৪টা আদর্শ সামনে রেখে দেশকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দেশের মানুষকে যাতে শোষণমুক্ত সমাজ, দেশের মানুষ যাতে পেট ভরে ভাত খেতে পারে, সুখে ঘুমাতে পারে, গায়ে কাপড় পরতে পারে, বেকার সমস্যা দূর হয়—সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে ।

৪টি আদর্শ আমার কী? এ আদর্শ জাতীয় আদর্শ। এইটা যারা না মানবে, তারা বাংলার মাটিতে থাকতে পারবে না। কারণ বাংলার জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না ।

গণতন্ত্র গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি। আইনের শাসন। জনগণের মত নিয়ে সরকার চালাতে হবে। সে যেই হোক না কেন জনগণের মতের ওপর নির্ভর করে সরকার চালাতে হবে। সেটাই হলো গণতন্ত্র ।

তার পরে হলো সমাজতন্ত্র। তার অর্থ হলো— শোষণহীন সমাজ। শোষকরা শোষিতদের লুট করে খেতে পারবে না। দেশের সম্পদ সকলের ভোগ করার

অধিকার রয়েছে। শোষক সমাজকে শেষ করে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।

তারপর হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। কারো ধর্মে আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবো না। কিন্তু আমার ধর্ম পালন করার আমার অধিকার রয়েছে। অন্য ধর্ম পালন করার অন্যের অধিকার রয়েছে।

সর্বপ্রথম হলো জাতীয়তাবাদ। যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি। আমর বাঙালি। বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি। বাঙালি হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আমার ছেলেরা, আপনারা জানেন—একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার আমাকে এরা ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি মাথা নত করি নাই। এ জন্য যে, আমি বাঙালি । আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। মানুষের মৃত্যু একবার হয়। দুইবার হয় না। কিন্তু বাংলার মানুষকে গোলাম করে যারা তাদের কাছে মাথা নত করতে আমি পারি না ।

তাই, মৃত্যু একদিন মানুষের হয়। আমি আজ দাঁড়িয়ে কথা বলছি, কাল আমি নাও থাকতে পারি। কিন্তু থাকবে আদর্শ, থাকবে নীতি, থাকবে মানুষের ভালোবাসা, থাকবে প্রেম, থাকবে মহব্বত, থাকবে কী করে দুনিয়ায় ভালো কাজ তাই ।

এ জন্য আজ আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ—শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবেন, মানুষকে ভালোবাসবেন। একদিকে যেমন কঠিন পাথর হবেন, তেমনি আবার প্রাণে যাতে মায়া মমতা থাকে তার দিকে খেয়াল রাখবেন ।

আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা যারা চালক তাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। অল্পদিনের মধ্যে আপনারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এজন্য আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের সামনে যথেষ্ট কাজ রয়েছে।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা ।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

শাসনতন্ত্র : গণপরিষদ সদস্যদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি

গণপরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া উপলক্ষে ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, পরিষদ নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, গতকাল আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, কয়েকজন সদস্য অনুপস্থিত থাকতে পারেন এবং আমার মনে হয়, কয়েকজন হজ করতে গেছেন, আর দুই-একজন অসুস্থতাবশত আসতে পারেন নাই। আর, যদি কেউ দস্তখত করার জন্য আসতে না পেরে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি পরেও তাঁদের দস্তখত নিতে পারেন। এটা এই হাউসের পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছিলাম এবং আপনি সে অনুরোধ মেনে নিয়েছেন ।

সেজন্য 'শেষবারের মতো' বললে কিছুটা অসুবিধা হয়। সেটা আপনার রুলিং হয়ে যাবে। তাই আশা করি, আপনার রুলিং আপনি প্রত্যাখ্যান করে আমার অনুরোধ মেনে নেবেন ।

জনাব স্পীকার : এই পরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বক্তব্য আমি অনুধাবন করলাম। আমি আজকের মতো এঁদেরকে আর একবার দেখি, এঁরা আছেন কিনা। আমি ডাকছি—

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা; শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত; জনাব মোহাম্মদ আজিজার রহমান; জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম ।

আমাদের স্বাক্ষরদান-অনুষ্ঠান শেষ হল ।

আশা করি, পরিষদ-নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এখন কিছু বলবেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পীকার সাহেব, গণপরিষদ-সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁরা দেশবাসীকে শাসনতন্ত্র

দিয়েছেন এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন।

আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে, আপনি এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রে যে বিধান এই গণপরিষদ সদস্যরা করেছেন—নিজেরা নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন, সেই অনুযায়ী আজ রাত বারোটার সময় এই গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হবে ।

এই সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। গণপরিষদ-সদস্য, সরকারী কর্মচারী, গণপরিষদের কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের যাঁরা কাজ করেছেন, বাইরের যাঁরা ডিউটি করেছেন তাঁদের সকলকে আমি এই পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সহকর্মীকে ।

আশা করি, বুঝতে পেরেছেন যে, আজ রাত বারোটার পর আমরা আর গণপরিষদ- সদস্য থাকব না। আগামী মার্চ মাসের নির্বাচনে যাঁরা আবার নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁরা আবার আইন সভার সদস্য হবেন ।

আমি অনুরোধ করব, আপনি গণপরিষদের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। রাত বারোটার সময় এই গণপরিষদ ভেঙ্গে যাবে। আমরা—এই গণপরিষদের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমাদের শাসনতন্ত্রে মেনে নিয়েছি। সেজন্য আমরাই ঘোষণা করতে পারি যে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে dissolve করে দিলাম। আমরা আমাদের গণপরিষদ-সদস্যপদ বিলোপ করলাম। এটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এইজন্য আমি গণপরিষদ-সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

আপনাক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা! খোদা হাফেজ!

জনাব স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও পরিষদ-নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, আজকে আমাদের আনন্দ এবং বিদায়ের দিন। আনন্দের দিন এইজন্য যে, আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং বিদায় ও বেদনার দিন হল এইজন্য যে, আমরা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছি। এর তিন মাস পরে যে পার্লামেন্ট হতে যাচ্ছে, তাতে আমরা কে আসব, কে আসব না, তার ঠিক-ঠিকানা নাই ।

এই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায়-অনুযায়ী অর্থাৎ আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত- অনুযায়ী অদ্য রাত বারোটায় এই পরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে এবং যে শাসনতন্ত্র আপনারা দিয়েছেন, তা রাত বারোটার পর থেকে কার্যকর হবে।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ । এইক্ষণে পরিষদের কার্যাবলী সমাপ্ত ।

[অতঃপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় ।]

সময় : ১০-৫০

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

নয় মাসের ইতিহাস বড়ো করুণ ইতিহাস

ভাই ও বোনেরা, পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে আশা করেছিলাম আপনাদের এখানে আসবো। আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। যখন প্রোগ্রাম করলাম তখন হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় দীর্ঘ দেড় মাস, দু-মাসের মতো অসুস্থ থাকতে হয়েছিল। সেজন্য আপনাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি নাই। আপনারা বারবার আমাকে দোয়া করেছেন। বারবার আমি ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে বেঁচে এসেছি। সেজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

বরগুনার ভাই ও বোনেরা, ইতিহাস আপনারা জানেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত আমার বাংলার মানুষকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণি বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। দুঃস্থ এই বাংলাদেশে দুইশ' বৎসর আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম। দুইশ' বৎসর পর্যন্ত ইংরেজ আমার বাংলাদেশকে শোষণ করেছিল। তারপরে পঁচিশ বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা ছলে-বলে কৌশলে আমার বাংলাদেশকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। এই পঁচিশ বৎসর না হলেও এ দেশের গরিব দুঃখী জনসাধারণের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা লুট করে নিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে বার বার আমি সংগ্রাম শুরু করি। বার বার আমাকে কারাগারে যেতে হয়। বার বার আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেতে হয়। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আপনাদের দোয়াতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—নয় মাসের ইতিহাস বড়ো করুণ ইতিহাস। ২৫শে মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান পাক সামরিক বাহিনীর সৈন্য নিয়ে আমার বাংলাদেশের নিরাপরাধ, নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ-লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করে। লক্ষ-লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এক কোটি লোক বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। দুধের বাচ্চাদের হত্যা করে। আমার মা-বোনদের পাশবিক অত্যাচার করে। জালেমরা দুধের বাচ্চাকে হত্যা

করেছে। জালেমরা আমার মা-বোনদের হত্যা করেছে, বেইজ্জতি করেছে। জালেমরা আমার ছাত্র-যুবককে হত্যা করেছে, বেইজ্জতি করেছে। জালেমরা আমার কৃষক-শ্রমিকদের জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, খতম করেছে। জালেমরা পুলিশের অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। বিডিআরের অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। রাস্তাঘাট ধ্বংস করে দিয়েছিল। পোর্ট ধ্বংস হয়েছিল। আমি যখন জেলখানা থেকে বের হয়ে আসি, বিশ্বাস করেন, আমি শিহরিয়া উঠি। মানুষ কী করে মানুষকে এভাবে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে পারে। সব শয়তানের তাণ্ডবলীলা। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে শেষ করার ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমি স্মরণ করি আমার সেই লক্ষ-লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের। স্মরণ করি আমার সেই বাহিনী, আমার বিডিআর জোয়ানদের—যারা বিনা অস্ত্রে, সামান্য অস্ত্র নিয়ে সেই পাহাড়ি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মোকাবেলা করে। আমি স্মরণ করি—ভারতবর্ষ, তার জনসাধারণকে যারা আমার এক কোটি লোককে খাবার দিয়েছিল। আমি স্মরণ করি মিসেস গান্ধীকে। তিনি আমার ছেলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। খাবার দিয়েছিলেন। না হলে একটা লোকও বাঁচতে পারতো না। তাই যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করবেন । জীবনে তারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তার মার চোখের পানি এখনো শুকায় নাই। তার বাপ আজও কাঁদে। তার বোন আজও কাঁদে। মা হারা ছেলে আজও রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়ায়। আজও আমার দেশের দুই লক্ষ মা-বোন ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে। তাদের বেইজ্জতি করা হয়েছে। আর যারা শহীদ হয়েছে তারা কিন্তু শহীদ হয়েছিল মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য। তারা শহীদ হয়েছিল এদেশকে স্বাধীন করার জন্য। তারা শহীদ হয়েছিল এদেশের মানুষকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করার জন্য। তারা রক্ত দিয়েছিল এদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য—গোলামির জিঞ্জির থেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। পশ্চিমা শোষকরা বাংলার মানুষকে শোষণ করে চলে গেছে। কিন্তু যা করে গেছে, যা ধ্বংস করে গেছে সে ঘা শুকাতে অনেক সময় লাগবে। আমার চালের গুদাম জ্বালায়ে দিয়েছে। আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার চালনা, চট্টগ্রাম বন্দর নষ্ট করে দিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদে, দশজনের সাহায্যে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে চট্টগ্রাম বন্দর আজ কাজ করতে শুরু করেছে। তিনশোর মতো রেলওয়ে ব্রিজ, পুল ভেঙে দিয়েছিল। আপনাদের আশীর্বাদে দুইশো আটানব্বইটা মেরামত করা হয়েছে—সামান্যভাবে যাতে রেললাইন চলতে পারে। ৬৫ হাজার গ্রাম, সাড়ে সাত কোটি লোক দুবেলা

খাবার নাই। চারিদিকে হাহাকার। মা-বোনদের আর্তনাদ। ফ্যাক্টরিতে কাপড় নাই। তিন বৎসর পর্যন্ত অত্যাচার, জুলুম চলেছে। বন্যায় বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা আপনাদের কত সর্বনাশ হয়েছিল সত্তর সালে, আপনাদের মনে আছে। আমি এখানে এসেছিলাম তখন। এখানে রিলিফ কাজ করেছিলাম। তারপরে হলো এক বৎসরের যুদ্ধ । আমার গরিবদের বকেয়া সুদসহ খাজনা আমাকে মাফ করতে হলো। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা আমাকে মাফ করতে হলো। মিউনিসিপাল ট্যাক্স আমাকে মাফ করতে হলো। লবণ ট্যাক্স আমাকে মাফ করতে হলে । কারণ আমরা গরিব, খাজনা দেবার মতো শক্তি ছিল না ।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, বিদেশ থেকে আনতে হবে চাল, খাবার। বিদেশ থেকে আনতে হবে কাপড় । বিদেশ থেকে আনতে হবে ঔষধ। বিদেশ থেকে আনতে হবে সব কিছু প্রায়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা পশ্চিম পাকিস্তানের মাল বিক্রি করার জন্য বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা করে নাই। শতকরা আশি ভাগ কাপড় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমাকে আনতে হতো। আগে আসতো, কারণ ঐ মাল বিক্রি করে বাংলার টাকা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলেছিল। এই জন্যই তো আমাদের সংগ্রাম। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ভোট দিয়েছিলেন। শতকরা আটানব্বইটা সিট আমি পেয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমি হতে পারতাম। পাঁচ বৎসর আমি থাকতে পারতাম । কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জালেমদের সঙ্গে—যারা আমার মা-বোনকে শেষ করেছে, যারা আমার বাংলার মাটিকে সর্বস্বান্ত করেছে, প্রধানমন্ত্রী সেই দেশের হওয়ার চেয়ে কারাগারে জীবন যাপন করা, বা ফাঁসির কাষ্ঠে বসে মৃত্যুবরণ করা আমার পক্ষে হাজার গুণ ভালো।

তাই ওদের কাছে আমি মাথা নত করি নাই। ইয়াহিয়া খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল সমস্ত পাকিস্তানের। আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অনেকে হয়েছে। আমি তো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য বাঙলার মানুষের নেতা হই নাই। আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক । আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ তাদের সম্পদের মালিক হোক। আর পশ্চিমের জালেমরা বাংলাদেশ ত্যাগ করুক। কিন্তু রাজি হই নাই। যার জন্য এই পঁচিশ তারিখে রাতের অন্ধকারে ঢাকাতে আমার বাড়ি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিডিআরের পিলখানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আক্রমণ চালাল মেশিনগান। হাজার হাজার লোক মারা গেল। মেশিনগান চালিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে রাতের অন্ধকারে

পাকিস্তানে নিয়ে গেল । তারা আর বাংলার মাটিতে আমাকে আসতে দেবে না। আপনারা দোয়া করেছেন, তাই আপনাদের সাথে আমার দেখা করা অনেক আগেই উচিত ছিল। পারি নাই ।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, সমস্যায় জর্জরিত এ বাংলাদেশ। একটা গাছ যদি আপনারা লাগান তাহলে ফল হতে সাত বৎসর, আট বৎসর, নয় বৎসর সময় লাগে। একটা ভস্মীভূত রাষ্ট্র। কিছুই নাই । বৈদেশিক মুদ্রা নাই—আপনারা জানেন? এই বৎসর, এই এগারো বারো মাসের মধ্যে আমাকে দুনিয়ার কাছ থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে, বন্ধুরাষ্ট্রের মাধ্যমে সাত কোটি মন খাবার আনতে হয়েছে। একশো দুই কোটি টাকার মতো রিলিফ বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি দিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের চরিত্রের পরিবর্তন এখনো হয় নাই। এখনো কিছু সংখ্যক লোক, এতো রক্ত যাওয়ার পরেও, যে সম্পদ আমি ভিক্ষা করে আনি বাংলার গরিবকে দিয়ে পাঠাই তার থেকে কিছু অংশ চুরি করে খায়। এদের জিহ্বা যে কতো বড়, সে কথা কল্পনা করতে আমি শিহরিয়া উঠি। এই চোরের দল বাংলার মাটিতে খতম না হলে কিছুই করা যাবে না। আমি যা আনবো এই চোরের দল খাইয়া শেষ করে দেবে। এই চোরের দলকে বাংলার মাটিতে শেষ করতে হবে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, একদল লোক সুযোগ পেয়েছে গ্রামে গ্রামে ঢুইকা গরিবের ওপর অত্যাচার করে, ডাকাতি করে, রেপ করে।

জনসাধারণ ভাইয়েরা ও বোনেরা, যেদিন আমি আপনাদের বন্দুক ধরাই, ইয়াহিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য ডাক দিয়েছিলাম, তখন তো আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন। সে কী মেশিনগান, সে কী এরোপ্লেন, আর এই চোর-গুণ্ডার কাছে কয়েকটা ভাঙা বন্দুক। পারেন না আপনারা? পারেন না এই চোর-গুণ্ডা-বদমাইশরে শেষ করতে? পুলিশ বাহিনী, রক্ষীবাহিনী নামায়ে দেওয়া হয়েছে। দরকার হয় সৈন্যবাহিনীকে নামায়ে দেওয়া হবে। আমার বাংলার মানুষকে অত্যাচার করা চলবে না। আমি চাচ্ছি সমস্ত কর্মচারীকে আমি অনুরোধ করছি। আমি পুলিশকে, রক্ষীবাহিনীকে,

রক্ষীবাহিনীকে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলছি যেখানে চোর-ডাকাতের গন্ধ পাবা, তোমাদের কোনোও ভয় নাই—হুকুম দিচ্ছি আমি। তাদের শেষ করে দাও। যাতে আমার মানুষ সুখে বাস করতে পারে। আরামে ঘুমাতে পারে। আমি শুনি—রেপ করে, রাত্রে ডাকাতি করে, মানুষকে খুন করে।

আশ্চর্য মানুষ! এতো রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনলাম, আর আমার মানুষ আরামে ঘুমাতে পারবে না? আর সমস্ত, কী বলবো, দুঃখের কথা! বলার জায়গা নাই... ।

আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। টেস্ট রিলিফের টাকা আমি দিয়েছি আপনাদের কাছে। এতো মানুষকে আমি পেট ভরে খাবার দেবার পারি নাই। আমি বলেছিলাম, জেলের থেকে বের হয়ে, হে জনসাধারণ ভাইসব, তিন বছর আমি কিছু দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বললো—চাই না। তাই বলে টেস্ট রিলিফের টাকা প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ইউনিয়নে পৌঁছানো হয়েছে।... লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাইরা আমার, রোজ মরারে কেডা মারে? আগামী বৎসর আমাকে অলরেডি এই '৭৩ সালের জন্য প্রায় একশো' কোটি টাকার খাবার কেনার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আরো দরকার হলে কিনতে হতে পারে। পাবো কোথায়? নানা চিন্তা, নানা অসুবিধা। সাত কোটি লোক। ট্যাক্স নাই। মানুষের দেবার ক্ষমতা নাই। কী কষ্টের মধ্যে চলে! যা-ও সামান্য ট্যাক্স-টুক্স পাই, তা দিয়ে কতদূর চলতে পারে? দুনিয়া থেকে কোটি কোটি টাকার আমাকে লোন করে ধার করে আনতে হয়েছে। ভিক্ষা! আর এ ভিক্ষার মাল চাটার গুষ্টি চেটে চেটে খায়। এই ভিক্ষার মাল আমার গরিবের দুয়ারে পৌঁছে না । আর, ভাইরা আমার, আমি জানতে চাই, এই যে দুর্নীতি আর এই যে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, যারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করে—আপনারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন কিনা এই কথা আপনাদের কাছে আমি জানার চাই। হাত তুলে আমাকে দেখায় দেন ।

আস্তে, আস্তে, বাবা আস্তে ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, এখন কোথায় পাবো আমি? ভিক্ষা করে আনছি সাত কোটি মণ খাবার। কাপড় কিনে আনতে হচ্ছে। তেল থাকে তো নুন থাকে না। নুন থাকে তো কাপড় থাকে না। কাপড় কিনা আনি তো ওটা কম পড়ে যায়। আমার দশা হইছে ছোট চাদরের মতো। মাথায় দিলে পাও খালি। পায় দিলে বুক খালি। এইভাবে দুনিয়া থেকে সবকিছু আনতে হচ্ছে। আমি আপনাদের পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ করে দিচ্ছি। জীবনে কোনোদিন আপনারা কল্পনা করেন নাই। আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দিবো। কিন্তু আমিও তো আপনাদের কাছে চাই। কী চাই? খাজনা যখন আপনাদের দিতে হবে না পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত,

ফসল তো কিছু বেশি কিনতে হবে। না হলে আমি ঘাটতি পুরাবো কোত্থেকে? ভিক্ষা করে আইনা কদ্দিন এই লোকরে বাঁচাতে পারবো? সে জন্য আপনাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে। ছাত্রদের জন্য বই কিনতে পারি না। রাস্তাঘাট করতে পারি না। ওধারে আপনার নদী সমস্ত মরে যাচ্ছে। পঁচিশ বৎসরের ঘা, দুইশো পঁচিশ বৎসরের ঘা আমি দশ-এগারো মাসে কী করবো? বিশ্বাস করেন, এতকাল জীবনের যৌবন আমি জেলের মধ্যে দিয়েছি, আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই, এই এগারো মাসে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমি চিন্তা করতে পারি না। আমি মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারি না। ওদের সাথে সাথে আমার জীবন কাটিয়েছি। দুঃখী মানুষ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। কিন্তু কী করে কোথায় পাবো, আমি চিন্তা করতে পারি না ।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভবপর, চেষ্টা করছি আইনে আইনে সামান্য সামান্য দেবার। গরিব কর্মচারীদের বেতন কিছু বাড়াতে হয়, তাদের চলে না। প্রাইমারি স্কুলদের সারা জীবন কেউ দেখে না, তাদের দিকে দেখতে হয়। সেকেণ্ডারি স্কুল টিচারদের কেউ দেখে না, তাদের দিকে দেখতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ভবন ভেঙ্গে গেছে। কিছু টাকা প্রত্যেক স্কুল কলেজকে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পারি ভিক্ষা করে আমি দু'হাত দিয়ে বিলাই। কিন্তু তাতে তো হবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি না করতে পারলে ভিক্ষা করে আইনা একটা জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষুকের জাতের কোনোও ইজ্জত দুনিয়াতে হয় না। দুঃখের বিষয়—দশ মাস, এগার মাস স্বাধীনতা হয়েছে, বারো মাস স্বাধীনতা হয়েছে। আমি আপনাদের একটা দলিল দিয়েছি। দেখলাম, মৃত্যু আল্লাহ্ হাতে। কখন কী হয়! গণপরিষদের মেম্বারদের নিয়ে বললাম, একটা দলিল কোরো। এ দলিল কোরো যাকে বলা হয়—শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার এমনভাবে লেখো যে, কোনও শোষক যেন আমার দেশের গরিবকে আর শোষণ করে খেতে না পারে। এ দলিল আমি পাস করে দিছি। পাশ করে দিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে। আজ শাসনতন্ত্র হয়ে গেছে। জনগণের দলিল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভোট দাও। যদিও আপনারা কিন্তু আমাকে পাঁচ বৎসর থাকতে দিয়েছিলেন। এমনকি আপনারা বলেছিলেন—লাগবে না লাগবে না। আমি বললাম, জনগণের কাছে ফিরে যাও। জনগণের জন্য শাসনতন্ত্র দিয়েছি। জনগণের কাছে আবার ভোট নিয়ে আসো। জনগণ যদি বলে, থাকো। না বলে তো ফিরে আসো। কী আছে? আমার তো জীবন-যৌবন জেলের মধ্যেই গেছে। প্রধানমন্ত্রীত্ব হওয়ার মতো... আপনারা জাতির

পিতা করেছেন আমাকে। বঙ্গবন্ধু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কি বড়ো জিনিস মনে করেছেন নাকি? এটা অন্যের কাছে বড়ো হতে পারে। কিন্তু আমি বার বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। কিন্তু হই নাই। আমি চেয়েছি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা—যে ভালোবাসা রোজা রেখেছেন, দোয়া করেছেন, যখন আমি বন্দী ছিলাম । যখন আগরতলায় ছিলাম, তখনও আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। এবার যখন আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে ফাঁসি-টাসি, কবর-টবর খুঁড়ে ঠিক করছে তখনও আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, চোখের পানি ফেলেছেন আমার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের ডাক শুনেছে। আমার ছেলেরা রক্ত দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। না হলে তো আমি আর আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পারতাম না। আর আমি ভাবছিলাম, জীবনে আমার আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না এবং সে জন্যই আমি ওদের কাছে মাথা নত করি নাই । কারণ মৃত্যু মানুষের একবারই হয়। কিন্তু সাত কোটি লোকের নেতা আমি এই সাত কোটি লোকের মুখে কালিমা মাখায়া দিয়া আমি তো বাঁচতে চাই না। ওমনে বাঁচা তো বাঁচা নয় । ও মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য। তাই মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম যাতে বাংলার মানুষ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র পায়। আল্লার মেহেরবানিতে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ৯৭টা দেশ বাংলাদেশকে রিকগনাইজ করেছে। দুনিয়ার দেশের কাছে আমি সাহায্য পেয়েছি। দুঃখ হয় কী জানেন? যেই দেশে যে আমি ভোট দিয়ে দিয়েছি ৭ই মার্চ, আর কী কথা! এখানে গোলমাল লাগানোর চেষ্টা, ওখানে গোলমাল লাগানোর চেষ্টা, এখানে এই করার চেষ্টা, ওখানে ওই করার চেষ্টা—বড়ো লজ্জা হয়, বড়ো দুঃখ হয়। মার চেয়ে যে বেশি পোড়ে, তারে বলে ডাইনী। যার জীবন দিয়ে দিলাম আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য। আজ লাফ দিয়ে ওঠে—বলে এটা হলো না। ওটা হলো না। আমি তো বলছি সাড়ে তিন বৎসর কিছু দেবার পারবো না। যেই ভোটের গন্ধ পাইছে সব আবার আইসা দাঁড়ায় গেছে। ছিলেন কোথায় চানরা? করেছেন কী চানরা?

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই। আপনাদের কাজ করতে হবে? ফসল উৎপাদন করতে হবে। আমি দুনিয়া থেকে যেখানে থেকে পাই আইনা গ্রামে আপনাদের পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। আপনারা দেখবেন আপনাদের জিনিস যেন কেউ লুটপাট করে না খায়। আপনারা দেখবেন যাতে আপনারা সুখে বাস করতে পারেন। কতো সমস্যা। বেকার সমস্যা। কতো সমস্যা। চাকরি পায় না। কোথাও টাকা পয়সা নাই । কোন

জায়গায় মানুষকে দেবার মতো শক্তি নাই। কী করে বাঁচবো? তাই আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই, আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে জানিয়ে দেন যে আপনাদের আমার উপরে আস্থা আছে কি নাই? আমার হুকুম মতো চলবেন কি চলবেন না ।

হ্যাঁ। দুই হাত তোলেন। দুই হাত। সব তোলেন দুই হাত। ওই দিকে কী হলো? হাত নামান ।

আমাদের মধ্যে একদল লোক ঢুকেছে যারা এদেশে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। তারা গোলমাল সৃষ্টি করছে। বিদেশে জানে যে, বাংলার মানুষের কাছে আমাকে ছোট করতে পারবে না। বিদেশে যাতে আমার মুখ ছোট হয়, সে জন্য কিছু কিছু লোক গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। আর কিছুই না। কোনো ও দেশে—এই যে আমার দেশে আজকে কতকগুলো সামান্য ঘটনা ঘটতেছে, এর পিছনে রয়েছে বিদেশী ষড়যন্ত্র। যাতে দুনিয়াতে আমার মুখটা ছোট করা যায়। কারণ, দুনিয়ার নেতারা জানে, দুনিয়ার মানুষ জানে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে খুন করা যায়, তার মাথা কেনা যায় না। কিন্তু এরা চেষ্টা করছে যদি আমি অপমান হই, সাড়ে সাত কোটি মানুষ অপমান হয়। কারণ, আমাকে আপনারা জাতির পিতা করেছেন। সে জন্যই দুনিয়াতে আমাকে ছোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে । যাক।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা, এই রোদ্রের মধ্যে কষ্ট করে বহু দূর থেকে আপনারা এসেছেন। সকালে আমাকে আসতে হলো এজন্য। বিকালে পটুয়াখালী মিটিং করে ভাবছিলাম রাতে পটুয়াখালী থাকবো। কিন্তু আমাকে ঢাকায় চলে যেতে হচ্ছে। আমি সকাল সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমাকে—বিশ্রাম কবে পাবো আমি জানি না । হ্যাঁ, আগে মাঝে মাঝে জেলে যাইয়া একটু বিশ্রাম হইতো। এখন জেলে নেবে বা কেডা আমারে? নিজে নিজে ইচ্ছা করে যাই। তা আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। বহু কষ্ট আপনাদের। বহু দুঃখ আপনাদের। অনেকদিন আপনাদের কষ্ট করতে হবে। আমি মিথ্যা ধোঁকা কাউকে দেই না। মিথ্যা কথা একটু কম বলি আমি। আমি আপনাদের কিছু ধোঁকা দেবার পারবো না। আমি যা বলেছি যে এদেশে সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে আপনাদের পেট ভরে খাবার দেবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। সম্পদ উৎপাদন করতে হবে। সুখী বাংলাদেশকে গড়তে হবে। আমার স্বপ্ন আমি যদি মরেও কোনোদিন যাই,

আমি যদি রাজনীতি কোনোদিন ছেড়েও দিই, তবু আমি দেখতে চাই—আমার বাংলা সোনার বাংলা হোক। আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমার বাংলার ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। বাংলাদেশের সম্মান দুনিয়াতে, দুনিয়ায় বাংলার সম্মান বেড়ে যাক। এই আমি চাই। এর মতো চাওয়া-পাওয়া কিছুই নাই । জীবনে যা কোনোও মানুষ পায় না, তা আমি পেয়েছি। সে হলো আপনাদের ভালোবাসা । এই ভালোবাসা নিয়েই আমি আল্লাহ্র কাছে, আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আপনাদের এই ভালোবাসা নিয়ে আমি যেন মরতে পারি ।

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা

জয় বাংলা ।

বরগুনায় বিশাল সমাবেশে, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩

বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত অধিবেশনে

... আপনাদের বেশি কাজ করতে হবে। তারপরে যে যা মনে করবেন, যে আঘাত এবং যে ঘা হয়েছে এই ঘা শুকাইতে এবং সমান হইতে কমসে কম যে কোনোও ইকোনোমিস্টকে আমি অনুরোধ করতে পারি আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, তা ৭ বৎসরের কম কেউ আশা করতে পারে না। তবু আমি বলেছি—আমি তিন বৎসরে করতে চাই। এর জন্য বাংলাদেশের লোক আমার কাছে চায় না। চাওয়া-চাওয়ি একটু বেশি শহর দিয়া। চাওয়ার দরকার হোক। না চাইলে তো মায়েও দুধ দেয় না। আমি বুঝি সেটা। বাংলাদেশের লোককে বলেছি—তিন বছরে আমি কিছু দিবো না। সে জন্য আমি অনুরোধ করছি—দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝতে হবে, রেভিনিউ কতদূর পর্যন্ত আসতেছে, কী পরিমাণ আপনারা পান? গণতান্ত্রিক দেশের সুবিধা আছে আয় ব্যয় আপনাদের সামনে পেশ করা হয়। যখনই কোনোও কিছু আলোচনা করবেন তখনই—আয়-ব্যয়টা আপনারা দেখে নেবেন। এর মধ্যে এক পয়সা গোপন থাকে না।... কান্ট্রিতে যা থাকে তাদের আলাদা... আলদা থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কান্ট্রিতে পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে। এইটা আয়, এইটা ব্যয়। আর ভিক্ষুক জাত কোনোদিন জীবনে বড়ো হতে পারে না। ভিক্ষের ওপর বেসিস করিয়া আমার বাংলাদেশের ইকোনমি নির্ভর করবে—আমি গ্রহণ করতে চাই না। হ্যাঁ, আমাকে ভিক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও করতে হবে। কিন্তু সমস্ত ভিক্ষের ওপর যদি নির্ভর করতে হয় সে দেশ কোনোদিন জীবনে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে না। সে জন্যই জাতীয় সম্পদ যতটুকু আছে তার ওপর প্ল্যান করে আমাকে অগ্রসর হতে হবে, সময় লাগে আপত্তি নাই। যাতে ভবিষ্যৎ বংশধর আমাকে গালি না দেয়। এখন যদি ধরুন—চিন্তা করে দেখেন আমি যদি আইসেই কইতাম ইণ্ডাস্ট্রির মালিক খাড়াইয়া দাঁড়াও, চালাও কারখানা, আনো মাল, ওপেন অধিকার করে দিলাম, মাল আনো। কোনোও অসুবিধা হইতো না, দেখতেন—বাজার বইয়ে যেত কাম হইতো কিন্তু তার ফল

পাইতেন তিন বৎসর পরে। সমাজতন্ত্র বুঝতে হলে সমাজতন্ত্রের ডিসিশান মানতে হবে এবং সেই জন্য কিছুদিনের জন্য অন্তত সাফার করতে হয় জাতকে, যাতে ভবিষ্যতে জাত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে। সমাজতন্ত্রের কথা বলে অনেকে মিয়া। কিন্তু সমাজতন্ত্র—ওই চটি বই পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রবলেমও বুঝতে হয়। তাহলে সমাজতন্ত্র কোথাও থেকে হাওলাত করে আনা যায় না। এক এক দেশের সমাজতন্ত্র এক এক রকম হয়েছে। তার মাটি, তার 'এ্যাটমোসফেয়ার', তার 'ক্লাইমেট', তার 'হিউম্যান ম্যাটেরিয়াল' সব বিবেচনা করে তার সিস্টেম করতে হয়েছে। সে জন্য এক জায়গার সোসালিজম অন্য জায়গাতে চলে না। আমার বাংলাদেশে কোনোও ভাড়া করে আনতে চাই না। সে জন্য সমাজতন্ত্র করতে হলে আপনাদেরকে সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই আজকে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সুযোগ দিয়েছেন। কাজ করেন। আমার মনে হয় এক-দুই মাসের মধ্যেই আশা করি পে-কমিশন আমার কাছে রিপোর্ট সাবমিট করতে পারবে। আমি আপনাদের পক্ষে থেকে আবেদন করবো যে, দুই মাসের বেশি আর দেরি করিতে পারিবেন না, আপনারা দিতে চেষ্টা করিবেন। তারপরে আমি ঐটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি আপিল করিতে পারি। আমি ওদের সামনে একটা পরিষ্কার রাস্তা দিবার চাই। এই নির্বাহী কমিটি, এই তোমাদের বেতন, এই তোমাদের আছে। এতো টাকা পাবা। কথা নাই, বার্তা নাই, সোজা কাজ করে যাও মিয়া। ফটফট দরকার নাই। এর বেশি পারবে না। কাটিলেও পারবো না। মারিলেও পারবো না, সোজা পথ, এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি অনুরোধ করছি। অলরেডি বলেও দিয়েছি—দুই মাসের বেশি আর টাইম দেওয়ার মতো আমার অবস্থা নাই। মনের অবস্থাও নাই। দেখি কী হয়, তাড়াতাড়ি করতে চাই। কারণ মওত-টোওত তো আল্লাহ্ হাতে। কোনো সময় কী হয়ে যায়! কিছু গোছায়-টোছায় না দিয়ে গেলে আবার কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে। তবে আমি একটি কথা বলে দিবার চাই। ফরগেট, ভুলে যাইয়েন না যে ডিসিপ্লিন নামে একটি পদার্থ আছে। ইউ মাস্ট— আপনাদের আপনাদের সুপিরিয়র অফিসারদের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশে খুব বেশি ডিসিপ্লিন। এর অর্থ এই নয়, স্বাধীনতা পেয়ে গেছি বলে আমরা যা খুশি করবো, তা হয় না। ডিসিপ্লিন না থাকলে সে জাতি বড়ো হতে পারে না। অফিসের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। কেননা আজকে আপনি আছেন একজন ক্লার্ক, কাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হলেন, আপনার স্টাফই যদি আপনার কথা না শোনে তাহলে

কাল তো আর একজন শুনবে না। সেই জন্য আপনাদের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। এডমিনিস্ট্রেশনের ডিসিশন থাকতে হবে সবকথা এটাই । সে জন্য আপনাদের ডিসিপ্লিনড্ মানতে হবে। ডিসিপ্লিন্ড্ না হলে কোনোও জাত বড়ো হতে পারে না। ইনডিসিপ্লিনড্ নেশান জীবনে বার বার বাধা পায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে ডিসিপ্লিন থাকতে হয়। তা না হলে চলবে না। বক্তৃতা অনেকক্ষণ করছি। অশেষ ধন্যবাদ। বাংলার মাটিকে ভালোবাসেন। বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন । বাংলাদেশের জন্য কাজ করেন। বাংলার মানুষ বড়ো দুঃখের সহিত আপনাদের পয়সা দেয়। মেহেরবানি করে হালাল করিয়া খেয়েন—এই আবেদন জানায়ে বিদায় নিচ্ছি।

আস্সালামু আলাইকুম ।

ঢাকায় বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত অধিবেশনে, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৩

নির্বাচনকে সামনে রেখে গণভবনে মন্ত্রীদের উদ্দেশে

আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই, যখন জানি যে—ইলেকশন ৭ই মার্চ হচ্ছে। এটা আমাদের জাতির পক্ষে একটা বড়ো জিনিস। এর ওপর জাতির সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে।... নির্বাচন দিতে পারে নাই। আমরা চেষ্টা করেছি, সকলে কথাবার্তা দিয়েছেন এবং তার জন্যই আজকে আমরা সাধারণ নির্বাচন করতে যাচ্ছি। ৭ই মার্চ তারিখে। তো, যেটা বিশেষ প্রয়োজন—নির্বাচনটা যেন ইম্পারশিয়াল হয়। আপনারা যারা রয়েছেন আপনাদের কর্তব্য হলো—এই নির্বাচন যেন সুষ্ঠু সুন্দর হয়, সাথে সাথে নির্বাচনে যেন কোনোও হস্ত ক্ষেপ না করা হয়। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে রাজনৈতিক দলের ভিতর প্রত্যেক দলের অধিকার রয়েছে নির্বাচনে। নির্বাচনে শরিক হওয়া এবং সুযোগ-সুবিধাটা প্রয়োজনটা যথাযথ পেতে হবে, কোথাও যেন কোনো—কোনো রকম কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আমরা একটা সিস্টেম, যে সিস্টেম আমরা গ্রহণ করেছি সেই সিস্টেমটা যদি ইফেক্টটিভ করতে হয়। এটা গণতান্ত্রিক সিস্টেম। সেখানে নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর হয় এবং ইম্পারশিয়াল হয়।... ক্ষমতায় একদল থাকবে একদল যাবে। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমার দেশ চলবে। এটা শুধু যে আমার কথা তা নয়। যে শাসনতন্ত্র আমরা দিয়েছি সে শাসনতন্ত্রে সেটা প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে কারো কোনোও অধিকার নাই কথা বলার—যে কাজটা দেওয়া হয়েছে সেই কাজটা মানতেই হবে, এটা শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। এর বিরুদ্ধে কথা বললে শাসনতন্ত্রকে বানচাল করা হয়। এটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যে শৃঙ্খলাকে ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি, যার জন্য আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছি, এতো শহীদ হয়েছে, এতো রক্ত দিয়েছি—এটা মিথ্যে হয়ে যাবে যদি আমরা আমাদের আদর্শ এবং মূলনীতি থেকে দূরে সরে যাই। এখানে জাতীয়তাবাদ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, স্বাধীনতা ফেরত গণতান্ত্রিক দেশে কিছুটা

সুযোগ পায় একদলীয় যা দেশের আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করে । তারাও গণতন্ত্রের নামে আছে। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যেমন ধরেন, আমরা আজকে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। সে জাতীয়তাবাদটা কী সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আপনাদের বক্তৃতা দিয়ে সহজ করে আমাকে বুঝাতে হবে। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ডিগ্রিধারী ছাত্র ছিলেন, এখন সরকারি দলে কাজ করেন। তবে পাকিস্তানী সরকারি কর্মচারী নয় বা ইণ্ডিয়ান সরকারি কর্মচারী নয়। আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীন দেশের সরকারি কর্মচারী। এমন ধ্বংসস্তূপে আমরা আত্মনিয়োগ করবো, যার জন্য সেবা করছি তারা দেশের মানুষ—আপনারই বাপ, আপনারই ভাই এবং তাদের মঙ্গল এবং তাদের অর্থের বিনিময়ে আমরা যারা এখানে যা কিছু করছি, আমাদের সবকিছু যা চলে এবং তাদের মঙ্গল এবং তাদের উন্নতি, তাদের যা কিছু আছে ভালো জিনিস তার জন্য আমাদের সকলকে রাখা হয়েছে। যারা আপনারা সরকারি কর্মচারী তাদের কর্তব্য অনেক বেশি। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার যে একটা—কিছু কিছু লোক চেষ্টা করছে এবং যেখানে বিদেশী শত্রুরা বা শোষণকারীরা আমাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে, সেখানে যেমন সরকার রয়েছে তেমনি আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে... গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে সমস্ত সাপোর্ট রয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ ইম্পারশিয়াল হয়ে—যে কোনো দল তাদের আদর্শ নিয়ে নির্বাচন যদি করতে চান নির্বাচন দেওয়া হবে। ইলেকশন কমিশনারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে আপনারা কো-অপারেশন করবেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ চেষ্টা করেন যে—হ্যাঁ আমরা অস্ত্র দেখাবো, অস্ত্র দিয়ে বানচাল করবো। তাহলে সেখানে আমাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কোনো কিন্তুটিন্তু নাই। আমরা হুঁশিয়ার, আপনারাও হুঁশিয়ার থাকবেন বলে আশা করি । এটা আপনাদের মনে রাখা দরকার- যার ক্ষমতা রয়েছে, যাদের পদ থাকবে, কেউ যেন বাধা সৃষ্টি না করে। যে আসবে যার মার্কা থাকবে যার ব্যালোট বাক্স থাকবে সে যেন সেখানে এসে ভোট দিতে পারে—সেদিকে পুরোপুরি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। অন্তত এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটা আমাদের মেনে চলতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মেনে চলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা— আমাদের একদল লোক এখনও আছে যারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ তুলে ধরার চেষ্টা করে। বহুদিন আমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এখনও করছি, যদি না হয়—তাহলে যদি ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হয়—তার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আপনাদের কর্তব্য হলো যেহেতু নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে, এই নির্বাচনে কথাটা

মনে করেন না যে স্বাভাবিকভাবে করতে যাচ্ছে বিদেশী শক্তি চেষ্টা করছে।... কারণ কেউ আশা করতে পারে নি—এতো বড়ো একটা ধ্বংসস্তূপের পরে এতো তাড়াতাড়ি একটা দেশ—আপনাদের ইজ্জত দুনিয়ায় অনেক বেড়ে যাবে এই নির্বাচন যদি শান্তিপূর্ণ হয় । এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু হয় আপনারা করতে পারেন, তাহলে দুনিয়ার কাছে আপনাদের ইজ্জত বেড়ে যাবে, যা আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, সেটা আমরা বিশ্বাস করি 1 তারপর আপনাদের এবং দেশের সাত কোটি লোকের ইজ্জত দুনিয়াতে বেড়ে যাবে। যার জন্য বোধ হয় অনেক দেশ চায়নার মতো দেশে এক বছরে ৯৭-৯৮টা কান্ট্রির রিকগনেশন পায় নি। বাংলাদেশ তা পেয়েছে... সেটা অন্য কথা। সেটা আমারও জানি যে চায়না দুই বছর জাতিসংঘের বাইরে থেকে যেহেতু মরে যায়নি, বাংলাদেশকে যদি বাইরে রাখা হয় বাংলাদেশ যে মরবে না—সকলের ধারণা আছে এবং আমারও ব্যক্তিগত ধারণা আছে। তবে প্রথম কথা হচ্ছে—এই নির্বাচনটা যদি আমাদেরকে, এই নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া দরকার, সুন্দর হওয়া দরকার এবং যারা অপজিশন পার্টি যারা ইলেকশন দিয়েছেন যারা সত্যিকারের ইলেকশন করতে চান কিংবা করাতে চান না, জানেন তাদের অবস্থা—তারা সুযোগ খুঁজছে কোনোও গোলমাল সৃষ্টি করতে কিংবা বলবে—আমরা ইলেকশন বয়কট করলাম। কারণ পেপারে বিবৃতি দেওয়া যায়...। অনেকে চেষ্টা করবেন যে কোনোও একটা ছুতা নিয়ে ইলেকশনকে বানচাল করতে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই আসো। আসো, নামো, বাক্স দাও, তোমাদের লোক আনো, ভোট দাও। তারা বলবে, আমাদের সরকারি কর্মচারীরা বাধা সৃষ্টি করছে কাউকে আসতে দেয়নি, কাউকে বাস্কেট দেয়নি, কারো বাস্কেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসব থেকে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং আপনাদের রেসপন্সিবল হয়ে কাজ করতে হবে—দুষ্কৃতি থেকে অনেকটা শান্তি ফিরে আসছে। যত আশা করছি ততখানি নয়। তবুও কিছুটা আমরা দেখেছি এবং আপনারা একথা বলতে পারবেন না যে আপনারা আপনাদের সাফিসিয়েন্ট না—যে কথা আগে বলেছেন, আপনারা যা চেয়েছেন তাই দিয়েছি যা প্রয়োজন হয়।... কিন্তু সত্যি কথা যদি বলতে চাই তবে আমরা বলবো আপনাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র যেটা, সেটা আপনাদের হাতে রয়েছে। সেটা জনগণের সহযোগিতা এবং জনগণের সহানুভূতি। সেই জনগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি আপনারা পাচ্ছেন। সেই জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে এখানে। আমি আপনাদের প্রতিজ্ঞা করাতে চাই—যেই হোক না কেন ল-অর্ডার যা করেছেন... সেখানে আপনাদের ভয়ের কোনোও কারণ নাই। নিশ্চিন্তে

আপনারা কাজ করে যেতে পারেন। তবে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা যেখানে আছে, যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়, সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকবে। যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন থাকবে। তবে সাধারণ রেসপন্সিবিলিটি হলো আপনাদের... যেখানে ইমার্জেন্সি হবে আর্মি দেবেন, ইমার্জেন্সি হবে রক্ষীবাহিনী দেবেন, ইমার্জেন্সি হবে বিডিআর দেবেন, কিন্তু কন্ট্রোল করার রেসপন্সিবিলিটি আপনাদের।... কোথায় কয়টা সেন্টার হবে এবং কোনো জায়গায় কতোজন অফিসার থাকতে হবে এবং কী করে ভোট বাক্সো কাউন্টিং সুন্দর হতে পারে, কী করে কমিউনিকেশন অফিসার নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করতে পারে, কাগজপত্র রেডি করে আগে পৌঁছে দিতে হবে। কী করে সেখানে পুলিশ স্টেশনগুলোকে কী করে—আপনার গার্ড দিতে হবে, যতগুলো সেন্টার আছে সবগুলোতে সেন্টার গার্ড আপনাদের দিতে হবে এবং দেখতে হবে মানুষ যেন ঠিকমতো ভোট দিবার পারে। অল রেসপন্সিবিলিটি ইউর। কোনো রকম গোলমাল সৃষ্টি কেউ যেন করতে না পারে এবং যাতে ভোটগুলো সুন্দরভাবে কাউন্টিং হয়। যাতে আপনার এই ট্রান্সপোর্ট যাতে হয়, আমরা আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বুঝিয়ে নেন। আপনাদের সাথে কনফারেন্সে কী কী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার, কোথায় কী আছে না আছে বৃত্তান্ত খবরাখবর আমরা করতে পারি। আমাদের সম্পদ বেশি নাই সত্যি কথা, সামান্য আছে বেশি নাই তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এবং সামান্য যেই আছে তাদের মধ্যে আমরা কাজ করছি সামান্যের ভিতর দিয়ে । সে জন্য আপনাদের খুব ভালো করে খেয়াল করে কাজ করতে হবে এবং আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো—আপনারা ইম্পারশিয়াল হন। আমি প্রধানমন্ত্রী আছি বলেই আর আমার পার্টি আছে বলেই আপনারা অন্ধ হয়ে যাবেন এই যে—তা নয়। আইনে যেটা আছে সেটা ঠিকমত করতে হবে। আপনাদের কোনোও ভয়ের কারণ নাই। ইম্পারশিয়ালিটি আপনারা দেখবেন। এটাও বলবো—যারা সন্ত্রাস করতে চায়, একটা জিনিস মনে রাখবেন, দেখা যায় নির্বাচনে সব সময় দেখা যায়, যে পার্টি হেরে যায় সে পার্টি গোলমাল করে। জানেন?... যখন হেরে যায় গোলমাল করে নির্বাচন পণ্ড করা যায় কিনা চেষ্টা করে । নির্বাচনে যে জিতবে সে কিন্তু গোলমাল করে না, সে চেষ্টা করে কী করে নির্বাচনটা হয়। যারা হেরে যায় তারা ফাউল করে, গোলমাল সৃষ্টি করে। এটা করে তার... । একটা কথা আবারো আজ বলছি আমি আপনাদের—যে হলো, এই যে সঙ্গে সঙ্গে ইলেকশন তো আছেই, দ্বিতীয় আর একটা কথা আমি বেশি করে বলবো, যে আইনযুদ্ধ করার পরে বর্ডারে আবার স্মাগলিংয়

হয়েছে। বর্ডারে বিডিআর যারা আছে তাদেরকে আর একটু হুঁশিয়ার হতে হবে এবং বিডিআর-এর সঙ্গে ফুল কো-অপারেশনে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে এবং এই জন্য আবার এই স্মাগলিং যেন শুরু না হয়। ইতোমধ্যে আমি খবর পাচ্ছি, জায়গায় জায়গায় একটু আবার শুরু হয়েছে। এটা আবার প্রতিরোধ করতে হবে। যেন কো-অপারেশন নাই এক ঘরে যেমন, আবার কিছুটা আছে—যাদের পেছনে ইতিহাস অনেকের ভালো দেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত যে কো- অপারেশনে পিপল সঙ্গে না পেলে অসুবিধা হয়। সেটা পেতে হবে। এদিকে বর্ডার-এর দিকে একটু যারা দায়িত্বে আছে বেশি করে খেয়াল রাখা, স্মাগলিংটা যেন আবার বেড়ে না যায়। এটা যেন পরিপূর্ণতায় স্টপ করা হয়-এর জন্য বলে দেবেন। আপনারা আছেন। বলে দেবেন, আমরাও বলে দেব, আমরা আর্মি দিয়েছি, উইথড্র করেছি, পারমানেন্ট করি নাই । দরকার যদি হয়, স্মাগলিং চলে, আবার আমি আর্মি পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু ফল হল এই যে, আমি চাই আপনারা সেটা বুঝিয়ে বলবেন, যাতে আমি চাই সব সময় আর্মিদের রাখতে চাই না ভয়ে। কারণ এটা আমাদের একটা ফোর্স-আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। সেটাকে আমি সব সময় রাখতে চাই না। দ্বিতীয় কথা— আরো একটা পয়েন্ট বলতে চাই যে, পুলিশ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে যাবে, তাদের শক্তিমান সব কাজে রক্ষীবাহিনীকে রাখা—সেটাও ঠিক হবে না। তাদেরকে একেবারে আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জনগণের কাছে পাঠাতে চাই না। কারণ জনগণ কিছুটা ভীত হয়। সময় মতো আমি সব পৌঁছে দেবার চাই । তবে সময় যদি চায়, তাহলে সব প্রস্তুতি আমি নিয়ে রেখেছি। আর সব প্রস্তুতি যদি মডারেট হয়ে যায় একবার তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা কী যে হবে! পাকিস্তানের দশা হবে! পাকিস্তানী দশা আমি বাংলাদেশে করতে চাই না। তারা প্রস্তুত থাকবে। রেডি থাকবে। দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা এই কর্তব্য করবে—সেদিকে আপনাদের প্রতি কাজে আমি অনুরোধ করছি। যেটা বলছিলাম, নির্বাচনের কথা আপনাদের সাথে। সুযোগ- সুবিধা যা যা চায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। লোকজনের যা যা পাওনা আছে নির্বাচন কমিশনারের সাথে আপনারা ফুলি কো-অপারেশনে থাকবেন। আমি একটা অর্ডার আপনাদের দিয়েছি। একটা ফুল অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, যেটা অলরেডি আপনারা পেয়েছেন যে, ফুল কো-অপারেশন যেটা ইলেকশন কমিশনের যে যে রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যায় সেটা আপনারা সম্পূর্ণ করবেন। লিগ্যাল যে অথরিটি দিয়েছে, ফিওস্টাইল নির্বাচন করার জন্য তাদের অনুরোধ যদি যায় তাদের ডেভেলপমেন্ট যদি যায় সেগুলো পুরোপুরি

মানবেন। এর জন্য কোনোরকম যেন ভুল না হয়। আমি আপনাদের আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যথেষ্ট কাজ রয়েছে আপনাদেরও, আমারও। আর আমি চাই না আপনাদের আমি এখানে আটকিয়ে রাখি। আমি দ্বিতীয় কনফারেন্স আগেই করেছে—বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা হয়েছে। প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়েছে অলমোস্ট সেগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে এবং যার যার এরিয়াতে আপনারা দেখবেন... আপনাদের কী কো-অপারেশন দরকার সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আপনাদের আনসার দেওয়া হয়েছে, আপনাদের পুলিশ দেওয়া হয়েছে, রক্ষীবাহিনী রেডি আছে, আর্মি রেডি আছে—সব আমাদের রেডি আছে, লাস্ট সাতদিন আপনারা শুধু একটু খেয়াল রাখবেন এবং যার যার এরিয়াতে আপনারা সুন্দরভাবে কাজ করবেন—এটাই আমি আশা করি । ইলেকশন আমি চাই ইম্পারশিয়াল এবং...। এবং যাতে মানুষ ভালোভাবে ভোট দিবার পরে। আর কেউ যদি ইলেকশন বানচাল করতে চায় তাহলে রুখতে সেখানে হবে । কোনো কিন্তুটিন্তু নাই। অনেক রিকোয়েস্ট অনেক অনুরোধ আর আবেদন করেছি।... আমি জাতির পিতা হিসেবে বলেন বঙ্গবন্ধু হিসেবে বলেন, বহু অনুরোধ করেছি। মানুষ ঘুমাবার চায়। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। বাংলাদেশের মানুষ আমার কাছে ঘুমাবার চায় । আমি চাই মানুষ শান্তিতে ঘুমাক। Responsibility. এ ছাড়া এটা হলো যেখানে শান্তিতে ঘুমাবার পারলো না, আপনারা Responsilbility আপনার ঘাড়ে চাপাতে পারবেন না...। আর একটা কো-অপরাশেন চাই আপনাদের ডিসি, এসপিদের মধ্যে। আগে আইন ছিল বলে... লিখতে পারতো বলে... জুতা খুলতো, না হয় খুলতো না, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চলে । তা হবে না।... যে যেখানে কাজ করে, জাকির হোসেনের কথা ভুলে যান আপনারা... আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আলসো... আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং না হলে হাতে পাওয়ার কিনে খবরের কাগজরে পাওয়ার কিনে কাজ হয় না। আমার এই হলো কি-না, ওই হলো কি-না। আমি ফার্স্ট পজিশনে, তুমি সেকেণ্ড পজিশনে, এই পশিশন আমাদের সর্বনাশ এনেছে। আল্লাহ্ ওয়াস্তে আপনারা এই আপনারা বাঁচেন। You are all বাংলাদেশের মানুষ আপনারা এই দেশের নাগরিক । আপনারা এই দেশের সেবক। আপনারা এখানে চাকরি করেন। আপনি এসপি, ডিসি একসাথে কাজ করবেন। মিলেমিশে অনেক দেখেছি। এতো সুন্দর করে একসঙ্গে কাজ করতে দেখেছি। মনে হয় যেন আপন দুই ভাই কাজ করছে। খবরদার যেন শুনতে না পাই যে, এ এর কথা শোনে না। ওর কথা ও শোনে না। যেখানে শুনবেন না তারা বাড়ি যাবেন । যারা শুনবেন তারা থাকবেন। একটা কথা পরিষ্কার

মনে রাখা দরকার, প্রত্যেকের রেসপনসিবলিটি রয়েছে। But you must work... আমাদের সেক্রেটারিয়েটে দেখি এই ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট, ঐ ডিপার্টমেন্ট ঐ ডিপার্টমেন্ট যেন অনেকটাই কোম্পানি । এখানকার ফাইল এখানে যেতে তিন মাস সময় লাগে। খালি ফাইল পড়ে। ফাইল ব্যবস্থা ঠিক দেওয়া হচ্ছে। বেশিদিন নাই।... ফাইল ঠিকমতো চলে কেমন করে সেটাও আমরা দেখিয়েছি একবার। আমার ডিপার্টমেন্ট এইটুকু আছে এইটুকুই থাকবে ঐ ডিপার্টমেন্ট যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে। এক ডিপার্টমেন্টের কাজ আরেক ডিপার্টমেন্ট করে দিতে পারবে না। এক ডিপার্টমেন্টের কাজ করে দিতে ছয় মাস ওভার হয়। ঠিক সেই রকম যদি আমার ডিসট্রিক অ্যাডমিনিসট্রেশন হতে চায় তাহলে অসুবিধা হয়। তবে As a whole দেখে খুশি হয়েছি, আমাদের ডিসট্রিক যা আছে ডিসট্রিক অ্যাডমিনিসট্রেশনেরা—তারা ডিসি, এসপিরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। যাই হোক, সামান্য কিছু ইনসিডেন্ট ছাড়া অ্যাজ অ্যা হোল্ ভালোই হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা—আমাদের স্পেশাল গ্রাউণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজে যারা আছে—দেশের একচুয়েল খবরটা দেশের আনবার চেষ্টা করবেন। এদের আমি অনুরোধ করবো কারণ একটা জিনিস—আপনারা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হবেন না, আমি আপনাদের রিপোর্ট-টিপোর্ট ফলো করি না। কারণ আপনারা একজনকে যে রিপোর্ট আইয়ুব খান পাইছে, যে রিপোর্ট ইয়াহিয়া খান যেই রিপোর্ট ইস্কান্দার মির্জা পাইছে, সে রিপোর্ট আমি পাইলে আমার কথাও তাদের মতো হলো। আমি আপনার কাছে কোনোও মিথ্যা খবর চাই না। যতটুকু সত্য—যতই বিরুদ্ধ হোক না কেন, সেই সত্য খবর আমি আপনার কাছে চাই । আপনারা খুশি করার জন্য মিথ্যা খবর দিবেন না। খবরের কাগজে যা পড়ি তিন দিন পরে পুলিশ রিপোর্টে তা আসে—নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। এই সম্বন্ধে একটু মেহেরবানি করে আপনাদের এজেন্সিকে স্ট্রং করে ফেলেন। এই সম্বন্ধে আপনাদের কাছে অনুরোধ—আপনারা যারা হাই-অফিশিয়াল আছেন অনুরোধ করবো, শ্রম দেন। This is Bangladesh. This is not Pakistan. Independent country..., যদি কেউ না পারে...। যদি একচ্যুয়াল খবর - অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা যদি একচ্যুয়াল খবর না পায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলতে পারে না, ডিসিশন নিতে পারে না এবং এক্সপ্লেইন ভুল হয়।... খবরের কাগজে যা উঠছে সেটাই পরদিন পর্যন্ত টপ সিক্রেট কইরা প্রিন্ট কইরা মন্ত্রীদের কাছে চলে আসে, টপ সিক্রেট নিউজ, কিন্তু আমি আগেই পড়ে আসছি। আমি ইচ্ছা করে সেগুলো পড়িও না। আমি বলে দিয়েছি... ও আমার

কাছে প্রেস করিও না। পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হলে আমি ফাউল কাজ করবো। ফাউল করলে দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে। সে জন্য আমি পড়বো না।... কারণ আমি ফাইট করেছি; এই বাংলাদেশে... আই অ্যাম অউন মেশিনারি। বাংলাদেশে আছে। আর কোনো মেশিন লাগবে না। যারা আপনার এম্পায়ার হিসেবে আছেন তারা নিশ্চয় জানেন—বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। How money come from here? টাকা আসছে কোথা থেকে? বিদেশ থেকে টাকা আসছে। এই ইলেকশনে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে। কোটি কোটি টাকা আসছে। আমরা খবর পাই, কিন্তু ধরতে পারছি না। কোটি কোটি টাকা আসছে স্যাবোটাজের জন্য। লণ্ডন হয়ে টাকা আসছে। অন্য পথে টাকা আসছে । সাবোটাজ। আর ইলেকশন। স্বাধীনতা যখন পেয়েছি, এখানে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ... যায় কিনা এবং নির্বাচনে অন্য পার্টিকে সাহায্য করার জন্য পয়সা আসছে। নতুন ইনভাইরনমেন্টে আমরা যেন এডজাস্ট করতে পারছি না। কোথায় সে বাধা আমাদের মধ্যে আছে! বিপ্লবের পর কোনোও দেশ কোনোও পুরান লোকদের রাখে না। কোনোদিন কোনোও দেশ রাখে নাই। ইতিহাসে নাই। আমি জানি বাংলাদেশ। আমারই সব। দেখি তাদের মনের পরিবর্তন করা যায় কিনা। দেখি তারা মানুষ হয় কিনা। একটা বাধা আমাদের মধ্যে আছে। সে পুরনো মনোভাব আমাদের যাচ্ছে না। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি বিপ্লবের পর কার্টিসি দেখাইছি। অনেক ভালোবেসেছি। কিন্তু তাদের মেন্টালেটি চেঞ্জ করতে পারছি না। নতুন ইনভাইরনমেন্টএ অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। দেশ এগিয়ে চলছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা দেশের মধ্যে এবং আদর্শ মনে রেখে কাজ করতে হবে। কেননা দেশের মধ্যে এই যে আমি আপনাদের বলেছি, আপনাদের এক্সটেন্ট করেছি যেটা হয় না করেছি। বারবার আমি বলতেছি আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আবেগ রইল, অনুরোধ রইল—কাইগুলি চেঞ্জ ইউর মেন্টালিটি। মিটিং ডাকেন, আলোচনা করেন, এক ঘণ্টা আলোচনা করে বলেন—মুভ লাইক দিজ দিজ ইউরস। ডিসট্রিক অফিসাররা ডিসট্রিকে বসেন, কল ইউর... ডিসকাস দ্যা প্রবলেম... একটু ইমপ্রোভমেণ্ট করেছেন ল' অর্ডারে। আমি আর একটু ইমপ্রোভমেন্ট চাই। আমি মেণ্টেলিটি চেঞ্জ করানোর জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, স্বাধীনতা পেয়েছেন। ইলেকশন দিয়েছি। দেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অনেক দেশ সহ্য করতে পারে না। অনেকে সহ্য করতে পারে না। একটা জিনিস ভুলে গেলে চরবে না—বাংলাদেশের জিওগ্রাফি ভীষণ ইমপর্টেন্ট।

একটি ভুল হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। বহু চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের ডিসিশন দিতে হয়। এদিকে আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার। দুনিয়ার বড়ো বড়ো শকুনের চোখ বাংলাদেশের ওপর পড়ে আছে। যাতে এই শকুনের হাত থেকে বাংলাদেশের লোককে বাঁচানো যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা পারবো, যদি আপনারা একটি ভালো কাজ করেন এবং দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন এবং দুঃখী মানুষ যেন দেশের স্বাধীনতা পায়। স্বাধীনতার ফল যদি ভোগ করতে না পারে তাহলে এই স্বাধীনতা বেশিদিন থাকে না। আপনারা অনেকে ইতিহাসের ছাত্র। অনেক ভালো লেখাপড়া করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড়ো বড়ো ডিগ্রি আছে। আপনারা দেখবেন যে, স্বাধীনতার ফল যদি সাধারণ মানুষ ভোগ করতে না পারে তাহলে সে স্বাধীনতা বেশিদিন থাকে না। আপনারাও ভোগ করতে পারবেন না। আপনাদের বলি ইলেকশান যাতে ইম্পারশিয়াল হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে যাতে আপনারা বসে ডিটেইলস আলোচনা করে সবকিছু ঠিক করেন। ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আশা করি আপনারা দেরি না করে কাজ করবেন। আজকের দিনের মধ্যে সবকিছু ডিসট্রিক্টে পাঠিয়ে দেবেন উইথআউট ডিলে—কারণ, যথেষ্ট কাজ রয়েছে। আশা করি, আপনারা মনে কিছু করবেন না। ঠিকমত কাজ করবেন ।

খোদা হাফেজ ।

১০ জানুয়ারি ১৯৭৩

টাঙ্গাইল

আমার টাঙ্গাইলের ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে আমি টাঙ্গাইল এই প্রথম এসেছিলাম। সেদিন আপনাদের সন্তান আপনাদের তখনকার মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার কাদের সিদ্দিকী আমার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল। তারপরে আমি আর সময় পাই নাই আপনাদের কাছে আসার জন্য। আমি যখন বন্দী ছিলাম পাকিস্তানে, তখন আপনারা—টাঙ্গাইলবাসী ভাইয়েরা, টাঙ্গাইলবাসীর জনসাধারণ বোনেরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের মা-বোনের বুক খালি করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার মায়ের কোল খালি করেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজও কাঁদে। ছেলেহারা মায়ের আর্তনাদ, স্বামীহারা বোনের আর্তনাদ, পুত্রহারা বাপের আর্তনাদ আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে চলছে। পাকিস্তানের মানুষ এবং সৈন্যরা মনে করেছিল, দুনিয়া মনে করেছিল—বাঙালি জাতিকে অস্ত্র দিয়ে দাবায় রাখা যাবে। কিন্তু বাঙালিরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাঙালি জাতিকে কেউ আর দাবায় রাখতে পারবে না। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি একদিন স্বাধীন হবে ইনশাল্লাহ। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, আজ দুনিয়ার ৯৭টা দেশ বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ আমার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—পাকিস্তানের নেতাদের আজও ঘুম ভাঙে নাই। তারা আমার তিন চার লক্ষ বাঙালিকে আটকায়ে রেখেছে। তারা আজও তাদের মুক্তি দিচ্ছে না। তারা তাদের নিয়ে খেলা করছে। ভুট্টো সাহেবের মনে রাখা উচিত, যতই দালাল সৃষ্টি কোরো না কেন, বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইনশাল্লাহ্ বাংলায় আমরা ফেরত নিয়ে আসবো। তোমাদের খেলা আমরা জানি। তোমরা আজকে বলছো যে যুদ্ধবন্দীদের বিচার কোরো না। যারা আমার মা-বোনের ওপর, দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে,

যারা আমার দুঃখী মা-বোনকে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার করেছে, যারা আমার ১ কোটি লোককে দেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে যেতে বাধ্য করেছিল তাদের বিচার ইনশাল্লাহ্—যদি আমি বেঁচে থাকি—এই বাংলার মাটিতে তাদের হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। চিন্তা করে দেখেন—সেদিন একদল লোক, এখনও তাদের কি মনুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন আমি বন্দী ছিলাম। আমার ১ কোটি লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে সেদিন ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল । আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা, আমার পুলিশ, আমার রক্ষীবাহিনী, আমার সেপাই, আমার বিডিআর, আমার যুবক, আমার ছাত্র, আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের হত্যা করা হয়েছিল। কই তখন তো অনেকে কান্দেন নাই। আজ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার জন্য আপনারা কান্দেন। যারা কথা বলেন আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাই আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে কী অন্যায় করেছিল। আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরি করছিল, ব্যবসা করছিল। তাদের রাখার অধিকার তাদেরকে দিয়েছে? মনুষ্যত্ব দুনিয়ায় নাই। আমি ছোট রাষ্ট্র হতে পারি। অত ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশ নয়। আমি আমার রাষ্ট্র— দুনিয়ার অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমার লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। আমার মানুষ সংঘবদ্ধ। আমার মানুষের পেটে খাবার নাই। আমার মানুষের গায়ে কাপড় নাই। আমার মানুষের থাকবার জায়গা নাই। আমার জমিতে ফসল হয় নাই। আমার লক্ষ লক্ষ একর জমিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১ কোটি লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার। তখন কিন্তু মিয়া সাহেবদের পালায় যাইয়া দিল্লিতে বসে মিসেস গান্ধীর খানা খেতে হয়েছিল। তখন লজ্জা করে নাই খাইতে? এখন গালাগালি করা হয়। আমার বাঙালিরা আর কিছু হতে পারে—বাঙালিরা নিমকহারাম নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। দুই স্বাধীন দেশের বন্ধুত্ব। বলে, ভারতের সৈন্য আছে বাংলার বুকে। তোমার কলিজার মধ্যে ভারতের সৈন্য আছে? দেখায় দাও। বাংলার বুকে কোনোও সৈন্য বিদেশী নাই । মিথ্যা কথা বলার সীমা থাকা দরকার। বাংলার জনগণের সৈন্যের প্রয়োজন নাই। আমার সৈন্য কারা? আমার সৈন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আমি যাবার সময় তোমাদের অস্ত্র দিবার পারি নাই। আমি হুকুম দিয়েছিলাম। তোমরা অস্ত্র কিনে নিয়ে সংগ্রাম করেছো । দরকার যদি হয়—বিদেশী সৈন্যর দরকার হবে না বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। বাংলার মানুষ—যদি আমি হুকুম

দিই—একটি একটি করে জীবন বিলিয়ে দেবে। বাংলার স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেবে না। আমি—ভাইয়েরা আপনাদের কিছুই দেবার পারবো না। পাকিস্তানীরা আমার রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছিল। পাকিস্তানীরা আমার পোর্ট ধ্বংস করেছিল। পাকিস্তানীরা আমার ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। পাকিস্তানীরা আমার কারেন্সি নোট জ্বালিয়েছিল। পাকিস্তানীরা আমার গুদামে চাল জ্বালিয়েছিল। পাকিস্তানীরা আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। খালি হাতে আমি সাড়ে সাত কোটি লোকের ভার নিয়েছিলাম। দুনিয়ার বন্ধু রাষ্ট্ররা আমাকে সাহায্য করেছে। তাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে সাহায্য দিয়েছেন খাবার। ২৭ লক্ষ টন খাবার আমাকে আনতে হয়েছে। রাস্তা নাই, ঘাট নাই, ট্রাক নাই, বাস নাই, রেললাইন নাই, স্টিমার নাই, কেমন করে যে আসলো—কেমন করে যে আমার বাংলার মানুষের জন্য পৌঁছালাম আজও আমি জানি । খালি কথা বলতে পারেন । ব্যর্থ কথা বলার দরকার কী মিয়া? অত বক্তৃতা করেন কেন? নাক দিয়ে দুধ গলে বড়ো বড়ো কথা বলে। আর ওর জন্মের আগে থেকে আমি জেল খাটি। ওর বাপ-দাদা জানে এই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার মানুষের দুর্দিনে আমি আমার সহকর্মীরা কোনোদিন বেঈমানি করি নাই এবং প্রত্যেকবার মোকাবেলা করে কারাভোগ করেছি। এবং ফাঁসিকাষ্ঠে দাঁড়াইয়াছি। বাদ! অত কথার দরকার কী? আমি তো বলেছি—আমি তিন বছর কিছু দেবার পারবো না। এখনও বলি—কিছু দেবার মতো নাই। প্রথমবার সাইক্লোন। তারপর পাকিস্ত ানের সাথে যুদ্ধ। এবার নয় মাস বৃষ্টি হয় না। আমি পাম্প দিয়েছি। পানি পাওয়া যায় না । কী করে মানুষ বাঁচছে? রাত্রে আমি ঘুমাতে পারি না। তারপরেও মানুষ—কিছু কিছু লোক দুষ্কৃতিকারী—অস্ত্র রেখেছে। তারা ডাকাতি করে। মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। দুঃখীকে মারে । আমি রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, আর্মি দিয়েছি—এখন একটু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছি। জনগণের সাহায্যে। রক্ষীবাহিনী উইথড্র কোরো, পুলিশ বাহিনী উইথড্রো কোরো, চোরের সুবিধা হবে । চোরের দলের নেতারা—রক্ষীবাহিনী উইথড্র হবে না পুলিশ বাহিনী উইথড্র হবে না। দরকার হয় তো মিলিটারি দেবো, এই বদমাইশি খতম করে দেবো। আপনাদের আছে আমি জানতে চাই, ছাপ ছাপ কথা আমি ইলেকশনে দিচ্ছি। আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। যার যার মিথ্যার মাজায় বল আছে খাড়ায় যাও, ইলেকশনে সোজাসোজি ভোট নিয়া যাও। জনগণের কাছে বাস্ক থাকবে ভোট দেবে, হাবিজাবি কথার দরকার কী? আমরা আন্দোলন করবো। তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়—আমি মুজিবুর রহমান আমার দলবল আন্দোলনের মধ্যে

থেকে পয়দা হয়েছি। আন্দোলন কারে কয় সেটা আমি জানি, আমার জীবন জানে, আমার ৩৫ বছরের রাজনীতি জানে। কোন আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না? আইয়ুব খান ফিফটি এইট আমাকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, '৬৬ সালে আগরতলা কেস করে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ফাঁসি দেওয়ার জন্য। পারে নাই। বাংলার মানুষ দোয়া করেছে। বাংলার মা-বোন রোজা রেখেছে। বাংলার মসজিদে-মসজিদে মন্দিরে-মন্দিরে দোয়া হয়েছে। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে, আমি জানি । আমিও তাদের ভালোবাসি। এ ভালোবাসা চিরদিন থাকবে। চিরদিন আমি এই ভালোবাসা নিয়ে মরতে চাই। যেদিন বাংলার মানুষের ভালোবাসা পাবো না, একদিনও আমি আর বাঁচতে চাই না। একদিনও আমি আর ক্ষমতা চাই না। আমি আপনাদের কাছে কিছুই প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না। নির্বাচন দিয়েছি—এর মানে কি জানেন? আমি যাতে দুনিয়া থেকে সাহায্য না আনতে পারি, সে জন্য কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং আমার বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করে। আমি এই সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচাবো কী করে? কোথা থেকে আমি পয়সা পাবো? কোথা থেকে আমার কাপড় আসবে? কোথা থেকে আমার চাল আসবে? কোথা থেকে আমার খাবার আসবে? একটা গ্রামে যাইয়া কোনো লোকরে একখানা কাপড় বিলাই নাই। একটা গ্রামে যেয়ে একটা লোকরে এক মুট খাবার দেয় নাই, বক্তৃতা করার সময় আছে। এটা হলো না, ওটা হলো না। কী হবে? তোমাদের মুণ্ডু না মাথা—কী হবে বাবা?

ভাইয়েরা ও আমার বোনেরা, কোনো দেশে আজ পর্যন্ত বার মাসের পরে মানষতন্ত্র দিতে পারে না। আমি আপনাদের দলিল দিয়ে গেছি কেন? আজ আমি আছি কাল নাও থাকতে পারি। আজ আমি মরে যাবার পারি। কিন্তু বাংলার মানুষকে কী দিয়ে যাবো? সেই জন্য একটা দলিল করে দিয়েছি। যেই সদস্যদের আপনারা ভোট দিয়েছেন তাদেরই নিয়ে আমি দলিল করেছি। তাকে বলা হয় শাসনতন্ত্র—যাতে বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত অধিকার তার মধ্যে লেখা আছে। তাদের অধিকার আর কেউ নেবার পারবে না। তার ভিত্তিতে আমি নির্বাচন দিয়েছি। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন পাঁচ বৎসরের জন্য। ইচ্ছা করলে আমি পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। আমি নির্বাচন দিয়েছি কেন? দুনিয়ার লোকের কাছে আমাকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়। আমি দেখাই দেবার চাই মানুষ আমার পেছনে আছে কি নাই?

যদি বাংলার মানুষ আমার পেছনে থাকে, আমি নিয়েছি আমার নৌকা, গতবার ইলেকশনের আগে আমি বলেছিলাম—নৌকায় ভোট দেন। বাংলার মানুষের মুক্তি হবে। ছয় দফা হবে, না হলে এক দফা হবে। এক দফা হয়ে গেছে। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ হবে—হয়ে গেছে। যা যা বলেছিলাম একটাও বাকি রাখি নাই, করে দিয়েছি। কিন্তু... ক্ষার দেশ গড়ার সংগ্রাম। দুঃখ হবে, কষ্ট হবে। লক্ষ লক্ষ বেকার। মুক্তিযোদ্ধাদের এখনও চাকরি দেবার পারি নাই। পেটে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারছি না। একটা গাছ লাগালে সাত বছরের আগে ফল হয় না। একটা ধ্বংসস্তূপ দেশ যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খাওয়া, যেখানে মা-বোনের কাপড় নাই, শতকরা আশি ভাগ কাপড় বিদেশ থেকে আনতে হয়, তেল আনতে হয়, কয়লা আনতে হয়, সবকিছু আনতে হয়। খাবার আনতে হয়। এটা সোজা কথা? সাড়ে সাত কোটি লোকের জন্য। লাফানো আছে আর ঝাঁপানো আছে, আমি জানতে চাই। টাঙ্গাইলের ভাইয়েরা, বেশি বক্তৃতা করতে পারবো না। একদিনে তিন চারটা বক্তৃতা করতে হবে। আমি নৌকা দিয়েছি—যে-নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন, যার জন্য স্বাধীনতা। এবারও নৌকা দিয়েছি। সে নৌকা আমার নৌকা। এ নৌকায় আপনারা ভোট দিবেন সাত তারিখে যাইয়া। খালি বলবেন না—আহা, ভোট তো পাবি, আমি যাবো কেন? আপনাদের প্রত্যেকে যাইয়া দলবল নিয়া ভোট দিতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে কতো পরিমাণ ভোট প্রেজেন্ট হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু পেয়েছে। দেখাতে হবে। কারণ এই ফাইটটি আর খটখটি আর ফুসোর ফুসোর আর গুসোর গুসোরও আমার পছন্দ-টছন্দ হয় টয় না। শরীরে বল থাকে ভোট নিয়ে পাস কর। আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই। দু'হাত তুলে দেখায় দেন আমার নৌকায় আপনারা ভোট দেবেন কি দেবেন না?

শ্লোগান :

জয় বাংলা জয় বাংলা ।

জাতির পিতা যেখানে আমরা আছি সেখানে...

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি, এখন একটা কথা আছে—ইলেকশান যেই আইছে না, এই ঠিক ইলেকশনের কয়দিন আগে লবে আমরা আর ইলেকশান করতে পারিলাম না, আমরা পলাইয়া যাইতেছি, মানে আমরা বয়কট করিলাম, মানে ভোট পাইবে না। ভোট পাইবে না বলিয়া এই আস্তে টাইম বেশিদিন নাই। বলবে যে ইলেকশন ঠিকমত হইতেছে না,

জুলুম হইতেছে, আমরা বয়কট করিবো না, এর মানে হইল আল্লাহ্র মর্জি বাক্স খালি যাইবে। যান না, ভোট নেন। যার যার মিয়ার ভোট নেয়ার খায়েশ আছে, বাক্স আছে, ছবি নিছেন, ভোট নিয়া যান। আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, কোনোও ওয়াদা ফুয়াদা আমার নাই। আমি প্রথম আইসা বলেছিলাম—তিন বৎসর কিছু দিবার পারবো না। বলেন, আপনারা গ্রামে গ্রামে আমি রিলিফ পৌঁছাইছি কিনা বলেন। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করেছি কিনা বলেন। এই টাঙ্গাইলে নদীর একখানা ব্রিজ ছিল না, বা একখানা ব্রিজ মেরামত কিছু কিছু হইছে কিনা বলেন, কিছু কিছু তো হইছে। আমি টেস্ট রিলিফের টাকা গ্রামে গ্রামে দিয়েছি। কিন্তু কথা হইছে—কিছু কিছু চুরি চামারি তো হইছে । এই জন্য নির্বাচন দিয়া কিছু কিছু হাবিজাবি সাফ সুফ করার আছে—তাও আমি করতেছি, আর এর পরে আল্লাহ্র মার্জি যা হয় তাই হবে। চিন্তার কোনোও কারণ নাই। আমি যদি ক্ষমতায় নাও থাকি দেশের মধ্যে একটা গণতন্ত্র সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পন্থা চলে আসুক । গণতন্ত্র মানুষে বিশ্বাস করে। একটা কথা পরিষ্কার বলে যাই। একদল লোক সাম্প্রদায়িকতা বিস্ত ারের চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে আর সাম্প্রদায়িকতার দানা বাঁধতে উঠতে দেওয়া হবে না। আপনারা আমার সঙ্গে আছেন? আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন? আপনারা সমাজতন্ত্র শোষণহীন সমাজে বিশ্বাস করেন? আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন? আপনারা বাঙালি—এ কথা ভুলবেন না। আপনারা বাঙালি, আমরা বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। যদি এর বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনোও কাজ করতে চান তাদের মনে রাখা উচিত—শাসনতন্ত্রে এই চারটা স্তম্ভ দেশের লোক মেনে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে কথা বলা বেআইনি। আইন সকলের জন্য সমান ।

আমার ভাইয়েরা বোনেরা, আপনারা তো বুঝেন আমার অবস্থা। এখান থেকে জামালপুর, জামালপুর থেকে কিশোরগঞ্জ—এই একদিনে আমার কাজ শেষ করতে হবে । আপনাদের বক্তৃতা শোনাতে পারলাম না আমি। আর আপনারা বক্তৃতা শুনতে চান না । আপনারা বলেছেন—বঙ্গবন্ধুকে দেখলেই হবে। তো বঙ্গবন্ধু আইছে। দেখছেন, আপনারা খুশি হইছেন নিশ্চয়ই। আমিও আপনাদের দেখেছি। তবে একটা কথা হলো এই—আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আল্লাহ্ যেন আমাকে ইমানের সঙ্গে রাখে। আর এ দেশের দুঃখী মানুষকে যেন আমি শান্তি ফিরিয়া দিতে পারি, আপনারা চেষ্টা করেন। আমাকে বেটে খাওয়ালেও হবে না। সোনার মানুষ পয়দা না করলে সোনার বাংলা গড়া যাবে

না । এই কথা বলে আপনাদের আমি অনুরোধ করছি আমার সঙ্গে আপনারা স্লোগান দেন—

জয় বাংলা

জয় বাংলা

জয় বাংলা

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ

জিন্দাবাদ

জিন্দাবাদ

আমার মার্কা কী?

নৌকা

আমার মার্কা কী?

নৌকা

খালি নিজেরা ভোট দিলে হবে না। আশেপাশের লোক নিয়ে আইসা ভোট দিতে হবে। দেবেন তো ঠিকমত ভোট? দুনিয়াকে দেখাতে হবে—আমরা সাড়ে সাত কোটি লোক এক সাথে আছি। দেখাতে পারবেন?

আসসালামু আলাইকুম ।

খোদা হাফেজ ।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জের ভাই ও বোনেরা, এই রৌদ্রের মধ্যে অনেক দূর থেকে আপনারা এসেছেন আমাকে দেখবার জন্য। সেজন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাই ও বোনেরা আমার, আমার বন্ধু, আমার সহকর্মী আবদুস সামাদ সাহেব বক্তৃতা করেছেন, আমার সহকর্মী, আমার বন্ধু জেনারেল ওসমানী সাহেব বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা করার কী আছে আমি জানি না। আপনারা সব জানেন, সব বুঝেন। আমাদের দুর্ভাগ্য ছিল—পঁচিশটি বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানী বর্বর শোষকরা আমার বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দুইশত বৎসর পর্যন্ত ইংরেজরা এই বাংলার সম্পদ লুট করে নেয়। কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরে পাকিস্তানী শোষকরা না হলেও তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাংলা থেকে লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বারবার আমরা যুদ্ধ করেছি। মোকাবেলা করেছি। বারবার আমাদের কারাবরণ করতে হয়েছে। অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। বাংলার মাটিতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। সেই যুদ্ধ আপনারা জানেন পঁচিশ মার্চ তারিখে শুরু হয়। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী অস্ত্র নিয়ে, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী বিদেশী অস্ত্র নিয়ে আমার বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হত্যা করে তিন লক্ষ এ দেশের জনসাধারণকে। তারা ধ্বংস করে রাস্তাঘাট। তারা করে মায়ের বুক খালি । আজও মা কাঁদে, আজও বাপ কাঁদে, আজও ভাই কাঁদে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজও রাস্তায় রাস্তায়। দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা। সেদিন আমার এক কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, অনাথ দুধের বাচ্চাদের হত্যা করা হয়, সেদিন যদি শ্রীমতী গান্ধী আর ভারতের জনসাধারণ আমার লোকরে স্থান না দিতো,

খাবার না দিতো, আমার এক কোটি লোক না খেয়ে শৃগাল কুকুরের মতো মারা যেত। আমার মুক্তিযোদ্ধারা যখন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেদিন যদি ভারতের জনসাধারণ আমাদের সহযোগিতা না করতো বাংলার মানুষ গোলাম হয়ে যেত। স্বাধীনতার পরে আপনাদের কথা আমার বলতে হয়। আমাকে যখন বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে নিয়ে যায়, যখন আমাকে ফাঁসি দেওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলে, শ্রীমতী গান্ধী এবং বরেণ্য অন্য নেতারা দুনিয়ায় দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে আমার মুক্তির দাবি করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তিরানব্বই হাজার পাঞ্জাবিকে এখানে আত্মসমর্পণ করতে যদি বাধ্য না করতো, তাহলে বোধ হয় আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারতাম না। আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, মা-বোনেরা আমার জন্য রোজা রেখেছে, মসজিদে মন্দিরে দোয়া হয়েছে, যার জন্য আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি। ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষ ডুবিয়ে দিয়েছে, রেললাইন ভেঙ্গে দিয়েছে, যুবকদের হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছে। কী করবো? কোথায় পাবো? আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। হাজার হাজার অস্ত্র গ্রামের মধ্যে ছিল। আমি ধন্যবাদ দিই বাংলার মুক্তযোদ্ধাদের । তাদের যখন বললাম—তোমরা অস্ত্রসমর্পণ করো, যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা অস্ত্র সমর্পণ করলো। যারা ভুয়া তারা কিছু কিছু অস্ত্র রেখে বাংলার কেয়ামত সৃষ্টি করলো। তারা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না, অত্যাচার করে। পুলিশদের কাপড় ছিল না। রক্ষীবাহিনী তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের হত্যা করেছে। ফ্যাক্টরি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিদেশ থেকে ঘোষণা করা হলো, পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি লোক না খেয়ে ক্ষিধার জ্বালায় মারা যাবে। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আপনাদের দোয়ায়, আপনাদের আশীর্বাদে আমরা চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম বিদেশ থেকে খাবার আনার জন্য। জাহাজ নাই, রেললাইন ভাঙ্গা, বাস নাই, ট্রাক নাই। কী করে খাবার পৌঁছাবো? যেদিন ভারত আমাকে দুই কোটি মণের উপরে খাবার দিয়ে সাহায্য করলো, দুনিয়ার অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র আমাকে খাবার দিল। সাত কোটি মণের উপরে খাবার বাংলার মাটিতে পৌছানো হলো। গ্রামে গ্রামে পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম। বৈদেশিক মুদ্রা এক পয়সা রেখে যায় নাই । কী দিয়ে কাপড় কিনবো? কী দিয়ে আমি তেল কিনবো? কী দিয়ে আমি অন্যান্য জিনিসপত্র কিনবো? কোথায় টাকা? কে দেবে? কোথায় পাবো? বন্ধুরাষ্ট্ররা আমাকে সাহায্য করলো। তাই নিয়ে কিছু কিছু আনা হলো।... ৩০ কোটি টাকা দেয়া হলো, তাগাবি লোন দেয়া হলো। কোথায় পাওয়া যাবে?

খাজনা মাফ করে দিলাম। বকেয়া খাজনার সুদসহ পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হলো। কোথায় পাওয়া যাবে? স্কুল-কলেজ ভাঙা। কলেজের ছাত্ররা লেখাপড়া করতে পারে না। বই নাই, কলেজগুলোর অবস্থা তাই। স্কুলগুলোর অবস্থা তাই । গরিব কর্মচারী বাঁচতে পারে না। কী করা যাবে? তাদের বেতন বাড়াতে হলো। তারপরও যদ্দূর পারা যায় চেষ্টা করা হয়েছে। যত লোক মারা গেছে—কী করা যাবে? শহীদ হয়ে গেছে। তাদের ফ্যামিলি না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। দুই হাজার টাকা পর্যন্ত মাথা পিছু করে পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছি। অন্ধ হয়ে গেছে আমার মুক্তিযোদ্ধা, পা ভেঙে গেছে আমার মুক্তিযোদ্ধার, তাদের জন্য কী করা যাবে? তারা দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রামে সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। আমাদের মুক্তিফোর্স ট্রাস্ট করতে হলো। চার কোটি, পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে। কোথা থেকে আসবে? ট্যাক্স কোথায়? খাজনা কোথায়? কীভাবে আসবে? চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম। অত্রাধিক পরিশ্রম করার জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম।... আমি দুই মাস অসুস্থ রইলাম। ষোল ঘণ্টা, আঠারো ঘণ্টা করে আমার সহকর্মীরা কাজ করতে আরম্ভ করলো। কারণ, বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হবে। নমরুদ ফেরাউনের দল শুধু যে বাংলার মাটি থেকে চলে গেছে তা নয়, যাবার বেলায় ইচ্ছা করে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে। হত্যা করেছে আমার বুদ্ধিজীবীদের। আপনারা জানেন না, যুদ্ধে পরাজিত হবার তিনদিন আগে বড়ো বড়ো শহরে কার্ফু দিয়া আমার ভালো ভালো ডাক্তার, ভালো ভালো প্রফেসার, ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ভালো সাইনটিস্ট হত্যা করলো। দুনিয়ায় কোথাও দেখা যায় না। পাকিস্ত ানের মতো এতো অমানুষ দুনিয়ায় পয়দা হয় নাই। হিটলার, মুসোলিনী দেখলে লজ্জা পেত । ভাইয়েরা আমার—এখনও আমার তিন লক্ষ, চার লক্ষ বাঙালিকে আটকিয়ে রেখেছে। তাদেরকে ছাড়ছে না। খেলছে। দেখা যাক, সেদিন যখন পারো নাই ভুট্টো সাহেব, এখনও পারবে না। বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় ফিরে আসবে একদিন। তবে কষ্ট হবে। দেরী হবে। দিতে তোমাদের হবে—এই সম্বন্ধে সন্দেহ আমার নাই ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, ৯৭টা, ৯৮টা দেশ বাংলাদেশকে রিকনিশন দিয়েছে। এর মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এর মধ্যে ভোটও দিয়েছি। এর মধ্যে রাস্তা করা আরম্ভ করেছি। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, পয়সা পাও কোথা থেকে? আমি বলি, পয়সা আনছি। বিদেশ থেকে আনছি। বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য করছে। কয়লা আনতে হবে, তেল আনতে হবে, পেট্রোল আনতে হবে। সবই কিনতে

হবে। কারণ পঁচিশ বৎসরে বাংলায় তো কিছুই করে নাই, ঐ জায়গাতে মাল নিয়ে আসে—দোকানে বিক্রি করি, পশ্চিম পাকিস্তানে পয়সা নিয়ে গেছে। যার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম । শতকরা আশি ভাগ কাপড় আমার বিদেশ থেকে কিনে আনতে হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য। কোথায় পাবো? কে দেবে? ভাইয়েরা আমার, আনতে হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য। কোথায় পাবো? কে দেবে? ভাইয়েরা আমার, একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে যারা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের লজ্জা করা উচিত।... নিমকহারামির সীমা থাকা দরকার। আমি বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র, পাশাপাশি দুই ভাই বাস করবো। কারো সঙ্গে কারো শত্রুতা নাই। কারো ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবো না । এই তো নীতি ।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আমি চাই—আপনাদের কাজ করতে হবে। ফসল উৎপাদন করতে হবে। বিদেশ থেকে এক বৎসরে—শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনারা— মাত্র জানুয়ারি মাস আমাকে সোয়াশো কোটি টাকার খাবার কিনতে হয়েছে। সোয়াশো কোটি টাকার বৈদিশিক মুদ্রায় কিনতে হবে। কোথায় পাবেন? গত বৎসর আমাকে সাতাইশ লক্ষ টন, মানে সাড়ে সাত কোটি মণ আট কোটি মণ খাবার আনতে হয়েছে। এ বৎসরেও আমাকে না হলে পাঁচ-ছয় কোটি মণ খাবার কিনতে হবে। বন্যা হয়ে নদী মরে গেছে । পঁচিশ বৎসরে সৎকার হয় নাই। রাস্তা ভেঙে গেছে, পঁচিশ বছরে কিছুই হয় নাই। আল্লাহ্ কিসের মতো—কী বলবো দুঃখের কথা? সব কপালে এসে এই হতভাগা মুজিবুর রহমানের কপালে জোটে। এক হয়ে কাজ করতে হবে, গরিব দুঃখীকে বাঁচাতে হবে। আজকে শাসনতন্ত্র দিয়েছি চারটি স্তম্ভের উপরে। এর বিরুদ্ধে কথা বলা চলবে না। এটা আমার জাতের চারটি স্তম্ভ। এটা হলো আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদ—বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার কৃষ্টি, বাংলা আমার সভ্যতা, যার ওপর ভিত্তি করে এই দেশ স্বাধীন করেছে। আমরা রক্ত দিয়েছি। গণতন্ত্র আমরা দিয়েছি। দেশের মানুষ ভোট দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাই দেশ চালাবে । কোনোও একনায়কতন্ত্র এই বাংলাদেশে হতে পারবে না। আজ আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই—যেখানে ভুঁড়িওয়ালারা আর বাংলার গরিবদের লুট করে খেতে না পারে। শাসনতন্ত্রে এই আইন পাস করে দেয়া হয়েছে এবং শোষণহীন সমাজ হবে যেখানে সুষম বণ্টন হবে। তারপরে ধর্মনিরপেক্ষতা। মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্মকর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্মকর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান তার ধর্মকর্ম পালন করবে, বৌদ্ধ

তার ধর্ম কর্ম পালন করবে। কেউ বাধা দিতে পারবে না। ধর্মের নামে ব্যবসা বাংলার মাটিতে আর হবে না । এটা নিশ্চিত থাকা দরকার ।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, পাকিস্তানীরা ইসলাম করে আমার দুই লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই—এতো বড়ো জঘন্য মানুষ দুনিয়ায় কোথাও পয়দা হয় নাই। ভোট দিয়েছি। আমার আমি সুনামগঞ্জে এসে বড়ো দুঃখ পেলাম । যারা আজ দলে ছিল—নমিনেশন পায়নি, ওয়াদা করেছে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। যে পার্টির ওয়াদা আমার ওয়াদার কাছে ওয়াদা করে, ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে, সে কেমন করে দেশের মঙ্গল করবে? ভোট আমি গতবার চেয়েছিলাম, আপনারা নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন । পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি চাই নাই। কারণ, চাই নাই এই জন্য। জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফেরত দাও। এটাই হলো আমার জীবনের সংগ্রাম। জনগণকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। জনগণ যাকে ভোট দেবে তারাই আজ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যদি ভালো কাজ না করে, পাঁচ বৎসর পর তাদের তাড়িয়ে দিয়ে অন্য দলকে বসানো হবে। এটাই তো হবে গণতন্ত্র । এটাই হবে মানুষের মূল কথা। আমি আপনাদের ভোট চেয়েছি। আপনারা ৭ই মার্চ তারিখে ভোট দেবেন। আমার ভোট চাইতে হয়—আমার লজ্জা করে। কেন আমি ভোট চাবো বাংলার মানুষের কাছে? ক্ষমতা অর্জনে আমি বিশ্বাস করি না । ক্ষমতায় তো অনেক আগে হতে থাকতে পারতাম । আমাকে তো ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খান সবাই প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আমি তো প্রধানমন্ত্রীর গদি নেবার চাই নাই। আমি তো ফাঁসির কাষ্ঠের দড়ি নিয়েছিলাম বাংলার মানুষের জন্য। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আমি জানি। এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আপনারা সুখে বাস করবেন। পাশাপাশি বাস করবেন। ভাই ভাই বাস করবেন। কোনোও মতে যেন সাম্প্রদায়িকতা বাংলার মাটিতে আর না হয়। তাহলে আমি হার্টফেল করে মারা যাবো। কারণ, জীবন ভরে আমি সংগ্রাম করেছি মানুষের মঙ্গলের জন্য। মুসলমান ভাইয়েরা, আল্লাহ্ কিন্তু রাব্বুল আল আমিন, আল্লাহ্ কিন্তু রাব্বুল মোত্তেকিন। সমস্ত মানুষের সে খোদা। কোনোও সম্প্রদায়ের সে খোদা নয়। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, সাম্প্রদায়িকতার বীজ যেন বাংলার মাটিতে কেউ বপন না করে। তাহলে ত্রিশ লক্ষ যে শহীদ হয়েছে ওদের আত্মা শান্তি পাবে না। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমন কষ্টকর। ঐ যে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে গেছে তাদের মা আজও কাঁদে। তাদের স্বামী

আজও কাঁদে। আজ বিধবা বোন এখনও কাঁদে। তারা আর দুনিয়ায় ফিরে আসবে না। তারা আর দেখবে না—আত্মীয়স্বজনকে দেখবে না যে। সোনার বাংলার জন্য তারা সংগ্রাম করেছিল, তা দেখবে না। কেন জীবন দিয়েছিল? জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে সুখী করবার জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে পেট ভরে ভাত খাওয়ানোর জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে সুখে-শান্তিতে বাস করানোর জন্য। এই জন্য তারা জীবন দিয়েছিল। ওদের আত্মা শান্তি পাবে না যে পর্যন্ত না আমার বাংলাদেশের মানুষ সুখে বাস করেন, শান্তিতে বাস করেন। আমি শুধু তাই চাই। আমি চাই সোনার বাংলা, আমার সোনার মানুষ আর আমার সোনার বাংলা, সোনার মানুষ। সোনার মানুষ যেন সোনার বাংলায় পয়দা হয়। সোনার মানুষ না হলে সোনার বাংলা আমি গড়তে পারবো না। আমার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। ক্ষমতার মোহে যেন মানুষ পাগল না হয়ে যায়। মানুষকে যেন মানুষ ভালোবাসে এবং মানুষের ভালোবাসার মতো অতো বড়ো জিনিস আর দুনিয়ায় কিছুই হয় না। যেখানে আমি যাই, লক্ষ লক্ষ মানুষ... কেন আমাকে এরা ভালোবাসে? আমি কী করেছি এদের জন্য? কী করতে পারবো এদের জন্য? আমি শুধু এইটুকু ভাবি, মরার আগে যেন দেখতে পারি আমার সোনার বাংলায় সোনার বাংলা হয়েছে। আমার মানুষ সুখী হয়েছে। মানুষ অত্যাচার- অবিচারের হাত থেকে বেঁচেছে। আমার মানুষকে নিয়ে শোষণহীন সমাজ হয়েছে। আমার সম্পদ নমিনেশন বা বণ্টন হচ্ছে, আমার সোনার ছেলেরা যেন মানুষের মতো গর্ব করে দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে—এইটুকু দেখে যেন মরতে পারি। এর বেশি কিছু চাই না। ভাইয়েরা-বোনেরা, আমি নমিনেশন দিয়েছি। ইলেকশনে দাঁড়াতে হয়—এ জন্য পার্টি নমিনেশন দিয়েছে। সকলকে আপনারা চেনেন। সামাদ সাহেবকে চেনেন, সকলকে আপনারা চেনেন। আমি আজকে শুনে খুশি হলাম যে শহীদ সাহেবকে চেনেন, সামাদ সাহেব যে শুধু সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে তা নয়, আমার জেনারেল ওসমান গণিও যে সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা আমি জানতাম না আগে। মাটি ভালো—ভালো ফসল হয়। আমি এই কথা বলি না যে ভালো ফসল হয়। পরগাছাও বেশি হয়। মাঝে মাঝে উঠাতে হয়। কারণ দু-একটা পরগাছা বাংলা থেকে বেরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর সঙ্গে মন্ত্রিত্ব করে আমার চার লক্ষ বাঙালিকে অত্যাচার করছে, তাদের একজনের বাড়ি এই সুনামগঞ্জে। মাটি যেমন সুন্দর—সোনার ফসল যেমন

হয়, পরগাছাও বেশি হয়। তবে মেহেরবানি করে পরগাছাগুলোকে—যা দু-একটা আরো আছে, তুলে ফেলে দিলে বাংলাতে ভালো ফসল হবে। ভালো মানুষ হবে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আমি শুধু একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাই—আপনাদের আমার ওপর আস্থা আছে কিনা? আর নৌকায় আপনারা ভোট দেবেন কি দেবেন না? আপনারা হাত তুলে আমাকে দেখায় দেন ।

শুধু ভোট চাই না। এই থামো। এই বাচ্চারা থামো। খালি ভোট চাই না। আমাদের যা যেখানে আছে তাদের নিয়ে আইসা বাক্সে ভোট দিতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে বাঙালি আমরা—এক ।

জয় বাংলা আরও জোরে কইতে হবে।

জয় বাংলা

জয় বাংলা

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ ।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

গোপন হত্যা দেশের মঙ্গল বয়ে আনে না

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার, আপনাকে এবং জনাব বায়তুল্লাহ্ সাহেবকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আপনাকে এবং ডেপুটি স্পীকার সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ।

আপনারা দুজনই দেশের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আপনাদের ত্যাগের কথা জনসাধারণ জানে । আমি নতুন করে সে কথা আলোচনা করতে চাই না ।

যখন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়, তখন আপনি স্পীকার ছিলেন এবং জনাব বায়তুল্লাহ সাহেব ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। আপনারা সুষ্ঠুভাবে গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করেছেন। আমাদের দেশের কাছে একটা সংবিধান দিতে পেরেছি, সেজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না ।

আপনার কর্তব্যপালনে সংসদের সদস্যবৃন্দ সব সময় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমি আশা করব, যে ট্র্যাডিশন পার্লামেন্টারী সিসটেমে আছে, আপনি সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরপেক্ষভাবে আপনার কার্য পরিচালনা করবেন। আমাদের কাছ থেকে আপনি সাহায্য ও সহযোগিতা পাবেন ।

এই সংসদের মর্যাদা যাতে রক্ষা পায়, সেদিকে আপনি খেয়াল রাখবেন, কারণ আমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি সে ইতিহাসে যেন খুঁত না থাকে। দুনিয়ার পার্লামেন্টারী কনভেনশনে যে সব নীতিমালা আছে, সেগুলো আমরা মেনে চলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে যেন এমন একটি Parliamentary procedure

follow করতে পারি, যাতে দুনিয়া আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বলতে চাই যে, আপনাকে এক দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়, অন্য কোন দল এ্যাসেম্বলীতে আসতে পারেনি। সেজন্য আমি দুঃখীত। কিন্তু জোর করে জনসাধারণকে বলতে পারি না "ভোট দাও"। অন্য দল ভোট না পেলে আমার কিছু বলার নেই । আপনি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত স্পীকার ।

এখানে কোন দল বা মতের নয়—এখানে এই দেখব যে, প্রত্যেক সদস্য যেন যাঁর যে অধিকার আছে, সে অধিকার ব্যবহার করতে পারেন। সেদিকে আপনিও খেয়াল রাখবেন বলে আমি আশা পোষণ করি। এ সম্পর্কে আপনি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন ।

Parliamentary tradition পুরোপুরিভাবে follow করতে আমরা চেষ্টা করব ।

আমি আপনার সহকর্মী ডেপুটি স্পীকার জনাব বায়তুল্লাহ সাহেবকেও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ।

শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা

জনাব স্পীকার : "এই সংসদ গভীর শোক ও সমবেদনার সহিত প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন গণপরিষদ-সদস্য জনাব আবদুর রব (বগা মিয়া) সাহেবের আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইহার একজন দেশপ্রেমিক, একনিষ্ঠ সমাজকর্মী, জনদরদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃতি সন্তানকে হারাইয়াছে। এই সংসদ মরহুমের আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, বড়োই দুঃখের সঙ্গে আজ শোক প্রস্তাব শ্রবণ করছি। সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সত্যই খুব কষ্ট হয় ।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মরহুম আবদুর রব (বগা মিয়া) যে সংগ্রাম এবং কষ্ট

স্বীকার করেছেন, তার নজির মেলে না। তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করেছেন, সে কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই আমার মনে পড়ে ।

বড়োই দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয়, তদানীন্তন পাকিস্তানে যখন বিরোধী দল সৃষ্টি করি, তখন বগা মিয়া এগিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেকটি গণআন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।

গত স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তথাপি তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এক আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আমি নাটোর থেকে পাবনা গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম—তাঁর লাশ দেখে মনে হল, তিনি হাসছেন। তাঁকে ভাল না বাসে এমন কোন লোক নাই। দলমত-নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাঁকে ভালবাসত। পাবনা জেলায় প্রত্যেকটি লোক তাঁকে ভালবাসত। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের খাওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কোন সময় তা দেখতেন না। যা কিছু উপার্জন করতেন, দুই হাতে বিলিয়ে দিতেন। এই রকম নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের নজির আমরা দেখি না ।

তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমার কাছে এমন কিছু নাই যে, তাঁর ছেলেমেয়েকে সান্ত্বনা দেব ।

আমি বক্তব্য পেশ করার সময় বারবার শুধু 'বগা মিয়া' বলেছি কারণ, দেশের লোক তাঁকে 'বগা মিয়া' বলেই জানত ।

আমি শুধু বলতে পারি যে, মানুষকে জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে হয় এবং অনেক কিছুই সহ্য করে নিতে হয়। খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার নাই আমার । সেজন্য আমি আমার সহকর্মী নির্বাচিত সদস্যদের বলব—এই সংসদে যখন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়, তখন তিনি সদস্য ছিলেন। এবং যে শাসনতন্ত্র এ দেশ পেয়েছে, সে শাসনতন্ত্র যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন চলবে এ দেশে ।

তাই আজ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করছি বগা মিয়ার কথা। আমি তার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের নিকট সকলের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

তারপর আমি স্মরণ করছি মরহুম সওগাতুল আলম সগীরের কথা। তাঁকে আমি ছোটকাল থেকেই জানতাম। ছাত্রজীবন থেকে তিনি ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ

কর্মী হিসাবে রাজনীতি শুরু করেন। তারপর সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে যে ৬ দফা আন্দোলন হয়েছিল, সওগাতুল আলম ছিলেন তার অন্যতম কর্মী।

বড়োই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, জনাব স্পীকার সাহেব, নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি রাত্রিতে যখন মিটিং করে বাড়িতে ফিরছিলেন, তখন পিছন থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের বহু কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত ১৩২ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে রাতের অন্ধকারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা এঁদের হত্যা করেছে।

মরহুম সওগাতুল আলম যেভাবে দেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন, গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে কাজ করেছেন, তা খুবই প্রশংসনীয় ।

তিনি কতবার যে আমার কাছে এসেছিলেন এবং দুইবার তাঁর এলাকাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যতবারই তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের জন্য একবারও এসেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। আজ আমার গ্রামের রাস্তা নেই, স্কুল নেই; কাল কলেজ নেই; গ্রামের লোকদের জন্য রিলিফ চাই, সাহায্য চাই—ইত্যাদি ছিল আমার কাছে তাঁর চাওয়া ।

দেশের মানুষকে তিনি যে ভালবাসতেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর নির্মম হাতিয়ার তাঁর জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে।

আমি আশা করি, এই শোক-প্রস্তাব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটি থেকে যেন এই গোপন হত্যা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, গোপন হত্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কোনদিন হতে পারে না। দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম কোন নজির নাই। গোপন হত্যা করে কোনদিন দেশের মঙ্গল করা যায় না। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে গেলে নিজেরাই নিজেদের বিপদ টেনে আনবেন। দুষ্কৃতকারী যারা আছে, তারা যেন নিশ্চিতভাবে এ কথা জেনে রাখে ।

জনাব স্পীকার, বাংলার মাটিতে অন্যায়ভাবে যে সব দুর্ঘটনা ঘটছে, জনগণের সহযোগিতায় বর্তমান সরকার তাদের শায়েস্তা করবেই। দরকার হলে এমন আঘাত করবে যাতে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই পরিষদের যে সব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যে সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে

পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করেছে, যেমন তদানীন্তন পরিষদের যশোর থেকে নির্বাচিত মশিউর রহমান সাহেব, কিন্তু সেটাতে তেমন দুঃখ হয় না; কিন্তু জনাব স্পীকার সাহেব, গুপ্তভাবে রাতের অন্ধকারে দেশের যে সব নিঃস্বার্থ কর্মীকে জীবন দিতে হচ্ছে, তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না ।

মশিউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালে পাক সামরিক বাহিনী প্রথমে প্রহার করে, তারপর তাদের গাড়ির পিছনে বেঁধে ৫০ মাইল পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে হত্যা করেছে। তাঁর সমস্ত শরীরের মাংস খুলে গিয়েছিল। এছাড়া আওয়ামী লীগের আরও অনেক কর্মী তাদের যন্ত্রণার শিকার হয়েছিল। চট্টগ্রামে আমার সহকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।

সেজন্য আমি এ শোক-প্রস্তাবের পরে বলতে চাই যে, যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, স্বাধীনতা-যুদ্ধ করেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং এ ধরনের জীবন মানুষ যুগ যুগ ধরে দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এখন যে রাতের অন্ধকারে যেভাবে আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, এটা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীই সমর্থন করেন না ।

সেজন্য জনাব স্পীকার সাহেব, আমি তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার অন্তর থেকে সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমার বক্তব্য শেষ করব। শুধু এইটুকু বলব, তাঁদের আত্মা যেন শান্তি পায়। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

জনাব স্পীকার : এক্ষণে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন নীরবে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মরহুম জনাব সওগাতুল আলম ও জনাব আবদুর রবের আত্মার শান্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট মোনাজাত করেন ।

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩

সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, একটা point raise করা হয়েছে এখানে Opposition party সম্বন্ধে ।

এটা সত্য যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে Opposition party তে Opposition leader থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আতাউর রহমান খান সাহেব একলা এক দলের একজন, আর এক দলের একজন, আর কয়েক জন নির্দলীয় সদস্য আছেন। এই জন্য পাঁচ-সাত সদস্য নিয়ে তাঁরা এক জায়গায় বসতে চেয়েছিলেন। আমরা সেটা দিয়েছি।

কিন্তু এই পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে কোন Opposition leader হতে হলে কী প্রয়োজন, Parliamentary convention এর Rules-এ তা আছে, জনাব স্পীকার সাহেব। কারণ, Parliamentary convention বলে দুনিয়ায় যে একটা জিনিস আছে, সেটা আমাদের বোঝা এবং জানা দরকার। সেখানে opposition leader হতে হলে যে সংখ্যার প্রয়োজন, সেই সংখ্যা এখানে নাই। সেই সংখ্যার বাইরে এমন opposition group করতে হলে যে সংখ্যা দরকার, সেটাও এখানে নাই ।

Opposition party করতে হলে ২৫ জনের কমে হয় না এবং সেই সংখ্যা যদি তাঁরা রাখতে পারতেন, তা হলে আমরা তাঁকে opposition leader হিসাবে গ্রহণ করতে পারতাম । যদি ১০ জন সদস্য বিরোধী হয়, তাহলে তাঁকে opposition grouping বলা হয়— Not the Party। এবং তার কমে opposition group হয় না।

কিন্তু এখানে আতাউর রহমান সাহেব আলাদা এক দলের একজন সদস্য আর অন্য দলের একজন, আর নির্দলীয় কয়েকজন—এই পাঁচজনকে নিয়ে কোন opposition group হয় না এবং আতাউর রহমান সাহেব তার নেতা হতে

পারেন না। পাঁচ-সাতজন সদস্য নিয়ে যে opposition গঠিত হবে, এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না ।

আপনারা আগামী নির্বাচনে এসে সংসদে কি opposition সৃষ্টি করেন, না position সৃষ্টি করেন, এতে আমাদের আপত্তি নাই। এই সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি থাকবে না, জনাব স্পীকার সাহেব।

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩

বাংলার মাটিতে ষড়যন্ত্র চলবে না

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম বৈঠক

শোক-প্রস্তাব

জনাব স্পীকার : এখন শোক-প্রস্তাব। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, জনাব এ. এফ. এম. নূরুল হক হাওলাদার (১৭ : ফরিদপুর-১৭) ৩০শে মে, বুধবার, দিবাগত রাত্রে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার অন্তর্গত সাথলা গ্রামে নিজ বাসভবনে জনৈক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন ।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এম.এ. পাস করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র আন্দোলনের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কার্যে ছাত্রকর্মীদের নেতৃত্বদান করেন। ১৯৬২ সালে তিনি তৎকালীন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তথাকথিত পাকিস্তানী সংবিধানের বিরোধিতা করায় মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী যখন কারারুদ্ধ হন, তখন তাঁকে মুক্ত করবার আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়েন ।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ।

ছাত্রদের ১১-দফার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান করায় তাঁকে একাধিক মামলায় জড়ানো হয় এবং ই.পি.আর. বাহিনীর হাতে অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

১৯৬৯ সালে তিনি ডিঙ্গামানিক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং নড়িয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হন এবং আওয়ামী লীগের সুপ্রীম

কাউন্সিলের অধিবেশনে কাউন্সিলার হিসাবে যোগদান করেন ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তিনি নির্বাচনী এলাকা ফরিদপুর-১৭ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন ।

জনাব হাওলাদার সাহেবের অকালমৃত্যুতে বাংলাদেশ তার একজন সংগ্রামী জননেতা এবং অক্লান্ত সমাজকর্মীকে হারাল ।

আমি আশা করি, এই সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন এবং অনুমোদনের পর প্রস্তাবের একটি অনুলিপি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট প্রেরণ করা যেতে পারে :

"এই সংসদ গভীর দুঃখ ও সমবেদনার সহিত প্রস্তাব করিতেছে যে, জাতীয় সংসদ- সদস্য জনাব এ. এফ. এম. নূরুল হক হাওলাদারের অকালমৃত্যুতে বাংলাদেশ ইহার একজন সুসন্তান, অক্লান্ত সমাজকর্মী এবং সংগ্রামী ও জনপ্রিয় নেতা হারাইয়াছে। এই সংসদ মরহুমের আত্মার সদগতি কামনা করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, এই অধিবেশনে বসার আগে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের কয়েকজন সহকর্মীকে আমরা হারিয়েছি। আজ নূরুল হককে হারালাম। তিনি যুবক ছিলেন। নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। আমি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতাম, অত্যন্ত ভালবাসতাম—নিঃস্বার্থ কর্মী বলে।

এম.এ. পাস করে সাধারণত মানুষ শহরমুখো হয়ে যায়। নূরুল হক কিন্তু শহরমুখো হননি, শহরে থাকেননি—গ্রামেই থাকতেন, গ্রামের লোককে ভালবাসতেন, গ্রামের মানুষের পাশে-পাশে থাকতেন, অধিকাংশ মানুষের কাছে কাছে থেকে তাদের দুঃখকষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। শহর ছেড়ে গ্রামে থাকা একটা বড়ো জিনিস। গ্রামের মানুষের খোঁজখবর তিনি নিতেন ।

তার প্রমাণ পাই, নিহত হওয়ার পরে যখন এই খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন হাজার- হাজার লোক মরহুম নূরুল হকের লাশ দেখতে আসে। গ্রামের সমস্ত মানুষ খুনীকে খুঁজতে আরম্ভ করে দেয়। সমস্ত থানা-এলাকা খুঁজে একটা

ঘরের মাচানে তারা দুইজন পলাতকের সন্ধান পায়। তাদেরকে সন্ধান করে সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ হত্যাকারী সন্দেহে খুঁজে বাহির করে নেয়। ক্রুদ্ধ জনসাধারণ তাদেরকে মারধর করে বলেও জানা যায়। পুলিশ অনেক চেষ্টা করে যখন তাদের উদ্ধার করে, তখন তারা অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল। তারা মারা যাওয়ার আগে স্বীকার করে যে, তারা হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সরকারের পক্ষে এতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। আমরা খোঁজ করতে চেয়েছিলাম, এর পিছনে কী ষড়যন্ত্র আছে ।

বিদেশীদের পয়সা খেয়ে কিছু লোক এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা জানে না, কোন দেশে কোন যুগে রাতের অন্ধকারে দুই-একজনকে হত্যা করে কোন সরকারের পতন ঘটানো যায় না, দেশের মধ্যে বিপ্লব আনা যায় না। চোর-ডাকাতরাই এই ধরনের কাজ করে।

আমাদের দেশে কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে, একজন-দুইজনকে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করা যাবে, দেশের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

আমরা আমাদের নীতির জন্য বহু লোককে হারিয়েছি। লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতা- সংগ্রামে জীবন দিয়েছে। অনেকে অনেকভাবে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন—অনেকদিন পর্যন্ত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম করে স্বাধীনতা এনেছে। তাই আমরা, যারা এই সংসদে সদস্য হিসাবে যোগদান করেছি, যারা মাতৃভূমিকে ভালবাসি, বাংলাদেশকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি যে, দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সংসদের সদস্য আমরা যারা এখানে আছি, তারা সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে প্রস্তুত নই ।

আমি জানি, নূরুল হকের মৃত্যুর খবর শুনে হাজার হাজার লোক ছুটে এসেছে। নূরুল হক আমাদের একজন সহকর্মী ছিলেন, একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন, গ্রামের লোকের একজন সত্যিকার বন্ধু-লোক ছিলেন, একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ।

আমি বলতে চাই যে, এ দেশে সরকার আছে, এ দেশে জনসাধারণ আছে। বাংলাদেশ বিরাট জায়গা নয়—অপরাধীকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব। বিদেশের পয়সায় যারা এসব অন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাদের আমরা

উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারব।

এই হত্যা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা আমার সহকর্মী আছে এবং আপনিও আমার বাইশ বছরের সহকর্মী, জনাব স্পীকার—আপনারা সবাই জানেন, আমি অন্যায়ের কাছে কোনদিনই মাথা নত করতে শিখি নি। জেল, জুলুম বা ফাঁসিকে কোনদিনই ডরাই নি। মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি ।

তাই বাংলার স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণকে যদি আবার ডাক দেওয়ার দরকার হয়, তাহলে আমি সে ডাক অবশ্যই দেব। এতে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, বাংলার মানুষ আমার ডাকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাংলার মাটি থেকে এসব দৃষ্কৃতকারীকে সমূলে উৎখাত করতে হবে।

জনাব স্পীকার, অনেকে বলে, সরকার নরম, 'বঙ্গবন্ধু, কঠোর হও'। বঙ্গবন্ধু কঠোর হতে জানে ।

তারাই দেশের মধ্যে বিদেশের পয়সায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করে নি এবং আজ স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, যারা সম্মুখ-সমরে মোকাবেলা করতে পারে না, তারাই রাত্রির অন্ধকারে চোর-ডাকাতের ন্যায় অন্যকে গুলি করে হত্যা করে।

নূরুল হক যখন ঘরে বসে কথা বলছিলেন, তখন জানালা দিয়ে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এটা কাপুরুষের কাজ। আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষ এটা করতে পারে না । যারা রাজনীতি করে, তারা এটা করতে পারে না। কোন শিক্ষিত লোক এটা করতে পারে না। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, তাঁরাও এটা করতে পারেন না। এই হত্যাকাণ্ড যে অত্যন্ত দুঃখজনক, তা অবশ্যই বলতে হবে।

আমার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, সরকার কী ব্যবস্থা করেছে? আমরা যাতে এ সমস্ত দুষ্কৃতকারীকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করতে পারি, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করব। জনাব স্পীকার সাহেব, জনগণের সাহায্য নিয়ে নিশ্চয়ই তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করা হবে ।

আজকে তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই রাস্তা বড়োই

খারাপ রাস্তা। এই রাস্তা অনুসরণ করা কারও পক্ষে উচিত নয় ।

পরলোকগত জনাব নূরুল হকের যুবতী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার নাই । তাঁর বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার নাই। আমি ঐ গ্রামের লোককে চিনি এবং তারাও আমাকে চেনে। আমি ওদের বাড়িতেও গিয়েছি। কী দিয়ে আমি তাদের সান্ত্বনা দেব? আমি এ কথাই এখানে বলতে চাই যে, তাঁর রক্ত যেন বৃথা না যায়—এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

আমি আবার বলব, এটাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জন যেন বৃথা না যায় ।

এই বলে, আপনি সংসদের সামনে যে শোক-প্রস্তাব এনেছেন, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ!

জনাব স্পীকার : এক্ষণে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন নীরবে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মরহুম জনাব এ. এফ. এম. নূরুল হক হাওলাদারের আত্মার শান্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট মোনাজাত করেন ।

[সদস্যগণ কর্তৃক দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন ও প্রার্থনা]

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে, ২ জুন ১৯৭৩

ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জয় করা

আমার দেশ এবং আমার উদ্দেশ্যে আপনারা যে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন এজন্য আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের অতুলনীয় আতিথেয়তায় আমি অভিভূত। আমার জাপান অবস্থানের প্রথম সন্ধ্যাতেই বাংলাদেশের এত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এত সম্মানিত বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে পেয়ে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। মি. প্রেসিডেন্ট, আমার জাপানী বন্ধুরা, বাংলাদেশের জন্য যা কিছু করেছেন, আজ এখানে আমার সরকার এবং দেশের পক্ষ থেকে তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আপনারা যে সাহায্য এবং সহায়তা দিয়েছেন, তা ছিল আমাদের শক্তির উৎস। আপনাদের দেওয়া সেই সাহায্য সহানুভূতি, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের জনগণ এবং তার সমস্যা সম্পর্কে জাপানের জনগণ ভালোভাবেই জানেন। তাই, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা সমবেতভাবে বিভিন্ন মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আপনাদের এসব মহান কার্যক্রম দুদেশের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে। আর এই বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হচ্ছে আমাদের দুদেশের সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য ।

মি. প্রেসিডেন্ট, গত বছর বাংলাদেশ সফরে গিয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সম্মানিত করেছেন। স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে আপনি স্বচক্ষে আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানতে গিয়েছেন। এতে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনার সহানুভূতি কত গভীর তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এবং আমার ডেলিগেশনের সদস্যরা এতদিন ধরে আপনাদের এই মনোরম দেশ দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কারণ, এর মাধ্যমে আমরা

মহামান্য সম্রাটের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারব এবং একই সঙ্গে মহাসম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পারব। একই সঙ্গে দেখতে পারব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাপানের জনগণের অভূতপূর্ব সাফল্য। তাঁদের প্রতি জানাতে পারব আমাদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ।

জাপান এবং জাপানের জনগণের সম্পর্কে জানতে আমরা খুবই আগ্রহী। দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে দুদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হোক আমরা তা চাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং জাপানের অবস্থিতি হচ্ছে বিপরীত দুই প্রান্তে। আপনাদের দেশ যখন আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি তখন আমার দেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত। তবু বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ঐক্য রয়েছে। আমরা দুদেশই এশীয়। এশিয়াতে শান্তি, প্রগতি এবং স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আমাদের দুদেশের লক্ষ্যও এক। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের মতোই আমরা সমন্বিত নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। আবার ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতিগত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জাপানের জনগণের মতোই আমরা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। জনগণের মধ্যে এই ঐক্যবোধ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্যও আমরা উদগ্রীব। এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুদেশের এত সাদৃশ্যের জন্যই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই ।

আমার দেশের মানুষের কী অবস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই তা আপনি নিজে দেখে এসেছেন। আপনি দেখেছেন পাকিস্তানী শাসকদের ২৩ বছরের নির্দয় ঔপনিবেশিক শোষণ- বঞ্চনা আর অনাচারের ফলে এবং দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমার দেশের মানুষ কী দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আপনি দেখেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী বিপর্যয় এবং ধ্বংস নেমে এসেছে। আপনি এও দেখেছেন আমার দেশের মানুষ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কীভাবে বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে—চেষ্টা করছে শতাব্দীর পুরনো দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, ব্যাধি এবং বেকারত্বের অভিশাপ দূর করতে। এত সব সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়েও আমরা সব সময়েই একটা কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের জনগণের আন্তরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে আমাদেরকে প্রথমে এ ধরনের

একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। আমরা একটি সংবিধান রচনা করেছি এবং স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই সেই সংবিধান গ্রহণ করেছি। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী নতুন করে নির্বাচন সম্পন্ন করেছি। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেন সামাজিক ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলি দিতে না হয় আমরা তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থাও করেছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সংযুক্তি সম্পর্কে আমাদের জনগণের নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজকে আরো জটিল এবং কঠিন করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের মতো বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের সরকার এবং সে সব দেশের জনসাধারণ যখন আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের এ ধরনের কঠিন কাজ সম্পন্ন করার কাজে উত্তরোত্তর গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন আমরা উৎসাহ বোধ করি ।

আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বের ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুধা, ব্যাধি ও দারিদ্র্যকে জয় করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে একমাত্র তখনই শুধু একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা এবং শান্তির জন্য স্থায়ী একটি কাঠামো সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা দূরীকরণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, এই ক্ষেত্রে জাপান মহৎ এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমার

বিশ্বাস, আপনারা যাঁরা বাংলাদেশের মতো দেশের জনগণের কল্যাণার্থে মহৎ ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁরা সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উন্নত দেশগুলোর নীতি পরিবর্তনের ব্যাপারেও ভূমিকা নিতে পারেন।

মি. প্রেসিডেন্ট, শেষ করার আগে, জাপান এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সমঝোতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব সম্প্রসারণের জন্য আপনি এবং আপনার সমিতি যে মূল্যবান পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখিয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুদেশের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার জন্য আপনি আরো সার্থক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

মি. প্রেসিডেন্ট, মান্যবরবৃন্দ, ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ! মহামান্য সম্রাট

এবং সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্য সুখ, দীর্ঘায়ু ও জাপানের জনগণের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে উত্তরোত্তর গভীর সৌহার্দ্য কামনা করে আপনাদের স্বাস্থ্যপানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জাপান সফরকালে টোকিওতে জাপান-বাংলাদেশ সমিতি কর্তৃক এক সভায়, অক্টোবর ১৯৭৩

এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদের আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামীকাল ষোলই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস। আরও স্পষ্ট কথা—বিজয় দিবস। লাখো শহীদের রক্তমাখা এই দিন। লাখো মা-বোনের অশ্রুভেজা এই দিন। আবার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বপ্ন ও পরম আকাঙ্ক্ষার এই দিন। এইদিন আমরা পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সোনার বাংলার মানুষ বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে বড়ো পবিত্র, বড়ো বেশি গৌরব ও আবেগমণ্ডিত। এই দিন আমরা শ্রদ্ধা ও শোকের সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। আবার এই দিন আমরা আনন্দ-উৎসব করি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে। এই দিন এক যুদ্ধ শেষ আর এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। উনিশশ' একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি। এই একই দিনে আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়া বেশি কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরো বেশি আত্মত্যাগ, আরও বেশি ধৈর্য, আরও বেশি পরিশ্রম দরকার। স্বাধীনতার সংগ্রামে আরো বেশি সময় লাগার কথা, কিন্তু আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমতো নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচাইতে বড়ো কথা—সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি—ইনশাআল্লাহ্ কয়েক বছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

আমার সংগ্রামী বন্ধুরা,

আজ আপনাদের কাছে আমি হাজির হয়েছি বাণী দেওয়ার জন্যে নয়, ভাষণ দেওয়ার জন্যে নয়, হাজির হয়েছি মনের দুটো কথা বলা জন্যে। দু'বছর আগে

কী নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম? চারিদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, শহীদ বুদ্ধিজীবীর লাশ, বীরাঙ্গনা মা ও বোনের আর্ত হাহাকার, অচল কলকারখানা, থানা, আইন-আদালত, শূন্য ও বিধ্বস্ত, ব্যাংকে তালা, ট্রেজারী খালি, রেলের চাকা বন্ধ, রাস্তা ব্রিজ ধ্বংস, বিমান ও জাহাজ একখানাও নেই । যুদ্ধের জন্যে অনেক ক্ষেতে ফসল বোনা সম্ভব হয় নি, পাট ঘরে ওঠে নি, নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, বাস, লরী, ট্রাকের শতকরা সত্তর ভাগ হয় নষ্ট না হয় অচল। অনেকের হাতে তখন অস্ত্র। তাদের মধ্যে আছে বহু দুষ্কৃতিকারী। আমাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য ছিল না। পুলিশ ছিল না। জাতীয় সরকারের কাজ চালাবার মতো দক্ষ অফিসারও ছিল না। তখন পাকিস্তানে বন্দী কয়েক লাখ বাঙালি। ভারত থেকে ফিরে আসছে প্রায় এক কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু—যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করেছিল। তখনই দরকার এদের জন্যে রিলিফ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত বাঙালিকে বাঁচানোর জন্যে চাই অবিলম্বে খাদ্য । ঔষধ চাই, কাপড় চাই, চারদিকে এই চাই চাই আর নাই নাই এর মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু। ঊনিশশ' একাত্তর থেকে উনিশশ তিয়াত্তর সময় হিসাবে মাত্র দু'বছর। এই দু'বছরে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাই নাই, আজ তারও খতিয়ান এবং আত্মবিশ্লেষণের দিন। আমি বড়ো দাবি করি না। আমরা কোনো ভুল করি নাই বা কোনো কাজে ত্রুটি করি নাই—এমন কথা বলি না। শুধু অনুরোধ করবো—আপনাদের চারপাশে পৃথিবীর আরো অনেক দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমেরিকা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ। এই আমেরিকায়ও স্বাধীনতা লাভের পর দুই দুইটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজকের অবস্থায় পৌঁছতে আমেরিকার সময় লেগেছে প্রায় একশ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তুলতে ত্রিশ বৎসর প্রত্যেকটি মানুষকে একটানা কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। সোভিয়েট বিপ্লবের পর প্রথম পাঁচ বছরে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে অসংখ্য লোক। সমাজতন্ত্রের শত্রু অসংখ্য লোককে প্রাণদণ্ড দিতে হয়েছে। নয়া চীন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পঁচিশ বছর পরও এখনো খাদ্যে আত্মনির্ভর হয় নি। শ্রমিকদের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে এখনো চলছে গরিবী হটাও আন্দোলন ।

পৃথিবীর এই সব বড়ো বড়ো দেশের পাশাপাশি এই ছোট এবং গরিব বাংলাদেশের কথা বাঙালি হয়ে একবার ভেবে দেখুন। বিপ্লবের পর স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে যারা অভিযুক্ত হয়েছিল তাদেরও আমরা হত্যা করি না, ক্ষমা

করেছি। দুর্ভিক্ষে যাতে মানুষ না মরে তার চেষ্টা করেছি। ভিক্ষা করে হলেও বিদেশ থেকে খাদ্য এনেছি। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি ছিল। তবু পরনের কাপড় রোগের ঔষধ আমদানীর চেষ্টা করেছি। এক কোটি উদ্বাস্তুকে ছ'মাসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে যতটা সম্ভব রিলিফ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সবচাইতে কম সময়ে ভাঙ্গা রাস্তা, রেল-ব্রিজ মেরামত করা হয়েছে। পাকিস্তানীরা যে সারা ব্রীজ ও ভৈরব সেতু ভেঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা খতম করতে চেয়েছিল তা আবার তৈরি করা হয়েছে। আমি জানি না—রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোনো দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু হয়েছে কিনা। আমার জানা মতে হয় নি । বাংলাদেশে তা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিপ্লবের এক বৎসরের মধ্যে সংবিধান তৈরি করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেওয়ার বয়স একুশের বদলে ১৮ বৎসর করে ভোটাধিকারের সীমা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে, তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজ বহর। বিডিআর সীমান্ত-পাহারায় নিযুক্ত, স্থল বাহিনী মাতৃভূমির উপর যে কোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমান বাহিনী, থানা ও পুলিশ সংগঠনের যে ৭০ ভাগ পাকিস্তানীরা নষ্ট করেছিল, এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সরকার এখন আরো নজর দিতে পারবে। এটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমাদের সাফল্য যেমন আছে, তেমনই আছে ভুলভ্রান্তি। কিন্তু মাত্র দু'বছরে ভুলভ্রান্তির তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি আপনারা নিজেরা নিজেদের মনে একবার বিবেচনা করে দেখুন—এই আমার অনুরোধ। এই ভাঙ্গা দেশকে গড়ার কাজে আমি আপনাদের কাছে বিশ, ত্রিশ বছর নয়—মাত্র তিন বছর সময় চেয়েছিলাম। এই তিন বছরে আমি আপনাদের কিছু দিতে পারবো না। তবু তিন বছরে দু-বছরই আমাদের চেষ্টা কতোটা আন্তরিক ছিল আপনারাই তা বিবেচনা করে দেখবেন। বিপ্লবের পর আপনারা যে বিপুল আস্থা ও সমর্থন আমাকে দিয়েছেন তাতে রেজিমেন্টের পথে দেশের মানুষের মুখ বন্ধ করে উন্নতির পন্থা আমি গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সম্মতি ও নির্দেশ নিয়ে এই দেশের ভাগ্য ফেরাতে। দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে। দেশের সকল ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা এখন আপনাদের। কল-কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৮০% ভাগ মালিক আপনারা। এখন উৎপাদন বাড়িয়ে সকলে মিলে কাজ করে এ কথাটাই

বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে হবে—বাঙালি জাতি স্বাধীনতার পবিত্র আমানত রক্ষার উপযুক্ত। সে তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগেও সক্ষম, গণতন্ত্রের অর্থ যা খুশি বলা বা করা নয়। আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোক আছেন যাঁরা শুধু অসন্তোষ প্রচার করেন। কিন্তু আত্মসমালোচনা করেন না। বাংলাদেশকে আমরা যদি প্রকৃতই একটি শক্তিশালী শোষণমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির মনোভাব গ্রহণ করা দরকার ।

প্রিয় বন্ধুরা,

ষোলই ডিসেম্বরের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যথা, বেদনা, আনন্দ, গৌরব এবং আশা- আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এই দিন সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় এক লাখ পাকিস্তানী শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু, এই শত্রু হলো—অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারী ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। অবিরাম এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর, অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আপনাদের সংগ্রাম সফল, আপনাদের শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি বছর ছিল ভাঙ্গা দেশটাকে কোনোরকমে খাড়া করার সময়। এই সময় সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ও দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর জন্যে। এই এক বছরে আমরা আমাদের বন্ধু দেশগুলো থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্থা এমনকি বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেরও আমরা সদস্য। তাতেই প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজ বাংলাদেশের পাশে, স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বড়ো বড়ো শিল্পকারখানা জাতীয়করণ হয়েছে। ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা সরকারের মালিকানায় আনা হয়েছে। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা তুলে নেয়া হয়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি—শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের চেষ্টা। ফলে বাংলাদেশে ধীর গতিতে হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্যাটাণ বদলাতে চলেছে—একটা কৃষিনির্ভর আধাসামন্ত সামাজিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টায় আমরা নিযুক্ত রয়েছি। তবুও বলবো—

আমরা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারি নি। আমাদের এবারের সংগ্রাম—অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনো আমার স্বপ্ন রয়ে গেছে। গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে, ততদিন আমার মনে শান্তি নাই । এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। তাই আসুন, এই দিনে অভাব দারিদ্র্য রোগ শোক ও জরার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করি। সংগ্রাম ঘোষণা করি চোরাচালানী, কালোবাজারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে সোনার বাংলা গড়ার কাজ সফল হবে না। আর সোনার বাংলা গড়তে না পারলে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে যাবে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সমাজ-দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্যায় অবিচার ও শোষণের লীলা-খেলা দুর্নীতির রাজত্ব তাকে উৎখাত করতেই হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন আপনাদের পাশে আছি। দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।

বন্ধুগণ,

স্বাধীনতার প্রথম বৎসরে আমরা অনেক কঠিন কাজ শেষ করার চেষ্টা করেছি। একদিকে ঝড় বন্যার তাণ্ডব, অন্যদিকে জিনিসপত্রের অভাব। তবু সরকার পূর্ণোদ্যমে রিলিফ ও টেস্ট রিলিফের কাজ চালিয়েছি। বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্ট ও কল্যান তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, থানা রাস্তা ব্রিজ হাসপাতাল মেরামত করা হয়েছে। সামরিক ও বেসরামরিক প্রশাসন আবার গড়ে তোলা হয়েছে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র প্রায়ই উদ্ধার করা হয়েছে। মোটামুটি বিচার ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্দর ও পোতাশ্রয় থেকে মাইন অপসারণ করা হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে, বিমান বন্দর চালু করা হয়েছে। এক বছরেই একটি সংবিধান দেয়া হয়েছে এবং সেই সংবিধানের আওতায় নতুন সাধারণ নির্বাচন করা হয়েছে। এই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ছিল চারশত কোটি টাকার উপর ।

১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর ১৬ই ডিসেম্বর, এই এক বৎসরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কম নয়। এই সময়টা আমাদের সংবিধান চালু করার কাল। এই সময় ভৈরব সেতু হওয়ার ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা বড়ো অসুবিধা দূর হয়েছে। উপমহাদেশে উত্তেজনা দূর করার জন্য দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিরা স্বদেশে ফিরতে শুরু করেছেন। ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৪ হাজারেরও বেশি বাঙালি দেশে ফিরে এসেছে। আমাদের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলবে। প্রথম পরিকল্পনাকাল শেষ হলে বাংলাদেশের শুধু অর্থনীতিতে নয়, সামাজিক অবস্থাতে একটা বড়ো পরিবর্তন হবে বলে আশা করি ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার মর্যাদার নিজস্ব আসনটি দখল করেছে। অটোয়ার কমনওয়েলথ এবং আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্মানিত সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীরূপে আমি যুগোশ্লোভিয়া ও জাপান সফর করেছি। সেখানেও দেখেছি বাংলাদেশের জন্য তাদের আন্তরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গ্রহণ করে অধিকাংশ আরব ও আফ্রিকান দেশ তার সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করে। আরব দেশগুলির মধ্যে মিশর, ইরাক, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, কুয়েত, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া, সুদান ও জর্দান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সম্প্রতি আরব-ইজরাইল যুদ্ধেও বাংলাদেশ আরব দেশগুলির দিকে সংগ্রামী সাহায্যের হাত বাড়ায়ে দিয়েছে। ফলে আরব দেশগুলির জনসাধারণ বাংলাদেশকে প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সকল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ শুধু নিজেই মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে ক্ষান্ত নয়। বিশ্বের যে কোনো নিপীড়িত দেশ ও মুক্তি-সংগ্রামীদের পাশে আমরা রয়েছি। দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিপ্লবী সরকার ও গিনি বিসাউকে আমরা স্বীকৃতি প্রদান করেছি। বাংলাদেশের রফতানির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারি, তাহলে বিনা দ্বিধায় এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, আমাদের আমদানীনির্ভর অর্থনীতির প্যাটার্ন খুব শীঘ্রই পাল্টে যাবে এবং জিনিসপত্রের দাম কমানো সম্ভব হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

মাত্র দুই বছরে আমরা কী করতে পেরেছি না-পেরেছি আপনারা বিচার করে দেখবেন । দেশে জিনিসপত্রের অসম্ভব চড়া দামের ফলে আপনাদের যে কষ্ট তা আমি জানি। এই মূল্যবৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশেই ঘটে নি, সারা বিশ্বে চলেছে এই মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক। শ্রমিক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ—মিলে-কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্প বিপ্লব সফল করে তুলুন। কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ—বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন। ছাত্র ও যুবশক্তির প্রতি আর অনুরোধ—নিজেদের প্রকৃত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোল। ব্যবসায়ীদের প্রতি আমার অনুরোধ—অতি মুনাফার লোভ সামলান, ব্যবসাকেও দেশ সেবার অঙ্গ করে তুলুন। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ—দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন। শিক্ষক সাংবাদিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি আমার আবেদন—দেশ গড়ার সংগ্রামে আপনারাও কিছুটা অংশ নিন ।

যারা ধ্বংস করে ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায়, তারা শুধু সরকারের শত্রু নয়, দেশ ও জনগণের শত্রু। তারা যে সম্পদ হরণ করে ধ্বংস করে তা জনগণের সম্পত্তি, কোনো পুঁজিপতি বা ব্যক্তিমালিকের সম্পত্তি নয়। বিপ্লবের নামে যারা উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে মাতে তারা বিপ্লবের মিত্র নয় জনগণেরও বন্ধু নয়। আপনারাও এই গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে আবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি—অন্যের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন তাঁরা অনুতপ্ত হলে তাঁদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে ।

বন্ধুগণ, আমরা ইতিহাসের একটি বিরাট সংকটকাল অতিক্রম করেছি। এ সময় দরকার ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব। বাংলাদেশ তিনশত বছর লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে। এর সমাজ ও অর্থনীতিতে হাজারও সমস্যা। রাতারাতি তা দূর হয়ে যাবে না। সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের ডাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে। আগামীকাল ১৬ই ডিসেম্বর, পবিত্র জাতীয় দিবস। আসুন, আমরা সকলে মিলে দেশ গড়ার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করি ।

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা ।

জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

গণতন্ত্রের নামে গুপ্তহত্যা চলে না

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রথম বৈঠক

শোক-প্রস্তাব

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী) : জনাব স্পীকার, মোতাহার উদ্দীন সাহেব আততায়ীর গুলিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। আজ আমাদের একজন সহকর্মী এবং এই পার্লামেন্টের সদস্য জীবন দিয়েছেন। সেজন্য আমরা শোক-প্রস্তাব পাস করছি। মোতাহার উদ্দীন সাহেবকে আমি বহুকাল থেকে জানি, অনেক পুরানো সহকর্মী। আওয়ামী লীগের সৃষ্টি থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন। তিনি স্কুলের শিক্ষকতা করতেন এবং গ্রামে থাকতেন । স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি নিজে যুদ্ধ করেছেন। বর্বর পাক-বাহিনী তাঁর বাড়ি-ঘর সবই জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিনি উভয় নির্বাচনেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগেও সদস্য ছিলেন, এবারেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাতেই বুঝতে পারেন—তাঁর এলাকায় তিনি কত পপুলার ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাইক্লোনের সময় আমি তাঁর এলাকায় গিয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। মানুষ যে তাঁকে কত ভালবাসে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না ।

দেশে আজকাল একটা জিনিস দেখা দিয়েছে, যা বাংলার মাটিতে আগে ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে গুপ্তঘাতক সেজে রাজনৈতিক কর্মীদের এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের হত্যা করা হচ্ছে।

আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনসাধারণকে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। জনগণের মতামতের উপর আমরা বিশ্বাস রাখি। জনগণ যাদের নির্বাচিত করবে, তারাই সরকার চালাবে। কিন্তু যারা আজ গণতন্ত্র ও

ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে গুপ্তহত্যার পন্থা অবলম্বন করছে, তাদের রাজনীতি করবার অধিকার বাংলাদেশে আছে কিনা, তা আজ ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

একথা আমি পরিষ্কার ভাষায় জানাতে চাই যে—যারা বলছে বিপ্লব করব, অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করব, তাদের এসব বলার অধিকার আছে কিনা, তা ভাববার বিষয় হয়ে পড়েছে। জনগণ দুর্বল নয়, সরকারও দুর্বল নয়। কিন্তু একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে এবং এখনও সহ্য করছি। একটা দেশের system-কে নষ্ট করার জন্য তারা যদি এইভাবে কাজ করতে থাকে, তারা যদি রাতের অন্ধকারে হত্যা করতে থাকে, তবে তার শেষ কোথায়? একজন লীডারকে মেরে একটা system পরিবর্তন করা যায় না। দুই-একজনকে হত্যা করলেই রাষ্ট্র ধ্বংস করা যায় না, একটা রাষ্ট্রের সরকারের পতন ঘটানো যায় না। এ কথা তাদের জানা আছে। তা জেনেশুনেই তারা একাজ করছে। তারা জানে—জনগণ তাদের পিছনে নাই, ভোটের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তাদের জনসমর্থন নাই। তাই তারা এ পন্থা অবলম্বন করছে। জনাব স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে সরকারের কর্তব্য রয়েছে। যথেষ্ট ধৈর্য, যথেষ্ট সহিষ্ণুতা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখিয়েছি, জনগণও দেখিয়েছে, রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগও দেখিয়েছে, অন্যান্য অনেক দলও দেখিয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক দল ও প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা নিরাপরাধ গ্রামের লোককে হত্যা করে চলেছে। কিছুদিন আগে মানিকগঞ্জে একজন চেয়ারম্যানকে হত্যা করা হয়েছে। এই সেদিন বরিশালে হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড চলছে। কিন্তু যারা এসব করছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হলে, তাদের ধরা হলে বলা হয়—আমাদের গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেল, আমাদের অধিকার নষ্ট হয়ে গেল, আমাদের সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল। তাদের যে এসব করার অধিকার নাই, একথা আমি পরিষ্কার করে জানাতে চাই, জনাব স্পীকার সাহেব। এসব অধিকার চলবে কিনা, তা ভাববার কথা। কেননা এ বিষয়ে আমাদের একটা responsibility রয়েছে, দেশের জনগণ এসমস্ত কোনমতেই allow করতে পারে না। জনগণকে কেউ অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করতে পারে না, কোন সভ্য দেশের সরকার এটা করতে দিতে পারে না। তাই কেউ যদি বলে—এটা করব, সশস্ত্রভাবে এটা করব, ওটার মধ্যে এটা করব, অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করব, তবে আমরা

জানি বাংলাদেশে এক মিনিটের জন্য সেরকম করার ক্ষমতা কারো নাই। এ কথা বলা শুধু বাহাদুরি দেখানো এবং দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বহু সহ্য করেছি। কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে। এখানে জনগণ যখন পাঁচ বছরের জন্য শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছে, তখন জনগণের সুখ-শান্তি দেখার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আপনারা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি আসতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেব। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে অস্ত্র যোগাড় করে রাতের অন্ধকারে খুন করে ধরা পড়লে চিৎকার করার অধিকার দেওয়া আর সম্ভবপর নয়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এ পর্যন্ত আমাদের অনেক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। শুধু আমদের মোতাহারকেই হত্যা করা হয়নি। পাকিস্তানী দস্যুরা আমাদের আওয়ামী লীগের মেম্বার, গণপরিষদ সদস্য মশিয়ুর রহমান, আমিন উদ্দিনকে হত্যা করেছে। পাকিস্তানী বর্বররা আমাদের নজমুলকে হত্যা করেছে, আমজাদকে হত্যা করেছে। আরো অনেক এম.পি.কে হত্যা করেছে, অনেক লীডারকে হত্যা করেছে। আমাদের বর্তমান এ্যাসেম্বলীর মেম্বার নূরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। নূরুল হক পার্লামেন্টের মেম্বার ছিল। খুলনার আবদুল গফুরকে, বরিশালের সগীরকে হত্যা করেছে, আর মোতাহারকে হত্যা করল। আমরা শোক-প্রস্তাব পাস করছি, প্রস্তাবের প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি এবং শোক প্রকাশ করছি। কিন্তু মানুষ মরণশীল, একদিন সবাইকেই মরতে হবে। আমরা বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ রাজনীতি করছি, পাকিস্তানের আমলে সংগ্রাম করেছি। আওয়ামী লীগ বড়ো বড়ো ফিল্ড মার্শাল এবং মার্শালদের সাথে সংগ্রাম করেছে। ২৫ বছরের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু peoples' memory is short sometimes. গত ২৫ বছরে আওয়ামী লীগ কোন বেঈমানি করেছে বলে অন্তত আমার জানা নাই। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোন বাধার মোকাবিলা আমরা করেছি, যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছি, অত্যাচার সহ্য করেছি।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজ সরকার আওয়ামী লীগের বলে, বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী বলে আওয়ামী লীগের কর্মীদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হচ্ছে। তা না হলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মেম্বারদের গায়ে যে কেউ হাত তুলতে পারে না, তা বোধ হয় তাদের জানা নাই ।

জনাব স্পীকার, আজ আমরা মোতাহার উদ্দীনের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা

করছি। যে আদর্শের জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করলেন, সেই আদর্শ অবলম্বন করে আমরা যদি বাংলাদেশের মানুষের জন্য সুখী সংসার গড়ে তুলতে পারি, তাদের দুঃখ দূর করতে পারি, সেই সংগ্রামী আদর্শকে যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলেই তাঁর জীবন দেওয়া সার্থক হবে। এই এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনি যে শোক-প্রস্তাব এনেছেন, আমি তা সমর্থন করে আপনার মাধ্যমে শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার, আশা করি ভবিষ্যতে এরকম দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না এবং আমি আরও আশা করব যে, যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তারা এই পথ ত্যাগ করবে এবং গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করবে। এই কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি।

জনাব ডেপটি স্পীকার : আমি প্রস্তাবটি পড়ছি :

"এই সংসদ গভীর দুঃখ ও সমবেদনার সহিত প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-সদস্য মরহুম জনাব মোঃ মোতাহার উদ্দীনের আকস্মিক ও মর্মন্তুদ মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইহার একজন সুসন্তান, নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী ও জনদরদী নেতা হারাইয়াছে। এই সংসদ মরহুমের আত্মার সদগতি কামনা করিতেছে এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এক্ষণে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন নীরবে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মরহুম মোঃ মোতাহার উদ্দীনের আত্মার শান্তির জন্য পরম করুণাময়ের নিকট মোনাজাত করেন।

[জনাব স্পীকার এবং মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করেন]

এখন আপনারা বসুন ।

শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পীকার, বর্বর পাকিস্তান বাহিনী যাদের হত্যা করেছে, তাদের আরেক জনের নাম ডা. জিল হক ।

স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের প্রথম বৈঠক, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৪

বাংলার দুঃখী মানুষের নিকট থেকে সরে যেও না

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা,

আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এবারই নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য হিসেবে প্রথম আপনারা সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কর্মী ভাইয়েরা, আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনারা জানেন—হাসি-কান্নার ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস, অত্যাচারের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, জয়ের ইতিহাস। আপনাদের সাথে বাংলার মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামে আমি কাজ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকে প্রথমে আমি যোগদান করি যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। ৫৩ সাল থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত কাজ করি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং ৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক কিংবা কর্মকর্তা হওয়া যায় না। তবুও গতবার আপনারা আমাকে কিছুদিনের জন্য দায়িত্বভার দিয়েছিলেন আপনাদের সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য। আজ আপনাদের নতুন করে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হবে।

আপনারা জানেন কীভাবে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। আমরা বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম। দুই শ' বছর ইংরেজ এ দেশে শাসন করে। দুই শ' বছর পরে ১৯৪৭ সালে এক ফাঁকির স্বাধীনতা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো । আমরা বাংলাদেশের জনগণ সংখ্যাগুরু ছিলাম। কিন্তু বাংলার মানুষকে শোষণের পর শোষণ করার জন্য সামরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে নতুন করে বাংলাকে পরাধীন করে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কলোনিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গড়ে তোলে তাদের দেশকে । কিন্তু বাংলার মানুষ চুপ করে থাকে না ।

এসব শাসন-শোষণ ও সংগ্রামের অনেক ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। কারণ অনেক আন্দোলনের মধ্য থেকে আপনাদের জন্ম। অনেক রক্ত দিয়ে আপনাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। আপনাদের বারবার মোকাবিলা করতে হয়েছে শোষক শ্রেণিকে, মোকাবিলা করতে হয়েছে একদল মীরজাফরকে। বাংলাদেশের একদল শোষক যদি হাতে হাত না মিলাতো তাহলে ২৫ বছর পাকিস্তানীরা বাংলাকে শোষণ করতে পারত না। যতবার আমরা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছি ততবারই এই বাংলার মাটিতে একদল লোক সেই শোষকদের হাতিয়ার হিসেবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। বারবার আমরা এদের মোকাবিলা করেছি।

বারবার আমরা মার খেয়েছি। অবশেষে আমরাও চরম আঘাত হেনেছি, যে আঘাতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সহকর্মী ভাইয়েরা ও বোনেরা, ১৯৪৭ সালের পূর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম, তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল—আমরা স্বাধীন হবো। কিন্তু '৪৭ সালেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছি। এর মধ্য থেকেই আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। জনগণ তখন বুঝতে পারে নাই। শোষক গোষ্ঠীর নায়করা এখানে শক্তিশালী সরকার গঠন করে। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে। এই অবস্থায় আমরা কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করি ।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আমরা ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ লীগ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। উদ্দেশ্য—শোষক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু আমরা এগুতে পারলাম না। অনেক সময় থিওরি ও প্রাকটিসে গণ্ডগোল হয়ে যায় । থিওরি খুব ভালো। কাগজে-কলমে থিওরি অনেক মূল্যবান। পড়ে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাগজের সাথে মিল না থাকলে থিওরি কাগজে-কলমে পড়ে থাকে, কাজে পরিণত হয় না ।

তখনকার দিনে একদল লোক এ ধরনের থিওরির অনুসারী ছিল। এ সময় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন রণদিভে। তিনি পি. সি. যোশীকে তাড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হন। তিনি বললেন, এখনই অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবিলা করা দরকার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাঁরা এদিক-ওদিক আঘাত হানলেন ।

আমাদের এখানেও কিছু সংখ্যক কর্মী বুঝতে না পেরে সেই পন্থা অবলম্বন করতে গেলেন। আমাদের সাথে তাঁদের অমিল হলো। আমরা বললাম, দেশের মানুষকে না গড়ে তুলে, দেশের মানুষকে মোবিলাইজ না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ না নিয়ে চলা যায় না । তাঁরা বুঝতে পারলেন না। ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ লীগ ভেঙে গেল ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন শোষণ করতে চায় তখন তারা আঘাত করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর, ভাষার উপর। তাকে ধ্বংস করতে না পারলে শোষণ করা সহজ হয়ে ওঠে না। তাই, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানলো। সংখ্যাগুরু লোকের ভাষার উপর আঘাত করে আমাদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো। তখন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম লীগ। জিন্নাহ্ সাহেব তখনো বেঁচে আছেন এবং তাঁর দলের লোকেরাই বাংলাদেশে শাসন চালিয়েছিল। তাদের শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল। বিদেশী শক্তি তাদের পিছনে ছিল। আমরা ভাষার উপর এ আঘাত সহ্য করতে পারলাম না। তারই ফলশ্রুতিতে '৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম হয়। ১১ই মার্চ তারিখে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন শুরু করি। ঐ তারিখেই অন্যান্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে আমরা শোষক গোষ্ঠীর আঘাতের মোকাবিলা করি।

আজ মনে পড়ে আমার বন্ধু ও সহকর্মী শামসুল হকের কথা—যাঁর সাথে অনেকদিন কাজ করেছি। তিনি আর ইহজগতে নাই। তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কথা যদি আজ আমি স্মরণ না করি, অন্যায় করা হবে। মরহুম শামসুল হক আর আমি একসাথে গ্রেপ্তার হই। তারপরেই আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। আমরা বুঝতে পারলাম—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। তা না হলে আন্দোলন করা যাবে না, তাই আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আমাদের সহকর্মীদের মোবিলাইজ করতে শুরু করলাম।

আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হলো। আমরা সেখানে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করবো বলে ঠিক করলাম। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমি যখন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী তখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আমাকে যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন।

অনেকে ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমরা তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার উপর ও আমার দেশের উপর যে আঘাত হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মোকাবিলা করা হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। এ কথা আজ বলতে পারি, কারণ আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করবো, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে। তাঁকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করবো। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে । সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ।

তারা চরম আঘাত করলো ভাষার উপর, কৃষ্টির উপর। চরম আঘাত হানলো আমাদের উপর। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হয়। আওয়ামী লীগের কণ্ঠ রোধ করে দেয়া হলো। আওয়ামী লীগের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীদের পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল । এভাবেই আমাদের দিন কাটতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাই। একদিনে সংগ্রাম হয় না । একদিনে জয় হয় না। একদিনে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য চাই নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আজ এসব কথা কেন বলছি? এ জন্য বলছি, এতকাল পর্যন্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কাজ চালিয়েছি। আজ আমার বিদায় নেয়ার পালা। আর আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট থাকতে পারি না। আজ আপনাদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। কারণ—আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় । এটাই আমার সভাপতির শেষ ভাষণ। এই জন্যই আপনাদের কাছে আমার কিছু বলা দরকার। এ জন্যই আমি সংক্ষেপে আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলছি। এই প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করলেই বক্তব্য আমি দেবার পারি না। কত চেহারা ভেসে ওঠে আমার সামনে । কত ত্যাগী কর্মী কারাবরণ করেছে। কত ভাই, কত সহকর্মী শহীদ হয়েছে। এঁদের সাথে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি কঠোর পরিশ্রম

করেছি, কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছি। কত দিন আন্দোলন করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তাঁদের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে। কারণ, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু তাঁরা আমাদের মধ্যে নাই ।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চরম আঘাত আসে আওয়ামী লীগের উপর। শোষকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা ও কৃষ্টির উপর হামলা চালায়। অত্যাচার চালায় বাংলার মানুষের উপর। কিন্তু আমরাও বসে থাকি নাই। বাংলার জনগণ, বাংলার ছাত্র সমাজ, বাংলার যুব সমাজ, বাংলার প্রগতিশীল কর্মীরা এই হামলার মোকাবিলা করতে থাকে বারবার। কিন্তু অপর পক্ষ ছিল বড়ো শক্তিশালী। তাদের হাতে ছিল অস্ত্র, মেশিনগান । তাদের কাছে ছিল অর্থ, তাদের হাতে ছিল ধোঁকাবাজি। তারা বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো ধর্মের নাম। আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই ধর্মের নামে ধোঁকা দেয়া যত সহজ, অন্য কিছুতে ততটা সহজ নয়। তাই ধর্মকে তারা ব্যবহার করলো বাংলার মানুষকে শোষণ করার অস্ত্র হিসেবে।

১৯৫২ সালের আন্দোলনের পরে শোষকগোষ্ঠী দেখলো যে, বাংলা ভাষাকে এভাবে দাবানো যাবে না। তাই তারা ছলেবলে-কৌশলে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এবং আমাদের আন্দোলনকে বানচালের চেষ্টা করতে আরম্ভ করে।

ভাই ও বোনেরা, ১৯৫৪ সালের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমরা '৫২ সালে জেল থেকে বের হয়ে আসি। '৫৩ সালেও আমাদের অনেক কর্মী গ্রেপ্তার হয়। ১৯৫৪ সালে একটা নির্বাচন দেয়া হলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই যুক্তফ্রন্ট। বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হক তখন চিফ মিনিস্টার হন। কিন্তু পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী আঁতকে ওঠে। তারা বাংলার মানুষকে একতাবদ্ধ হতে দেবে না। তাই আবার তারা আঘাত হানার চেষ্টা করে ।

যেদিন আমি মন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলার কেবিনেটে শপথ নিয়েছি সেদিনের কথা আমার মনে আছে। ঠিক সেই সময় এক ঘণ্টার মধ্যে আদমজীতে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। তারা ষড়যন্ত্র করলো এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাই সৃষ্টি করলো তাদের দালালদের দিয়ে এই দাঙ্গা। মানুষের জন্য তাদের কোনো দরদ ছিল না । মানুষকে তারা ভালোবাসতো না। ক্ষমতাকেই তারা বড়ো করে দেখতো। তাই '৫৪ সালে তারা দাঙ্গা বাধালো

আদমজী পাটকলে । আমার মনে আছে, পাঁচশ'রও বেশি লোক সেখানে মারা যায় । শপথ নিয়েই সেখানে আমরা দৌড়ে যাই। উপস্থিত হই। মোকাবিলা করি। মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করি।

১৯৫১ সালেও তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে বাংলার মাটিতে। এতে এ দেশের অনেক নিরীহ লোক জীবন দেয়। এই দাঙ্গা তারা সৃষ্টি করে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার জন্য। কারণ, বাংলাদেশে যদি বিভেদ সৃষ্টি করা না যায় তাহলে তারা শাসন ও শোষণ চালাতে পারবে না। এমনি করে তারা চালায় তাদের ষড়যন্ত্র। আমার মনে আছে—তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদের ৫০ জনের মতো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের কয়েক হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয়। বাংলার মানুষের উপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চলে। কিন্তু আমরা নিরুৎসাহিত হই নাই। আমরা আরো সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করার চেষ্টা করি। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। আওয়ামী লীগের পরিষ্কার আদর্শ আমাদের সামনে ছিল। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ছিল। তাদের কর্মী ছিল, তাদের প্রতিষ্ঠান ছিল।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আমাদের রাষ্ট্রের চারটি আদর্শ আছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও তেমনি চারটি স্তম্ভ থাকা প্রয়োজন। এই চারটি স্তম্ভ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আমি গর্বিত যে, ২৫ বছরে আওয়ামী লীগ সেই স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২৫ বছরের আওয়ামী লীগের কর্মীদের জন্য আমি গর্বিত। বারবার জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতারা চেষ্টা করেছেন সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। নেতৃত্বের সাথে প্রয়োজন আদর্শের। যাকে । অপর কথায় বলা যায়—ম্যানিফেস্টো। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী আদর্শ কী, এটা থাকতেই হবে। নেতৃত্ব ও আদর্শের পরে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর। নিঃস্বার্থ কর্মী ছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠান বড়ো হতে পারে না, কোনো সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এরপরে প্রয়োজন সংগঠনের । সংগঠন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সফল হতে পারে না ।

সেইজন্য বলছিলাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে— নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন। আমি

আনন্দের সাথে বলতে পারি যে, আওয়ামী লীগের ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল, আদর্শ ছিল, নিঃস্বার্থ কর্মী ছিল এবং সংগঠন ছিল—এই ভিত্তির উপরই সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে ।

১৯৫৪ সালের পর অনেক ইতিহাস। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাই। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তারপর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলে। কিন্তু শোষকগোষ্ঠী দেখলো যে, এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন ।

বাংলাদেশ আরো বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কারণ—সামরিক বাহিনীর শতকরা ৯৫ জন ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা বাংলাদেশেও সরকার দখল করলো । মার্শাল ল জারি করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে শোষণ করা। আমরা গ্রেপ্তার হলাম । সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। আওয়ামী লীগ পার্টি ব্যাণ্ড হলো। আওয়ামী লীগ কর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। তাদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মামলা জারি করা হলো। কিন্তু তারা চুপ করে বসে রইলো না। ব্যাণ্ড হয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের কাজ চলল ।

আমরা সংখ্যাগুরু। তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বন্দুকের জোরে বাংলার মানুষের উপর মিলিটারি শাসন আরম্ভ করল। দু'শ' বছরে ইংরেজ যা করে নাই—২৫ বছরে পাকিস্তানীরা বাংলার মাটিতে তাই করল। সম্পদ, অর্থ যা কিছু সেখানে জড়ো করল। সেখানে রাজধানী, সেখানে সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টার, এসেম্বলি সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হলো ।

পনের শ' মাইল দূরের দুটি অংশ নিয়ে কোনো সময় কোনো একটি রাষ্ট্র চলে—আমার জানা নাই। কিন্তু আমারা ধর্মভীরু মানুষ; তাই পাকিস্তানীরা ধর্মের নামে এক রাষ্ট্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করল। আমরা যারা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তারা সংগ্রাম করেছি। যারা বুঝতে চেষ্টা করে নাই তারা তাদের দালালি করেছে।

১৯৬২ সালে সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে।

আওয়ামী লীগ পার্টি তখন ব্যাণ্ড। অন্যান্য পার্টিও ব্যাণ্ড ছিল। আমরা জেল থেকে চেষ্টা করলাম, কি করে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়। আমরা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে রাখলাম। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে যেখানে ছিল বিপদের সম্মুখীন হয়ে ও নীতি পরিবর্তন না করে, আদর্শ পরিবর্তন না করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে ।

আমরা চিন্তা করে দেখলাম এদের সাথে আর আমাদের চলবে না। যেখানে আদর্শের মিল নাই, যেখানে মতের মিল নাই, যেখানে ভাষার মিল নাই, যেখানে চিন্তার মিল নাই, সেখানে এক রাষ্ট্র চলতে পারে না। আজ কোথায় পাকিস্তান, কোথায় বাংলাদেশ। পনেরশে' মাইলের ব্যবধানে তার সাথে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। এক রাষ্ট্র করা হয়েছিল বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য, কলোনি করার জন্য। তারা সাড়ে ৭ কোটি লোকের বাংলাদেশকে তাদের শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত করে। তাদের কল-কারখানার শিল্পদ্রব্য বাংলাদেশে বিক্রি করে এখানকার অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আমাদের কিছু কিছু লোক—তাঁরা মন্ত্রী হলে খুশি হতেন, পার্লামেন্টের সদস্য হলে খুশি হতেন, সামান্য ব্যবসায়ী হলেও খুশি হতেন। কিন্তু সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কথা তাঁরা চিন্তা করতেন না।

১৯৬৪ সালে সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব এন্তেকাল করলেন। আওয়ামী লীগকে আমরা রিভাইব করলাম। আবার আমরা আওয়ামী লীগকে অর্গানাইজ করার উদ্যোগী হলাম। এই সময় কিছু কিছু লোক আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে চলে গেল। ভালোই হলো। আবর্জনা যতই যায়, ততই মঙ্গল। কয়েকবারই এরকম হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হয় না। যাদের আদর্শ নাই, যাদের নীতি নাই, যারা দুর্নীতিবাজ, যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা যদি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে যায়; তাতে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় না, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়। তাই ভবিষ্যতেও এ ধরনের লোক প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের আরো শক্তিশালী করতে হতে পারে ।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, আমরা আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে যাবার স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর অনেক ভাঙা-গড়া হলো। ১৯৬৬ সালে আমার দেশবাসী জানতে চায়—পরিষ্কার রাস্তা কোথায়? বাঙালি কী চায়? তাদের সামনে কী আছে? তখন ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল নামে একটা পদার্থ ছিল। ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস ছিল না, আইয়ুবী শাসন চলছিল তখন বাংলার মাটিতে।

অত্যাচারের স্টিম রোলার চলছিল বাংলার মাটিতে—আমার চোখের সামনে। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম—পরিষ্কার পন্থা দিতে হবে। বাংলার মানুষকে আর আমরা এভাবে শোষিত হতে দিতে পারি না। মানুষের একদিন মরতে হয়। আমরা বহু অত্যাচার সহ্য করেছি, দরকার হলে আরো অত্যাচার সহ্য করবো। কিন্তু পরিষ্কার রাস্তা দেখাতে হবে। ওদের সাথে আমরা থাকতে পারি না। আমার বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে । শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে থেকে বাংলার মানুষ তা কোনোদিন করতে পারবে না । এর উপায় কী?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। যাঁরা মনে করেন রাতের অন্ধকারে গুলি করে কিংবা একটা রেল লাইন তুলে দিয়ে টেরোরিজম করে বিপ্লব হয়, তাঁরা কোথায় আছেন তাঁরা জানেন না। এই পন্থা বহু পুরোনো পন্থা। এই পন্থা দুনিয়ায় কোনোদিন কোনো কাজে লাগে নাই। এ পন্থা দিয়ে দেশের মানুষের কোনো মঙ্গল করা যায় না। একটা রাস্তা ভেঙে দিয়ে ও একজন লোককে অন্ধকারে হত্যা করে শুধু শুধু মানুষকে কষ্ট দেয়া হয়। এই টেরোরিজম দিয়ে দেশের বিপ্লব হয় না, হয় নাই, হতে পারে না। জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনোরকম গণআন্দোলন হতে পারে না। এবং সেখানে কোনো বিপ্লব হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো টেরোরিজম-এ বিশ্বাস করেন। যাই হোক, ভবিষ্যতে তাদের ভুল ভাঙ্গবে। সময় থাকতে না ভাঙ্গলে তাদের ক্ষতি বেশি হবে। জনগণের ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তাদেরও ক্ষতি হবে।

পরিষ্কার রাস্তা হিসেবে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেয়া হলো। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করবেন বলে হুমকি দিলেন। আইয়ুব খান বোকা ছিলেন না। আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন, ৬ দফা আওয়ামী লীগ কেন দিয়েছে। এর পিছনে উদ্দেশ্য কী। পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছে, এর উদ্দেশ্য কী। এবং আমরা জানতাম আমাদের উদ্দেশ্য কী ও কোথায় আমরা যাবার চাই । কী আমরা বোঝাতে চাই। ৬ দফা—বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ । আমরা মুক্তি সনদ কেন দিলাম, আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন। তাই তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করলেন আমাদের বিরুদ্ধে—সামরিক বাহিনীর কিছু বাঙালি ছেলে, বাঙালি সরকারি কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

তাঁরা আমাদের কারাগারে বন্দী করলেন। আওয়ামী লীগকে ব্যাণ্ড করলেন না, কিন্তু তাঁরা বন্দী করলেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে । আওয়ামী লীগ ভাঙার জন্য পাকিস্তান থেকে কিছু নেতা এসে তখন চেষ্টা করলেন । ভাঙলেন কিছুটা। কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা বুঝতে না পেরে যোগদান করলেন তাদের সাথে। আমি তখন কারাগারে বন্দী। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, শামসুল হক, জালাল, জহুর, চিটাগাং-এর আজিজসহ আমার বহু সহকর্মীও বন্দী হয় । যারা বাইরে রইল, তারা ৬ দফাকে আঁকড়ে ধরল। তারা মোকাবিলা করল, নেতৃত্ব দিলো। নজরুল ছিলেন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট। এই অবস্থায়ই তারা শুরু করল। শাসকরা পারলো না আওয়ামী লীগকে দাবাতে ।

বাংলার ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়াল এর বিরুদ্ধে। গণআন্দোলন শুরু হলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য সব প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করল। তারা আওয়ামী লীগকে সক্রিয় সমর্থন দিলো এবং তাদের সাথে যোগদান করল। আইয়ুব খানের আসন নড়ে উঠলো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উইথড্র হয়ে গেল । আমরা খালাস পেলাম ।

আবার একটা ফন্দি করা হলো। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল একটা কনস্টিটিউশন প্রবলেম সল্ভ্ করা। আমি আমার সহকর্মী ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গেলাম আমার সাথে। কারণ আমাদের বুঝতে হবে, এটা রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স না ধোঁকা ।

আসলে এটা ছিল বাংলাকে শোষণ করার আরেকটা ষড়যন্ত্র। তাই আপনাদের পক্ষ থেকে আমি তা রিজেক্ট করলাম। বলে দিলাম—সংগ্রাম করে বাংলার মানুষ তাদের দাবি আদায় করবে, রাউণ্ড টেবিলে বসে নয়।

আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়া খানকে বসিয়ে দেয়া হলো। প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে পড়লেন আর এক জেনারেল সাহেব। তিনি বললেন, নির্বাচন দেবেন। নির্বাচন দেয়া হলো। আমাদের অনেকে বুঝতে পারলেন না। তাঁরা বড়ো বড়ো বক্তব্য রাখলেন, প্রশ্ন করলেন কেন আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি? বাংলার মানুষ যে একতাবদ্ধ, এক; বাংলার মানুষ যে বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ যে মুক্তি চায় তার জন্য আমাদের নির্বাচনে যাওয়ার প্রয়োজন। তাঁর একথা বুঝতে পারেন নাই । বুঝতে পারেন নাই—শেখ মুজিব আর আওয়ামী

লীগের উদ্দেশ্য কী ।

আমরা নির্বাচনে গেলাম। আমরা ১৬৯টি সিটের মধ্যে ১৬৭টি সিট ক্যাপচার করলাম । দুনিয়া দেখলো, বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ। এই প্রথম একতাবদ্ধ। বাংলার মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স ফিরে আসলো। ইয়াহিয়া খান আঁতকে উঠলেন। শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠলো । তারা আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলো। আমরা জনগণকে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম । জনগণ যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে, তা থেকে আমরা সরতে পারি না ।

তারপরের ইতিহাস চরম ইতিহাস। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেকে বক্তৃতা করে, বড়ো বড়ো তেজি বক্তৃতা, কিন্তু তারা জানে না ১৯৪৭-৪৮ সাল কী ছিল। ১৯৫০, '৫২, '৫৪ সাল কী ছিল। ওরা জানে না ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৮-৬৯ ও '৭০ সাল কী ছিল। ওদের কারো কারো সেদিন জন্ম হয় নাই । অনেকে আন্দোলন দেখে নাই। আন্দোলন কাকে বলে জানে না। কোনোদিন জীবনে জেলের দরজা দেখে নাই। অবিচারের সামনে পড়ে নাই। আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয় । ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার । আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার ।

তারা ভুলে যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের ইতিহাস ভুলে যায়, কীভাবে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এককভাবে এ দেশের নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট করে। ছাত্র-জনতা ধর্ম, শ্রেণি ও পেশা নির্বিশেষে তাতে যোগদান করেছিল। দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ ছিল, শোষকগোষ্ঠী আঁতকে উঠেছিল। শোষকরা জানতো এবং আমরাও জানতাম যে, আওয়ামী লীগ তাদের দাবি থেকে এক চুলও নড়বে না। কারণ আওয়ামী লীগ কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করে নাই। তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে না। বাংলার মানুষ যা বলেছে তাই হবে। এর পিছনে সরার ক্ষমতা আমাদের নাই । তাই আমি সেদিন বলেছিলাম—৬-দফা জনগণের সম্পদ, আওয়ামী লীগের আর শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পদ নয়। ওটার সাথে আপোস হয় না। অনেকে গোপনে আপোসের প্রোপাগাণ্ডা করতেন। কিন্তু

আমরা জানতাম যে ইয়াহিয়া খান সৈন্য সমাবেশ করছেন।

আজ সকলের জানা দরকার, আমরাও বসে ছিলাম না। আমরা যদি বসে থাকতাম— একই সময় একই মুহূর্তে বাংলাদেশের ৫৮টা মহকুমার সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হতো না। রেসিসট্যান্ট মুভমেন্ট শুরু হতো না। শুরু হয়েছিল এ জন্য যে, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিচ্ছিল ।

২৫শে মার্চ তারিখে আমি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংগ্রাম উপরের থেকে পড়ে নাই। নজরুল তখন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আমাকে করে তাজউদ্দিন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল। তারা দেশের এই সংগ্রাম চালায়। অবশ্য আমাদের সহযোগী দু-একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সমর্থন দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি দিয়েছিল। আমাদের মুজাফফর ন্যাপও দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন প্রতিষ্ঠান ছিল কার? নেতৃত্ব ছিল কার? আজ যারা বড়ো বড়ো কথা বলে, কোথায় ছিল তারা? কোথা থেকে তারা এসেছে? কে তাদের কথা শুনতো?

আজকে তারা সংগ্রাম করে গভর্নমেন্ট করতে চায়। ২৫শে মার্চ তারিখে কার উপরে আক্রমণ শুরু হয়? আক্রমণ হয় আওয়ামী লীগের উপরে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরে, রাজারবাগে আমার পুলিশের উপরে, আমার সামরিক বাহিনীর বাঙালি ছেলেদের উপরে, আর আমার বি ডি আর-এর উপরে ।

এরপর রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট আরম্ভ হয়। এরোপ্লেন, জাহাজ না থাকলে তারা কিছুই করতে পারতো না। আমাদের অস্ত্র ছিল না; সামান্য যা যোগাড় করতে পেরেছিলাম সেগুলো সমস্ত জায়গায় বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় আমাদের কমাণ্ডার ঠিক করা ছিল। প্রত্যেক জিলায় জিলায় আমাদের কমাণ্ডার ঠিক করা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন একদিনে হয় নাই। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে ২৫ বছর আগে থেকে। আওয়ামী লীগের জন্ম, সংগ্রামের জন্ম। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের আজ যদি মৃত্যু হয় তবে আমি দেখতে চাই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেন মৃত্যু হয় ।

কর্মী ভাইয়েরা, আজ তোমাদের সামনে আমার অনেক কথা বলার আছে। কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার জন্য। লক্ষ লক্ষ মা- বোনের আর্তনাদ আজও মোছে নাই, আজও থামে নাই । আজও তাদের চোখের পানি যায় নাই। সেই সংগ্রাম আওয়ামী লীগের এমন কোনো কর্মী নাই যার বাড়িঘর জ্বালাইয়া দেয়া হয় নাই । গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগারদের বাড়ি কোনটা, আওয়ামী লীগের কর্মীর বাড়ি কোনটা, আওয়ামী লীগের বাম-বা কে—সেইগুলো বেছে বেছে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীকে ধরতে পারলে এক মুহূর্তও দেরি করে নাই, গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনোদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল তারা সকলে জানতো যে ২৫ তারিখে রাত্রে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি—সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ই মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চই স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। সহকর্মী ভাইয়েরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আপনারা জানেন, আমি আর বলতে চাই না। ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী কী করেছে আপনারা জানেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাস্তাঘাটের অবস্থা, পোর্টের অবস্থা সবই আপনারা জানেন ।

১০ই জানুয়ারি তারিখে আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম—আজ আমি বেঁচে আছি, অথচ আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। এ দু'বছর আমার লাইফের এক্সটেনশন হলো। ৫৭ বছর চাকরি হয়ে গেলে সরকারি চাকরি যেমন এক্সটেনশন হয়, তেমনি আবার লাইফেরও এক্সটেনশন হয়েছে। কিন্তু কয় বছর এক্সটেনশন তা আমার জানা নাই। কারণ ওটা খোদার হাতে। তবে দুই বছর পার হয়েছে বলতে পারি। আমার সহকর্মীদের দশা হয়েছিল তাই। ধরা পড়লে আর এক্সটেনশন হতো না, সাথে সাথে শেষ ।

তাই আজকে ভেবে দেখুন, যে আদর্শের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন সে আদর্শ কী। কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করলাম? কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন

দিলো? আজ সত্যিই আমরা স্বাধীন। আজ আমার পতাকা ওড়ে। আজ আমার জাতীয় সঙ্গীত বাজে। দুনিয়ার ১১৬টি দেশ আমাদের রিকনিশন দিয়েছে। আজ আমার কৃষ্টি ও ভাষার উপর কেউ আঘাত করতে পারবে না। আজ বাংলার মাটি আমার, আমি বাংলার মাটির। আজ বিদেশী শোষকরা আমার দেশকে শোষণ করতে পারবে না। আজ সাম্রাজ্যবাদের শোষকদের দালাল বাংলার মাটিতে স্থান পাবে না। আজ আমার বাংলার মানুষকে শোষণ করতে দিব না। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এটা একদিক। আর একদিক রয়েছে। সহকর্মী ভাইরা মনে রেখ, কোনোদিন আমি আমার কথা না বুঝে বলি না। আমি জেনেশুনেই বলেছিলাম— স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেই দিন যেই দিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেবো বাংলার মানুষকে। তোমরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছ, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করেছ। আওয়ামী লীগের সহকর্মীরা এইখানেই তোমাদের পরীক্ষা—অগ্নিপরীক্ষা ।

আজ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করি। পাকিস্তান বর্বর বাহিনী পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে বাংলার মাটিতে থাকতে পারে নাই। এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার সহকর্মীরা আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনগণ এবং শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার বাংলার মানুষকে যদি সেই দিন আশ্রয় না দিত, যদি সান্ত্বনা না দিত—বাংলার মানুষের দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর লোকেরা আমার দেশের মানুষকে শেষ করে দিত। তাই আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরণ করি ।

কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এ বন্ধুত্ব এমনি আসে নাই। দুর্দিনে যে লোক আমার পাশে দাঁড়ায় সেই হলো আমার সত্যিকার বন্ধু। তাই ভারতবর্ষ আমার বন্ধু, আমার স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করবো না। আমার ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে আমি বাস করতে চাই। আজ আমি স্মরণ করি আমার সহকর্মী ভাইদের কথা, আমার বাংলার জনগণের কথা—যে জনগণ রক্ত দিয়ে গেছে। স্মরণ করি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের কথা—যারা রক্ত দিয়েছে, যারা মরে শহীদ হয়েছে, যারা আজ পঙ্গু হয়ে আছে। আমি স্মরণ করি সেই মা-বোনদের কথা—যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেই সাথে নিশ্চয়ই আমি স্মরণ করি ভারতে সেই সমস্ত সেনাবাহিনীর জোয়ানদের কথা। ১৪ হাজার জোয়ান, যারা বাংলার মাটিতে রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচিয়েছিল।

ছেলেখেলা নয়। রাষ্ট্র চালানো এতো সোজা নয়। আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, আমি আগেই বলেছি—আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। যে জনগণ সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই জনগণ কিন্তু আজও আছে। যদি আজ জনগণ আপনাদের অশ্রদ্ধা করে, যদি আজ জনগণ আপনাদের ভালো না বাসে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, সেই জন্য বাংলার জনগণ দায়ী হবে না—দায়ী হবেন আপনারা, দায়ী হবো আমরা। আপনারা জানতেন না কোনো দিন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীরা, আপনারা জানতেন না—এত সহজে কোনোদিন আপনারা যুদ্ধে জয়লাভ করবেন, এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পাবেন। আপনারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা পেলেও বিদেশী দালালরা আজ চুপ করে বসে নাই। এ স্বাধীনতাকে তারা আজ সহজে গ্রহণ করতে পারে নাই। সে জন্যই তারা ছলে-বলে-কৌশলে কাজ করছে। সম্মুখ সমরে না যেয়ে পিছনের রাস্তা অবলম্বন করেছে। পিছনের পথ দিয়ে ছলে- বলে-কৌশলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। মাত্র দু'বছর আগে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।

আমি বিশ্বাস রাখি, আওয়ামী লীগ কর্মীদের জীবন থাকতে এ স্বাধীনতা কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না। সহকর্মী ভাইয়েরা, আজ আপনাদের সামনে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজ আমাদের নীতি পরিষ্কার। আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে চারটা স্তম্ভ রয়েছে। এটার মধ্যে কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই। এটা পরিষ্কারভাবে শাসনতন্ত্রে দেয়া হয়েছে। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায়া বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগ পার্টি বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে, তাই আওয়ামী লীগের ম্যানোফেস্টোতে যে নীতি ছিল তা আজ রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ কর্মীদের সবচেয়ে বেশি। যে বিশ্বাস করবে না, তার জন্য রাস্তা খালি আছে । আমাদের নীতি পছন্দ না হয় চলে যেতে পারেন। থাকলে নীতি বিশ্বাস করে থাকতে হবে।

মানুষ মরতে পারে—নীতি-আদর্শ মরে না কোনো দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের পরে আপনারা শাসনতন্ত্র দিয়েছেন। আপনারা নির্বাচন দিয়েছেন। বাংলার মানুষ শতকরা ৯৭টি সিট আপনাদের দিয়েছে। এদেশ শাসন করার অধিকার আপনাদের আছে।

কিন্তু দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন । হাওয়া-কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা কর। মনে রেখো, আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম কর, আর আত্মশুদ্ধি কর। তাহলেই দেশের জন্য মঙ্গল করতে পারবা ।

আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, কোনোদিন তোমরা আমার কথা ফেলো নাই। জীবনে আমি কোনোদিন কন্টেস্ট করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট হই নাই । জীবনভর তোমরা আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছ। তোমরা আমার কথায় রক্ত দিয়েছ, আজ শেষ দিনে—কেননা আমি সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি—তোমরা আমার কথা মনে রেখ। আমার কথা ভুলো না। কোনো দিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দিই নাই । কোনো দিন কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে কোন শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোনোদিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করি নাই। আমি বিশ্বাস করি তোমরা আমার কথা শুনবা—তোমরা আত্মসমালোচনা কর, আত্মসংযম কর। তোমরা আত্মশুদ্ধি কর। দুই চারটা পাঁচটা লোক অন্যায় করে, যার জন্য এতো বড়ো প্রতিষ্ঠান—যে প্রতিষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা এনেছে, যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ কর্মী জীবন দিয়েছেন, যে প্রতিষ্ঠান ২৫ বছর পর্যন্ত ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছে তার বদনাম হতে দেয়া চলে না ।

আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার এক কর্মী পড়ে আছে, যার জামা নাই, কাপড় নাই । তারা আমার কাছে আসে না। আপনাদের অনেকেই এখানে। কিন্তু আমি যদি চর কুকরীমুকরী যাই, আমার ঐ ধরনের কর্মীকে আমি দেখি। এদের সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজও আমি দেখি তার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। আজও দেখি, সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নাই । বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কর্মী পড়ে আছে ।

কিন্তু কিছু কিছু লোক যখন মধু-মক্ষিকার গন্ধ পায় তখন তারা এসে আওয়ামী

লীগে ভিড় জমায়। আওয়ামী লীগের নামে লুটতরাজ করে। পারমিট নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, আওয়ামী লীগ থেকে তাদের উৎখাত করে দিতে হবে—আওয়ামী লীগে থাকার তাদের অধিকার নাই। তাই বলছি, আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে, আজ আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, আজ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। তোমরা, আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা—আজ যারা এখানে বসেছ তারা মনে মনে চিন্তা কর। বুকে হাত দিয়ে খোদার উপর নির্ভর কইরা বলো যে, আমরা মানুষকে ভালোবাসি । আমরা বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি । আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখবো। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবো। আমরা দেশকে মুক্ত করবো। তাহলেই আওয়ামী লীগের ইতিহাস থাকবে। তাহলে মরেও আমি শান্তি পাবো । তা না হলে আমার বড়ো দুঃখ, বড়ো কষ্ট। সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, নীতি ছাড়া, আদর্শ ছাড়া এবং—যে কথা আমি বলেছিলাম—আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া তা হয় না। ন্যায় নীতি ও আদর্শ সামনে রাখতে হবে। সে আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে ।

ভুলে যেয়ো না। স্বাধীনতা পেয়েছো এক রকমের শত্রুর সাথে ফাইট করে। তখন আমরা জানতাম—আমাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও শোষকগোষ্ঠী । কিন্তু এখন শত্রুকে চেনা কষ্টকর। আমি একদিন গল্প করতে গিয়ে বলেছিলাম, জীবনে আমি তিনটা জিনিসকে ভয় পাই। আর কাউকে আমি ভয় পাই না। একটা হলো কুমির; নদীতে থাকে। পানির মধ্যে গোসল করতে গেলে পা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি না। দ্বিতীয়টা সাপ, ফুস করে মেরে দিলে যুদ্ধ করতে পারি না। আর তৃতীয়টা হচ্ছে মোনাফেক। তার সাথেও সামনাসামনি যুদ্ধ করা যায় না। কুমির, সাপ আর মোনাফেক ! তোমরা আগে যুদ্ধ করেছো। কিন্তু এখন বাংলার মাটিতে এদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার উপায় নাই ।

তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে মোনাফেক, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে কেউটে সাপ আর পানির তলের কুমির। এরা রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারে, আর বলে রাজনীতি করে। রাতে একজন লোক শুয়ে আছে; তাকে জানালা দিয়ে গুলি করে মারল। বলে—আমি বিপ্লবী। তুমি বিপ্লবী, না দাগী চোর? যে কোনো সময়, যে কোনো মানুষকে গুলি করে মারা যায়। এটা কি বিপ্লব? তোমরা রাতে গুলি করে মারো, আমরা প্রস্তাব পাস করি। আর আমি যদি লোকদের বলে দিই যে, তোমরাও রাত্রে গুলি করে মারো, তখন কি হবে?

এদের কোনো নীতি নাই, এদের কোনো আদর্শ নাই, এদের কিছুই নাই। এরা বড়ো বড়ো কথা বলে। আসলে চোর-ডাকাতের ন্যায় হাট-বাজারে ডাকাতি করে জিন্দাবাদ দিয়ে চলে যায়। সব ডাকাত, সব চোর। হাট-বাজারে, চিনির দোকানে, মুরগির দোকানে, সবজির দোকানে ডাকাতি করে বিপ্লব হয় না। ঐ রণদিভের থিওরি—ইট মারো, সেপাইর আস্তানায় ইট মারো, ওয়ালে একটা পাথর মারো। এতে বিপ্লব হয় না ।

সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে—তাকে বিপ্লব বলে না, তাকে বলে পার্ভার্শন—বিপ্লবের বিকৃতি। এই যত বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা আমার পাশে বসে আছেন, বহু বিপ্লব করছেন এরা—ফাউণ্ডার্স অব দি বিপ্লব (বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা)। সেটা এদের কাছ থেকে জেনে নাও। জনগণকে ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। রাতের অন্ধকারে গুলি মাইরা কোনোদিন বিপ্লব হয় নাই। পড়ো সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস, পড়ো অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। পড়ো আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস । দেখ সেখানে কী হয়েছে। দেখ আমাদের এই সাব-কন্টিনেন্টে কী হয়েছে। পড়ো, জানো, শেখো, বোঝ। তারপরে বিপ্লবের কথা বল। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না। আবার এখন একটা সুবিধা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে গুলি করে মাইরা বলে—আমরা মাওবাদী। কিন্তু আমি জানি, তোমরা চোর আর গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু না। তাই আপনাদের কাছে আমি বলতেছিলাম যে, চারটা আদর্শ—সেটা রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং আওয়ামী লীগের আদর্শ—সেটা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

একদল লোক গণতান্ত্রিক পন্থাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। পাঁচ বছর পর নির্বাচন কর। যদি নির্বাচনে তোমরা কেউ আসতে পার, যে কোনো দল মেহেরবানি করে চলে আস। আওয়ামী লীগ গদি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তোমরা জান, যে যতই বক্তৃতা কর, আর মানুষ যতই বক্তৃতা শুনুক না কেন, ভোট দেবার সময় তোমাদের অবস্থা যা আছে—আগেও যা হয়েছে, পরেও তাই হবে। সে জন্যই তোমরা জনগণের উপর আস্থা রাখ না। একদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যবহার করব আর অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে আওয়ামী লীগ কর্মীকে মারব, প্রগতিশীল কর্মীকে মারব, আর বলবো-অস্ত্র নিয়ে মোকাবিলা করব, বলবো অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব করব। কোনো স্বাধীন দেশে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা এলাউ করা যায় না। বহু সহ্য করা হয়েছে। দুই বছর সহ্য করা হয়েছে। বলা

হয়, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। বঙ্গবন্ধু কঠোর কিনা আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নসরুল্লাহ খান, লিয়াকত আলী খান সবাই জানে ।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল কি? বাংলার মানুষ তাকে জাতির পিতা করেছে। বাংলার মানুষ তাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। বাংলার মানুষকে আমি বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তাদের বলতে চেষ্টা করেছি—তোমরা কাজ কর। তোমরা গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন কর। দুটো খেলার অধিকার তোমাদের নাই। গণতান্ত্রিক অধিকারও তোমরা ব্যবহার করবা আর বিপ্লবের কথা বলে রাতের অন্ধকারে গুলি মারবা, অস্ত্র ফেরত দেবা না—সে অধিকার তোমাদের নাই, সে অধিকার তোমাদের দেয়া হবে না। এটা মনে রাখা দরকার—সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া হয়েছে। জনগণ দেখতে চাও, জনগণ দেখবা। কয়েক হাজার লোক মিটিং-এ যোগদান করলেই মনে করো না যে হয়েছে। এখনো আওয়ামী লীগ ডাক দিলে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক এসে হাজির হবে।

মনে করো না যেন বড়ো একটা কিছু হয়ে গেছো। সাবধান হয়ে যাও। একদল বলে, অমুক তারিখ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো। তারপরেও আমি কিছু বলি না। তবুও তারা বলে কি যে, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে হাত দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নাই, থাকতে পারে না। নইলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্ধকারে মরে? আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রগতিশীল কর্মী যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে আমি তাদের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলাম। তারা অস্ত্র জমা দিয়েছে। কিন্তু তোমরা গোপনে কিছু কিছু অস্ত্র রেখে দিয়েছো এবং সেগুলো গোপনে ব্যবহার করছো। আজ যদি আওয়ামী লীগ কর্মী বা প্রগতিশীল কর্মীর কাছে একদিন অস্ত্র দিয়ে দেয়া হয় তাহলে একজনের অস্তিত্বও বাংলাদেশে থাকবে না। আমাকে বাধ্য করো না। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না। যাও, গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বক্তৃতা করো। বাই-ইলেকশন হবে, ইলেকশনে নামো। ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশনে জিততে পারে না-রাত্রিবেলা এসে চেয়ারম্যানকে গুলি করে মারে। কয়—কি করলাম, বিপ্লব করলাম। কি বিপ্লব-চেয়ারম্যান মারছে। বাবা এ তো শুনি নাই।

আমার মনে হয়—এখানে তো দেশের লোকেরা আছেন, যদি শোনেন সবাই হাসবেন। কারণ, তাহলে বিপ্লবের ইতিহাস বদলিয়ে লিখতে হবে।

আজ সেই জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের

কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এনেছ। এবার খোদাকে হাজের-নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। যে রাষ্ট্রীয় চার আদর্শ আছে তাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাহলেই তোমাদের আদর্শ পূর্ণ হবে—এর আগে নয় ।

তোমাদের সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। তোমাদের আরো ত্যাগের প্রয়োজন । যারা ত্যাগ করে তারা জীবনভর করে। তোমরা ত্যাগ করছো—আরো করবা। আর যারা মজা মারে তারা এমনিও মারে, অমনিও মারে। সেজন্য তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ আছে—কর্মীরা, তোমাদের কাছে আমার দাবি আছে। তোমরা জীবনে আমার চোখের সামনে কোনোদিন কথা বলো নাই। যা বলেছি তোমরা তাই করেছ। তোমরা হাসতে হাসতে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েছো। তোমরা পারবা না আমার কথা শুনতে? দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসতে? আমরা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করব। এ দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়, আমরা শান্তি দেবো। পারবা না তোমরা এ কাজ করতে? বলো আমার কাছে। না পার, আমাকে বিদায় দিয়ে দাও । আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে ।

সহকর্মী ভাইয়েরা, আমি বলে দিচ্ছি, আমি সেন্টিমেন্টালি বাংলাদেশের মানুষের সাথে এ্যাটাচড্। কথাটা তোমাদের পরিষ্কার বলে দেবার চাই। তোমরা সকলে জান যে, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। তোমরা সকলে জানতা, ইচ্ছা করলে আমি বহু আগে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। এ প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয় । আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না—পারবো না—পারবো না। আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে সাথে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না ।

তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরা শুধু পার আমার অনুরোধ

রাখতে, কারণ তোমরা আমার বহু দুর্দিনের কর্মী। ১৯৪৯ সাল থেকে তোমরা এ পর্যন্ত আপদ-বিপদ মুসিবত, অত্যাচার-অবিচার, জুলুম, গুলি সব অগ্রাহ্য করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। স্বাধীন তোমরা করেছ। এবার বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। দিতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতন্ত্র ছাড়া রাস্তা নাই। শোষণহীন সমাজ গাছ থেকে পড়ে না। শোষণহীন সমাজ বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে হলে আমার কর্মী ভাইদের সমাজতন্ত্রের কর্মী হতে হবে। ক্যাডার তৈরি করতে হবে। ট্রেনিং দিতে হবে। না হলে পারবো না কিছু করতে।

তোমাদের নিঃস্বার্থ কর্মী হয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। সমাজতন্ত্রে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাবার চাই। এবং আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন সিস্টেমে আমরা শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলব।

আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি। বাংলার মাটিতে আমি মরব। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তোমাদের মনে রাখতে হবে।

আর একটা জিনিস । রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক— তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোন দিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামীন-রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক—সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে সমান। সেই জন্যই এক মুখে সোশ্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আর এক মুখে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পূর্ব আর একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই । তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে হবে—যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে। তোমাদের মনে রাখা দরকার, সেজন্য আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার—আমাদের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো কিন্তু নাই। সে সমাজতন্ত্র হলো

আমার অর্থনীতি। একে গড়তে হলে কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক কর্মী হতে হবে, ক্যাডার হতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। তাহলেই আমরা সফল হবো ।

অবশ্য অনেক লোক আছে যারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে পারে নাই । তারা পিছন থেকে কিছু ঢেলা মারার চেষ্টা করেছে। যারা প্রগতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে—একেই বলে সমাজতন্ত্র, একেই বলে শোষণহীন সমাজ, একেই বলে সুষম বণ্টন। তাহলে বাংলার মানুষ তোমাদের পিছনে থাকবে।

সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, আওয়ামী লীগ পার্টি দীর্ঘদিন ধরে যে বৈদেশিক নীতি দিয়েছে, আমার মনে হয় আপনাদের এই সরকার সেই নীতি পুরোপুরি পালন করতে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া ও অন্যান্য যেসব দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করেছেন আজ তাঁদের কথা স্মরণ করি। এ ছাড়াও ঐ সমস্ত দেশের কথা স্মরণ করি, যারা বিপ্লবের পরেও আমাদের ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে। আমাদের সাহায্য করেছে ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, জি.ডি.আর., ফ্রান্স, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এবং আরো বিভিন্ন দেশ। সাহায্য করেছেন সমস্ত সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি । তাদের সাথে আমাদের রিলেশন ভালো হয়েছে ।

আমরা আজ গর্বিত যে, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আরব ভাইদের এবং প্যালেস্টাইনবাসীদের পাশে রয়েছি। ইসরাইলীরা তাদের ন্যায্য অধিকার হস্তক্ষেপ করেছে। ইসরাইলীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানে নাই। তারা দখল করে বসে আছে আরবদের জমি। আরব ভাইদের একথা বলে দেবার চাই এবং তারা প্রমাণ পেয়েছে যে, বাংলার মানুষ তাদের পিছনে রয়েছে। আরব ভাইদের ন্যায্য দাবির পক্ষে রয়েছে। আমাদের সব শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করব ।

যে সব দেশ আমাদের সাহায্য দিয়েছে আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। শান্তিপূর্ণ দেশ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। আমি বিশ্বাস করি নন- অ্যালাইণ্ড, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ফরেন পলিসি। আমরা কারুর পকেটে যাবার চাই না । আমরা সকলের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হয়, একটা দেশ পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী

নয় ।

যে চীন নিজেকে মহান দেশ বলে এবং দুঃখী মানুষের বন্ধু বলে গর্ব করে সে চীন সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে। চীনের সাথে আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই না। আমরা এমন কিছু করি নাই, যে জন্য চীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীন বাংলার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছে। আমরা সেজন্য দুঃখীত। তবু চীন অনেক বড়ো দেশ, আমরা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু চীন একটা সাম্রাজ্যবাদী ও ক্যাপিটালিস্ট দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। আর বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ—যারা রক্ত দিয়ে বিপ্লব করে দেশকে স্বাধীন করেছে তারা যাতে জাতিসংঘে স্থান না পায় সেজন্য চীন জাতিসংঘে ভেটো দিলো বাংলার বিরুদ্ধে ।

ইতিহাস বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ। যখন চীনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে ভেটো দেয়া হতো তখন এই বাংলার মানুষই বিক্ষোভ করতো। আমি নিজে ঐ ভেটোর বিরুদ্ধে বহুবার কথা বলেছি, যে ভেটোর জন্য চীন ২৫ বছর জাতিসংঘে যেতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, সেই চীন আজ "ভেটো পাওয়ার" হয়ে প্রথম ভেটো দিলো আমার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তবুও আমি কামনা করি তাদের বন্ধুত্ব। অনেক বড়ো দেশ। দুশমনি করতে চাই না। বন্ধুত্ব কামনা করি। কারণ, আমি সকলের বন্ধু হতে চাই। কিন্তু জানি না, আমার এই কামনায়, আমার এই প্রার্থনায় তাঁরা সাড়া দিবেন কিনা। যদি না দেন—কিছু আসে যায় না। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা এতো ছোট দেশ নই। বাংলাদেশ এতটুকু নয়। পপুলেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুনিয়ার অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা আমরা আলোচনা করে বা রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স করে আনি নাই। সেজন্য আজ আমাদের পরিষ্কার কথা—আফ্রিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আরব দেশ হোক—যেখানে মানুষ শোষিত, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, যেখানে মানুষ দুঃখী, যেখানে মানুষ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নির্যাতিত, আমরা বাংলার মানুষ সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকব। আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না। আওয়ামী লীগের নেতারা, এই নিশ্চয়ই আপনাদেরও নীতি—আমাদের সরকারের তরফ থেকে এটা পালন করা হচ্ছে।

আজ আমাদের আর্থিক অবস্থা বড়োই খারাপ। অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভালো

নয়। কেন? ২৫ বছর শোষণ করে সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিনা পয়সায়, বিনা বৈদেশিক মুদ্রায় সরকার চালাতে হচ্ছে। সাড়ে ৭ কোটি লোকের দেশ। সব কিছু বিধ্বস্ত। একে গড়া এত সোজা নয়। তাছাড়া দুনিয়াতে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের মতো যারা উন্নয়নশীল দেশ, যারা দেশকে গড়ে তুলতে চায়, তারা মহাবিপদের সম্মুখীন ।

আমাদের কষ্ট হবে। তবুও একটা কথা মনে রাখা দরকার—যে সাহায্য আমি চাই, আওয়ামী লীগ যে সাহায্য চায় তা আত্মসম্মান বিক্রি করে নয়। আওয়ামী লীগ সরকার সেই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের কেউ যদি কিনতে চায় ভুল হবে। কেউ যদি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তবে ভুল হবে। আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি। বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরো দেবো; কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো কাছে সাহায্য চাই না । যাঁরা বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে চান তাঁরা আমার ভাই। আসুন, আমরা সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। কারণ দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে গড়তে হবে।

আজ সত্য কথা বলতে কি আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার। আওয়ামী লীগ কর্মীরা, কোথায় যেন গোড়ায় একটু গলদ রয়ে গেছে। মানুষ এতো অর্থের জন্য পাগল হয়েছে কেন? শুধু টাকা কামাই করবে কী করে, এই চেষ্টা! একদিন হাসতে হাসতে বললাম যে, বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষ—এরা কিন্তু অসৎ নয়। ব্ল্যাকমার্কেটিং করে কারা? রাগ করবেন না। আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন, আপনারা রাগ করবেন না। ব্ল্যাকমার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা রয়েছে তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে তারা বেশি করে। হাইজ্যাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া শিখছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই। আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই । নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয়ই আমার কৃষক ভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক ভাইরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে তারাই ব্ল্যাক- মার্কেটিয়ার। আর বিদেশী এজেন্ট কারা হয়? নিশ্চয়ই আমার কৃষক নয়, নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক নয়। আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি,

বিদেশে যাবার পারি, বিদেশীদের সাথে মিশতে পারি, ভালো স্যুট পরতে পারি, তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজেন্ট হই ।

মহাবিপদের মধ্যে আছি আমরা। আপনারা যাঁরা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত, যাঁরা দেশকে নেতৃত্ব দেন তাঁদের কর্তব্য হবে আত্মসমালোচনা করা। আর আওয়ামী লীগের সহকর্মী ভাইয়েরা, তোমরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের পিছনে লাগো। হোর্ডারদের পিছনে লাগো। ঘুষখোরদের পিছনে লাগো। তোমরা আমার কথায় আগেও লেগেছো, এখনো লাগো। শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। যেমনভাবে ২৫শে মার্চ থেকে ন'মাস পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম। তেমনি বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে—দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে । আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।

গণঐক্য জোট করেছেন আপনারা। আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের সাথে কর্মী আছে পাঁচটি গ্রুপের—আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ। আমি মাঝে মাঝে খবর পাই—ভুল বোঝাবুঝি হয় । কোনো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারবে না। সবার সাথে আলোচনা করে নিয়ে আপনাদের পাঁচ গ্রুপকে একসাথে কাজ করতে হবে। আপনারা কাজ করছেন দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। সেইজন্য সংঘবদ্ধভাবে বসে আলোচনা করে আপনাদের কাজ করতে হবে। কারণ, আদর্শ আপনাদের এক। নেতৃত্ব আপনাদের এক। কর্মী আপনারা এক। সম্মুখে রাস্তা আপনাদের এক । গভর্নমেন্ট আপনাদের এক ।

ভাইয়েরা আমার, পরিশ্রম না করলে, কঠোর পরিশ্রম না করলে সাড়ে ৭ কোটি লোকের ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়দা করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমাদের বারবার বলেছি, এখনো বলছি—প্রোডাকশন বাড়াও। সমাজতন্ত্রের অর্থ এই যে—প্রোডাকশন বাড়াও, ভোগ কর ।

একবার এক মিটিংয়ে বলেছিলাম, গাইটা খেয়ো না, দুধ খাওয়া তোমরা কিছু

লোক যা আরম্ভ করেছো, দুধও খাবার চাও, গাইও খাবার চাও। সেজন্যই বলছি, প্রোডাকশন কর । আমি শ্রমিক ভাইদের সবাইকে দোষ দিই না। অনেক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভালো প্রোডাকশন করছে, ভালো কাজ করছে। কৃষক ভাইরাও এগিয়ে এসেছে। তাদের অর্গানাইজ করতে হবে। এমন কি একথা ছাত্র ভাইদেরও বলি। দেখুন বগুড়ায় গিয়ে, কলেজের ছাত্ররা নিজেরা মাছ চাষ করে। নিজের খরচ নিজেরাই কামাই করে লেখাপড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। আপনারাও শুরু করেন। বাপ-মার উপর ট্যাক্স কম করেন। আজকে জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছে। বিদেশ থেকে আনতে হয়। দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে। মানুষের দুঃখ হবে। সেজন্য আজ আপনাদের এদিকে নজর দিতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আজ আর বেশিক্ষণ বক্তৃতা করছি না। ইতিহাস বলে দেয়ার দরকার ছিল বলেই এতো কথা বলেছি ।

আমি তোমাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকতে পারবো না। তোমাদের নতুন সভাপতি করতে হবে। কারণ, সময় আমি দেবার পারি না। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যেটা আমি নিজে পাস করিয়েছিলাম তাতে পরিষ্কার বলা ছিল যে—প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা গভর্নর হলে কেউই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, বা কর্মকর্তা হতে পারবে না। এটাকে আমি পরিবর্তন করতে চাই না। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, তোমরা কথা রাখবা এবং আমার কথা শোনবা। আমি সব ঠিক করে দেব, তোমরা চিন্তা কর না—গোছায়ে গোছায়ে ঠিক করে দেবো। সারা জীবন আমার কথা শুনেছো—এবারো শুনতে হবে।

আমি আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যা প্রয়োজন; আওয়ামী লীগের সেই চারটি জিনিস—নেতৃত্ব, আদর্শ, সংগঠন ও নিঃস্বার্থ কর্মী রয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আজ যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে—দেশ গড়ার সংগ্রাম, দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার সংগ্রাম—এই সংগ্রামেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি, যদি আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তা হলে নিশ্চয়ই আমরা কামিয়াব হবো। কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না। বিশৃঙ্খলাকারীরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাই আজকে তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল—গ্রামে গ্রামে কাজ করো। দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াও। তোমরা আমার কথা শুনেছো, এখনো আমার কথা শোন। তোমাদের যা বলি সেভাবে কাজ করো। আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সাথেই থাকবো, তোমাদের পাশেই থাকবো।

তোমাদের বাদ দিয়ে একদিনও আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু সভাপতি আমি থাকতে পারবো না ।

আমি আমার পক্ষ থেকে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে যাঁরা বিদেশ থেকে এখানে এসেছেন সেই যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি, ভারত, রুমানিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরী ও দক্ষিণ ইয়ামেনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। যাঁরা আসতে পারেন নি বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং যাঁরা এখানে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রয়েছেন তাঁদের সকলকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি এই জন্য যে, আজ প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের কিছু ইতিহাস বলার, প্রয়োজন ছিল আপনাদের কিছু পথ দেখানোর। শুধু একটা কথা বলে যাই—শেষ কথা আমার, যে কথা আমি বারবার বলেছি—সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি তোমরা সোনার মানুষ হও তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছো, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না ।

জয় বাংলা। জয় আওয়ামী লীগ ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪

জহুর আহমদ চৌধুরীর গুণের ইতিহাস আছে

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের ২০তম বৈঠক

শোক-প্রস্তাব

জনাব স্পীকার : "এই সংসদ গভীর দুঃখ ও সমবেদনার সহিত প্রস্তাব করিতেছে যে, জাতীয় সংসদ সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, শ্রমিক নেতা, অকুতোভয় দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হারাইয়াছে। এই সংসদ তাঁহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিতেছে এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী) : জনাব স্পীকার, আজ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে পি.জি. হাসপাতালে আমাদের সহকর্মী, বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলহাজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন। দীর্ঘ ৩১ বছর তিনি আমার পাশে পাশে ও সাথে সাথে ছিলেন। আমরা একসাথে, একযোগে এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি। অনেক কথা মনে পড়ে। ১৯৪৩ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় । ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামে যখন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি, তখন জহুর আহমদ চৌধুরীর মতো এম. এ. আজিজও আমার সাথে ছিলেন। এক দিনের জন্যও তিনি এদেশের জনসাধারণ এবং তাদের ন্যায্য দাবির সংগ্রাম থেকে দূরে সরে দাঁড়ান নাই। আওয়ামী লীগের জন্ম থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁকে আপনারা এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বলতে পারেন। অনেকবার কারাবরণ করেছেন তিনি। তিনি প্রায় ৮ বছর কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। অনেক মামলার আসামীও তাঁকে হতে হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেওয়ার পরে আমরা যখন গ্রেপ্তার

হই, তখন তিনিও গ্রেপ্তার হন, গ্রেপ্তারের পরে সিলেট জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপরে তাঁর উপর নির্যাতন করা হয়। তাঁর একটা কান বধির ছিল। এ হাউসের অনেকেই হয়তো তা জানেন না যে, তাঁর উপর সেই সময় যে অত্যাচার করা হয়েছিল, নির্যাতন চালান হয়েছিল, তার ফলেই কানে যে আঘাত লাগে, তাতে তাঁর একটা কান বধির হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের আন্দোলনের পরে যে অমানুষিক অত্যাচার সিলেট জেলে তাঁর উপর হয়েছিল, তাতে তাঁর কান বধির হয়ে গিয়েছিল। এমন কোন আন্দোলন নাই, যে আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না। তাঁকে চট্টগ্রামের শ্রমিক আন্দোলনের পিতা বলা হতো। শ্রমিক আন্দোলন কী জিনিস, শ্রমিকের হৃদয় কীভাবে জয় করতে হয়, তা তিনি চট্টগ্রামে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি খুবই অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতো বাস করতেন। সমস্ত দিন-রাত তিনি কৃষকের সাথে, শ্রমিকের সাথে, দুঃখী মানুষের সাথে থাকতেন। তাঁর একটা গুণের ইতিহাস আছে। তিনি যা কিছু উপার্জন করতেন, তা গরিবদের খাইয়ে দিতেন। আজকাল এটা একটা 'ফ্যাশন' হয়ে গেছে, মন্ত্রী হলেই তাঁর উপর বদনামী এসে যায়। আজ এটা প্রমাণ হয়ে যাক! দেখুক বাংলাদেশের মানুষ যে, মন্ত্রী হলেই তাঁর বদনাম হয় না । আজ জহুর আহমদ চৌধুরীর দিকে চেয়ে দেখুক! তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নাই। তারা খোঁজ করে দেখুক জহুর আহমদ চৌধুরীর ছেলেপিলের খাওয়ার পয়সা পর্যন্ত নাই । এটা আজকাল আমাদের দেশের একটা 'ফ্যাশন' যে, আমরা নিজেদের সমালোচনা করে নিজেদের সর্বনাশ করি। দেখুন তার ছেলেপিলের দিকে তাকিয়ে! কী করে যে তারা বাঁচবে, সে চিন্তা করতে আমার ভয় হয়। কারণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয় এবং তাঁর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর বাড়িতে তাঁর যে কর্মঠ ছেলে ছিল সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় রাঙ্গুনিয়াতে। কারণ সে তখন আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের খাবার 'সাপ্লাই' করছিল। সে জন্য সে সময় তাঁকে রাস্তায় হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আগরতলায় একটা স্কুলঘরে বসে এই অঞ্চলের ভার তিনি গ্রহণ করেন এবং সেখানে বসে তিনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

কী হয়েছে জানি না; কিছুদিনের মধ্যে অনেক সহকর্মীকে হারাতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে হাজার হাজার কর্মী ও নেতাকে। হারাতে হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মীকে। স্বাধীনতার পরে অনেকে

জীবন দিয়েছে। অনেকের এমনি সাধারণতভাবে মৃত্যু হয়েছে; অনেককে হত্যা করা হয়েছে! কিছুদিন আগে প্রতিমন্ত্রী মিসেস বদরুন্নেছা আহমেদ ইন্তেকাল করলেন; চট্টগ্রামের লিডার হান্নান সাহেব ইন্তেকাল করলেন। আজ জহুর আহমদ চৌধুরী ইন্তেকাল করলেন। মানুষকে মরতে একদিন হয়। আজ অবস্থা আমার এই হয়েছে—অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর। আজকাল আমাদের আর কী-ইবা করার আছে, আমাদের কী-ইবা উপায় আছে, আমরা আল্লাহ্র কাছে মোনাজাত করতে পারি ।

মাননীয় স্পীকার, দীর্ঘদিন দেশের জন্য তিনি সংগ্রাম করে চলে গেলেন। বছরের পর বছর কারাবরণ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। কত যে কটূক্তি শুনতে হয়েছে এই আড়াই বছরের মন্ত্রিত্বের জন্য! জহুর আহমদ চৌধুরী কিছুই নিয়ে যান নি। কেউ কিছু নিয়ে যায় না। একদিন সকলকেই মরতে হবে। মৃত্যুটাই স্বাভাবিক ।

মাননীয় স্পীকার, আজ আপনি শোক-প্রস্তাব এনেছেন। অনেক শোক-প্রস্তাব এই সংসদে আমাদের পাস করতে হয়েছে! আমরা শোক-প্রস্তাব পাস করে তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই, দোয়া করি, আল্লাহর কাছে মোনাজাত জানাই, তাঁর আত্মার শান্তির জন্য ।

আজকে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—জহুর আহমদ চৌধুরী আজ যে জিনিস দেখিয়ে গেছেন, যদি আমরা সকলেই তা পালন করে চলতে পারি, তাহলে এদেশের মানুষের মঙ্গল হবে। তিনি চট্টগ্রামের প্রতিটি দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন । সংগ্রামের সময় অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে কথা বলতে সাহস পায়নি, তারা আজকে অনেকেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে থাকে! তাতে আমার দুঃখ নাই ।

সত্য সত্যই থাকে, মিথ্যা মিথ্যাই হয়। কিছুদিন propaganda করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে মিথ্যা মিথ্যাই থাকে, সত্য সত্যই থাকে, একথা সকলেই জানে । মাননীয় স্পীকার, আপনার কাছে আমার কিছু বলার নাই। বহুদিনের সহকর্মী হারিয়েছি, আমি বড়োই ব্যথিত। বক্তৃতা করতে কষ্ট হয়, অনেক দিন বক্তৃতা করি নি, আর বক্তৃতা করে সমবেদনা জানাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আজ খুব কষ্ট পেয়েছি, দুঃখ পেয়েছি। একদিনও শান্তি পান নি জহুর আহমদ চৌধুরী। অনেক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, পি.জি. হাসপাতালের ডাক্তাররা সবাই এবং আরও অনেকেই তাঁর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা

করেছেন। কিন্তু মৃত্যু আল্লাহ্র হাতে, মৃত্যুকে কেউ রুখতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষেরই যেতে হবে। তাই আজ কবির ভাষায় বলতে চাই, জনাব স্পীকার,

"কাঁদিব না আর আমি

কাঁদিব না আর,

আমার দুঃখের দিন

রহিবে না চিরদিন ।

দু'দিন কেন তবে

কেঁদে অবসান হবে,

দুঃখেও হাসিব আজি

লীলা বিধাতার ।

কাঁদিব না আর আমি

কাঁদিব না আর।"

মাননীয় স্পীকার, সকলের পক্ষ থেকে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, তা আমি সমর্থন করি এবং আশা করি আপনি সকলকে বলবেন, দুই মিনিট দাঁড়িয়ে দোয়া করার জন্য যাতে তাঁর আত্মা শান্তি পানবে। তাঁর সেই ইতিহাস যদি আমি দিতে যাই তাহলে অনেক সময় লাগবে। আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার মনও অবশ্য ভালো নয়! এই জন্যই আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

জনাব স্পীকার : মৌলবী জালাল সাহেব, আপনি মোনাজাত পরিচালনা করবেন। আমি এই সংসদের মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাবৃন্দকে অনুরোধ করব—দুই মিনিট আমরা দাঁড়িয়ে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ।

[সকলে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মাগফেরাত কামনা করেন। অতঃপর আলহাজ্ব মৌঃ জালাল আহমদ সাহেব মোনাজাত পরিচালনা করেন ।]

সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা মরহুমের শোক-সন্তপ্ত

পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করা হবে। সচিব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সংসদের অধিবেশন আগামীকাল ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী হইল ।

[অতঃপর ৩টা ৫৪ মিনিট পর্যন্ত চলার পর সংসদের অধিবেশন ২রা জুলাই মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায় ।]

জহুর আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবের ওপর, ১ জুলাই ১৯৭৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ

জনাব সভাপতি

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করে বাঙালি জাতির জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদাসহ বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, তারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যসহ বাস করবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন । যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন ।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আমাদের এই অঙ্গীকারের সঙ্গে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে। এটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে ।

জনাব সভাপতি

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করছি।

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করেছে, এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থন দানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁরা মূল্যবান সাহায্য দিয়েছেন, তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁরা আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের আমি বাংলাদেশের পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

আমাদের শান্তির সংগ্রাম

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হচ্ছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, এই সব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কী তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুররুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও অব্যাহত রয়েছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করেছে।

চূড়ান্ত বিজয়ে জনগণও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, আর এসব বিজয় এ-কথাই প্রমাণ করেছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনও অবিচার ও নিপীড়িন চলছে, অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরোপুরিভাবে মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নি। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নি । বিশেষ করে আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। বর্ণ বৈষম্যবাদ, যাকে মানবতার বিরোধী বলে বার বার আখ্যায়িত করা হয়েছে তা এখনো আমাদের বিবেককে দংশন করছে।

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টা চলছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। আজকের দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বেছে নেবে তা নিয়ে সংকটে পড়েছে। এই পথ বেছে নেওয়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়ে এবং ক্ষুধা, বেকারি ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে তুলে এগিয়ে যাব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যাব, যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ন সম্ভব করে তুলবে এবং যে বিশ্ব কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে তা একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে জরুরিভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এই বছরের প্রথম দিকে এ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পর পর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা সর্বশেষ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখনি হয়েছি তা হচ্ছে এ বছরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়েছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয়নি, এর ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুণ আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বার্ষিক মাথাপিছু একশ ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক

সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তারা বর্তমান স্তরের চেয়েও তাদের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তার চেয়েও কম ভোগ করেছে যেসব মানুষ তারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতোমধ্যেই দারিদ্র্য ও ব্যাপক বেকারত্বের নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাদের পাঁচ হতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার পরিমিত উন্নয়ন-পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশঙ্কার হুমকিতে পতিত হয়েছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বেড়ে যায় নি, উপরন্তু তাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য তাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠবে, ইতিহাসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোনো পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাবে না। এর পাশাপাশি অবশ্য থাকবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক ।

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাই

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় নি। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, এতে একটা স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত

মুক্তভাবে অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হবে না, এতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হচ্ছে তাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাবে ।

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব—এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে আমাদের সক্ষম করে তুলবে এবং সক্ষম করে তুলবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করতে। এই ধারণা হতে জন্ম নিয়েছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এজন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা—বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হোক না কেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থেকে আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যা এই পরিষদ অনুমোদন করেছে, তাকে সমর্থন করি ।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই ।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁরা প্রকাশ করেছেন ।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তা সমগ্র বিশ্বের

নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাবে এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশের আপোষ মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান রাখবে। এ ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সঙ্গে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নি, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টিও করেছি।

পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দিই নি এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে আমরা চূড়ান্ত অবদান রেখেছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করেছে। এ হচ্ছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়ে তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দর কষাকষি করি নি। আমরা কেবল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হয়েছি।

তেষট্টি হাজার পাকিস্তানী পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রয়ে গেছে । তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে এবং নিজ দেশে ফেরার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করেছে। যে দেশের প্রতি তারা আনুগত্য ঘোষণা করেছে, সেই দেশে তাদের যাবার অধিকার আছে। আইন ও আন্ত র্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এ অধিকার তাদের ওপর বর্তিয়েছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন ।

আরো একটি জরুরি সমস্যা হলো সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হবে, যাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া

সফল হতে পারে ।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসূলভ সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তার পঁচিশ বছরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রেখেছে। বিশ্বসংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করেছে এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছে ফেলতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এবং ভারত হতে ফিরে আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করা জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল, তাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্বে উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। আমি আগেই বলেছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করেছে। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হলেও একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করেছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে ।

জনাব সভাপতি

মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রেখে আমি আমাদের বক্তৃতা শেষ করতে চাই । আমাদের মতো যেসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই বিশ্বাস তাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করতে পারি, কিন্তু মরব না। টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হচ্ছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটছে। আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদের গড়ে তুলবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে যাব ।

জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশনে, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

মহাত্মনবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই ঐতিহাসিক কায়রোতে মিশরীয় ও আরব... জনসাধারণের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। মিশরের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ আমাকে, আমার মন্ত্রীসভার সদস্যদের যে সাদর ও হৃদ্যতাপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। আমার বাংলাদেশের জনসাধারণ সম্পর্কে আপনার... জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারে মিশরের সরকার ও জনগণের সক্রিয় সমর্থনের কথা। সম্প্রতি সর্বনাশা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনাদের সাহায্য আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মিশর ও বাংলাদেশ একই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজতন্ত্র ও জোট নিরপেক্ষতার অভিন্ন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের পরিবেশকে করেছে নিকটতর। আমাদের উভয় দেশের জনসাধারণকে আপন ভাইয়ে পরিণত হয়ে ঔপনিবেশিকের বিরুদ্ধে একযোগে করতে হবে কঠোর সংগ্রাম। আমাদের প্রতিবেশী সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে গভীর নৈকট্য একান্ত প্রয়োজন। জোট নিরপেক্ষতার প্রতি... একদল মানুষের ওপর অন্য একদল রাজনীতিক দলের আধিপত্য অবসানের লক্ষ্যে... সকল মানুষ স্বীয় সম্ভাবনা...। একমাত্র তাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ও শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের মানুষের তথা সারা বিশ্বের শান্তি সম্প্রসারণে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।

আমাদের ওপর আপনি যে বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আগ্রহ দেখিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করি। উভয় দেশের বর্তমান সমস্যাবলি নিষ্পত্তির প্রশ্নে আমরা সর্বাধিক অবদান রেখেছি। ঐ স্বাভাবিকীকরণের প্রশ্নে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রয়েছে ।

মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের সঙ্গে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ সকল আরব দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুসুলভ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিটি আরব-স্বার্থকে আমরা নিজেদের স্বার্থ বলে মনে করে থাকি। আরব ভাইদের সাথে আমাদের গভীর সংহতির সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে... যুদ্ধের সময়। সেদিন বাংলাদেশের জনসাধারণ আরব বিশ্বের সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিশরের জনগণ আপনাদের প্রেসিডেন্টের দৃঢ়স্থায়ী নেতৃত্বে দুর্বৃত্ততা... খতম করে দিয়েছে, আমরা মিশরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই। যে রকম সাহসিকতা আত্মবিশ্বাস ও দূরদৃষ্টির সাথে জাতিকে বিজয়ের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে সৃষ্টি করেছেন, এই দেশের ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত ।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ইসরাইলি আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের পূর্ণ জাতীয় মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের, আপনাদের... সংগ্রামে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। আমরা বিশ্বাস করি—সত্য, ন্যায় আপনাদের আছে, আপনাদের বিজয় অবধারিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সংগ্রামরত মানুষের প্রতি আমাদের সার্বিক সমর্থনের কথা আজও এখানে আবারও আমি ঘোষণা করতে চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশটির সকল মানুষের অবিচ্ছেদ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি... না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক পুনঃগঠন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী ... উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়েছে। আরও ব্যাহত করেছে এ বৎসরের প্রলয়ংকারী বন্যা, বাংলাদেশের জনসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের সাথে এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে, আমরা সুনিশ্চিত বন্ধুদের সহায়তায় ও শুভেচ্ছায় এই পরিস্থিতি উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হবো। আমাদের জনগণের জন্য গড়ে তুলতে পারবো এক উন্নত ভবিষ্যৎ।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, এটা আমাদের জন্য গভীর সন্তোষের কথা যে, বিগত বছরগুলোতে মিশর ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমোন্নতি করেছে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার এই বন্ধন আগামী দিনগুলোতে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর

হবে। বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য আপনার অব্যাহত বন্ধুত্বপূর্ণ আগ্রহের প্রশংসা আমরা না করে পারি না। স্বাধীনতার পর থেকে, আপনারা যে সহানুভূতি-সহায়তা দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। মহাত্মবৃন্দ, আপনাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার সাদত, ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর সু-স্বাস্থ্য, সুখময় দীর্ঘজীবন, মিশরের জনগণের অব্যাহত উন্নতি সুখ-সমৃদ্ধি এবং মিশর ও বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব কামনা করে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নেবার চাই ।

খোদা হাফেজ ।

মিশরের কায়রোতে এক ভোজসভায়, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪

আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে আমাদের বাঁচতে হবে

আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুব আনন্দিত। আপনারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর সদস্য হিসেবে জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তখন এই বাহিনীর ছিল না কোন জাহাজ, ছিল না তেমন কোন অস্ত্রসস্ত্র । তাদের তেমন কিছুই ছিল না । নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অনেকে শহীদ হয়েছেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন ।

আপনারা জানেন যে, পাকিস্তান নৌবাহিনীতে বাঙালিদেরকে তেমন নিয়োগ করা হতো না—যা নিয়ে আমরা অনেক দিন ধরে সংগ্রাম করে আসছি। যারা জীবনে কোনদিন নদী দেখে নি এবং নদীর পানিতে যাদের সাঁতার কাটার বা গোসল করার সুযোগ হয় নি তাদেরকেও নৌবাহিনীতে নেওয়া হতো। অন্যদিকে পানিতে যে বাঙালিদের জন্ম এবং পানিতে যারা ছোট বেলা থেকে বড়ো হয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করা হতো না নৌবাহিনীতে । এ বিষয়টা নিয়ে আমি অনেকদিন ধরে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের তিন বছর হলো। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। আমাদের ছিল মাত্র কয়েকজন নৌসেনা এবং ছিল না কোন নৌবাহিনী, জাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র । কিন্তু আজ আমি গর্বিত ও আনন্দিত যে এই স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই আমাদের নৌবাহিনী মোটামুটিভাবে একটা রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে দেশের অবস্থা তেমন ভালো না। দেশের খাদ্য অবস্থা খুব সন্তোষজনক না । বিদেশ থেকে খাবার আমদানী করতে হয়। খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনীতি আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের

সামরিক বাহিনী, সেনা বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ।

আপনাদেরকে কখনও ভুললে চলবে না যে—আপনারা এদেশের জনগণেরই একটা অংশ এবং এদেশেরই সন্তান। আপনারা এদেশের জনগণের ভাই ব্রাদার এবং তাদেরই অংশবিশেষ মাত্র। তাঁরা যদি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আপনারাও অসন্তুষ্ট এবং তারা খুশি থাকলে আপনারও খুশি। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে খাদ্য যোগাড় করাই হলো আমাদের প্রথম কাজ। জনগণের জন্য খাবার যোগাড় করার পূর্বে অন্য কোন কিছু করা যাবে না। কয়েকজন যুবক তাদের লেখাপড়ার জন্য আমার কাছে টাকা পয়সা চাইতে এসেছিল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা কি খাবার যোগাড় করার চেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যায়ার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চায়? তারা আমাকে জানালো যে তাদের কাছে খাবার যোগাড় করার গুরুত্ব বেশি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণের জন্য খাবার যোগাড় করার গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি ।

বাঙালিরা অনেক দিন ধরে নিষ্পেষিত হয়েছে। ইংরেজরা তাদেরকে শাসন করেছে দুই শত বছর। আর পাকিস্তানীরা তাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে ২৫ বছর ধরে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলা যায় প্রায় শূন্য হাতে। তাদের কিছুই ছিল না। আপনারা আজ যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা ছিল একটা ধ্বংস্তূপ মাত্র । আপনারা দেখেছেন যে এই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারতো না। কিন্তু বিগত তিন বছরে দেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বন্দর মেরামত করা হয়েছে, রাস্তাঘাট তৈরি করা হয়েছে এবং তৈরি করা হয়েছে বিমান বন্দর। আপনারা এখন অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না । আপনাদেরকে দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, ভালোবাসতে হবে দেশকে এবং সেটাই আপনাদেরকে সাহায়তা করবে সবকিছু অর্জন করতে।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেশের সম্পদ রক্ষা করার জন্য এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন নৌবাহিনী। আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বে শান্তি চাই। আমরা চাই যে ধনী দেশগুলো শুধুমাত্র যুদ্ধ বিগ্রহ না করে জনগণের মঙ্গলের

জন্যও তাদের সম্পদ ব্যয় করুক। তাহলেই দুনিয়া থেকে দারিদ্র্য দূর হবে। আমরা সেই আদর্শেই বিশ্বাস করি এবং সেজন্যই শান্তিকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম রয়েছে। তবে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই ।

যে জাতি নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে পারে না এবং নিজেদেরকে সম্মান করতে জানে না, তারা দুনিয়াতে উন্নতি করতে পারে না। সেজন্যই আজ আমরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে সসম্মানে বাঁচতে চাই। আমরা কারো ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। কেউ আমাদের ব্যাপারে অনাহুতভাবে নাক গলাবে সেটাও আমরা সহ্য করবো না এবং সেটাই আমাদের মূল নীতি।

নৌবাহিনীর সদস্যরা ইতোমধ্যে অনেক কিছু করেছেন এবং সেজন্য আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি অভিনন্দন। তাঁরা তাঁদের সামান্য সম্পদ দিয়ে কয়েকটা জাহাজ মেরামত করেছেন। আমাদের সমুদ্রসীমা পাহারা দিচ্ছেন। আপনাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমি জানাই ধন্যবাদ ।

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিগত ২৫ বছর ধরে পাকিস্তান নৌবাহিনী আমাদের টাকায় যে সমস্ত নৌসম্পদ গড়ে তুলেছিল তার এতটুকুও আমরা পাই নাই। তারা আমাদেরকে কোন যুদ্ধজাহাজ অথবা কোন মালামল পরিবহণকারী বোট বা জাহাজ কিছুই দেয় নাই। তারা আমাদেরকে কিছু দেবে কিনা সেটা আমরা এখনও জানি না। সম্ভবত কোন কিছু দেওয়ার কোন ইচ্ছা তাদের নেই। তবে সেজন্য আমরা খুব চিন্তিতও নই। আমাদের জমি আছে, আমাদের আছে জনগণ এবং আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো । আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে আমরা আল্লাহ্ রহমতে সব কিছু গড়ে তুলতে সক্ষম হব এবং আমাদের সব কিছুই হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে। বাংলার মাটিতে কেউ কর্তৃত্ব করতে আসতে পারবে না ।

আমি জানি, আপনারা আপনাদের পূর্ণ বেতন না নিয়ে এবং যথাযোগ্য পোষাক না পেয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা এখনও আপনাদেরকে গরম কাপড় দিতে পারি নাই। এক কথায় বলতে গেলে—আপনাদেরকে তেমন কিছুই দিতে পারি নাই। তা সত্ত্বেও আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেজন্যই বাঙালিরা আপনাদের জন্য গর্বিত। আমিও আপনাদেরকে সেজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

আমাদেরকে আস্তে আস্তে সব কিছু গড়ে তুলতে হবে। সর্বত্রই অভাব

আর অভাব। আমাদের লোকদেরকে গঠনমূলক কাজ দিয়ে বাঁচাতে হবে। এ দেশের লোকদেরকে বাঁচাতে হবে। আমাদেরকে রাস্তাঘাট, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, রক্ষীবাহিনী প্রভৃতি সব কিছুই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাও চালু রাখতে হবে। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে।

এই সব সমস্যা সমাধান করা দুদিনে কেন দু বছরেও সম্ভবপর নয়। এজন্য দীর্ঘদিন প্রয়োজন হবে। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং শোষিত দেশকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের। আমরা মাত্র তিন বছর হলো স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং তা আবার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। পাকিস্তানীরা কোন বৈদেশিক মুদ্রা অথবা স্বর্ণ মৌজুদ রেখে যায় নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা তারা পুরোপুরিভাবে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবুও আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, বাংলাদেশের জনগণের সব কিছুই হবে। হয়ত একটু সময় লাগতে পারে। কেউ যদি মনে করে থাকে যে যেহেতু বিগত তিন বছর বাংলাদেশের লোকেরা অনেক ক্ষতি সহ্য করেছে; বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় বার বার আঘাত হেনেছে এবং খাদ্যসমস্যা এতটা প্রকট হয়েছে যে এখানে আর কোন কিছু করা সম্ভবপর নয় তাহলে সে ভুল করবে। আজ আমি আপনাদেরকে সত্য কথা বলতে চাই যে, এ বছরের বন্যায় অনেক লোক না খেয়ে মারা গেছে। কারণ—আমি মিথ্যা কথা বলি না, কোন কিছু গোপন করার চেষ্টা করি না, আবার কোন কিছু লুকানোর চেষ্টাও করি না। এগুলো আমার বিবেকে বাধে। আমি সারা দুনিয়া থেকে টাকা চেয়ে এনে আমার লোকদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি ।

আপনাদেরকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। আমাদের অনেক সম্পদ রয়েছে যার যথাযোগ্য ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নাই। আমাদের সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ্ আমাদের সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আপনাদেরকে আমাদের প্রতিটি কর্মে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আপনাদেরকে মেনে চলতে হবে এবং ভালোবাসতে হবে দেশ ও দেশের মাটিকে। আমাদের পিতা-মাতা ও আপনাদের পিতা-মাতা এ দেশেরই সন্তান এবং আমরা তাঁদেরই সন্তান। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁদের কথা মেনে চলতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে

হবে এবং আপনাদের প্রতি এটাই হলো আমার আজকের নির্দেশ ও অনুরোধ।

আমি আপনাদের জাতির পিতা। আপাততভাবে আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম কিন্তু সেটা আমি হই নি । আমি বাংলার লোকদের স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। আমি বাংলার নির্যাতিত লোকদের মুক্তির জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে আসছি। তাই আজও আমি সেইসব নির্যাতিত মানুষের মুক্তি চাচ্ছি। আপনাদের যখনই সুযোগ হবে জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন—যাতে কেউ আপনাদের দুর্নাম না করতে পারে ।

যখনই আপনারা কোন দায়িত্ব পালন করতে কোথাও যাবেন, আপনাদের কর্তব্য হবে —জনগণের দুঃখদুর্দশা দূর করার কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করা। জনগণের মধ্যেই আপনারা খুঁজে পাবেন আপনার পিতা, আপনার ভাই, আপনার মা অথবা বোনের প্রতিকৃতির ছায়া ।

আপনারা আজ বাংলাদেশে যা কিছু দেখছেন সব কিছুরই মালিক সাড়ে সাত কোটি জনগণ এবং তাদেরই টাকায় এটা করা হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং তাদের দেখাশুনা করাই হলো আপনাদের প্রধান কর্তব্য। আপনারা যেখানেই যান না কেন আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটা যথাযোগ্যভাবে পালন করবেন । অন্যায়কারীকে কখনও প্রশয় দেবেন না। তবে নিরপরাধকে কখনও আঘাত করতে চেষ্টা করবেন না। আমার উপদেশগুলো সবসময় স্মরণ রাখবেন। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-কারণ, এ দেশের জনগণ আমার নির্দেশ মতো কাজ করেছিল। আমার কথামতো চলবেন। আপনারা যদি আমার কথামতো চলেন, আপনারা যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, আপনারা যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলেন, আপনারা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং সৎ ও ন্যায় পথে থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এখানে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা হবেই ।

বাংলার সম্পদ অনেক দিন ধরে বাংলায় থাকে নাই এবং সে কারণেই বাঙালিদের অবস্থা এখন তেমন ভালো না। ইনশাআল্লাহ্ বাংলার সম্পদ এখন থেকে বাংলায়ই থাকবে । আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বাংলার জনগণ সুখী হবে এবং সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনাদের অধিনায়কের কাছ থেকে জেনেছি যে আপনাদেরকে অনেক কিছুই দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আমি জানি আপনাদের অনেক কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। আজ আমি আপনাদেরকে

নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আপনারা সব কিছুই পাবেন—তবে একসঙ্গে নয়, আস্তে আস্তে । আমি বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিতে চাই না। আবার কারো কাছে দায়বদ্ধও করতে চাই না। দেশটাকে বিক্রি করে দিলে অথবা কারো কাছে দায়বদ্ধ করা হলে কোন জিনিষেরই অভাব হবে না। আমি নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখে সহায়তা নিতে চাই, স্বাধীন সত্ত্বা বিক্রি করে অথবা দায়বদ্ধ রেখে নয়। বাঙালিদের সব সময়ই একটা শ্রেণি ছিল যারা সব সময়ই বিদেশী শত্রুদের আমন্ত্রণ জানাতো। এই সব শত্রুদের আমি কখনও দেশের অভ্যন্তরে আসতে দিতে পারি না। আপনারা নিজস্ব সম্পদ দিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে আস্তে আস্তে দেশটাকে গড়ে তোলেন। তাহলেই শান্তিতে বাস করতে পারবেন। আর যদি দেশটাকে বিদেশী কোন শক্তির কাছে দায়বদ্ধ করে দেন তাহলে আপনাদের নিয়ে তাচ্ছিল্য করবে এবং আপনাদের কোন আত্মমর্যাদা থাকবে না ।

তবে আমি নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত বন্ধুদেশের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করবো যারা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েই তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। আমি বাংলাদেশকে এবং এর জনগণকে দায়বদ্ধ করে কখনও কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করবো না। এই ধরনের শর্তযুক্ত সাহায্য সহযোগিতা আমি ঘৃণা করি ।

আপনাদেরকে সব সময়ই স্মরণ রাখতে হবে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বহু ত্যাগ ও তিতীক্ষার বিনিময়ে। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ বোন ইজ্জত হারিয়েছে এবং এক কোটি লোক তাদের স্বদেশভূমি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। আমরা ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা এক কোটির অধিক লোককে আশ্রয় দিয়েছিল এবং দিয়েছিল খাবার। ভারত বাংলাদেশের বন্ধু। আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাই এবং তাদের সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

আমি আপনাদেরকে আবার বলতে চাই যে, আপনারা ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে সব কিছু গড়ে তুলুন—নিজস্ব সম্পদ দিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায়। তাড়াহুড়া না করে আস্তে আস্তে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে নিজ উদ্যোগে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই আমি আপনাদেরকে পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি।

সবশেষে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে, আপনারা জনগণকে

ভালোবাসতে চেষ্টা করুন। তাহলে তারাও আপনাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করবে। সুতরাং আপনাদেরকে তাদের ভালোবাসতেই হবে। তাই আমি আজ আপনাদেরকে নির্দেশ দেবো, আপনাদেরকে অনুরোধ করবো এবং আপনাদের কাছে আবেদন জানাব দেশের জনগণকে ভালোবাসার জন্য। আর একটা বিষয়ে আমি বলতে চাই যে, আইন-ভঙ্গকারীদের প্রতি আপনারা হবেন শক্ত আর আইন-মান্যকারী সুনাগরিকদের প্রতি দেখাবেন সম্মান ।

এই কথাগুলো বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তবে বিদায়ের পূর্বে আপনাদেরকে পুনরায় অভিনন্দন জানাই আর ধন্যবাদ জানাই আমাকে এতটা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ।

চট্টগ্রামে নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪

কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে হবে

সংগ্রামী অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। কাল ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস । শহীদের রক্তে রঞ্জিত সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির আত্মত্যাগ ও পরম আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত এই দিনটি। আজ আমরা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, যাঁদের জন্য সোনার বাংলা আজ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা- সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে ইনশাআল্লাহ্ জয় আমাদের অনিবার্য।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কী নিয়ে, কোন অবস্থায় আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তা আপনারা ভালোভাবে জানেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়। আমাদের শুরু করতে হয়েছিল পাকিস্তানীদের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। ১৯৭১-১৯৭৪ সময়ের দিক থেকে মাত্র তিন বছর। এ কথা সত্য যে, তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না-একথা আমি আপনাদের বলেছিলাম । কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়ার খাতা একেবারে শূন্য পড়ে থাকে নি। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা ছাড়াও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, শ্রমিক ভাইদের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি, বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, পাটের নিম্নতম মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিয়ে বর্ধিত হারে বেতন প্রদান—এই জাতীয় কয়েকটি ব্যবস্থা, যা সরকার কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও কার্যকর করেছে। এরই সাথে আমাদের দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ

ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করা হয় নি, মিরপুর, নয়ারহাট, তরাঘাট প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ করে দেশে উন্নততর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন, যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জরিপ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল, খাদ্যঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছিল। দেশবাসীও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির কিছুটা ফল লাভ করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ পুনর্বাসন পর্যায় শেষ করে প্রবেশ করেছিল পুনর্গঠনের নতুন দিগন্তে। '৭২-এর দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি, '৭৩-এর আঞ্চলিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দেশ যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে উপর্যুপরি দুটি বিপর্যয় নেমে এল। প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতি। তার ফলশ্রুতি আমাদের অত্যাবশ্যক আমদানি পণ্যের অবিশ্বাস্য হারে মূল্যবৃদ্ধি। অন্যদিকে, আমাদের রপ্তানিপণ্যের মূল্য বিশ্ব- বাজারে এই সময়ে বৃদ্ধি তো পায়ই নি, বরং অনেকাংশে কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যা—যার ফলে ১৭টি জেলার ৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো মারাত্মকভাবে। ১০ লাখ টনের বেশি খাদ্যশস্য হলো নষ্ট। এই দুই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টা হয়েছে বিঘ্নিত । এইসাথে একদল নরপশু চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদার ও ঘুষখোরের হীন কার্যকলাপ অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশে আজ তিনটি মহাবিপদ—তিন শত্রুর মোকাবিলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি—যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারী, মুনাফাবাজার, মজুতদার ও ঘুষখোর—এই তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে। সেপ্টেম্বরে বন্যার তাণ্ডব শুরু হবার পর থেকে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। এবং কোনও কোনও অঞ্চলে এখনো তা অব্যাহত আছে। হেলিকপ্টার থেকে নৌকা পর্যন্ত—যখন যেটা পাওয়া গেছে, তাতে করেই এই তৈরি খাদ্য পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বন্যা কবলিত মানুষের কাছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই নতুন করে আবাদ শুরু করার জন্য সরবরাহ

করা হয়েছে বীজ ও চারা । দেয়া হয়েছে কৃষিঋণ, টেস্ট রিলিফ, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা, পরনের কাপড় ও ওষুধপত্র। আমাদের সাধ্যের কিছুই আমরা অবশিষ্ট রাখি নি। বাংলার মানুষের এই মহাবিপদের দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যও আমরা পেয়েছি। মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, মানবতার ডাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার পরিবর্তে বিশ্বের কোনো কোনো সংবাদপত্র যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল ও দুঃখী মানুষের জন্য উপদেশ খয়রাত করছিল, তখন বাংলাদেশ সরকার তথা এ দেশের মানুষ বিশ্বের বৃহত্তম ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে, অবস্থা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেছে। সম্পদ নিতান্ত সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও সুচারু বিলি-বণ্টনের মাধ্যমে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

আমি আগেই বলেছি, তিন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন এক প্রতিরোধযুদ্ধে আমরা নিয়োজিত । আজ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন তেল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানির জন্য আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের চক্রে অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই দেশ-বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা, ওয়েজ আর্নার স্কিমে পণ্য আমদানি তথা পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিলি-বণ্টনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা আমরা করছি। বাজারে ইতোমধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

খাদ্য আমদানি ব্যয় হ্রাসের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ঘাটতি পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের নীতি আমরা গ্রহণ করেছি, একথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। দেশের খাদ্য দেশে মজুত করে দুঃসময়ে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষক ভাইয়েরা এ ব্যাপারে যাতে সরকার-নির্ধারিত মূল্য পান এবং কোনো প্রকার হয়রানির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হয় তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। তাই খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য। বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন। এই পথে আমরা বেশ কিছুটা অগ্রসরও হতে পেরেছি । প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক

ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে আলাপ-আলোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কারখানাসমূহে যে সার উৎপাদন হবে, তা দিয়ে শুধু দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, আমরা তা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব ।

আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় তেলের সন্ধান লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তেল অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

মুদ্রাস্ফীতির পরেই আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যার কথা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—সময় ও অর্থ। পাকিস্তানী শোষকরা ২৫ বছরের শাসন ও শোষণে এ ব্যাপারে কিছুই করে নি। বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে বিরাট ঋণের বোঝা। বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে চেষ্টা করছেন।

আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবারী (স্মাগলার), কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনো এইসব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমন কি ভিক্ষা করে আনা পণ্যও বাংলার সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের কোনো জাত নেই, নেই কোনো দেশ। এইসব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই । সরকার ইতোমধ্যেই সামরিক বাহিনীসমূহ নিয়োগের মাধ্যমে সীমান্তে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিছু সংখ্যক চোরাচালানীকে গুলি করে হত্যাও করা হয়েছে। চোরাচালান অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীসমূহ ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সংসদ-সদস্যদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে এই উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে গণকমিটি। চোরাচালান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে চাই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। আমি আশা করি, জনগণ এ কাজে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। এ ব্যাপারে একটা সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারও চোরাচালান বন্ধের জন্য তাঁদের এলাকায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

এখানে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না। রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের প্রধান উপজীব্য। ৪ জন সংসদ

সদস্যসহ তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীকে এদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করতেও দ্বিধা করছে না। সরকার তো দূরের কথা, কোনো শান্তিপ্রিয় নাগরিক এটা বরদাস্ত করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে জনগণের কোনো কল্যাণ বা কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এ পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এছাড়াও ক্ষমাপ্রাপ্ত কিছু কিছু লোক দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাণ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে না। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই । মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান বাংলাদেশে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা সকলেই এ দেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সম-অধিকার ভোগ করবেন ।

বিগত একটি বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আপনারাই তার বিচার করবেন। শুধু এইটুকু বলবো, জাতিসংঘে আজ বাংলাদেশ স্বীয় ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামিক শীর্ষ বৈঠক ও কমনওয়েলথ— সর্বত্র বাংলাদেশ সম্মানিত এবং সমাদৃত। প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের চেষ্টা আমরা করেছি। এমনকি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধের জন্য যাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল, সেইরূপ যুদ্ধাপরাধীকেও আমরা মার্জনা করে দিয়েছি। বাংলার মানুষের এ বদান্যতা ও ঔদার্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাটোয়ারা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া পাকিস্তানের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না ।

আরব ভাইদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত । দুর্দিনে তাঁরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যার সময় তাঁরা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুরু থেকেই বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সাথে একাত্মতা ও কারো প্রতি বৈরিতা নয়, সকলের সাথে

বন্ধুত্বের যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, আজ তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ।

একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজও বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না— চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে—আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন, সেটাই বড়ো কথা ।

আমি জানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিতে আপনারা কী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষ করে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের দুঃখ-কষ্টে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক হাজার লোককে আমরা অনাহারের কবল থেকে বাঁচাতে পারি নি, এ সত্য স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই। কারণ আমি জানি, সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও একমাত্র আমরাই তখন এসব হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সামান্য যা কিছু পেয়েছি, তাই নিয়ে এদের সেবায় এগিয়ে গিয়েছি। কিছু সংখ্যক ভাববিলাসীর ন্যায় বক্তৃতা-বিবৃতির ঝড় তুলেই ক্ষান্ত হই নি। খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে অনাহারে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি রোধ করার সুকঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতে হবে ।

ভাইয়েরা আমার, জীবন ধারণের এই দুঃসহ সংগ্রামে অতীতের ন্যায় এবারেও আমি আপনাদের পাশে রয়েছি, ভবিষ্যতেও থাকবো ।

আমাদের আজকের এই দুঃখ-কষ্ট যে নিতান্ত সাময়িক, সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। এই বাংলায় সম্পদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু সদ্ব্যবহারের জন্য সময়ের প্রয়োজন । আমরা যদি বাংলার এ সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারবো। আসুন, ১৬ই ডিসেম্বরের এই পবিত্র জাতীয় দিবসে আমরা সকলে সেই শপথ গ্রহণ করি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

পুলিশ এখন জনগণের

আমার পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সমবেত অতিথিবৃন্দ,

আজ স্বাধীন বালাদেশে প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। যতদিন বাংলার স্বাধীনতা থাকবে, যতদিন বাংলার মানুষ থাকবে, ততদিন এই রাজারবাগের ইতিহাস লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ২৫শে মার্চ রাত্রে যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তারা চারটি জায়গা বেছে নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায় । সেই জায়গা চারটি হচ্ছে—রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার বাড়ি। একই সময়ে তারা এই চার জায়গায় আক্রমণ চালায়। রাজারবাগের পুলিশেরা সেদিন সামান্য অস্ত্র নিয়ে বীর বিক্রমে সেই সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। কয়েক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ করেন। তাঁরা এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে ।

এর জন্য আজ আমি গর্বিত। আজ বাংলার জনগণ গর্বিত। সেদিন বাংলার জনগণের ডাকে, আমার হুকুমে এবং আমার আহ্বানে বাংলাদেশের জনগণের সাথে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করতে। স্বাধীনতার ইতিহাসে রাজারবাগের এবং পুলিশের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । পুলিশ বাহিনীর অনেক কর্মী এখানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা রাস্তায় নেমে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন নয় মাস পর্যন্ত। যাঁরা পুলিশ বাহিনীর বড়ো বড়ো কর্মচারী ছিলেন, তাঁদেরও অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

আজ তিন বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ প্রথম আমাদের পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এখন একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা রক্ষা করতে

হবে। পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, এই রাজারবাগে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের কথা মনে রাখতে হবে। তাঁরা আপনাদেরই ভাই। তাঁরাও পুলিশে চাকরি করতেন। জনগণের সাথে তাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন। ৩০ লক্ষ লোকের সাথে পুলিশের অনেক লোকও আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। তাঁদের ইজ্জত আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের সম্মান আপনারা রক্ষা করবেন। তাঁদের আত্মা যাতে শান্তি পায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর।

আজ আপনাদের কর্তব্য অনেক। যে কোনো সরকারের, যে কোনো দেশের সশস্ত্রবাহিনী গর্বের বিষয়। আমার মনে আছে—যেদিন আমি জেল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসি, সেদিন দেখেছিলাম—আমাদের পুলিশ বাহিনীর না আছে কাপড়, না আছে জামা, না কিছু। অনেককে আমি ডিউটি করতে দেখেছি লুঙ্গি পরে। একদিন রাত্রে তারা আমার বাড়ি গিয়েছিল। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে জামা, হাতে বন্দুক ।

এই অবস্থায় এই দেশ শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানী জালেমরা বাংলাদেশের সম্পদ শুধু লুট করেই নেয় নি, যাবার বেলায় সব ধ্বংস করেও দিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল, বাংলাদেশ টিকতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশ টিকেছে। বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশ থাকার জন্যই এই দুনিয়ায় এসেছে। একে কেউ কোনোদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজ আমরা জাতিসংঘের সদস্য। আজ সারা দুনিয়ায় আমার বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। আজ দুনিয়ার মাঝে আমার বাংলাদেশের স্থান হয়েছে ।

একটা কথা আপনাদের ভুললে চলবে না। আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা। আপনাদের বাহিনী এমন যে, এর লোক বাংলাদেশের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ এখন একটি জিনিস চায়। তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে—চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে । আপনাদের কর্তব্য অনেক।

আমি জানি, আপনাদের নানারকম অসুবিধা আছে। ৭০ থেকে ৮০টা থানা

হানাদারবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল, মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো নতুন করে আমরা গড়তে চেষ্টা করছি। অনেকগুলো গড়া হয়েছে, অনেকগুলোর কাজ চলছে। আপনাদের কিছুই ছিল না। আজ আস্তে আস্তে কিছু কিছু হতে চলেছে। এক দিনে কিছুই হবে না ।

বাংলাদেশের মানুষ দুঃখী, বাংলাদেশের মানুষ গরিব, বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। যুগ যুগ ধরে তারা শোষিত হয়েছে। আজ তাদের অবস্থা যে কেমন, আপনারা ভালো করেই জানেন। আপনারা বিদেশ থেকে আসেন নি, আপনারা ভাড়াটিয়া নন। আপনারা বাংলা মায়ের ছেলে। আপনাদের বাপ-মা এই বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা আপনারা জানেন। গ্রামে গ্রামে আপনারা দেখেছেন—মানুষ হাহাকার করে, না খেয়ে কষ্ট পায়। বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট আরো বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে, মানুষের খাবার যোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আজ গরিবের ওপর ট্যাক্স ধরার ক্ষমতাও আমাদের বেশি নেই । তাঁরা টাকা কোত্থেকে দেবেন? তাঁরা না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। এবার যে বন্যা হয়েছে, যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তা আপনারা দেখেছেন।

আমি আপনাদের কাছে এই আশা করবো যে, আপনারা হবেন আমার গর্বের বিষয় । বাংলাদেশের মানুষ যেন আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আপনারা যদি সৎপথে থেকে ভালোভাবে কাজ করেন, যদি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকেন, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন। আপনারা যদি আজকে ভালোভাবে থাকেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি, যে থানায় ভালো অফিসার আছেন এবং ভালোভাবে কাজ করছেন, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, তারা সব সময় সজাগ থাকেন এবং দুষ্টকে দমন করেন। যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না ।

মনে রাখবেন, মানুষ যেন আপনাদের ভয় না পায়। আপনাদের যেন মানুষ ভালোবাসে। আপনারা জানেন, অনেক দেশে পুলিশকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। আপনারাও শ্রদ্ধা অর্জন করতে শিখুন ।

আপনাদের বনে-বাদাড়ে-নদীতে-লোকালয়ে—সর্বত্র যখন যেখানে প্রয়োজন পড়ে, ডিউটি করতে হয়। ২৪ ঘণ্টা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হয়।

অনেকে বলেন যে, সকলের ছুটি আছে, কিন্তু পুলিশের ছুটি নেই। এজন্য আমার দুঃখ হয়। সংখ্যায় আপনারা খুব কম বলেই আপনাদের দিন-রাত কাজ করতে হয়। আমি আপনাদের সব অসুবিধার খবর যে রাখি না, তা নয়। কিন্তু উপায় কী? সাধারণ মানুষের টাকা দিয়েই সব চলে। কিন্তু আজ মানুষের যে অবস্থা, দেশের যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর আর ট্যাক্সের বোঝা চাপানো যায় না। আজ আমরা যারা এখানে আছি, তারা সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী । পুলিশ, সামরিক বাহিনী, বি.ডি.আর, রক্ষীবাহিনী বা আনসার যা-ই আমরা হই না কেন, সকলেই এই বাংলাদেশের জনগণের টাকা দিয়েই চলি। এবং সবাইকে রাখা হয়েছে জনগণের সেবা করবার জন্য ।

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাবো না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন? গরিবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহ্র কাছে তার জবাব দিতে হবে। তাই শুধু আপনাদের নয়, সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি—যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষপর্যন্ত আমাকেও আল্লাহ্র কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইলো, আমার অনুরোধ রইলো, আমার আদেশ রইলো—আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ্ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনোদিন যেন গরিব- দুঃখীর ওপর, কোনোদিন যারা অত্যাচার করে নি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়, যদি হয় আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে ।

আমার ভাইয়েরা, একদল লোকের পয়সার লোভ অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

পয়সার জন্য তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মৃত্যুর পর এ পয়সা তাদের কোনো উপকারে আসবে না । এই পয়সায় যদি তাদের সন্তানরা মানুষ না হয়, তাহলে তারা নানা অপকর্মে তা উড়িয়ে দেবে। তাতে তারা লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে আখেরাতেও শান্তি পাবে না। তাই আমি সকলকে অনুরোধ করি, রাত্রে একবার চিন্তা করবেন, সারা দিন ভালো কিছু করেছেন, না মন্দ করেছেন। দেখবেন, এতে পরের দিন মনে আশা জাগবে যে, আমি ভালো কাজ করতে পারি। এ দেশের মানুষ বহু কষ্ট করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা কষ্ট করছে। এই বাংলাদেশে কয়েক হাজার লোক না খেয়ে মারা গেছে। একথা আমি গোপন করি নি। বিদেশ থেকে খাবার আনতে চেষ্টা করেছি। নিরন্ন মানুষদের খাওয়াবার জন্য ৫ হাজার ৭শ'র মতো লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে সেইসব লঙ্গরখানা চালিয়েছেন। কোনোমতে আমরা এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

মাঠে, কলকারখানায় সর্বত্র আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে। কোনোরূপ ফ্যাশন আর চলবে না। এই তিন বছরে অনেক ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু যে ফ্যাশন বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ তার নিজের কাজে ফাঁকি দেবে, চুরি-ডাকাতি করবে, আর বড়ো বড়ো কথা বলবে, সে ফ্যাশন আর করতে দেয়া হবে না। মানুষের সহ্যের সীমা আছে। আমারও সহ্যের সীমা আছে। এবার আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকব।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতিবাজ খতম করবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষকে ভালোবাসবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মাটিকে ভালোবাসবো।' যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবিলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।

আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি; আপনাদের খাওয়া-পরার কষ্টের কথাও । কিন্তু কষ্ট কি শুধু আপনারাই করছেন? যাদের টাকা দিয়ে আমরা চলি, তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছে। আমরা চাই একটা শোষণহীন সমাজ। আমরা চাই ইনসাফের রাজত্ব। আমরা চাই—মানুষ সুখী হোক, গরিব-দুঃখী, বড়-ছোট সবাই পেট ভরে ভাত খাক। তাহলেই তো আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে। যারা আত্মত্যাগ করেছে, রক্ত দিয়েছে, তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

আজ হতে শুরু হোক আপনাদের নতুন জীবন। এই পুলিশ সপ্তাহ থেকে আপনারা নতুন মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করুন, যাতে বাংলাদেশের পুলিশ দুনিয়ার বুকে গর্বের বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এটিই আমি চাই আপনাদের কাছে। আপনাদের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন, আপনাদের আমি ভালোবাসি। আপনাদের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করেও আমি ক্লান্তিবোধ করি না। কিন্তু আমি চাই, আপনারা মানুষকে ভালোবাসুন। তাহলেই শান্তি আসবে ।

আমি আপনাদের এই সপ্তাহের কামিয়াবি কামনা করি। এবং আরো কামনা করি, সব পুলিশ কর্মচারী, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সবাই যেন সৎ হওয়ার এবং মানুষকে ভালোবাসার সুযোগ পান। আজকে আপনারা আরো প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা এমন পুলিশ গঠন করবো, যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়।' আমি পুলিশ বাহিনীর ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলছি, একদিন বাংলার মানুষ সুখী হবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সৎপথে থাকতে হবে।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা ।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

সংসদ সদস্যদের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা

জনাব স্পিকার,

আজ (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সাল) আমাদের শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ সংশোধন করতে হলো। আপনার মনে আছে যখন শাসনতন্ত্র পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম—এই হাউসের পক্ষ থেকে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তবে এ সংবিধানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পিকার,

আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শ বছরের ইংরেজের শাসন, ২৫ বছরের পাকিস্তানী শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। ২৫ বছর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য। হাজার হাজার কর্মী, নেতা ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণই করে নাই, তাদের অনেককে জীবনদান করতে হয়েছিল। শোষকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছে। তারপর চরম আঘাত তারা হানে; যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে আজকে আপনারা চেয়ে দেখুন, নিশ্চয় আপনি বলবেন স্পিকার সাহেব, আমরা যে আওয়ামী লীগ পার্টি এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছি—কোনোদিন আমরা আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হই নাই। ক্ষমতার লোভে আমরা রাজনীতি করলে আমিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম । আর এই নেতৃবৃন্দ অনেক বার মন্ত্রী—অনেক পদ পেতে পারতো। কিন্তু আমরা চেয়েছি একটি শোষণমুক্ত সমাজ, আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমরা চেয়েছিলাম এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ।

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। আমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলাম, আমার সহকর্মীরা এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন বাহিনীকে। আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীকে এবং তার সরকারকে। তাঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এক কোটি লোক দেশত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবুও আমরা চেষ্টা করেছিলাম দেশে যাঁরা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালোবাসতে চান নিশ্চয়ই তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবে ক্ষমতা দখল করে কোনোদিন এইভাবে অবাধ অধিকার এবং অন্যান্য দলকে সুযোগ- সুবিধা দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের শাসনতন্ত্র। আপনি জানেন স্পিকার সাহেব, কী দেখেছি আমরা। তিন বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি ।

আপনারা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশত্যাগ করে গেল তারা দেশে ফিরে আসল। তাদের রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা একটা সরকার নিয়েছিলাম। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সরকার, যেখানে আমাদের কাগজের নোট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তাদের ব্যাক করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না, আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না; পাকিস্তানীরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর সে-কাজ যারা করেছে তারাই বুঝতে পারে—অন্যরা বুঝতে পারে না। এ সমস্ত বিপ্লবের পর দেখা গেছে—অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে, তারা আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

আমরা চেষ্টা করেছি বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদের পুনর্বাসন করার জন্য। কতটুকু পেরেছি, না পেরেছি—জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমাদের কর্তব্য পালন করতে ত্রুটি করি নাই ।

স্পিকার সাহেব,

দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আজ আপনার এই এসেম্বলি বা সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের আগে হত্যা করা হয়েছে, যাঁরা এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী

ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে নূরুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মোতাহের মাস্টারকে; এমনকি যাঁরা—কোনো দিন আমাদের দেশে আমরা শুনি নাই যে নামাজে, ঈদের নামাজে কোনো লোক নামাজ পড়তে যায়, সেই নামাজের সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, যাঁরা ২৫ বছর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোনো একটি রাজনৈতিক দল যাঁদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম—তাঁরা কোনো দিন এদের কনডেম করেছেন কি? তাঁরা কনডেম করেন নাই। তাঁরা মুখে বলেছেন যে, তাঁরা অধিকার চান। তাঁরা মিটিং করেছেন, সভা করেছেন, পার্টি করতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কী করেছেন? আমাদের সংবিধানে অধিকার দেয়া আছে : ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকার পরিবর্তন করতে পার—এই ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। বাই-ইলেকশন আমরা ৩ মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ ভোট না দিলে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তখন তারা বলেছিল এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলেছে তারা—আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি । কিন্তু গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে এবং এইসব অস্ত্র দিয়ে যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি আমরা—যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে যেয়ে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে—যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয়, অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হয়, "ইফ ইউ হ্যাভ এ লিবার্টি ইউ হ্যাভ রেস্পনসিবিলিটি"—এই কথাটা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেস্পনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, জনগণের মধ্যে যেয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপর তারা অস্ত্র যোগাড় করবে, রাতের অন্ধকারে মানুষকে হত্যা করবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবে—প্রয়োজন হলে উৎখাত করে দেয়া হবে। আমি যদি বলতাম যে, আপনারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে, আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন, আর আমার যা শক্তি আছে সে শক্তি দিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে আমি উৎখাত করতে পারি। আপনাদের কিন্তু তবু আমরা অধিকার দিয়েছি। আজকে আপনারা জানেন—বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই একটা হট বেড অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্লিক। এখানে

অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেয়া হয়। এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়। আজকে একটা কথা এখানে আমাদের ভুললে চলবে না—যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার—আমরা যারা দীর্ঘদিন, ২৫ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য, এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারোর নাই। (হর্ষধ্বনি) অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইস্কান্দার মির্জা নিয়ে এসেছিলেন, কোনোদিন তাঁদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই। আজ আমাদের সত্যি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম । ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে ৭ কোটি মানুষের একটা দেশ। লোকসংখ্যা কত বেশি এখানে, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল, ২৫ বছর সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানে নিয়ে গেছে । এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, এখানে রেলওয়ে লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখানে পোর্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখানে ব্যাংকে আমাদের গোল্ড রিজার্ভ নাই, এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ নাই, এখানে কমিউনিকেশান নাই, এখানে প্লেন নাই, এখানে গুদামে খাবার নাই—তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট মানুষের আছে, কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে—যে পর্যন্ত দেশকে গঠন করা না যাবে। আজ আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, কিন্তু এই তিন বছরে না হলেও আমরা ২১৬৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি, সমস্ত মিলে, ফুডে, ননপ্রজেক্ট এইড প্রজেক্ট এইড মিলে দুনিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করেছে। তাঁরা দিয়েছেন আমাদের ২১৬৩ কোটি টাকা। আমরা এ পর্যন্ত খরচ করেছি এ দেশের মানুষের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা। আর আমাদের যে আয় ৯০০ থেকে ১০০০ কেটি টাকা তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের কিছু সাহায্য হয়। খাদ্য আমাদের কিনতে হয় বাইরে থেকে। মানুষ না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তারপর থেকে বাংলাদেশে আসল drought, তারপরে হলো দুনিয়া জোড়া ইনফ্লেশান। যে জিনিস কিনতাম এক টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম একশো টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় দুশো টাকা দিয়ে। আমাদের দেশের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করতাম-তার ন্যায্য মূল্য আমরা পেলাম না ।

আমরা যারা অনুন্নত দেশ—এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতেই হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি, তার দাম আমরা পাই না। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলেছে। তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশান হয়ে গেল, শুধু আমরা না—সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা। যে বন্যা—এত বড়ো বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা সন্দেহ। না ছিল খাবার। ৫ হাজার ৭'শ লঙ্গরখানা খোলা হলো। এবং সেখানে রিলিফ অপারেশন চালানো হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭ হাজার লোক না খেয়ে মারা গেল । এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই। আমি জীবনভর এদের সাথে থেকে সংগ্রাম করেছি, ওদের পাশাপাশি রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। কিন্তু ওদের দুঃখ দূর করার জন্য, মানুষের—আমি যে বলেছি একদিন মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই হাউজে—আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড়ো বড়ো অর্থশালী লোক, যারা বিদেশ থেকে ভোট কেনার জন্য পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়—শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের। এবং সে জন্যই আজকে আমাদের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পিকার,

আমরা আজকে আমাদের কঠিন কর্তব্য পালন করেছি। আমাদের দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না । নানা অসুবিধার মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে।

জনাব স্পিকার,

আমরা আমাদের কতকগুলো কর্তব্য পালন করেছি আজ। আজকে আমরা যারা শিক্ষিত, এম.এ. পাস করেছি, বি.এ. পাস করেছি স্পিকার সাহেব,

আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ, তারাই অর্থ দিয়েছে আমাদের লেখাপড়া শেখার একটা অংশ। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি, আজ যারা লেখাপড়া শিখছেন, তাদের খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়, দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কী আমি তাদের ফেরত দিয়েছি, তাদের আমি রিপে (repay) করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি এটা আজকে আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আজ যে একজন ডাক্তার হয়—একজনকে ডাক্তারি পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষ না হলেও ১ লাখ টাকা ব্যয় করে। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও ১ লাখ টাকা খরচ পড়ে। একজন এগ্রিকালচার এক্সপার্ট করতে না হলেও ১ লাখ টাকা খরচ পড়ে। একজন এ দেশের দুঃখী মানুষ, যাদের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থেই এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে । আজ সময় এসেছে, আজকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে—কী তাদের, কতটুকু বা ফেরত দিয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছো, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছো, যার অর্থে তুমি সমস্তদেশে মানুষ হয়েছো, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে professor হয়েছে, যারা লেখাপড়া শিখতেছো তাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দেয়। সেটাই সরকারের টাকা এবং সেই টাকা ব্যয় করে। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি। আমরা কতটুকু তাদের দিয়েছি। শুধু আমাদের দাও। কে দেবে? বাংলার দুঃখী জনগণকে তোমরা কী ফেরত দিয়েছো? এটা আজ প্রশ্ন। আজ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজ এদের কর্তব্য বুঝতে হবে। আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি? দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি আমরা কি পেলাম। তোমরা কী পেয়েছো? তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা দিয়েছো বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কী দিয়েছো? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে। আজকে বহুদিন পর্যন্ত বারবার বলেছি। আজকে করাশনের কথা বলতে হয়। এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা

দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন—আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান—করাপশন। খাদ্য কিনতে যান—করাপশন, জিনিস কিনতে যান—করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার উপর করাপশন। তারা কারা? আমরা যে ৫ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায়—কী করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে!

বহু দুঃখ নিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিবেকের দংশনে জ্বলেছি। মাথা নত করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। আপোস করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা এনেছে, তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনবো সেই খাবার চুরি করে খাবে, অর্থ আনবো চুরি করে খাবে, টাকা আনবো তা বিদেশ চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে।

জনাব স্পিকার,

এই বক্তৃতা থেকেই আমি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। আজ আমাদের কি অবস্থা—আজ আমার পপুলেশান কন্ট্রোল করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, ভিক্ষুকের জাতের কোনো ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়? স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করবো না, অফিসে যাবো না, ফাঁকি দিব। ফ্রি স্টাইল। ফ্রি স্টাইল মানে—গণতন্ত্র নয়। অফিসে ১০টার সময় যাবার কথা বলে ১২টায় আগে যাবো না । ৫টায় ছুটি হলে ৩টায় ফিরে আসতে হবে। কারখানায় কাজ করবো না। পয়সা দিতে হবে। আমার শ্রমিকরা খারাপ না। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার কৃষকরা আজ কাজ করতেছে। Food production এগিয়ে গেছে। আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করি। আমরাই ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দিই। আমরাই লুট করে খাই। জমি দখল করে নিয়ে যাই। এ সকল কাজ করে কারা? আমরা এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ। যাদের পেটের মধ্যে দুই অক্ষর বুদ্ধি বাংলার ওইসব দুঃখী মানুষের পয়সায় এসেছে—তারা আজকে এ কথা ভুলে যায়। কথা হলো—আমি কী পেলাম আর আমি কী দিলাম। আজ সেখানেই প্রশ্ন। আমি বারবার বলেছি—আজকে

আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন। আজকে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ দেশকে ভালোবাসা যায় না। এবং দেশের উন্নতি করা যায় না । কলে-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে আমাদের production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। কী করে আপনি করবেন? যদি ধরেন—২০ লাখ টন খাবার বছরে deficit হয়। এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি মাল আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লাখ টন । ৫৪০ লাখ মণ খাদ্য যদি ধরুন গড়ে প্রত্যেক বছর আনতে হয় বিদেশ থেকে, কোথায় পাওয়া যাবে, কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়? ২০ থেকে ৩০ লাখ টন প্রতিবছর আমাদের আনতে হয়েছে বিদেশ থেকে এই তিন বছরে। বন্ধুরাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে। গ্র্যান্ট দিয়েছে, লোন দিয়েছে, আনতেছি। খাবার দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কদ্দিন দেবে? মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লাখ লোক আমার বাড়ে। আজকে আমাদের পপুলেশান প্লানিং করতে হবে। পপুলেশান কন্ট্রোল করতে হবে। না হলে ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল, বাঁচতে পারবে না। যেই ক্ষমতায় থাকুক; বাঁচার উপায় নাই। অতএব পপুলেশান কন্ট্রোল আমাদের করতেই হবে। সেজন্য ডেফিনিট স্টেপ আমাদের নিতেই হবে বাংলাদেশে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না । প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। বিশৃঙ্খল জাতি কোনোদিন বড়ো হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছি আমরা। ফ্রি স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না, আর—যাকে এ্যারেস্ট করবো বলবে যে—অমুক পার্টির লোক। ওকে এ্যারেস্ট করলে বলবে—অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি! জিনিসপত্র এক জায়গায় দাম একদিন হঠাৎ ১০০ টাকা করে ২০০ টাকা হয়ে গেল । খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলো, হোল বাংলাদেশে ২০০ টাকা হয়ে গেল—যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব সেখানে দুনিয়া থেকে সব কিছু আনতে হয়। আমরা কলোনি ছিলাম, আমরা কোনো জিনিসে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা ফুডে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কাপড়ে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা তেলে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা খাবার জিনিসে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমাদের র-ম্যাটারিয়ালস কিনতে হবে, ওষুধে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানীদের। আমাদের সবকিছু প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সবকিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে, কোথায় পাবেন বৈদেশিক মুদ্রা আপনারা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে, ইনকাম করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা

করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তারও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই—আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে। এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পিকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়ে গেছি—নো, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণ দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যে প্রেসিডেন্ট হবে তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে। তবে এইটুকু, আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারে গেলে একটা যদি সিভিল মামলা হয়; আপনি তো উকিল, স্পীকার সাহেব। আল্লাহ্র মর্জি—যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, ২০ বছরেও সে মামলা শেষ হয় বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মরে যাবার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে । আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইর কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে এই লোয়ার কোর্ট, জর্জ কোর্ট—বিচার নাই! জাসটিস ডিলেড জাসটিস ডিনাইড—উই হ্যাভ্ টু মেইক এ কমপ্লিট চেইঞ্জ এবং সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সাথে সাথে বিচার পায়। ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। কলোনিয়াল পাওয়ার এবং রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে জুডিশিয়াল সিস্টেম-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো কথা শুনি না। কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অধিকার পার্বে। কাজ করবে না, পয়সা নেবে, সে পয়সা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসা? খাবার আছে তার, কাপড় আছে তার? তার ঘর থেকে ধন কোত্থেকে আনি? পারবো না। তোমাদের কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত-খামারে কাজ না করলে তোমরা জমির উপর থাকতে পারবে না। আমার সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে ।

জানি, আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বছর, সাইক্লোন হয় প্রত্যেক বছর, ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয়—সেটা বোঝা গেল। আজ আমাদের কথা কি—আজ শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আজকের থেকে নয়। আপনি মেম্বার

ছিলেন প্রথম দিন থেকে স্পিকার সাহেব। আপনি জানেন—এই দল এই লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারো কাছে কোনোদিন আপোস করে নাই, মাথা নত করে নাই। আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রি-স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না। কোনো দেশ কোনো যুগে তা দেয় নাই। দিতে পারে না। যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। মানুষকে যারা পয়সা দেয়, তোমার মাহিনা দেয় তোমার সংসার চালানোর জন্য, ট্যাক্স দেয়, তার কাছে তুমি আবার পয়সা খাও! মেন্টালিটি চেইঞ্জ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট—আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের মাস্টার নই। মেন্টালিটি আমাদের চেইঞ্জ করতে হবে । আর যাদের পয়সায় আমাদের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমাদের এসেম্বলি চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম? সেটাই আজ বড়ো জিনিস ।

আমি সেদিন গিয়েছি কুমিল্লা পর্যন্ত। একটা মাত্র প্রশ্ন করেছি—তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাল নাই, গায়ে তোমাদের কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছো? তোমরা কেন আমাকে ভালোবাস আমি তা বুঝতে পারি। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক। আমি সহকর্মীদের কাছে বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। বলেছি বহুদিন, ৩৫ বছর, আমি এ দেশে ১৯৩৮ সালে, আমার যখন বাচ্চা বয়স, তখন আমি জেলে গেছি। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই, আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার আমি যা সহ্য করেছি সে সব বাদ দেন। যারা, কত লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে, দেশে আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে। কিন্তু একটা খেলা হয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলে, দাম নিয়ে খেলে, বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে নিউজ দেয়—এই নিউজটা একটু ছাপিয়ে দেন। আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। ঐ যে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলাম। ফ্রি- স্টাইল চলে না। সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ৫৪ হাজার বর্গমাইল। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়, কোনো কিছু চলতে পারে না—এখানে free style চলে না । প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত-খামারে উৎপাদন করতে

হবে। মানুষ হতে হবে। ছাত্র সমাজের লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য। সে মানুষ হতে হবে—আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই। কী পার্থক্য আছে জানোয়ারের সাথে আর আমাদের সাথে? যে জানোয়ার একটি মানুষের বাচ্চাকে কামড়াইয়া ধরে, খেয়ে ফেলে দেয়, আর একটি মানুষ বুদ্ধিবলে এখান থেকে পয়সা নিয়ে তাকে না খাইয়ে মারে? কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে—যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে মানুষ কোথায়? প্রথমেই আমাকে মনুষ্যত্ব আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হবো। না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? Because আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। আমি সকলের কাছে আবেদন করবো, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করবো, আজ যে শাসনতন্ত্র, আজকে আমার দুঃখ হয়, আজ আপনারা আমাকে এই কনস্টিটিউশন এমেওমেন্ট-এর সাথে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমরা টু-থার্ড মেজরিটি; তবু আপনারা এমেওমেন্ট করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসবো না। এটা কম দুঃখ আমার স্পকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে—যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অনাচার অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। চেষ্টা নতুন, আজ আমি বলতে চাই— This is second revolution, second revolution আমাদের। এই revolution-এর অর্থ—দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ—অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আমি চাই এই হাউজ থেকে স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে দেশবাসী-দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলবো, দেশকে ভালোবাস, জাতির চারটি প্রিন্সিপালকে ভালোবাস। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম। তোমরা আসো, কাজ করো, দরজা খোলা। সকলকে, যারা এই মতে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকে Constituion (কনস্টিটিউশন) করো, আসো, কাজ করো। দেশকে রক্ষা করো। দেশকে বাঁচাও। মানুষকে বাঁচাও। মানুষের দুঃখ দূর করো । আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করো। আর একটা দল—তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা। কোনো দেশে করে নাই। স্পিকার সাহেব, আপনিও তো ছিলেন। কোনো দেশের ইতিহাসে নেই। পড়েন দুনিয়ার ইতিহাস। বিপ্লবের পরে বিপ্লবকে

বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সাথে সহযোগিতা করেছে, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে তাদের কোনো দেশে কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম। সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম—দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ করো, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও, থাকো। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনো গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড়ো—যারা আজকে একটা bandit (ব্যান্ডিট), মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে, সে মনে করেছে তাকে কেউ ধরতে পারবে না। তাকে যদি ধরা যায়, আজ তার দলবদল সবাইকে যদি ধরা যায়, ধরতে পারবো না—কোন অফিসার ঘুষ খান? ধরতে পারবো না—যদি অন্ধকারে যেয়ে বিদেশের পয়সা খান? ধরতে পারবো না কারা horder (হোর্ডার) আছেন? ধরতে পারবো না কারা Black Marketing-এ (ব্ল্যাক মার্কেটিং) আছেন? নিশ্চয়ই ধরতে পারবো, সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ ইনশাল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দেবেই, এটা মিথ্যা হতে পারে না। আর কোনোদিন দুনিয়ায় পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে আর পাপ চলে আরেকদিকে। Vice and virtue can't mix together, we should not forget it. আমরা যাদের ক্ষমা করেছিলাম তারা গ্রামে গ্রামে বসে আমাদেরকে দুঃখদুর্দশার মধ্যে আজকে কটাক্ষ করে । বন্ধ করে দেয়া হবে সব। তাদেরকে অধিকার দেয়া হবে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই, আমরা দিয়েছিলাম মাফ। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায় তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়—তাও আমি জানি। আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে একথা বলতে হচ্ছে।

আজকে Amended constituion-এ (এমেণ্ডেড কনস্টিটিউশন) যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনোদিন আসতে পারবে না, আমরা allow (এলাউ) করবো না। বাংলাদেশকে ভালোবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না, আর এখন পর্যন্ত বিকজ আমি ফ্রি স্টাইল দিয়েছিলাম—যার যা ইচ্ছা তারা তা লেখে। কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত

বলতে তারা লজ্জাবোধ করে—তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের, তেমন নাই ওই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী। যারা মনে করে—ভুলে যান, ভুলে যান, ভুলে যান বাংলার মাটি, বাংলার নারী মানুষ জানি। স্পিকার সাহেব, ঐ রাত্রের বেলায় দুজনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। এ আওয়ামী লীগ—বোধহয় এরকম ১০/২০ বছর আগে আরম্ভ করতে পারতাম। দশটাকে মারলাম, পাঁচটাকে মারলাম, তাতে বিপ্লব হয় না । এটা ডাকাতি হয়। ওটা খুনই হয়। ওটা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করা হয়। বাগেরহাটের একটা জায়গাতে, চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলি করে মেরেছে। এটা কি একটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি? এ ফিলোসফি দুনিয়ার পচাগান্ধা ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষেপ হয়ে গেছে। এ ফিলোসফিতে কোনোদিন দেশের মধ্যে মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনোদিন তা সাকসেসফুল হতে পারে নাই, হতে পারে না। এটা শেষ আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম। আমি তো আন্দোলনের মধ্যেই মানুষ । আন্দোলন আমি জানি । কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? ফ্রি স্টাইল। ওরা কিন্তু (এনজয়িং দ্যা ফুল লিবার্টি) যার যা ইচ্ছা। বিদেশীরা আসেন এখানে, গোপনে দু বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রিফ করে দেয়া হয়। ওরা মনে করেন, খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি! বাংলাদেশের নিশ্চয়ই আজ তিন বছরের মধ্যে আমরা বলতে পারবো—আমরা কিছু করেছি। আপনাদের কি গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ছিল? ছিল আপনাদের ফরেন অফিস? ছিল আপনাদের ডিফেন্স অফিস? ছিল আপনাদের প্লানিং? ছিল আপনাদের ন্যাশনাল ফিন্যান্স? ছিল আপনাদের কাস্টম? ছিল আপনাদের কি? কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আমরা? উই হ্যাভ নাউ অর্গানাইজ এ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড এফেকটিভ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট, ইনশাল্লাহ্। বেটার দ্যান মেনি কানট্রিজ । আই ক্যান চ্যালেঞ্জ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক এফিসিয়েন্ট গভর্নমেন্ট দেখছি। কিন্তু আমরা যেখানে কমিউনিকেশন নাই। যেখানে কিছুই নাই, সেখানে আমরা দেখতে পেরেছি ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে ৫ হাজার ৭শ' লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচাবার মতো এফিসিয়েন্সি এ দেশের গভর্নমেন্টের আমরা দেখেছি। হয় না কি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কোনোদিন কেউ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছে? আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি। এই গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনীতির কাঠামো সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। এডমিনিস্ট্রেশন সেটআপ করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স,

রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর—আমরা সমস্ত অর্গানাইজ করেছি। কী নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? আজ আপনি বসে আছেন স্পিকার সাহেব, এসেম্বলির মধ্যে কি ছিল আমাদের? বলেন কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আজকে এই অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেয়া যায় না। আমাদের পরিবর্তন দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করেই দেশের মুক্তি আসে না। যদি মানুষের মেন্টাল পরিবর্তন না হয়। এবং সেজন্য আজকে শুধু আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছি, আমাদের কর্তব্য সাথে সাথে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন, আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি স্পিকার সাহেব যে—আমরা নতুন জীবন শুরু করবো, আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করবো। কেন করতে পারবো না? পারি নাই ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত? আমরা ঘরে বসে তিন চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের মুভমেন্ট আমরা চালাই নাই? একটা চুরি হয় নাই, চুরি হয় নাই, ভলানটিয়াররা কাজ করেছে। নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব, বাংলার কৃষক ভালো। বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়, তবে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। যত গোলমালের মূলে এই তারাই। যত অঘটনের মূলে তারাই। কারণ তারাই হলেন ভোকাল শ্রেণি। তারা বক্তৃতা করেন, তারা কাগজে লেখেন । তারা এখানে করেন, ওখানে করেন। তারা আছেন বেশ, এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না । সেই জন্যই শাসনতন্ত্র আমাদের পরিবর্তন (এমেণ্ড) করতে হবে। এখন আমাদের সামনে কাজ কী? এক, দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। কলে-কারখানায় সব জায়গায়। পপুলেশন প্লানিং আমাদের করতে হবে এবং পপুলেশন কন্ট্রোল আমাদের করতে হবে। আমাদের দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কী করতে হবে? আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল সে প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণার মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। স্পিকার সাহেব, এজন্য আজ আপনার মাধ্যমে যারা যেখানে আছেন, যারা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আমি আহ্বান করবো—আসুন, দেশ গড়ি। আসুন, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আসুন, আমরা দেশের

মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে। স্পিকার সাহেব—বড়ো দুঃখ, এই হাউজের আমি লিডার ছিলাম, পার্টির আমি লিডার—তখন আমি এখানে এই সিটে বসতাম । আমার সহকর্মীরা আজ আমাকে, আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়ে গেছেন, আমি মেম্বার থাকতে পারলাম না। আমাকে তারা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে এবং আজকে নতুন সিস্টেমে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সিস্টেম পরিবর্তন করেই আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো না । যদি আপনারা চেষ্টা না করেন এবং আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে—যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে ২৫ বছর সংগ্রাম করেছিলেন, সেই সংগ্রাম আপনারা না করেন, অন্যায় অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমূলক কাজে, দেশ গড়ার কাজে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে, তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি এ অনুরোধ করবো—চলুন, আমরা অগ্রসর হই । বিসমিল্লাহ করে আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবো। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড়ো দুর্ধর্ষ, এত বড়ো শক্তিশালী এত বড়ো বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানী সৈন্য, এত বড়ো তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, ইসকান্দার মির্জা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বাংলার মানুষকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে, তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে শেষপর্যন্ত যদি উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্স বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবো না—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজির করে নিজের আত্মসমালোচনা করে, আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে যদি ইনশাল্লাহ কাজে অগ্রসর হন, বাংলার জনগণকে আপনারা যা বলবেন তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাল্লাহ আমি কামিয়াব হবো। আর আপনাদের সকলকে আমি মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আপনাদের নিয়ে চালিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি, এই ক্ষমতা সুখ নয়। এ বড়ো কষ্ট, বড়ো কণ্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা, তবু আমাদের কাজ করতে হবে।

স্পিকার সাহেব, আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, যারা কর্মচারী তাদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন এবং একজন

হিসেবে থাকবো। আমি আপনাদের পাশে থাকবো। আপনাদের মধ্যে থাকবো এবং আপনাদের নিয়ে কাজ করবো। বিশেষত, আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, কাজকর্ম করবে, কোনো অসুবিধা হবার কারণ নেই। তবে কথা হলো এই যে, সবচেয়ে বড়ো কাজ আমাদের We have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of the country. আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জাতীয় সংসদে, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক
চতুর্থ সংশোধনী বিল ১৯৭৫

Mr. Speaker: Order, order, please! Result of voting.

বিভক্তির পর গণনার ফলাফল : প্রস্তাবের পক্ষে 'হাঁ'-ভোট ২৯৪, বিপক্ষে 'না'-ভোট শূন্য । হাঁ জয়যুক্ত হল এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল, ১৯৭৫ সমস্ত clause, preamble, title ও enacting formula সহ মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ভোটে গৃহীত হল ।

শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হল ।

আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে—এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পীকার, আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শো বৎসরের ইংরেজ-শাসন, পঁচিশ বৎসরের পাকিস্তানী শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। এ দেশের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করেন নাই—তাঁদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল।

শাসক-গোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছিল। তারপর চরম আঘাত তারা হানে, যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার

দিকে যদি আপনি দেখেন, তাহলে তাই দেখতে পাবেন ।

জনাব স্পীকার, আমাদের যে আওয়ামী লীগ পার্টি, তারা এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু কোনদিন আদর্শ-বিচ্যুত হয় নাই। ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করলে আমি বহুপূর্বে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম এবং আমার দলের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী বা অন্যান্য পদে আসতে পারতেন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম একটা শোষণমুক্ত সমাজ। আমরা চেয়েছিলাম— বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। আমরা চেয়েছিলাম এই দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে ।

জনাব স্পীকার, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই সময় আমি যখন কারাগারে আটক ছিলাম, তখন এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন-বাহিনীকে। নিশ্চয় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভারতের জনসাধারণ, তার সামরিক বাহিনী এবং তার সরকারের প্রতি, যাঁরা আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সেদিন এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে, দেশে যাঁরা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালবাসতে চান, নিশ্চয় তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে।

কোন দেশে কোন যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এভাবে মানুষকে সম্পূর্ণ অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সকল দলকে দেয়নি। আমরা দিয়েছিলাম । তার প্রমাণ আমাদের সংবিধান ।

আপনি জানেন, স্পীকার সাহেব, কী দেখেছি আমরা। তিন বৎসর হল স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনি জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিল, তারা ফিরে এল। দেশে তাদেরকে rehabilitate করতে হল। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত ।

আমরা সরকার নিলাম— সাড়ে সাত কোটি মানুষের সরকার, যেখানে কাগজের নোট ছাড়া কোন কিছু ছিল না। তাকে back করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না অথবা gold reserve-ও ছিল না। পাকিস্তানীরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর, সে কথা আপনি বুঝতে পারেন, অন্যরা বুঝতে পারে না ।

এ সমস্ত বিপ্লবের পরে দেখা গেছে, অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে, আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি, বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে rehabilitate করার জন্য। কতদূর পেরেছি, না পেরেছি—জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি ।

বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজকে আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে Consitutent Assembly-র যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নুরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমন কি, আমরা যা কোনদিন দেশে শুনি নাই—ঈদের নামাজের জামাতে—ঈদের নামাজের জামাতে এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ।

কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? হত্যা করা হযেছে তাদেরকে, যারা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল । কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা কারা-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

কোন রাজনৈতিক দল—যাদেরকে আমরা অধিকার দিয়েছিলাম—কোনদিন condemn তারা করেছে এদের বিরুদ্ধে? না, তারা condemn করে নি ।

তারা মুখে বলেছে, অধিকার চাই। তারা মিটিং করেছে, সভা করেছে। পার্টি করতে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী করেছে তারা?

আমরা বলেছি, যা আমাদের সংবিধানে আছে যে, ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকারের পরিবর্তন করতে পার। সে ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম বাই-ইলেকশনের মাধ্যমে। বাই-ইলেকশনসমূহ আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ তাদের ভোট না দিলে আমরা কী করব?

তখন তারা বলেছে, এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। মুখে তারা বলেছে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি। তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে—সেই অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের লোকদের কাছ থেকে আমরা অস্ত্র নিয়ে নিয়েছি। আর, তারা সেই অস্ত্র দিয়ে

ঘরে ঢুকে শৃগাল-কুকুরের মতো মানুষকে হত্যা করেছে।

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যে, আপনি যদি অধিকার ভোগ করতে চান, তবে অন্যের অধিকার রক্ষা করতে হয়। আপনি জানেন, you have a liberty, you have a responsibility। এ কথা ভুললে চলবে না। কোন responsibility নিব না, এটা হয় না। এবং সেখানে যেয়ে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, আবার জনগণের মধ্যে অন্য কথা বলবেন। অস্ত্র যোগাড় করবেন এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে মানুষকে হত্যা করবেন। সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবেন—এমন কি আমাদের উৎখাত করে দেওয়া হবে ।

আমি যদি বলতাম যে, আপনারা যারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে—আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন? আর, আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা দুই মিনিটে উৎখাত করে দিতে পারি আপনাদের। তবু আমরা অধিকার দিয়েছি।

আজ আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা hot bed of international clique হয়েছে। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়, এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়।

আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে—স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যারা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নাই। অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইস্কান্দার মীর্জাও নিয়ে এসেছিল; কিন্তু কোনদিন তাদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই ।

আজ সত্যি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। কারণ, আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ এটা। লোকসংখ্যা কত বেশী এখানে। ৫৪ হাজার square mile এলাকা এর। পঁচিশ বৎসরের সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে। এখানে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এখানে রেললাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখানে

port ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে ব্যাঙ্কে আমাদের gold reserve নাই, foreign exchange নাই। এখানে communication নাই। এখানে প্লেন নাই। এখানে গুদামে খাবার নাই। তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট আমাদের আছে । কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে—যে পর্যন্ত দেশ গঠন করা না যাবে ।

আজ আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব—তিন বৎসরে না হলেও আমরা ২,১৫৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি সমস্ত মিলে। Food aid, non-project aid, project aid মিলে দুনিয়ার বন্ধুরাষ্ট্ররা আমাদের সাহায্য করেছে। তারা দিয়েছে আমাদের ২,১৫৩ কোটি টাকা, এবং এ পর্যন্ত খরচ করেছি এদেশের মানুষের জন্য ১,৪০০ কোটি টাকা। আর, আমাদের যে আয় প্রায় ৯০০ থেকে ১,০০০ কোটি টাকা, তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের rehabilitation হয়।

আমাদের food কিনতে হয়। আমাদের food deficit কত? আমাদের এখন নানা রকম কাজ। মানুষ দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তার পরে বাংলাদেশে হল draught। তারপর হল সারা দুনিয়া জুড়ে inflation। যেখানে একটা জিনিস আমরা কিনতাম এক টাকা দিয়ে, সেখানে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে । যে জিনিস কিনতাম এক শো টাকা দিয়ে, সে জিনিস করতে হয় দুই শো টাকা দিয়ে। আমাদের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করলাম, তার ন্যায্য মূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এই কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয়, তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর, আমরা যখন বিক্রি করি, তখন তার দাম আমরা পাই না । এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলছে।

তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়ায় ঘুরতে হয়েছে । খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে । গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে ।

সারা দুনিয়া জুড়ে inflation হয়ে গেল। শুধু আমরা না—সমস্ত দুনিয়ায় যারা অনুন্নত দেশ, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল ভয়াবহ বন্যা। এত বড়ো বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা, সন্দেহ ।

না ছিল খাবার। ৫,৭০০ লঙ্গরখানা করা হল এবং relief operation চালানো হল । বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম । বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭,০০০ লোক না খেয়ে মারা গেল । এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই।

আমি জীবনভর ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। ওদের পাশে পাশে রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে ওদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মানসে ।

আমি একদিন তো বলেছি এই হাউসে, স্পীকার সাহেব যে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড়ো বড়ো অর্থশালী লোক, যারা বিদেশীদের পয়সা ভোট কেনার জন্য দেয়, তাদের গণতন্ত্র নয়—শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়—বহুদিনের কথা আমাদের, এবং সেজন্য আজকে আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পীকার, আজকে আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করেছি—আমরা যারা এখানে লেখাপড়া শিখেছি? আজ দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাত্রে একটু হারিকেন জ্বালাতে পারে না—নানা অসুবিধার মধ্যে তারা চলছে ।

স্পীকার সাহেব, আমরা আমাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি—আজ আমরা যারা শিক্ষিত, এম.এ. পাস করেছি, বি.এ. পাস করেছি। স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ আমাদের এই অর্থ দিয়েছে লেখাপড়া শেখার জন্য। আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি—আজ যারা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের লেখাপড়ার খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়। দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কী আমি তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের repay করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি? এটা আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে।

আজ একজন ডাক্তার হয়। একজনকে ডাক্তারী পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষের না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ । একজন এগরিকালচার-গ্রাজুয়েট করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এইভাবে মানুষ তৈরি করতে, বাংলাদেশের

শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে অনেক টাকা লাগে ।

এ দেশের দুঃখী মানুষের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থে এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কী আমি দিলাম তাদের? কতটুকু তাদের ফেরত দিয়েছ, যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, যার অর্থে আমরা আজকে বড়ো বড়ো গ্রাজুয়েট হয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছ, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছ, যার অর্থে তুমি মানুষ হয়েছ, যার অর্থে তুমি প্রফেসর হয়েছ, যার অর্থে তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তোমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দিয়েছে। সেটাই সরকারের টাকা এবং শিক্ষা বাবদ সেই টাকা ব্যয় করা হয় ।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে—কতটুকু কর্তব্যপালন করেছি, কতটুকু আমরা তাদের দিয়েছি। শুধু আমাকে দাও! বাংলার দুঃখী জনগণ কী পেল? তোমরা কী ফেরত দিয়েছ, সেটাই আজ প্রশ্ন। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে ।

আজ দেশে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজকে এদের কর্তব্যবোধ বোঝাতে হবে যে, আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি।

দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি—আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো—সে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী দিয়েছ বাংলার মানুষকে—যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মারা যায়, যে দুঃখী মানুষের পরনে কাপড় নাই, যে দুঃখী মানুষ বহু কিছু করতে পারে না? যার রাস্তা নাই ঘাট নাই, যার বুকের হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, তাদের তোমরা কী দিয়েছ—এই প্রশ্নই আজ প্রথম জেগে ওঠে। বহুবার বলেছি।

আজকে corruption-এর কথা বলা হয়। আজকে বাংলার মাটি থেকে corruption উৎখাত করতে হবে। Corruption বাংলার কৃষক করে না। Corruption বাংলার মজদুর করে না। Corruption করি আমরা শিক্ষিত সমাজ—যারা আজকে এদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি ।

আজ যেখানে যাবেন corruption দেখবেন। দেখবেন—যেখানে আমরা রাস্তা করছি, সেখানে corruption। খাদ্য কিনতে যাই, corruption। জিনিস কিনতে যাই, corruption। বিদেশের টাকা ওঠাতে corruption। কারা

করে? আমরা যারা five percent, যারা শিক্ষিত—আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে corrupt people। আর, আমরা করি বক্তৃতা । আমরা লিখি খবরের কাগজে। আমরা এখানে এই করি ।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে—কী সে নিয়ে যাবে? তবু মানুষ ভুলে যায় যে, কেমন করে এই কাজ চলতে পারে!

বহু দুঃখে কাজ করতে হয়েছে বহু দিন পর্যন্ত। বিবেকের দংশনে জ্বলে মরে গেছি বহু দিন পর্যন্ত। আপোষ করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে। মাথা নত করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে, জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ রক্ত দিয়ে আজকে স্বাধীনতা এনেছে। তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনব—সেই খাবার চুরি করে খাবে। অর্থ আনব—সেই অর্থ চুরি করে খাবে । টাকা আনব—তা বিদেশে চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে হবে, জনাব স্পীকার । এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি।

আজকে আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের population কমাতে হবে—উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আজ আমাদের শ্রমিক-আন্দোলন করতে হবে। কী করব? কারখানায় কাজ হবে না। কারখানায় কারখানায় production বন্ধ। ভিক্ষুকের জাত। ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়?

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করব না, ফাঁকি দিব। ফ্রী স্টাইল চালাব। এর মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে দশটার সময় যাওয়ার কথা হলে বারটার আগে যাব না। পাঁচটায় ছুটি হবে—তিনটায় ফিরে আসব। কারখানায় কাজ করব না, অথচ পয়সা দিতে হবে।

আমার শ্রমিকরা খারাপ নয়। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার শ্রমিকরা আজকে কাজ করছে। Food production-এ তারা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা বাধার সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দিই। আমরা লুট করে খাই। আমরা জমি দখল করে নিয়ে যাই। আজকে আমরা বড়ো বড়ো যারা আছি, তারা এই সমস্ত করি। তারাই করে, যারা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ, যাদের পেটের মধ্যে দু অক্ষর বুদ্ধি আমার বাংলার দুখী মানুষের পয়সায় এসেছে। তারা এ কথা ভুলে যায় ।

আজকে কথা হল, কী দিলাম। আমি কী পেলাম আর আমি কী দিলাম। আজকে সেটাই প্রশ্ন ।

আমি বারবার বলেছি, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তা না হলে দেশকে ভালবাসা যাবে না, দেশের জন্য কাজ করা যাবে না এবং দেশের উন্নতি করা যাবে না। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে আমার production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।

কী করে আপনি করবেন? যদি ধরুন, বছরে ২০ লক্ষ টন খাবার deficit হয়, আমাকে যদি প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে এই খাবার আনতে হয়, তাহলে কত হল? ২৭০ লক্ষ মণ? এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লক্ষ টন। অর্থাৎ ৫৪০ লক্ষ মণ খাদ্য যদি গড়ে প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে আনতে হয়, তাহলে তা কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়?

যাই হোক, ২০ লক্ষ টন ধরে নিন। কারণ, হিসাব যখন এখানে করে আনি নাই—এক টনে ২৭ মণ হয়। সেটা হিসাব করে এখন বের করুন। এই তিন বছরে প্রত্যেক বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাবার আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। বন্ধুরাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে, grant দিয়েছে, loan দিয়েছে। খাবার আনছি, খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কতদিন দেবে?

মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লক্ষ লোক আমার নতুন বাড়ে। আজকে আমাদের population planning করতে হবে, population control করতে হবে। না হলে, ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার বর্গমাইল। বাঁচতে পারবেন না। যেই ক্ষমতায় থাকেন—বাঁচার উপায় নাই। আজকে population control আমাকে করতে হবে। সেজন্য definite step আমাদের করতেই হবে। বাংলাদেশে production বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এবং ঘাটতি পূরণের জন্য তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

বিশৃঙ্খল জাতি কোনদিন বড়ো হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ফ্রী স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না। আজ যাকে arrest করব,

বলবে যে—আমি অমুক পার্টির লোক। একে arrest করব—অমুক পার্টির লোক। ওকে arrest করব—অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি যে, এক জায়গায় দাম ১১০ টাকা হল। অথবা একদিনে হঠাৎ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হল—অমনি খবর ছাপা হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে তা ২০০ টাকা হয়ে গেছে। যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যখন দুনিয়া থেকে সমস্ত কিছু আনতে হয় ।

আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা কোন কিছুতে self-sufficient না। আমরা food-এ self-sufficient না, আমরা কাপড়ে self-sufficient না, আমরা তেলে self-sufficient না, আমরা খাবার তেলে self-sufficient না, আমাদের raw materials কিনতে হবে, ওষুধে self-sufficient না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানের। আমাদের সব কিছু produce করতে হবে। সব বিদেশ থেকে আনতে হবে ।

আমরা কোথায় পাব বৈদেশিক মুদ্রা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে? না। আমাদের income করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই, আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ।

সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পীকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে—একথা যেন কেউ মনে না করে যে, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। No, জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই system করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তাঁকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে ।

আজকে বিচার-বিভাগের কথা ধরুন। আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারের জন্য গেলে, একটা সিভিল মামলা যদি হয়, আপনি তো উকিল, স্পীকার সাহেব-আল্লাহ্র মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, তাহলে বিশ বছরেও কি সেই সিভিল মামলা শেষ হয়—বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মারা যাওয়ার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে, আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে লোয়ার কোর্টের

মামলা জজ-কোর্টে—বিচার নাই। Justice delayed, justice denied. We have to work a complete change এবং system আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, যেন easily মানুষ বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায় ।

সমস্ত কিছুর পরিবর্তন দরকার। Colonial power-এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। Colonial power-এ দেশ চলতে পারে না ।

নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। সেখানে judicial system-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন কথা শুনব না।

কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে production বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অংশ পাবে। কাজ করবে না, আর পয়সা নেবে—তা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসাব? খাবার আছে তার? কাপড় আছে তার? তার উপর ট্যাক্স বসাস কোত্থেকে? আমি পারব না। তোমাদের কাজ করে, production করে পয়সা নিতে হবে ।

ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হবে। কোন জমি পড়ে থাকতে পারবে না। তোমাদের production বাড়াতে হবে ।

জানি, আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বছর । সাইক্লোন হয়। প্রত্যেক বছর natural calamity হয়। সেটা বোঝা গেল ।

আজকে আমাদের কথা কি? আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আজকে থেকে নয়—আপনি মেম্বার ছিলেন প্রথম দিন থেকে, স্পীকার সাহেব । আপনি জানেন, এই দল এই সংজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারও কাছে কোনদিন আপোষ করে নাই, মাথা নত করে নাই ।

আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নূতন পয়সাওয়ালা—এদের কাছে আমার আত্মবিক্রয় করতে হবে? এদের অধিকারের নামে এদেরকে আমরা ফ্রী স্টাইলে ছেড়ে দিতে পারি না। কক্ষনো না। কোন দেশে, কোন যুগে তা দেয় নাই, দিতে পারে না ।

যারা আমার মাল বাংলার মাটি থেকে বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারীর মাধ্যমে দুর্নীতি করে, যারা মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেয়—তাদেরকে এভাবে

চলতে দেওয়া যায় না। যারা তোমায় মাইনা দেয়, তোমার সংসার চালায়, তাদের কাছ থেকে তুমি আবার পয়সা খাবে! Mentality change করতে হবে।

সরকারী কর্মচারী—মন্ত্রী হই, প্রেসিডেন্ট হই—আমরা যারা আছি, আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের master নই। এই mentality আমাদের change করতে হবে। আর, যাদের পয়সায় আমাদের সকলের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমার embassy চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, যাদের পয়সায় আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম? সেইটাই আজ বড়ো জিনিস ।

আমি সেদিন গিয়েছিলাম কুমিল্লা পর্যন্ত। একটি মাত্র প্রশ্ন করেছি : তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাউল নাই, কারও গায়ে কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছ, তোমরা কেন আমাকে ভালবাস? আমি বুঝতে পারি না। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক ।

আমার মনে আছে, আমি সহকর্মীদের বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। জনগণের কাছে বলেছি, আমাকে ছুটি দাও । আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে—সেই ১৯৩৮ সালে—যখন বাচ্চা মানুষ, তখন থেকে জেলে যাই। তার পর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই—আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার, অবিচার আমি যা সহ্য করেছি, সে সব বাদ দিন। অনেক লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ ত্যাগ করেছে এ দেশে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে।

কিন্তু এখন, একটা খেলা পেয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলা, দাম নিয়ে খেলা। বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে অমনি লিখে দেয় যে, এই খবরটা একটু ছাপিয়ে দিন। আর অমনি গোলমাল গেল লেগে। বক্তৃতা আরম্ভ করে দিল। ফ্রি স্টাইল চলে না ।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার বর্গমাইল দেশ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়—অনেক কিছুই আনতে হয়। এখানে ফ্রি স্টাইল চলতে পারে না।

Production করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, মানুষ হতে হবে।

ছাত্রসমাজকে লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে, জনগণ টাকা দেয় মানুষ হওয়ার জন্য । সেই মানুষ হতে হবে । আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে যেন আমরা মানুষ হই ।

কী পার্থক্য আছে একটা জানোয়ারের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে—সে জানোয়ার একটা বাচ্চা পেলে কামড়িয়ে ধরে খেয়ে ফেলে? আর একটা মানুষ বুদ্ধিবলে পয়সা নিয়ে অন্য মানুষকে না খাইয়ে মারে! কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমি মানুষ কোথায়?

প্রথমতঃ আমাকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হব। তা না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? কারণ, আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তখন তো আমি মানুষ থাকি না । আমরা মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি সকলের কাছে আবেদন করব, আমি দেশবাসীর কাছে আবদন করব। আজ আপনারা Constitution সংশোধন করে আমাকে প্রেসিডেণ্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার দুই-তৃতীয়াংশ majority দরকার। তা আমার আছে। মাত্র ৭ জন ছাড়া সমস্ত সদস্যই আমার। তবু আপনারা amendment করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসব না—এটা কম দুঃখ না আমার। আপনাদের সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে থাকব না—এটা কম দুঃখ না আমার ।

জনাব স্পীকার, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে যেখানে অনেকে ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের তথা রাষ্ট্রভাষা চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, this is our Second Revolution। এই Revolution—আমাদের এই Revolution হবে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য । এর অর্থ : অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে ।

আমি তাই হাউস থেকে, জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলব, যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, চারটি principle-কে ভালবাসেন—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং

ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটিকে, তাঁরা আসুন, কাজ করুন। দরজা খোলা আছে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি—যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই—আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর, দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করুন ।

আর, একটা দল—তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কোন দেশে করে নাই, স্পীকার সাহেব, আপনি তো ছিলেন, কোন দেশের ইতিহাসে নাই। পড়ুন দুনিয়ার ইতিহাস, বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোন দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম, সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড়ো তারা bandit। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না ।

কোথায় সিরাজ সিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়, ধরতে পারব না কোন অফিসে কে ঘুষ খান? ধরতে পারব না কোন অন্ধকারে বিদেশের থেকে কে পয়সা খান? ধরতে পারব না কে কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না কোথায় কারা hoarder আছেন? ধরতে পারব না কারা black marketer আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ। ইনশাআল্লাহ্, পাপ একদিন ধরা দেবেই । এটা মিথ্যা হতে পারে না ।

দুনিয়ায় কোনদিন পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে অন্য দিকে। Vice and virtue cannot go together. We should not forget it.

আজকে তাদের ক্ষমা করেছিলাম । তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে এ সব। তাদের অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য? কোন দেশে দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ করে। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়, তা আমরা জানি । আজকে দুঃখের

সঙ্গে এ কথা বলতে হচ্ছে।

সেজন্য আমরা amended Constitution- এ যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, এটাও একটা গণতন্ত্র । শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোনদিন বাংলার মাটিতে আসতে পারবে না, আমি allow করব না ।

বাংলাদেশকে ভালবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালবাসব না, বাংলার ভাষাকে ভালবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালবাসব না । আর ফ্রী স্টাইলে চালাব—এটা হতে পারে না ।

যার যা ইচ্ছা লেখে। কেউ এ-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার—যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, মুনাফাখোরদের, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের। তেমনি নাই এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের- যারা মনে করে যে, তাদের কেউ ধরতে পারবে না। ভুলে যান, ভুলে যান। বাংলার মাটি, বাংলার নাড়ি আমি জানি ।

স্পীকার সাহেব, এইভাবে রাত্রিবেলা দু'জনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। যদি তাই হত, তবে আওয়ামী লীগ বোধ হয় দশ বছর, বিশ বছর আগেই আরম্ভ করতে পারত। দশটিকে মারলাম, পাঁচটিকে মারলাম—তাতে বিপ্লব হয় না। ওটা ডাকাতি হয় বা খুন হয় । এতে মানুষের জীবনকেই অতিষ্ঠ করা হয়।

সেদিন বাগেরহাটের একটা জায়গাতে চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রি এসে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এটা কি একটা political philosophy ? এই philosophy দুনিয়া পচা, গান্ধা—ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এই philosophy-তে কোন দেশের মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনদিন কেউ successful হতে পারে নাই—এটা ফেল ।

আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম, আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কী দেখতে পাচ্ছি? ফ্রি স্টাইল। ওরা কিন্তু enjoying the full liberty। যার যা ইচ্ছা। বিদেশীরা আসে এখানে। আমাদের মিয়ারা গোপনে দু বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ব্রীফ করে দেওয়া হয়। ওরা মনে করে, আমরা খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি।

আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ নিশ্চয়ই এই তিন বছরের মধ্যে আমরা কিছু করেছি । আপনাদের কি কোন গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় সরকার ছিল? ছিল কি আপনাদের foreign office? ছিল কি আপনাদের defence office? ছিল কি আপনাদের planning? ছিল কি আপনাদের finance? ছিল কি আপনাদের customs? কি নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? We have now organized a national government- an effective national government, insha - Allah, and better than many countries. I can challenge.

বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক efficient government আমি দেখেছি। কিন্তু আমাদের যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থা নাই, সেখানে পনের দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচানোর মতো efficiency এ দেশের গভর্নমেন্ট দেখিয়েছে। আমরা কাজ করতে পারি না বলে? নিশ্চয় পেরেছি ।

কেউ কোন দিন স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নাই। আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি—এ গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো set up করেছি। আজ আমরা আর্মী, নেভী, এয়ারফোর্স, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বি.ডি.আর.–সমস্ত organize করেছি।

আমরা কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, জনাব স্পীকার সাহেব, এই এ্যাসেম্বলির মধ্যে কী ছিল?

এ অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না বলে পার্টির মিটিংয়ে decision নেওয়া হয়েছে—এই অবস্থার পরিবর্তনের দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করলেই দেশের মুক্তি আসে না যদি মানুষের মেন্টালিটির পরিবর্তন না হয় ।

আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনপ্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে যারা এখানে এসেছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে : জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দলমত- নির্বিশেষে, বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন—আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নূতন জীবন শুরু করব। আমরা নূতন বিপ্লব শুরু করব। কেন করতে পারব না? হয় নাই? ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত আমার ঘরে বসে তিন-চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের non-

cooperation movement আমরা চালাই নাই? তখন একটা চুরি হয় নাই, একটা ডাকাতি হয় নাই—ভলান্টিয়াররা কাজ করেছে ।

তাই, আজকেও আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে mobilize করতে হবে।

মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব ভালো, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভাল। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। তারাই যত গোলমালের মূল। যত অঘটনের মূল তারাই । তার কারণ, তাঁরা হলেন vocal শ্রেণি। তাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁরা কাগজে লেখেন। তাঁদের একটু স্বার্থে আঘাত লাগলেই দু-কলাম লিখে ফেলেন। কিন্তু এই অবস্থায় দেশ চলতে দেওয়া যায় না। সেইজন্যই আজ এই সংবিধান আমাদের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এখানে আমাদের সামনে কাজ কী? এক নম্বর : দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে—কল-কারখানায়—সবখানে। Population planning আমাদের করতে হবে, population control করতে হবে। দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে united করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, সেই প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণা, সেই মতবাদকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আজকে—জনাব স্পীকার সাহেব—আপনার মাধ্যমে বলব, যে যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, সকলকে আহ্বান করব : আসুন, দেশকে গড়ি, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। আসুন, দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে।

স্পীকার সাহেব, বড়ো দুঃখ। এই হাউসের আমি Leader ছিলাম। এ পার্টির আমি Leader ছিলাম। এতদিন আমি এ সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়েছেন। আমি আর মেম্বার থাকতে পারব না। আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নূতন system-এ government form হতে যাচ্ছে।

System পরিবর্তন করেই আমরা সফল হতে পারব না যদি আপনারা চেষ্টা না করেন। আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে, যেভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিলেন, যেমন নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন, সেইভাবে যদি সংগ্রাম না করেন অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাহলে দেশগড়ার কাজে, production-এর কাজ খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই, আল্লাহ্র নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিমিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হই। ইন্শাআল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন । এত বড়ো দুর্ধর্ষ, এত বড়ো শক্তিশালী, এত বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানী সৈন্য, এত বড়ো তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা বাংলার মানুষকে অত্যাচার করার চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে—তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে যদি তাদের উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু black marketer-কে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারব না, এ বিশ্বাস করি না ।

যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইন্শাআল্লাহ্' বলে কাজে অগ্রসর হন; তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে।

জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে । ইন্শাআল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই ।

আজ আমি আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আমরা কাটিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি—এই ক্ষমতা সুখের নয়। এ বড়ো কষ্টের, বড়ো কণ্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা ।

স্পীকার সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই, সদস্যদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন। আপনাদের একজন হিসাবে আমি আপনাদের পাশে থাকব, আপনাদের কাছে থাকব, আপনাদের মধ্যে থাকব এবং আপনাদের নিয়েই কাজ করব। আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে,

মন্ত্রী থাকবে—সব থাকবে, কাজ-কর্ম করবে। কোন অসুবিধার কারণ নাই। তবে কথা হল এই—সবচেয়ে বড়ো কাজ আমাদের, We have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of this country. This is our aim, ইনশাআল্লাহ্ ।

আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি ।

জয় বাংলা!

জনাব স্পীকার : Order, please !

সংসদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আমাদের জাতির জনককে মোবারকবাদ জানাই। তিনি আমাদের পরিষদের নেতা ছিলেন, চিরজীবন আমাদের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরিষদ-নেতা হিসাবে খুব ঘনিষ্ঠ থাকার দরুন পরিষদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, বা পরিষদ-সচিবালয়ের কর্মচারীরা এতদিন তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, খুব নিকটে পেতেন। এখন তাঁরা কাগজে-কলমে দূরে হলেও জাতির জনক হিসাবে, বঙ্গবন্ধু হিসাবে এবং এই জাতির পথনির্দেশক হিসাবে তাঁকে আশা করি কাছেই পাবেন, যদিও বৃহত্তর দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি একটু দূরেই চলে গেছেন ।

এই পরিষদের নিশ্চয়ই একজন নতুন নেতা হবেন, সেই নেতা জাতির জনকের আশীর্বাদপুষ্টই হবেন ধরে নেওয়া যায় এবং যিনিই স্থলাভিষিক্ত হবেন, নেতার আশীর্বাদ থেকে এই সংসদ, সংসদের অধ্যক্ষ অথবা সংসদ-কর্মচারী, সংসদ সচিবালয় বঞ্চিত হবে না, এ বিশ্বাস রাখি ।

আমরা জাতির জনকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তাঁর সাফল্য কামনা করি। তাঁর শুভযাত্রার জয় হোক । এই বলে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করলাম ।

স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ দুঃখ দূর হবে

যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়

ভাষণটির রেকর্ডের অস্পষ্টতার কারণে শুরুতে কিছু অংশ প্রকাশ করা গেলো না ।

প্রিয় টাঙ্গাইলের ভাইয়েরা, রাতারাতি কোনও কিছু পৃথিবীতে হয় না। সব কিছুর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।... টাঙ্গাইলের জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব দেখিয়েছে সেজন্য টাঙ্গাইলের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। আমি জেলখানা থেকে বের হয়ে এসে এখানে আসি।... টাঙ্গাইলের জনসাধারণ জানে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল। কোনও জাতি কোনদিন ত্যাগ ছাড়া বড়ো হতে পারে না। বাংলার মানুষও ত্যাগ দেখিয়েছে। ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলার কৃষক, বাংলার ছাত্র, বাংলার বিডিআর, বাংলার পুলিশ, বাংলার রাইফেলস্, বাংলার আর্মি সাড়া দিয়েছিল যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম। পাকিস্তানীরা পঁচিশ বৎসর বাংলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। ৭ই মার্চ আমি বাংলার মানুষকে ডাক দিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চ বাংলার মানুষকে হুকুম দিয়েছিলাম । বাংলার মানুষ অস্ত্র ধরেছিলো। আপনারা জানেন, টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার রাস্তায় একটা ব্রিজ ছিল না।... এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা পাই নাই...। আল্লাহ্র মেহেরবানিতে ভারতবর্ষ, বন্ধুরাষ্ট্রের সহযোগিতায় আরম্ভ হলো আমাদের... এক বছর বন্যা। তারপরে হলো... খাবার নাই। জিনিসের দাম বেড়ে গেল...। বেশি দামে কিনতে হয়। গ্রামের মানুষ না খেয়ে আছে। তাদের গায়ে কাপড় নাই।... কেবল চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী যারা বাংলার মানুষকে হত্যা করে। যারা কালোবাজারি, যারা ঘুষখোর, যারা বাংলাদেশের মানুষকে কষ্ট দেয়,... তাদের আমি অনুরোধ করেছি, ভাই বলেছি, বাবা বলেছি— তোমরা এ কাজ ছেড়ে দাও। শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে না। তোমরা মানুষ হয়ে যাও । বাংলার মানুষকে ভালোবাসো।... বিদেশ থেকে কোটি কোটি মণ খাবার আনতে হয়।

এক দুই মণ না, কোটি কোটি মণ। এই বছর আমাকে আনতে হবে চার থেকে সাত কোটি মণ খাবার । কোত্থেকে আনবো? কে দেবে? ভিক্ষা করে আনতে হবে। ভিক্ষুকের জাতের কোনও ইজ্জত নাই। ভিক্ষা করে আনলে সম্মান থাকে না।... তবু আনতে হবে। মানুষকে বাঁচাতে হবে। তারপরও একদল আছে, আমি বিদেশ থেকে খাবার আনি, জাহাজে করে আনতে হয়, গ্রামে গ্রামে পাঠাতে হয়... তারা চুরি করে খায়...। আজ সাবধান করে দিতে চাই— চোরের সাত দিন সাধুর একদিন। এবার ক্ষমা করি নাই। বঙ্গবন্ধু মাফ করে দাও। আমি মাফ করি। বাংলার কৃষক, বাংলার যুবক, বাংলার শ্রমিক... সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম... বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ দুঃখ দূর হয়ে যাবে যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়।

অনেক কলেজ করেছি। এই চার বছরে এতো কলেজ করেছি দুনিয়ার কোনও দেশে হয়তো তা অসম্ভব। তারা মানুষকে মানুষ করতে চায়। আমার ছেলেদের মানুষ করতে চাই । তাই ছেলেরা—নকল আর চলবে-টলবে না।... লেখাপড়া শেখো। মানুষ হও ।... লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়, যখন শুনি... নকল করতে সাপ্লাইয়ের জন্য। এদিকে আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা মানুষ পয়দা করবো, নিজে যদি অমানুষ হই তো মানুষ পয়দা করবো কী করে? আর দুঃখ হয় আমার এইজন্য যে, বাংলার কৃষক ঘুষখোর বা দুর্নীতিবাজ নয়। বাংলার মজদুর আমার দুর্নীতিবাজ নয়। খুনখারাবির মধ্যে, স্মাগলিংয়ের মধ্যে, ডাকাতি, চাঁদাবাজির মধ্যে...। ভালো লোক আছে। অবশ্যই ভালো লোক আছে। না হলে আজকে আমি পারতাম না। আজ তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ—ভাই, আপনারা কাজ যদি না করেন আমার পক্ষে সম্ভব না ভাই। শেখ মুজিবুরকে বাইটা খাওয়ালেও সোনার বাংলা হবে না। সোনার বাংলা করতে পারবো না যদি সোনার মানুষ আপনারা আমাকে না পয়দা করে দেন। তবে আমি অনুরোধ করবো যে, আপনারা মানুষ করার চেষ্টা করেন। খালি লেখাপড়া দিয়ে পাস করলেই মানুষ হয় না। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সেই মানুষ হয় । সেই জন্যে আমি চাই মনুষ্যত্ব ফিরে আসুক। আজ দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয় যে, আজকে যারা আমরা অনেকে দুর্নীতিবাজ হয়ে গেছি। তারপর আমরা দুর্নীতিবিরোধী বক্তৃতা করি। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় আমার। আমি অনুরোধ করবো যে, আত্মশুদ্ধি করে... মানুষ হও। তাহলে মানুষকে মানুষ করতে পারবা। আমার অনুরোধ ভাইয়েরা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চাই। উৎপাদন বাড়াতে হবে।

ছেলেরা, খালি লেখাপড়া করলে শিক্ষা হয় না। মাঠে কাজ করো বাবাদের সাথে। বাবারা লুঙ্গি পইরা ধান বেইচা, পাট বেইচা কলেজে পাঠায়। ওই কষ্টের টাকা দিয়া প্যান্ট পরো। প্যান্টটা খুলে লুঙ্গি পরে মাঠে নামো। কাজ শেখো। ভুলে যাও। অনেক সময় বলে, আহা রে, ছেলেটা আমার বিএ পাস করছে, মেট্রিক পাস করছে, চাকরি পায় না। লেখাপড়া না শিখালে মাঠে-ঘাটে কাজ করতেও পারতাম-তা না। বি.এ. পাস করে, এম.এ. পাস করে সমস্ত বসে খায়। মানুষ মাঠে কাজ করে। কাজ করে যারা খায়, ইজ্জত থাকে। চাকরির থেকে তার সম্মান অনেক বেশি। আমাদের সমাজে ব্রিটিশ আমলের যে কলোনিয়াল, যে একটা ইয়ে আছে সেটি এখন পর্যন্ত দূর হয় না। আমরা কাজ করলে আমাদের সম্মান চলে যায়। আমরা বোঝা টানলে আমাদের সম্মান চলে যায়। আমরা মাটি কাটলে আমাদের সম্মান চলে যায় । আমরা রিক্সা চালালে আমাদের সম্মান চলে যায়। সম্মানই যদি দিতে হয়, ঐ রিক্সাওয়ালা সম্মানী । সম্মানই যদি দিতে হয়, ঐ কৃষক যে মাঠে কাজ করে সে সম্মানী। সম্মানই যদি দিতে হয়, তাহলে যে কাজ করে খায় সে সম্মানী।... এ জন্য আমি চাই মাঠে- ঘাটে যে যেখানে আছেন, আপনারা পয়দা করেন। ফসল উৎপাদন করেন। ভিক্ষা করে জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষা যে করে তার ইজ্জত নাই। আমি ভিক্ষুকের মতো চাইয়া খাইতে চাই না। দ্বিতীয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। না হলে এই যে মাঠ-ঘাট দেখেন এগুলো কিছু থাকবে না। বৎসরে ত্রিশ লক্ষ লোক যদি বাংলাদেশে বাড়ে তাহলে কুড়ি বৎসর পরে বাংলাদেশের মানুষ মানুষকে খাবে। ধান তো দূরের কথা, ফসলের দানা পর্যন্ত থাকবে না । সেই জন্য আজকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনারা শিক্ষিত, যে যেখানে আছেন, যারা যেখানে আছেন, মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করবেন। আর তৃতীয়, যদি জাতীয় ঐক্য চান—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলে যারা আছেন, বাংলার মাটিতে ছাত্র, যুবক, কৃষক, মজদুর সব এক হবেন। এবং একটা কথা—এক হয়ে আপনারা দেশের জন্য কাজ করেন। একটা মানুষ, আপনারা কেন দুর্নীতি করেন আমাকে বুঝায়া বলেন তো। আজ হোক, কাল হোক, এই যে কথা বলেছি, এই যে আপনারা বসে আছেন, কেউ কি বলতে পারেন বুকে হাত দিয়ে যে, কাল সকালে আমি বেঁচে থাকবো? ওটা আল্লাহ্র হাতে আপনার মৃত্যু। আজও মরতে পারি। একঘণ্টা পরেও মরতে পারি। তাহলে কেন আপনারা দুর্নীতি করবেন? মরার সময় কী নিয়ে যাবেন? তাহলে কেন দুর্নীতি করবেন? রাত্রে যদি চিন্তা করেন যে আজ ঘুমের মধ্যে আমরা মরতে পারি, তাহলে আর দুর্নীতি করতে পারবেন না।

হুজুর, আপনি এখানে একটা কথা বলেছেন যে, পুরুষদের কথা বলেছেন। হুজুর আপনি জানেন না যে, আমি যখন ডাক দিয়েছিলাম, মানুষ সব জায়গায় ভালো মন্দ থাকে। সমস্ত জায়গায়ই ভালো মন্দ থাকে। কিন্তু আপনি যদি রাজারবাগ দেখতেন, পিলখানা বিডিআরের ফাঁড়ি দেখতেন, আর আমার আর্মি ক্যান্টনমেন্ট যেখানে বাঙালিরা থাকে দেখতেন, দেখতেন রাজারবাগে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত থ্রি নট থ্রি বন্দুক দিয়া আমার হুকুম মতো পুলিশ যুদ্ধ করছে পাকিস্তান বাহিনীর সামনে। ছত্রিশ জন সেনা মারা যায়। এরাও বাংলার ছেলে। এরাও বাংলার মানুষ। এদের আমি ভালোবাসি। আমার কথায় এরাও জীবন দিয়েছে। মানুষ ভালো-মন্দ দুনিয়ার সব জায়গায়ই থাকে। পাহারা? মৃত্যু তো আল্লাহ্ হাতে। কিছু করার নাই। এটা, যখন সময় আসবে—এটা আমার কাছে বলে লাভ কী? আমি তো—তিনবার আমাকে ফাঁসি দিবার নিছে। আমি তো মাথা নত করি নাই। আমি তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করি নাই। আর করলে আমি আইয়ুব খানের আগরতলা কেস থেকে আসতে পারতাম না, আর ইয়াহিয়া খানের জেল থেকে আসতে পারতাম না। আর আমার দরজার কাছে কবর কইরা আমার মাথা কিনতে পারে নাই। ফাঁসি দেবার দিন ঠিক করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বাঁচায় এনেছে। বোধহয় এই বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দোয়ায় আমি বেঁচে আসছিলাম। এই বাঙালিদের কোটি কোটি দোয়ায় আমি বেঁচে আসছিলাম। সেজন্য আমি জানের ভয় করবো কেন? আমি জানি তো, যে কোনও সময় আমি মরতে পারি । অন্তত আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমার জানের ভয় সবচেয়ে কম। কারণ আমি আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস করি এবং মনে করি—মৃত্যু যখন আসবে তখন কেউই রুখতে পারবে না ।

এই যে আমি আসলাম রাস্তা দিয়ে, আমি নয়টায় রওনা হয়েছি, আমি পৌনে তিনটায় এখানে আসছি। হাজার হাজার লোক দুইপাশ দিয়ে। আমি তো তাদের মধ্যে দিয়ে আসলাম। ভয়-টয় আমি করি-টরি খুব কম। তবে, রাষ্ট্রপতি হলে কিছুটা ফর্মালিটি আছে । ওটা তো আমাকে মানতেই হয়। না করলে অন্যায় হয়। ওদেরও কিছু কর্তব্য আছে। ওদের পালন করতে হয়। ওদের ডিউটি আছে। যদি বাই চান্স কিছু হয়ে যায়, ওদেরই চাকরি যাবে। আর কেউ তো—কারো কাছে বোমাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওদের কিছু কর্তব্য আছে সেখানে। যাই হোক, আমি খুশি হয়েছি যে, মওলানা সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন । তিনি আমার মুরব্বি। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। এ কলেজ উনি অনেক কষ্ট করে করেছিলেন। আমার জানা আছে। আমাকে উনি

বলেছিলেন, পার্লামেন্টের কাছে টাকা আনতে। আমি এনে দিয়েছিলাম। তাই দিয়ে কলেজ তিনি শুরু করেন। আর আজও এ কলেজে উনি এসেছেন। সমস্ত টাঙ্গাইলের নেতৃবৃন্দ, আপনাদের রেজিস্টার মান্নান সাহেবসহ যাঁরা আছেন, সকলে বলেছিলেন যে, হুজুরের ইচ্ছা আমরা পূরণ করছি। কাগমারিতে হোক, টাঙ্গাইল শহরের ওপর না হোক, এটাও শহরের ওপর হয়ে যাবে। আমার আপত্তি নাই । সে জন্য সকলেই দাবি করতে পারে যে, সকলেরই মত আছে এই কাগমারিতে কলেজকে সরকারি কলেজ করা। কারণ মওলানা সাহেব সুখী হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করা আমার কর্তব্য । তিনি আমার মুরব্বির মতো। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভক্তি করি । আমি বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। এক কামরায় মাসের পর মাস জেল খেটেছি। নিশ্চয়ই এ কলেজে বহু টাকা খরচ হবে। হোক। আমার শুভেচ্ছা রইলো। আর আমি আশা করি যে, এই কলেজ থেকে যেন মানুষ পয়দা হয়। আমি আশা করি, এই কলেজ যেন টাঙ্গাইলবাসীর একটা গর্বের বস্তু হয়। এখান থেকে যেন সোনার মানুষ পয়দা হয়। না হলে আমি সোনার বাংলা করতে পারবো না। আপনারা সুখে থাকেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আমি বক্তৃতা করলাম। আমি আসতে পারতাম না। আমার আব্বা খুব অসুস্থ খুলনাতে। সেখান থেকে আমি কালকে আসছি। এখান থেকে আমার খুলনা যাওয়ার কথা। জানি না, হেলিকপ্টার রাজি হবে কি না। তবু আসছি, কারণ বহুদিন আপনাদের সাথে দেখা হয় না । আপনারা আমাকে দোয়া করেন, আল্লাহ্ যেন ভালো রাখে। আর আমার চারটা কথা মনে রাখেন ।

এক—দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ।

দুই-ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হবে ।

তিন—ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।

চার—জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু-টিন্তু নাই। ফ্রি স্টাইল আর চলবে না। বহুদিন ফ্রি স্টাইল চলছে। বহুদিন যার যা ভালো লাগছে তাই করছে। চলবে না বেশিদিন। ওটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে এবং চেষ্টা হবে। কারণ জনগণ আমাকে ভালোবাসে, আমি জানি। তাই আপনাদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আমি খুব ক্লান্ত ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা। এবং সকলকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। জয় বাংলা ।

টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ৮ মার্চ ১৯৭৫

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে

আমার ভাই বোনেরা,

আজ ২৬শে মার্চ ১৯৭৫ সাল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআর-এর ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা শহর ও দেশের অন্যান্য স্থানে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি দিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম। আর নয়, মোকাবিলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, তাদের এবং আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আমি আহ্বান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শতশত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানী শোষক শ্রেণি। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোন দেশ দেয় নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা শুরু করল। যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করল। ভারতে আমার এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে তাদের মাগফেরাত কামনা করি, যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের স্মরণ করব, যে সকল মুক্তিবাহিনীর ছেলে, যে সব মা-বোন, আমার যে কর্মীবাহিনী, যারা আত্মাহুতি

দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে, আজ তাদের কথাও আমি স্মরণ করি ।

এখানে একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, পাকিস্তানীরা যাওয়ার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ্, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ওআইসি-এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না ।

পাকিস্তানের আচরণ

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার,

আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি, জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা কো-একজিটেনস (co-existence)-এ বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দুঃখীত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম, তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি। তাদের আমি বিচার করি নি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে, এশিয়ায়—দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না। আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোন অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোন অংশ আমাকে দিল না । একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও দিল না এবং যাওয়ার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করল, রাস্তা ধ্বংস করল, রেলওয়ে ধ্বংস করল, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সি নোট জালিয়ে বাংলাদেশ ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানীরা মনে করেছিল, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের

মানুষকে দেখাতে পারব যে, তোমরা কী করছ।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম, লাহোরে আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাস করি, ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বেলুচিস্তানের মানুষের অবস্থা কী? অ্যারোপ্লেন দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করছেন। সিন্ধুর মানুষের অবস্থা কী? ঘর সামলান বন্ধু, ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন। পরের জন্য চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে বড়ো বড়ো কথা বরা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তোমরা আমার কী করেছ? আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই । কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে।

আমরা চাই সকলের সাথে বন্ধুত্ব

আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সাথে দুশমনি করতে চাই না । সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই। আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে এলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বছরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। বাইশ শ' কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে হেল্প আমরা পেয়েছি। সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছে, সে সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু আর একটি কথা। অনেকে প্রশ্ন করেন, আমরা কী করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম, দেশের ভার নিলাম, তখন দেশের রাস্তা-ঘাট যে অবস্থায় পেলাম, তাকে রিপেয়ার করবার চেষ্টা করলাম । সেনাবাহিনী নাই, প্রায় ধ্বংস করে গেছে। পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভালো করতে কী করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না। আমাদের ডিফেনস ডিপার্টমেণ্ট ছিল না, বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্ট ছিল

না। এখানে কিছুই ছিল না। তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হলো। যাঁরা শুধু কথা বলেন,

তাঁরা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন—কী করেছি! এক কোটি লোককে ঘরবাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানের জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে ।

অধিকার ও দায়িত্ব

এরপরও কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম—তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক আমার জানা আছে, যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, তারা অস্ত্র জমা দেয় নি । তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এমনকি, পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম । কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয়, তাহলে সেটা আমার দোষ নয়। ৩১৫টি সিটের মধ্যে ৩০৭টি সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিল। কিন্তু একদল লোক বলে—কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোন দিন কোন দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য যে রেসপনসিবিলিটি আছে, সেটা তারা ভুলে গেল। আমি বললাম, তোমরা অপজিশন সৃষ্টি কর। তারা তা সৃষ্টি করল। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায় । অস্ত্রের হুমকি দেওয়া হলো ।

মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেললাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করল—যাতে বিদেশী এজেন্ট যারা দেশের মধ্যে আছে, তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো চারিদিকে হাহাকার । স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। খাবার কিনতে হয়, কাপড় কিনতে হয়। ঔষধ কিনতে হয়। তেল কিনতে হয়। আমরা তো কলোনি ছিলাম। দুই শ' বছর

ইংরেজদের কলোনি ছিলাম, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের কলোনি ছিলাম। আমাদের তো সব কিছুই বিদেশ থেকে কিনতে হয়। কিন্তু তারপরেও বাংলার জনগণ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে দেয় না ।

আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল। তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করল। আজ এদিনে কেন বলছি একথা? অনেক বলেছি, এত বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে। দেশের মানুষের রক্ত ভাসে। আমার চোখের সামনে সে সমস্ত শহীদ ভাইয়ের চেহারা ভাসে, যারা ফুলের মতো ঝরে গেল, শহীদ হলো। রোজ কিয়ামতে তারা যখন বলবে, আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম, তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছ, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই, তখন তাদের আমি কী জবাব দেব?

আর একটি কথা। কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য। কথা হলো—এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে গিয়ে টাকা নিয়ে যায়, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়। ফ্রি স্টাইল! ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়, যেন দেশে সরকার নাই। আবার স্লোগান হলো, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, কঠোর আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম। এত রক্ত, এত ব্যথা, এত দুঃখ। তার মধ্যে ভাবলাম, দেখি, কী হয়, কিছু করতে পারি কি না। আবদার করলাম, আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, কামনা করলাম, কিন্তু—কেউ কথা শোনে না । চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী ।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র

আজকে যে সিস্টেম করেছি, তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না, ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও।' বঙ্গবন্ধু তারপর একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করবার জন্য ।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন-চার হাজারের মতো কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ—টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল, গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ইনশাআল্লাহ্, কিছুটা অবস্থা ইম্প্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে ।

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নমিনেশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে—কে ভালো, কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র । এটা পরিষ্কার ।

বর্তমান কর্তব্য

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের সামনে কাজ কী? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ । আমি সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা মনে কিছু করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ, আমি কোন দিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য কথা বলবার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলবার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলব।

বন্যা হলো । মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজা লোক না খেয়ে মরে গেল । দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম। পাঁচ হাজার সাত শ' লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কী স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটি কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তা হলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না ।

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয়, সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায়, সে দুর্নীতিবাজ, যে স্মাগলিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে, সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই

ঘুণেধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানী আমলের যে শাসনব্যবস্থা, তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তা হলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বছর দেখেছি। দেখেশুনে আমি স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি এবং তাই জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা ।

আজকে জানি, আপনাদের কষ্ট আছে। আমি জানি, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন থানায় ঘুরি নাই? বাংলার কোন জায়গায় আমি যাই নাই? বাংলার মানুষকে আমার মতো কে ভালো করে জানে?

আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন । আপনাদের গায়ে কাপড় নাই । আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিস—খাদ্য।

দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করতে হবে

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে। সরকারি আইন করে কোন দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয়, জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে। আমি বলেছিলাম—ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে—এক নম্বর কাজ হবে দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে? আইন চালাব । ক্ষমা করব না। যাকে পাব, ছাড়ব না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণআন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামবো। এমন আন্দোলন করতে হবে। যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয়—তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে । গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে, কোথায় আছে, ওই চোরা, ওই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ওই ঘুষখোর। ভয় নাই, কোন ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাআল্লাহ্, আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দেব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্র ভাইয়েরা পারে। পারে কে? যুবক ভাইয়েরা পারে। পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের

দুঃখ মোচন করবার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে, জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোর রেখে গেছে । এই চোর তারা নিয়ে গেলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু দালাল গেছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম ।

জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে

দ্বিতীয় কথা, আপনার জানেন, আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুন বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না, ভিক্ষা করতে হবে না।

ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার

ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই । একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা কি আট আনা । তারপর তার দিকে কীভাবে চান? বলেন, "ও বেটা ভিক্ষুক। যা বেটা, নিয়ে যা আট আনা পয়সা।" কোন জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, মানুষকে বলে, "আমাকে খাবার দাও, আমাকে টাকা দাও", তার তখন ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না ।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাই-এর কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট-পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক, তাদের কাছেও চাই—জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব, ইনশাআল্লাহ্, হবে না। কারো কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না ।

আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ-বছর, ১৯৭৫ সালে, আমাকে ছয় কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কী করে মানুষকে বাঁচাব? কী করে অন্যান্য জিনিস কিনব? বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ভাইয়েরা আমার,

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে ২৫/৩০ বছরে বাংলায় কোন জমি থাকবে না হাল চাষ করবার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেই জন্য আজকে আমাদের পপুলেশান কনট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো, দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো, পপুলেশান প্ল্যানিং। চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য ।

জাতীয় ঐক্য গড়বার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে—তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ, তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে, যে যেখানে আছি, একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে ।

জাতীয় দল ও তার শাখা

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার,

এ জাতীয় দলের আপাতত পাঁচটা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেকে বলে, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তো হলো, কিন্তু আমাদের কী হবে? আমি বলি আওয়ামী লীগ মানে তো জনগণ । ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী, সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ।

শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার একটি কথা

আমরা শতকরা কতজন শিক্ষিত লোক? আমরা শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষিত। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা ৫০ জন শিক্ষিত।

শিক্ষিতদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন । আমি এই যে দুর্নীতির কথা বললাম, তা কারা করে? আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না । আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্লাক মার্কেটিং করে কারা? বিদেশী এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা—যারা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়।

শিক্ষিত সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন চাই

শিক্ষিত সমাজকে আর একটা কথা বলব। আপনাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই । একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে, আমরা বলব—"এই বেটা, কোত্থেকে আইছিস, বাইরে বয়, বাইরে বয়।" একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি—"ঐখানে দাঁড়া।" "এই রিক্সাওয়ালা, ঐভাবে চলিস না।" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের তুচ্ছ করেন। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনে দেয় ওই গরিব কৃষক। আপনার মাইনে দেয় ওই গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ওই টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ওই টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন। ওরাই মালিক। ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে ।

সরকারি কর্মচারীদের বলি—মনে রেখ, এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনি নয় । পাকিস্তানের কলোনি নয়। যে লোককে দেখবে, তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো, তোমার ভাইয়ের মতো। ওরই পরিশ্রমের পয়সায় তোমরা মাইনে পাও। ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ, ওরা নিজেরা কামাই করে খায় ।

একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? আমার বাপ-মা। আমরা বলি, বাপ-মা। লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাশ করায় কে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করায় কে? সায়েন্স পাশ করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরিব। কিন্তু এরাই ইঞ্জিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিকেলের টাকার একটা অংশ দেয় ।

আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইয়েরা—আপনাদের লেখাপড়ার যে খরচ জনগণ দিয়েছে, তা শুধু আপনাদের সংসার দেখবার জন্য নয়। আপনাদের ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য নয়। দিয়েছে এইজন্য যে—তাদের জন্য আপনারা কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন। তাদের আপনারা কী দিয়েছেন? কী ফেরত দিয়েছেন, কতটুকু দিচ্ছেন? তাদের টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তাদের টাকায় ডাক্তার সাহেব, তাদের টাকায় অফিসার সাহেব, তাদের টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তাদের টাকায় মেম্বার সাহেব, তাদের টাকায় সব সাহেব—আপনারা দিচ্ছেন কী? কী ফেরত দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করুন। বক্তৃতা করে লাভ নাই। রাতের অন্ধকারে খবরের কাগজের কাগজ ব্ল্যাকমার্কেটিং করে সকাল বেলা বড়ো বড়ো কথা লেখার দাম নাই। রাতের বেলা ঔষধ ব্ল্যাকমার্কেটিং করে বড়ো বড়ো কথা বলার দাম নাই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মদ খেয়ে অনেস্টির কথা বলার দাম নাই । আত্মসমালোচনা করুন, আত্মশুদ্ধি করুন। তা হলেই হবেন মানুষ ।

সমাজের পরিবর্তন চাই

এই যে কী হয়েছে সমাজের, সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই। যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের, সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি, আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা এই, যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের

হাতে।

দ্বিতীয়ত, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারি কর্মচারী যেই হন, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী, তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে। তারাই থানাকে চালাবে। আর, জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপল্স্ রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবে। এইভাবে আমি একটা সিস্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইনশাআল্লাহ্ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই ।

যুদ্ধের মনোভাব দূর হোক

ভাই ও বোনেরা আমার,

আজকে আর একটা কথা বলি। আমি জানি—শ্রমিক ভাইয়েরা, আপনাদের কষ্ট আছে। কী কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নাই । কিন্তু কোথা থেকে কী হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই তো দেশের মুক্তি হবে না। ইনফ্লেশন হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে পারলে তার পরেই আপনাদের উন্নতি হবে। না হলে উন্নতি হবে না । আমি এই-ই জানি। যেমন আমরা আজকে দেখেছি ।

আমরা গরিব দেশ। আমাদের কপাল, আমার পাটের দাম নাই—আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর, আমি যখন কিনে আনি, যারা বড়ো বড়ো দেশ, তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। আমরা এই জন্য বলি, তোমরা মেহেরবানি করে যুদ্ধের মনোভাব বন্ধ কর। আরমামেন্ট রেস বন্ধ কর। তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় কর। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করেছ—আমরা গরিব, আমাদের তাই কোন মূল্য নাই । কিন্তু—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান ।

তোমরা মনে করেছ—আমরা গরিব, আমাদের তাই যে দামেই হোক বিক্রি করতে হয়। কিন্তু এই দিন থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ—আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ্ এ দিন থাকবে না। তোমরা আজকে সুযোগ পেয়ে জাহাজের ভাড়া বাড়িয়ে দাও। জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও। আর তাই আমাদের কিনতে হয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরি, আমাদের ইনফেকশন হয়, আমরা বাঁচতে পারি না। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাই, তোমরা কিছু খয়রাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাস। হাস, হাস, হাস। দুঃখে পড়েছি, বিক্রীত হয়েছি। তোমাদের কাছে হাত পাততে হবে, হাস। অনেক হেসেছ, যুগ যুগ ধরে হেসেছ। হাস! আরব ভাইয়েরাও গরিব ছিল।

আরব ভাইদের সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করেছি। প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করবার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ, সেখানে আমরা থাকব। শ্রমিক ভাইয়েরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করছি। আপনাদের প্রতিনিধি, ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট, লেভার ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বসে একটা প্ল্যান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কী করে আমরা বাঁচতে পারি, তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ছাত্রদের মানুষ করতে হবে

ছাত্র ভাইয়েরা, লেখাপড়া করুন। আমি দেখে খুশি হয়েছি, আপনারা নকল টকল বন্ধ করেছেন একটু। কিন্তু একটা কথা আমি বলব। আমি পেপারে দেখেছি যে, এবারে প্রায় এক পার্সেন্ট পাস, দুই পার্সেন্ট পাস, তিন পার্সেন্ট পাস। শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে আমার আকুল আবেদন—ফেল করাবেন না। নকল বন্ধ করেছি। আপনাদের একটা কর্তব্য আছে। বলতে পারেন, দুই পার্সেন্ট পাস করিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করলেন। আপনাদের কর্তব্য আছে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে। ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরি নাই, পাস করলেই বাহাদুরি আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। খালি ফেল করিয়ে বাহাদুরি নেবেন, তা হয় না। তাদের মানুষ করুন। আমি তো শিক্ষকদের বেতন দেব । আমরা সব আদায় করব। আপনারা লেখাপড়া

শেখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন । শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন। তাদের একটু মানুষ করবার চেষ্টা করুন। একটু সংখ্যা বাড়ান। শুধু এক পার্সেন্ট, দুই পার্সেন্ট, পাঁচ পার্সেন্ট দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে বলবেন—খুব স্ট্রিক্ট হয়েছি। আমিও স্ট্রিক্ট চাই। নকল করতে দেবেন না। তবে, আপনাদের কাছে আবেদন—মেহেরবানি করে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। ছেলেদের মানুষ করবার চেষ্টা করুন। পাসের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন। ওদের মানুষ হিসেবে তৈরি করুন। সেটাই ভালো হবে। রাগ করবেন না। আপনারা আবার আমার উপর রাগ করেন । আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের সম্মান করি। শুধু এইটুকুই বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন। এর বেশি কিছু বলি না। বাবা, ওদের কিছু বলে কি বিপদে পড়ব। আবার কে কী বই লিখে ফেলবে। খালি সমালোচনা করলে লাভ হবে না ।

আমার যুবক ভাইয়েরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে, এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্ট একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর, গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাকসেসফুল করবার জন্য কাজ করতে হবে। এ কাজে যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই ।

বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন চাই

আর একটি কথা বলতে চাই । বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহ্র মর্জি—যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ওই মামলায় ফয়সালা হয় না। আর, যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিন বছর, চার বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইব্যুনাল করবার চেষ্টা করছি। সেখানে যাতে মানুষ এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি, সেটা হবে ।

এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে একটি কথা জানতে চাই। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম—এই যে, আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাবডিভিশনাল কাউন্সিল করব, আর, আমি যে আপনাদের কাছ থেকে ডবল ফসল চেয়েছি, জমিতে যে ফসল হয়, তার ডবল চাই, কলে-কারখানায় কাজ

চাই, এ সম্পর্কে আপনাদের মত কি?

সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, একটু ডিসিপ্লিন এসে গেছে। অফিসে যান, কাজ করুন। আপনাদের কষ্ট আছে, আমি জানি। দুঃখী মানুষ আপনারা। আপনারা কাজ করুন। জনগণের পেটে খাবার নাই। তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না । প্রোডাকশন বাড়লে আপনাদেরও এদের সঙ্গে উন্নতি হবে। এই যে কথাগুলি আমি বললাম, এতে আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা, আমার ওপর আপনাদের আস্থা আছে কিনা, আমাকে দুই হাত তুলে দেখিয়ে দিন।

ভাইয়েরা, আবার দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ্, আবার দেখা হবে। আপনারা বহু দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। গিয়ে বলবেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনারাও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করুন । ইনশাআল্লাহ্, বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে ।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়, ২৬ মার্চ ১৯৭৫

আপনারা কিন্তু সবাই এক

কী উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন, সকলেই জানেন। তবু আমি দুই একটা কথা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। কারণ, আপনারা যাঁরা নবনিযুক্ত গভর্নর, তাঁদের প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ প্রশিক্ষণ হবে এবং নানা বিষয় তাঁদের শিখতে হবে, জানতে হবে।

যাঁরা বহুদিন যাবৎ আমার সহকর্মী তাঁরা জানেন, স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে বারবার আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছেন যে–প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার। যে কোনো কারণেই হোক, ইংরেজ যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, সেটা শাসন বা শোষণ করবার জন্যই কায়েম করেছিল। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেলাম, আমাদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। বহুদিন পর্যন্ত পুরোনো আমলের মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি। যে ট্রেনিং আমরা আগে পেয়েছি, সেটা পুরোনো ঘুণে ধরা সিস্টেম ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা আজ জনগণের শাসক নন। আজ আমরা স্বাধীনতা এনেছি। আজকে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম সরকার পরিচালনা করছি। আমরা এ দেশের শাসক নই, আমরা এ দেশের সেবক—একথা মনে রাখতে হবে। জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাঁদের সেবাতেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আপনারা যাঁরা বহুদিন যাবৎ এ দেশের শাসনের সাথে বা প্রশাসনের সাথে জড়িত আছেন, তাঁরা দেখেছেন—অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, কাজের মাধ্যমে দেখেছেন যে, জনগণ থেকে আমাদের শাসনকাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ তাদের সাথে ততটা নাই। যারাই আমরা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েছি, তারাই মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছি। আমরাই হলাম মালিক, তোমরা আমাদের গোলাম। তোমরা এসো, আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো,

আমাদের হুকুম নাও, আমাদের হুকুম মতো চলো, আমাদের হুকুম মতো কাজ করো—এই ছিল মনোভাব। কোনো স্বাধীন দেশে এই মনোভাব চলতে পারে না। তাতে দেশের মঙ্গল হয় না, তাতে দেশের অমঙ্গল টেনে আনা হয়। এটা বিস্তারিত আলোচনা না করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন। বক্তৃতা করে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা বহুদিন যাবৎ এই প্রশাসনযন্ত্রের সাথে জড়িত আছেন এবং বহুদিন যাবৎ রাজনীতি করছেন। সেজন্য আমি আপনাদের বোঝাতেও চাইও না। কিন্তু একথা সত্যি—এই চিন্তাধারা আমার ও আমার সহকর্মীদের মনে ছিল যে, এর আমূল পরিবর্তন দরকার ।

দুনিয়ার অনেক দেশে দেখেছি, কোথাও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার, তাদের এক রকম চলে। কোথাও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, তাদের একরকম চলে। কোথাও-বা আছে মিক্সড পদ্ধতির সরকার, তাদের অন্য রকম চলে। কিন্তু আমার বাংলাদেশের যে সমস্যা এবং বাংলাদেশের যে অবস্থা, তাতে সম্পূর্ণরূপে ভাড়া করে কোনোটা চালানো আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি থাকতে হবে। কারণ, আমাদের মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে। তাদের ইতিহাস এবং অন্য যা কিছু আছে সংস্কার ইত্যাদি অনেক কিছুই এ দেশের মানুষের আছে, সে সব বিবেচনা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যার উদ্দেশ্য হলো এ দেশের মানুষের মঙ্গল করা, এ দেশের উপর থেকে অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম উৎখাত করা—যাতে সহজ ও সরলভাবে মানুষের মধ্যে সোজাসুজি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পৌঁছে দেয়া যায় ।

আজকে যে সিস্টেমটা করা হয়েছে, সেটা নতুন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা বা সংসদ সদস্যরা লোক্যালি শাসন পরিচালনা করেন, এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নাই। এই পদ্ধতিতে এ্যাপয়েন্টেড গভর্নর, এ্যাপয়েন্টেড ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এমনি অনেক কিছুই আমরা এখানে দিয়েছি যা অন্য কোথাও নাই। এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। এখন দেখা দরকার, এর উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জনগণের কতটা মঙ্গল করতে পারব। এবং যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি, এর মাধ্যমে তার বাস্তবায়নে কতটা কৃতকার্য হবো ।

আজ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি, সেটা পরিষ্কার করে বলা যাক। আজ ৬১টি জেলা করা হলো। এর কারণ আছে। বাংলাদেশের কমিউনিকেশন সিস্টেম অত্যন্ত খারাপ। বোধ হয় দুনিয়ার আর কোথাও এতো খারাপ সিস্টেম নাই।

একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ৩৫ লাখ, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ, ৬০ লাখ লোকের উপর বসে থেকে সুচারুরূপে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। চেষ্টা করলেও তা হয় না। দুনিয়ার অনেক দেশের লোকসংখ্যা ১ লাখ থেকে ১০ লাখ, ২০ লাখ বা ২৫ লাখ। আমাদের এমন নতুন ডিস্ট্রিক্টও আছে, যার লোকসংখ্যা তাদের থেকে বেশি। ময়মনসিংহ সদর নামে যে ডিস্ট্রিক্ট করেছি, তার লোকসংখ্যা ৩০ লাখের কম নয়। কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, নেত্রকোণা, চাঁদপুর এবং এমনি আরো অনেক জেলায় ১৫ লাখ, ২০ লাখ, ২৫ লাখ পর্যন্ত লোকসংখ্যা রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের তেমন সুযোগ কোথায় যে, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ, ৬০ লাখ লোকের একটা প্রশাসন একটা জেলায় বসে সুপারভাইজ করবেন? কেমন করে দেখবেন, কোন ইউনিয়নের মধ্যে কী হচ্ছে? কিসের মধ্যে কী হচ্ছে?

আরো কটি ডিফিকাটি আছে। অনেক সময় দেখা যায়—আমাদের সরকারি কর্মচারীদের যখন বদলি করে দেয়া হয়, তখন তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট যান ও থাকেন। তারপর আবার যখন দরকার পড়ে, তাঁরা চলে আসেন। তাঁদের পছন্দ হোক বা না হোক। ভালো কাজ করলে সুনাম নিয়ে চলে আসেন আর খারাপ কাজ করলেও সোজা চলে আসেন । কারণ, ভবিষ্যতে তাঁদের আর সেখানে যাবার প্রয়োজন নাই। সেজন্য আজ একটা বিরাট কিছু চিন্তা করতে হবে। স্থানীয় এম.পি. সাহেবদের, রাজনীতিবিদদের আমি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় গভর্নর হিসেবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। তাঁদের বিশ্বাস করে অনেক বেশি দায়িত্ব দিয়েছি। কারণ, আমরা বুঝি, লোক্যালি নিজেদের মধ্যে দলাদলি থাকে, একজন একজনকে পছন্দ করেন, একজন আর একজনকে পছন্দ করেন না। এছাড়া নিজের পার্টি আগে ছিল। অন্য দলও। নানারকম জিনিস আছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থাকে, কুটুম্বসাক্ষাৎ থাকে । বড়ো ভীষণ ব্যাপার। যদি আপনারা এ সমস্ত জিনিসের উর্ধ্বে না উঠতে পারেন, তাহলে যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার কী অবস্থা হবে, তা বলতে, তা ভাবতে আমার ভয় হয়। আপনাদের স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে।

গভর্নরশিপের যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি, তা কম নয়। আমরা সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জেলার কানেককশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সাথে থানার, থানার সাথে ইউনিয়নের কানেশন রাখতে হবে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন । যে ক্ষমতাআইনে গভর্নরদের দেয়া হয়েছে, তা আগে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ভোগ করেন নাই। তার

চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আপনাদের দেয়া হয়েছে। আপনাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে কাউন্সিল করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পার্টি থাকবে । পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন, আপনার চেয়ে তাঁর ক্ষমতা কোনো অংশে কম থাকবে না । এক দিকে আপনি যেমন রেসপনসিবল ফর দ্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন তিনি রেসপনসিবল সমস্ত পার্টির জন্য। যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবেন, তখন নিশ্চয়ই সেক্রেটারি সেখানে উপস্থিত হবেন। আবার, যখন সেক্রেটারি সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন, তখন গভর্নর সাহেব তাঁর সামনে গিয়ে বসবেন। এটা ভুললে চলবে না ।

কিন্তু যে কথা আমি আগে বলেছিলাম। আপনাদের মহাবিপদ। বিশেষ করে, পার্লামেন্টের যেসব মেম্বার বা যে সমস্ত লোকাল লিডার গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের রেসপনসিবিলিটি কতখানি, তা আপনারা ভেবে দেখবেন। আমি আমার বিবেকমতো সকলের সাথে পরামর্শ করি। যাদের গভর্নর করেছি, যাঁরা আমার সাথে বহুদিন রাজনীতি করেছেন, তাঁদের আমি চিনি এবং তাঁদের উপর বিশ্বাস আর আস্থা আছে বলেই আমি তাঁদের গভর্নর করেছি। কিন্তু বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদেরও রাখার কর্তব্য রয়েছে। আমার বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাদের উপর রেখেছি। সেই জন্য আপনাদের গভর্নর করেছি। যাঁরা পার্লামেন্টারি মেম্বার, আপনাদের গভর্নর করেছি। যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার, তাঁদের কাজ হলো—তাঁরা এ্যাসেমব্লিতে আইন পাস করে বাড়ি যাবেন, দেখবেন, শুনবেন। কিন্তু এখানে আপনাদের রেসপনসিবিলিটি দিয়েছি। কারণ, দেখা যায়—বাংলার জনগণ পার্লামেন্টের মেম্বারদের এই আশায় ভোট দেয় যে, তাঁরা সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু আইন পাস ছাড়া তাঁদের রেসপনসিবিলিটি এমন কিছু নাই। কিন্তু লায়াবিলিটি তাঁদের বেশি। তাঁদের গালাগালি খেতে হয়। কিন্তু শাসন তাঁরা চালাতে পারেন না। সেই জন্য আমি নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি। আপনারা রেসপনসিবিলিটি নিন, আইন পাস করুন। মাঠে-ময়দানে কাজ করলে আপনারা সবই বুঝতে পারবেন ।

এখানে একটি কথা বলব। আপনাদের কেউ কেউ এমন জেলায় গভর্নর হয়েছেন, যেখানে আপনাদের নিজেদের বাড়িঘর, নিজেদের আত্মীয়স্বজন, নিজেদের পার্টি রয়েছে। তাঁরা সাবধান। তাঁদের স্বজনপ্রীতির ঊর্ধেব উঠতে হবে, দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তাঁদের একটা রিস্ক আছে। আপনাদের যাঁরা পার্লামেন্ট মেম্বার,

সবচেয়ে বড়ো রিস্ক তাঁদের। সেটা কী, জানেন? যদি আপনারা কৃতকার্য না হতে পারেন, যদি মানুষ আপনাদের ভালো না বাসে, আপনারা মানুষকে যদি খুশি করতে না পারেন, তাহলে অসুবিধায় পড়বেন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা আগে ছাড়া পেতে পারতেন। কোনো রকমে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু এবার সুদে-আসলে দুটোই যাবার সম্ভাবনা আছে। গভর্নর সাহেবদের ভয় থাকা দরকার ।

আপনাদের চার্জ দেয়া হয়েছে। আপনারা এবার কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করুন। ল অ্যাণ্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে। ডেভেলপমেণ্ট ওয়ার্ক আপনাদের দেখতে হবে। জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে, তার ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, দেখতে হবে। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আপনাদের দেখতে হবে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং আপনাদের দেখতে হবে। পাবলিসিটি আপনাদের দেখতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। খাল কাটা হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। ঘুষ খাওয়া বন্ধ হয়েছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। থানার মধ্যে করাপশন আছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের সাথে থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট, আপনাদের সাথে থাকবেন এস.পি.। আপনাদের সাথে থাকবেন জয়েন্ট এস.পি. (ক্রাইম)। আপনাদের সাথে থাকবেন সমস্ত অফিসার, আপনাদের সাথে থাকবেন রাজনৈতিক কর্মীরা। আপনাদের একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে। কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে নিজে সব সময় ডিক্টেটরশীপ করতে যাবেন না। কাউন্সিল ডেকে তাঁদের সাথে আলোচনা করে কাজ করতে হবে ।

কিন্তু আজকে মেম্বার সাহেবের একটি বড়ো ভয়ের ব্যাপার আছে। বাংলাদেশের জনগণ সাংঘাতিক রি-এ্যাক্ট করে—এটা মনে রাখবেন। সারা জীবন সাধনা করবেন, তারপর একটা অন্যায় করবেন, তার ফলেই মুছে যাবেন বাংলাদেশ থেকে। এইটেই বাংলাদেশের নিয়ম । সারা জীবন সাধনা করবেন, তারপর একটা অন্যায় করবেন, তারপর একটা অন্যায় করলে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের মুছে দেবে। আপনারা যাঁরা যেখানে লোক্যালি থাকবেন, সেখানে পার্মানেন্টলি থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হবে। দেখতে হবে, যে নতুন জিনিস আমরা করতে যাচ্ছি, তাতে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি কি না। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এ ব্রিজ বিটুইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট অ্যাণ্ড সাউথইস্ট এশিয়া। অন্যান্য দেশ যত বড়োই হোক না কেন, ভবিষ্যতে তারা আমাদের ফলো করবে, যদি আমাদের সিস্টেম

সাকসেসফুল হয়। এটা মনে রাখা দরকার। আর তা যদি না হয়, ইতিহাস থেকে আপনারা মুছে যাবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য কি? কেন আপনারা রিস্ক নিয়েছিলেন? কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন? যাঁদের আজ আমি গভর্নর করেছি, তাঁরা আমার সাথে একত্রে কাজ করেছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, ২৫/২৬ বৎসর আমার সাথে কাজ করেছেন। আপনারা বিট্রে করেন নি, বেঈমানি করেন নি। আপনারা আমাকে ছেড়ে সরকারি দলে যোগদান করেন নি 1 আপনারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। তারা আপনাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনারা সংসার ছেড়ে গিয়েছিলেন। আপনারা সব কিছু করেছেন। কেন করেছিলেন? নিজের জন্য? তা নয়। এ দেশের গরিব-দুঃখীদের জন্য। যাতে একটা শোষণমুক্ত সমাজ করতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে পারেন। যাতে বাংলার মানুষ সুখী হয়, বাংলার মানুষ অত্যাচার-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে ।

চারটে যদি মডেল করি, ডিস্ট্রিক্টে যদি আমরা সাকসেসফুল হই, সেখানে যদি মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, অবিচার না হয়, ঘুষ-দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে পারেন, রাস্তাঘাট যদি করতে পারেন, জনগণকে যদি মবিলাইজ করতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। শুধু সরকারি অর্থে জনগণের মঙ্গল হয় না, উন্নতির কাজ হয় না। জনগণকে একতাবদ্ধ করতে হবে। আপনাদের জনগণকে মবিলাইজ করতে হবে। সেজন্য জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সেই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্ব থাকবে পার্টির এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের, গভর্নরের, জয়েন্টলি। সরকার যদি দেন ৫০ হাজার টাকা, আপনারা কাজ করাবেন ৫ লাখ টাকার। বাংলার মানুষকে কোনো কাজ করতে বললে তারা 'না' বলে না। বাংলার মানুষ যদি বোঝে যে, এই কাজে তাদের উন্নতি হবে, তবে তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেজন্য আপনাদের—যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার গভর্নর হয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি ।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার আগে ছিলেন, এখন নাই, তাঁরা আমার সাথে কাজ করেছেন। তাঁদের এবিলিটি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ধারণা আছে। পার্লামেন্ট মেম্বার যাঁরা গভর্নর হয়েছেন, তাঁরা যদি মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা না পান, আপনাদের পরিষ্কার কথায় বলতে চাই যে—তাঁরা যদি পপুলারিটি হারিয়ে ফেলেন তাহলে অসুবিধায় পড়বেন । আমার কিন্তু সাফ

সাফ কথা। আমার কে কী করল না-করল আমি কিছু শুনবো-টুনবো না । আপনার জায়গায় মানুষ আপনাকে ভালোবাসে কিনা, আমি সেটা দেখব। যদি আপনার বিরুদ্ধে সেখানে গণবিক্ষোভ হয়, বাংলার জনগণ যদি দেখে যে আপনি ভালো কাজ করেছেন না, যদি আপনার সম্বন্ধে নেপোটিজম, করাপশনের অভিযোগ দেখা যায়, আমি কিছু শুনবো-টুনবো না। আপনাদের তো ধারণা আছে যে, আমি কোনো কিছুতেই হাত দিলে কিন্তু হাত উঠাই না। ওটা আমার নিয়ম নয়। হাত দেয়ার আগে আমি বহুবার চিন্তা করি। কিন্তু একবার যদি হাত দিয়ে বসি—মাথা চলে যেতে পারে কিন্তু সে হাত আমার কমই ওঠে ।

আমি আপনাদের যে নতুন সিস্টেম দিয়েছি, এর মধ্যে শুধু আপনারা বেঁচে থাকবেন না, আমিও বেঁচে থাকব। বাংলাদেশ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। অনেক অনুন্নত দেশ আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে,—এখানে কী ব্যাপার হয়েছে। অত্যাচার-অবিচার আপনাদের এরিয়ার মধ্যে যাতে না হয়, তার জন্য আপনারা সেখানে ড্রাসটিক্যালি শাসন চালাবেন । ভালো করে কাজ চালাবেন। আমি আছি, সরকার আছেন, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, সবাই আছেন আপনাদের সাহায্যের জন্য। যদি দরকার হয়, তাঁদের ডাকবেন। তাঁরা বসবেন। বলবেন—আপনাদের সাহায্য করবেন। যদি দরকার হয়, আমার কাছে চলে আসবেন। গণভবনে সোজাসুজি টেলিফোন থাকবে। আমার অফিস থাকবে একটা। আপনারা যদি দেখেন যে, কোনো জায়গায় কোনো ডিপার্টমেন্ট আপনাদের সাথে কো-অপারেট করছে না, সোজাসুজি টেলিফোন করবেন। সেল থাকবে, অফিসার বসে থাকবেন,—সিনিয়র অফিসার। খবর দিলে দেখবেন যে, সাথে সাথে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা আমি আপনাদের জন্য করেছি।

আর একটা কথা। পার্টির সদস্য ছাড়া অন্য কেউ গভর্নর হতে পারেন না এবং এখন পর্যন্ত খুব কম মানুষই পার্টির সদস্যপদ পেয়েছে। যাঁদের আমি আজকে গভর্নর করেছি, তাঁদের পার্টির মেম্বারশিপ দিয়ে এখানে আসতে বসতে দেয়া হয়েছে। তা না হলে তারা এখানে বসতে পারেন না। যেসব সরকারি কর্মচারী ভাইদের গভর্নর করেছি, তাঁদের বেলায়ও এমনি করতে হয়েছে। পার্টির সদস্যপদ দেয়া হয়েছে সেই সব সরকারি কর্মচারীদের যাঁরা আমার চোখে ভালো। তাঁরা সিনিয়র হন বা জুনিয়র হন, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁদের আমি গভর্নর করেছি। পূর্ণ রেসপনসিবিলিটি তাঁরা নিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকে যাঁরা গভর্নর হয়েছেন, তাঁরা

প্রিসাইডও করবেন। পার্লামেন্টের মেম্বারও সেখানে বসবেন। তাহলে এই গভর্নরদের পজিশন কোথায় উঠে গেল, সে কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। দ্বিতীয়ত, যেখানে পার্টি কল করবে সেখানে গভর্নরকে যেতে হবে, সেখানে বসতে হবে, আলোচনা করতে হবে। আপনারা এখন থেকে আর সরকারি কর্মচারী নন, পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্কার—রিমেম্বার ইট—বাকশালের সদস্য। যেমন আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বাররা বাকশালের সদস্য, তেমনি সরকারি কর্মচারীরাও বাকশালের সদস্য। এবং সদস্য হিসেবে তাঁদের সেই পজিশনে সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে কাজ করতে হবে। পার্লামেন্টের মেম্বার থাকবেন ঐ কাউন্সিলের সদস্য। আর্মি থেকেও একজনকে দিয়েছি। তাঁকেও মেম্বারশিপ দিয়ে খুলনায় গভর্নর করেছি।

এই রকম করে আমি সব জায়গা থেকে লোক এনে দেখতে চাই। এটা মনোপলি নয় আর যিনিই ফেল করবেন, চলে যাবেন। রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে বসিয়ে দেবো। যিনি ভালো কাজ করবেন, তিনিই প্রশাসন চালাবেন। আর কোনো কথা নাই। তবে, এটা একটা নতুন সিস্টেম। আর নতুন সিস্টেমে বাধা আছে। নতুন সিস্টেমের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। নতুন কিছু করতে গেলে একটা আশঙ্কা আসে। মানুষের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু গত বিশ-পঁচিশ বছর আমি দেখেছি, ইংরেজ আমলের সিস্টেম এ দেশে চলতে পারে না ।

আজ আমি কেবল গোড়ায় হাত দিয়েছি। এখন ডিস্ট্রিক্ট করেছি। এক বছরের মধ্যে আমি থানায় যাচ্ছি। থানায় আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করছি। থানায় যিনি হেড হবেন, তাঁর নাম হবে থানা প্রশাসক। তিনি এমপি হতে পারেন, গভর্নমেন্ট অফিসার হতে পারেন, বাইরের মানুষ হতে পারেন। সেখানেও হাই অফিসিয়াল থাকবেন। এইভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে ।

এমনি করে লোকাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, কালেকশন, সব কাজই চলবে, ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজই করতে হতে পারে। এই যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টগুলো হয়েছে—যখন আমরা সেগুলোর অবস্থা জানতে পারব, তখন প্রোকিয়োরমেন্টের অবস্থা জানতে পারব, ডিস্ট্রিবিউশনের অবস্থাও জানতে পারব। তখন সেখানকার ফুল রেসপনসিবিলিটি তাঁদের নিতে হবে। ভবিষ্যতে সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হবে ।

এ দায়িত্ব গভর্নর সাহেবদের এবং আপনাদের কাউন্সিলের। যদি আইন-শৃঙ্খলা

পরিস্থিতি খারাপ হয়, সমস্ত দায়িত্ব হবে আপনাদের। যদি ফুড সিচুয়েশন খারাপ হয়, পুরো দায়িত্ব আপনাদের। যদি সেখানে দুর্নীতি হয়, তা দমনের কর্তব্য আপনাদের। যদি সেখানে টেস্ট রিলিফের টাকা চুরি হয়, তাহলে তা বন্ধ করবার ভারও আপনাদের। যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা চুরি হয়, তবে জনসাধারণের কাছে আপনাদেরই জবাব দিতে হবে। দেখুন কোথায় আছি আমরা! ফারটিলাইজার বাজারে বিক্রি হয় না? ফারটিলাইজার আমার সরকার থেকে দিই, কিন্তু কোন বাজারে ফারটিলাইজার পাওয়া যায় না? আমাকে বুঝিয়ে বলুন, কোথা থেকে বাজারে যায়? গভর্নমেন্ট গোডাউন থেকে যায়। আমরা গম আনি, গম বাজারে বিক্রি হয়। আমি ওয়ার্কস প্রোগ্রামে গম দিই, ফুড ফর ওয়ার্কে দিই। এজন্য গমের ব্যাপারে আমরা কিছুটা জাস্টিফাই করতে পারি। কিন্তু ফারটিলাইজারের ব্যাপারে জাস্টিফাই করি কী করে?

আজকে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যে টাকা যাবে, প্রত্যেক গভর্নরকেই একটা রুমে তার চার্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে বড়ো করে। পাবলিক যাতে দেখতে পারে। আমার টেস্ট রিলিফের টাকা আসছে, এই প্রোজেক্টে এইখানে খরচ হচ্ছে। এই ওয়ার্কস প্রোগ্রামে আসছে, এখানে খরচ হচ্ছে। এই ফারটিলাইজার আসছে, এই জায়গায় গেল, অমুক ইউনিয়নে গেল। সব কিছুরই চার্ট টাঙিয়ে দিতে হবে। ডিস্ট্রিক্টের লোকদের জানাতে হবে। সরকারের জিনিসপত্র কোন দিক দিয়ে আসে, কোন দিক দিয়ে যায়, কেউ জানে না। কত ফুড গেল ডিস্ট্রিক্টে, তা জানতে হবে। কোন থানায় কত গিয়েছে; কোন ইউনিয়নে কত গিয়েছে, তাও জানতে হবে।

এখন সমস্ত জাতিকে মবিলাইজ করতে হবে। তা না করতে পারলে কোনো কাজ হবে না। আজ দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। আপনাদের যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং আছে, সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। বক্তৃতা করলে চলবে না। এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হবে। বুঝেছেন! শিখতে হবে। শুধু অর্ডার দিলে হবে না। শুধু এটা করো, ওটা করো, এমন করলে হবে না ।

দেশে আইনকানুন আছে। আইনকানুনের মধ্যে আপনারা বেআইনী কোনো কাজ করবেন না। দেশের আইনের মধ্যে থাকতে হবে, তার মধ্যে অর্ডার করতে হবে। এই আইনগুলো পার্লামেন্টের—শুধু একথা বললে হবে না। আপনাদের দেখে নিতে হবে, এই আইন এবং এই আপনাদের অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ ক্ষমতা। আপনাদের সাথে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁদের এক্সপিরিয়েনস

আছে। তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করছেন। তারা ঐ সমস্ত আইনকানুন খুঁটিনাটি জানেন ।

আর, মনে রাখবেন, মিনিস্টার সাহেবরা আছেন, তাঁরা অর্ডার করেন। কিন্তু অর্ডার ইস্যু হয় সেক্রেটারির নামে, সেকশন অফিসারের নামে। এসব ভুলে গেলে চলবে না। আমরা অর্ডার করি—ডু দিস। সেটা ঐ জায়গায় ফাইলেই থাকে। ঐখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, সেকশন অফিসার থেকে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে ইস্যু হয়ে যায়। তেমনি করেই আপনারও বলবেন। আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যারা সেক্রেটারি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তাদের নাম ইস্যু হবে। আপনাদের অর্ডার আপনাদের ফাইলেই থাকবে। এই নিয়ম আছে ।

আপনাদের কতকগুলো প্রটোকল মানতে হবে। সব কিছু আপনাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বিদেশী লোক গেলে আপনারা কী করে প্রটোকল করবেন? আপনাদের ফরেন পলিসি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার; আপনাদের রাষ্ট্রের কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধেও ধারণা থাকা দরকার ।

আর, বিচারব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা দরকার। বিচারের নামে অবিচার আর চলে না। এবার নতুন একটা কাঠামো করুন। সোজাসুজি বিচার হয়ে যাক। যাওয়ার সময় একজন জামাইয়ের কাছে ব্রিফ করে দিয়ে যান, তার মরবার আগে পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে। সাহেবরা এবার থানায় যান। থানায় গিয়ে ওকালতি করুন। আমার আপত্তি নাই, – ,—সব থানায় নিয়ে যান। থানায় মানুষ অতি সহজে নৌকা ভাড়া করে পায়ে হেঁটে এসে বিচার পাবে। ডিস্ট্রিক্টে এসে, মানে সদরে এসে, বাংলার দুঃখী মানুষ কোনো দিন বিচার পায় নাই । দেখুন গিয়ে, লোকে জেলের মধ্যে ফিফটি ফোর-এর আসামী হয়ে ছয় মাস, এক বছর পড়ে থাকে, কিন্তু তার পনের দিন জেল হয়। জীবনভর আমি জেল খেটেছি, কয়েদিদের সাথে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি তাদের কী দুঃখ, কী কষ্ট। বিচার হোক, জেল খাটুক । কিন্তু বিচার হয় না, হাজতে থাকে। ফিফটি ফোর-এর এক বছর দুবছর হাজত খেটে এক মাস জেল হয়। আর, এই যে এক বছর এগার মাস গেল, তার ক্ষতিপূরণটা কে দেয়? আবার অনেক সময় খালাসও হয়ে যায় । আমি এগুলোকে থানা লেভেলে নিয়ে যেতে চাই। পয়সাকড়ির আমাদের অভাব আছে, বুঝি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পয়সা

কিছু কম খরচ করতে হবে।

এখন, অনেকে আমাকে বলেন, আমাদের অফিস কোথায় হবে। গভর্নর সাহেবরা আপনাদের নিজের নিজের এরিয়ার মধ্যে বাড়ি আছে। যাঁরা সরকারি কর্মচারী আছেন, তাঁদের একটু হেল্প করব আর আপনাদের বাড়িঘর ওখান থেকে যোগাড় করে নিতে হবে। মনে রাখবেন—আমরা দেবো, কিছু কিছু বাড়িঘর করে দেবো। কিন্তু নিজেদেরও যোগাড় করে নিতে হবে। আর যদি দরকার হয়, নিজে কুঁড়েঘরে থাকবেন। গ্রামে যান। আর ঐ ডাকবাংলো করবেন না। আগে ডাকবাংলো করা হতো, এখন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ডাকবাংলো উপকারে লাগে। কিন্তু এর মেইনটেন্যান্স-খরচ অনেক বেশি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

যাই হোক, আগে যান। যেখানে যাবেন, সেখানে কিছু কিছু টিনের শেড করুন। টাকা কিছু কিছু আমরা রেখেছি দেয়ার জন্য। টিনের শেড করে অফিসারদের জন্য কিছু বাড়ি, কিছু থানা, কিছু জেলখানা করতে হবে। এগুলো আমরা করে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি হয়। এবং সেটারও আপনাদেরই উপর চার্জ দিচ্ছি। রিমেম্বার, টাকা ভাগ করে স্কিম করে—সব বলে দেয়া হবে। গভর্নর সাহেবরা, আপনারা টেণ্ডার কল করে তাড়াতাড়ি করে ঘর উঠিয়ে ফেলুন। ওনলি ইঞ্জিনিয়ার যাবেন। যদি দরকার হয়, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন, হাই ওয়েজের ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা, গভর্নর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই পাঁচজনকে দিয়ে আমরা কমিটি করে দেবো এবং টাকা তাঁদের হাতে ফেলে দেবো। সেই টাকা আমরা তাঁদের কাছে দিয়ে, তাঁদের স্কিম করে দেবো। সেই টাকা দিয়ে কাটছাঁট করে কিছু অফিস, কিছু টিনশেড ঘরবাড়ি তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। যেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, ভাগ করে থাকবেন। এক কামরা, দু'কামরা যা পাওয়া যায়—তাতে থাকবেন। এ দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যায় । এখানে অত ফ্যাশনের কি দরকার! আপনারা ঠিকভাবে কাজ করুন ।

অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য আমি সমস্ত মিনিস্টার সাহেবদের অনুরোধ করেছি। ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করেছি। প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে। প্রাইম মিনিস্টার সাহেবকেও অনুরোধ করেছি। তিনিও বলবেন। আর এই যে—আমি আপনাদের জন্য ম্যাপ করে এনেছি। দেখেছেন? অলরেডি ম্যাপ করা হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন, আমরা কত অগ্রসর হয়ে গিয়েছি।

আপনাদের এরিয়া কম নয়। বুঝতেই পারছেন, এক- একটা এরিয়ার যা পপুলেশন তাতে দেখা যায় যে, অনেক দেশ—অনেকে বলতে পারে, যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বলতে পারেন যে, ২০ লাখ, ৩০ লাখ লোকের দেশ, শ'খানেক দুনিয়ায় হবেই। আমাদেরও ১০ লাখ, ২০ লাখ, ৩০ লাখ লোকের দেশ, আপনারা এক-একজন তার বাদশার মতো। অফ কোর্স, ইউ আর নট বাদশা। আপনারা খাদেম । সমস্ত জেলা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। শুধু একটার মধ্যে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। বান্দরবান এরিয়ার একটা থানা কক্সবাজারে নিয়ে যেতে হবে। আর সব দেখে ম্যাপ করা হয়েছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট, রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। তার জন্য কমিটি করে দেয়া হয়েছে। সেখানে দেখবেন, কোথায় কি অ্যাডজাস্টমেন্ট রি-অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার হয়।

এখন আমি সরকারি কর্মচারীদের আর একটি কথা বলব। যদিও আপনারা সরকারি কর্মচারী; আপনারা গভর্নর হয়েছেন। সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার থাকবেন। সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এখন থেকে সবাই গভর্নমেন্টের চাকরি করবেন, সাথে সাথে পার্টি মেম্বারও থাকবেন। পার্টি মেম্বার গোজ, গভর্নরশিপ গোজ, এভরিথিং গোজ। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? সব কাঁধের উপর চাপিয়ে দেবো। যাতে খালি বক্তৃতা না করেন, এর পর থানায় থানায় দেবো। বলব—কাজ করুন। ফেল করলেন—ব্যস খতম । আমি গিয়ে করে আসবো, উনি কাজ করতে পারেন না, ওকে বিদায় করে দাও। লোকে তাই করে দেবে। হ্যাঁ, এইভাবে কাজ করতে হবে।

বক্তৃতা

মোট কথা, এই শাসনব্যবস্থা হয়েছে জনগণের মঙ্গলের জন্য। জনগণ যাতে সোজাসুজি শাসনব্যবস্থার ফল ভোগ করতে পারে, তার জন্যই এই সিস্টেম করা হয়েছে। সোজা কথায়, কোনোরকম অসুবিধা যেন তাদের ভোগ করতে না হয়। সব কিছুই যেন জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়—ইডেন বিল্ডিংস বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, ইউনিয়নে, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই । যাতে জনগণ সরাসরি এসবের সুযোগ-সুবিধা পায় ।

বড়ো জিনিস হলো, একটা লাস্ট কথা, যেটা আমি বারবার বলি—করাপশন। আমি আমার সহকর্মীদের ভেতর থেকে যাদের দিচ্ছি এবং এ পর্যন্ত যাদের আমি গভর্নর করেছি, তাঁদের প্রতি—সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে,

সকলের প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁরা করাপশনের ঊর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাশন নয়। এ সম্বন্ধে আমার কথা হলো—করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও করাপশন । নেপোটিজমও কিন্তু এই টাইপ অফ করাপশন। স্বজনপ্রীতিও কিন্তু করাপশন। আপনারা এসব বন্ধ করুন। কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। কারো ভয় নাই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো ভয় করবেন না। আমিও আপনাদের সাথেই আছি ।

স্বজনপ্রীতি ছেড়ে দিলে আপনারা করাপশন বন্ধ করতে পারবেন। যাঁরা থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন, তাঁরা সেখানে করাপশন বন্ধ করবেন। সেখানে অনেক জিনিসের ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সব কিছুর ডিস্ট্রিবিউশন হয় থানা লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। এসব জায়গায় যদি করাপশন বন্ধ করতে পারেন, তাহলে উপরের করাপশন অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। এটার উপর সোজা নজর দেবেন, প্রত্যেকে নজর দেবেন ।

আর, আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে, স্বজনপ্রীতি করবেন না । ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না—আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই। এর জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইলো। আর, আমার কর্মী যাঁরা আছেন, যাঁরা আমার কথায় বন্দুক ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁরা আমার কথায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন—যাঁরা আমার কথায় সব কিছু ত্যাগ করতে পারতেন, তাঁরা আমার একটা কথা রাখুন। ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করুন, আপনাদের এরিয়াতে যেয়ে দেখুন, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর হয় কিনা। তারা না খেয়েও কথা বলবে না। যদি তারা দেখে যে, তাদের সামনের খাবার অন্যে না খায় । যদি তাদের বোঝনো যায় যে, না, আমার নাই, তাহলে তারা দুঃখ করবে না। তারা যখন দেখে যে, তাদের জন্য যে আটা পাঠানো হচ্ছে, তা অন্যে চুরি করে খায়, তাহলে তাদের দুঃখের জায়গা থাকে না। তখন তারা অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপ আপনাদের লাগে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার লাগে। কারণ, তারা আমায় দোয়া করেছে। এ দেশের মা-বোনেরা যদি আমার জন্য রোজা না রাখতো, মসজিদে মন্দিরে যদি দোয়া না করতো, তাহলে বোধ হয় আমি ফিরে নাও আসতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ রোজা রেখেছে আমার জন্য মাসের পর মাস ।

মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, যখন ভাবি—কেন এই করাপশন সমাজের

মধ্যে ঢুকেছে? এখন অনেকে এগিয়ে আসছে। আপনারা ইচ্ছা করলে নিজের নিজের এরিয়ার মধ্যে করাপশন বন্ধ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা পারবেন। অন্য কাজ করুন বা না করুন, এটা করবেন। দুর্নীতি যেন আর না থাকে ।

আর একটা কথা আমি আজ আপনাদের বলে দিতে চাই। থানায় এসে যেন মানুষ বসতে পারে, তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এলে তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সিও অফিসে যেন পয়সা দিতে না হয়। কোর্টে এলে যেন পয়সা না দিতে হয় এবং তাদের যেন হয়রানি না হয়।

যিনি যেখানে থাকবেন, সেখানকার পুলিশ তাঁর আণ্ডারে থাকবে। যে রক্ষীবাহিনী সেখানে থাকবে, তা তাঁর আণ্ডারে থাকবে। এমনকি, যে আর্মি সেখানে পোস্টিং আছে, সেই আর্মিও তাঁর আণ্ডারে থাকবে এ মুহূর্তে ঐ জায়গায়। অফ কোর্স, তাদের নিজ নিজ কমাণ্ড আছে। কিন্তু আপনারা যা বলবেন, তা তাদের শুনতে হবে। আপনাদের কর্তব্য আছে অনেক। করাপশন বন্ধ করুন, আল্লাহ্র দোহাই, করাপশন বন্ধ করবার চেষ্টা করুন। আপনাদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আপনারা পারবেন।

আপনারা লোক্যালি ঘুরতে থাকুন। আপনারা নৌকায় ঘুরুন, গাড়ি নিয়ে ঘুরুন—মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যে থানায় চুরি-ডাকাতি কমবে না, সেখানকার লোক ডেকে কনফারেন্স করে বলুন—চুরি-ডাকাতি তোমাদের এরিয়ায় বন্ধ করতে না পারলে তোমরা বিদায় হবে। সাফ সাফ কথা। রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে। তোমরা যারা ঐখানে আছো, তাদেরই এসব বন্ধ করতে হবে।

চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে—এটা ভালো করে জানবেন। সাবধান, আপনাদের সবাইকেই আমি এসব বলে রাখছি এখানে। যাঁরা এখানে আছেন, তাঁদের সবাইকে সাবধান করে রাখছি। আমি এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি। ভাবছি, কী করে এগুলো দূর করা যাবে। আমি একটা কাজের কথা বলি দুই বছর আগে। আর, এক বছর পরে তাতে হাত দিই। রিমেম্বার ইট। আপনারা জানেন, আমাকে ভালো করেই জানেন। আপনাদের কাছে আমার কথা রইল, যাদের আমি গভর্নর করেছি, তারা করাপশন বন্ধ করুন।

ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের যে চারটি

প্রোগ্রাম আছে, সেগুলোও আপনারা করুন। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না,—এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। মবিলাইজ দি পিপল। পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া যায়, তবে স্বনির্ভর হন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার হয়, কুয়া কেটে পানি আনুন । আমাদের দেশে পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি ওঠে। সেখানে অসুবিধা কি আছে? যে দেশে পানি আটকে রাখলে পানি থাকে, সেখানে ফসল করবার জন্য চিন্তার কী আছে? আর, এখন থেকে যে সমস্ত সার থানায় যাবে, তা যেন রেগুলারলি গরিব-দুঃখীরা পায় ।

আর একটি কথা। মাথা যেন গরম না থাকে। সাবধান, মাথা গরম করে শাসন করা যায় না। মাথা গরম না করে কাজ করতে হবে। আর সংযম ও সহনশীলতা যেন থাকে। সংযম ও সহনশীলতা না থাকলে কোনো কিছুই করতে পারবেন না। এবং যে কোনো ডিসিশন নিতে চিন্তা-ভাবনা করে, পরামর্শ করে করবেন। যেটা ভালো মনে করবেন, সেটা করবেন—চিন্তা-ভাবনা করে। হঠাৎ কিছু করবেন না। হঠাৎ করলে কিন্তু মানুষের ভুল হয়। চিন্তা-ভাবনা করে ডিসিশন নিয়ে যদি মনে করেন, এটা ভালো, তাহলে স্টিক করবেন ।

স্কুল-কলেজ আছে, সেখানে গভর্নমেন্ট টাকা দেয়। প্রাইমারি স্কুলে আমরা টাকা দিয়েছি। অনেকে স্কুল করে না, অনেকে পড়ায় না, স্কুলেও যায় না। সেখানে লোকে গরু- ছাগল বেঁধে রাখে। টাকাও পায়, আবার রেশনও দিই। সেগুলো ওয়াচ করবেন। আপনি না পারেন, আপনার একজন অফিসার পাঠিয়ে দেবেন। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, স্কুল অফিসার, এই সমস্তকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসুন। তাঁরা এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে আসুন। যদি দেখেন কোনো টিচার কাজ করছেন না, তাঁকে বদলি করে দিন। তাঁরা সরকারি কর্মচারী এখন। টাকা যা পাঠানো হয়, খেয়ে ফেলেন। সাবধান। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সবগুলোর ব্রাঞ্চ সব ডিস্ট্রিক্টে থাকবে । ওভারঅল রেসপনসিবিলিটি আপনাদের। ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশে এখানে বসে যে কাজ হয়, পাবলিসিটি এই ডিপার্টমেন্ট দেয়। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, সাব-ডিভিশনে এর ব্রাঞ্চ আছে। আল্লাহ্র মর্জি—সেখানকার লোক কয়েকখানা

কাগজ দরজায় লাগিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকেন আর বাকি কাগজ সের দরে বিক্রি করে দেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিতে হবে, কত কাগজ এল । গ্রামে গ্রামে যান, পাবলিসিটি করুন।

আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—এই নতুন সিস্টেম করলাম কেন? কোন ডিপার্টমেণ্ট কাউকে মানতে চাইত না। আমি অমুক, আমি ফুড, আমি এগ্রিকালচার, আমি হেলথ, আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং, আমি এটা, আমি ওটা। এসডিও সাহেব, ডিসি সাহেব যতদূর পারতেন করতেন। না পারতেন, না করতেন। কিন্তু সকলেরই সকল বিষয়ে কর্তব্য আছে । একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার। যদি গভর্নর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এই অফিসারের এই কাজ, তাহলে সেই অফিসারকে সে কাজ করতে হবে। যিনি ফুড ডিপার্টমেন্টের অফিসার, তাঁকে সে কাজ করতে হবে। তিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসার হলেও এ কাজ করতে হবে। আমার কাজ ওটা নয়—একথা বললে চলবে না। রাস্তার উপর একটা বাঁশ পড়ে আছে, সেটা কেউ উঠাবেন না। বলবেন, এ কাজ আমার নয়, এটা রোড অ্যাণ্ড হাইওয়েজের। হাত দিয়ে কেউ বাঁশটা তুলবেন না। এ হয়েছে আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা। এটা আমার নয়, অমুক ডিপার্টমেন্টের। দ্যাট নুইসেন্স মাস্ট স্টপ ইন দিস কানট্রি। সকলেরই সকল কাজে রেসপনসিবিলিটি আছে। সবাই বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশের সরকারের চাকরি করে। আপনাদের কর্তব্য, যেখানে অন্যায় বা খারাপ কাজ হয়, সেটা দেখতে হবে। যাঁর কাজ তাঁকে ডেকে বলুন। কিন্তু খবরই দেয় না কেউ ।

এই ঢাকা শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি, কোটি কোটি টাকার মাল এখানে সেখানে পড়ে থাকে। তেজগাঁও এয়ারপোর্টের কাছে মাল পড়ে ছিল। সোহ্রাওয়ার্দী হাসপাতালের কাছে মাল পড়ে ছিল। কিছু মাল পড়ে ছিল অন্যান্য জায়গায়। এটা কার? এটা আমার নয়, টিএণ্ডটি'র। এটা কার? এটা আমার নয়, সিএণ্ডবি'র। আমি বললাম, এসব কথা আমি বুঝি না। আগামীকালের মধ্যেই সব মাল পরিষ্কার করে নেয়া হোক। এটা ঢাকা শহরে দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখতে হবে, কোথায় কী আছে, না আছে । আমরা ঢাকা মেট্রোপলিসে বাস করি। আর কয়দিন পর ঢাকা শহর থাকবে কিনা, ভাবার কথা। টিএণ্ডটি রাস্তা কেটে যায়, গ্যাস রাস্তা কেটে যায়, ওয়াসা কেটে যায়। রাস্তার জান শেষ। প্ল্যাণ্ড ওয়েতে কাজ হচ্ছে না ।

আর একটা কথা। কো-অর্ডিনেশন। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড নাউ—আপনাদের রেসপনসিবিলিটি আর ক্ষমতা কতখানি। আমি চারটি কথা বলেছি সেকেণ্ড রেভল্যুশনের জন্য। আশা করি, সকলের মনে আছে। এগুলো সামনে রেখে কাজ করবেন। বক্তৃতা যা করি, মেহেরবানি করে একটু পড়ুন, যেগুলো পলিসি বক্তৃতা করেছি। আজ বক্তৃতা করি নি, আজ আপনাদের ট্রেনিংয়ের বিষয় আলোচনা করেছি। আপনাদের ট্রেনিং কোর্সের উপর বললাম আপনারা কী কী শিখে যাবেন, এর অর্থ কী, উদ্দেশ্য কী, কেন অন্য মিনিস্টার এটা বললেন—এসব বুঝতে হবে। প্ল্যানিং থেকে কাগজপত্র নিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের একটা ন্যাশনাল প্ল্যানিং আছে। সে সম্বন্ধে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাল বলবেন। ন্যাশনাল প্ল্যানিং একটা হবে। কিন্তু লোকালি হাপহ্যাজার্ড ওয়েতে কাজ করা হয়। আগে দেখেছি, ওয়ার্কস প্রোগ্রামে মাটি কাটার দরুন পানি বন্ধ হবার ফলে জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওটা আমরা বন্ধ করেছি। এখন লোক্যালি বসে আমাদের প্ল্যান করতে হবে। আপনারা নিজেরা কামড়াকামড়ি করবেন না। এ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিস্ট্রিক্টে পাঁচজন বা ছয়জন এমপি আছে, চারটি থানা আছে। কেউ বলবেন, আমার থানায় এটা হোক, কেউ বলবেন, আমার থানায় ওটা হোক,—এভাবে কাজ হয় না। এই প্রোজেক্টটি ভালো, এই বছর হোক, নেকস্ট প্রোজেক্ট এই বছর হোক, তার পরের প্রোজেক্ট অন্য জায়গায় করুন। এইভাবে আস্তে আস্তে করুন। ভাগ করে করে প্ল্যান নষ্ট করবেন না । এখানে এই জিনিসটা ভালো হবে, এটা করলে এতো হাজার একর জমিতে ফসল ভালো হয়, এই খালটা আমি করবো। এখানে এই রাস্তাটা করলে ভালো হয়, এটা করবো। এখানে এই পুকুরটা খনন করলে ভালো হয়, এটা আমি করবো। এইভাবে কাজ করতে হবে।

সবাই যখন কনফারেন্সে বসবেন, তখন কেউ বলবেন না যে, আমার থানায় কত দিলেন। আগেই সবাই প্রোজেক্ট নিয়ে আসবেন, কাজ করবেন। তারপর যা দেয়ার দেবেন। প্রথমে দেখবেন, কোনটাতে মানুষের উপকার বেশি হবে। সেটা আগে করবেন। আজ এখানে হোক, কাল ওখানে হোক, এভাবে করলে পাঁচ বছরে সব জায়গায় হয়ে যাবে। অসুবিধার কিছু নাই। দু'টো করে প্রোজেক্ট করুন। মানুষ দেখুক, বুঝুক। এটা ভুললে চলবে না আপনাদের।

সেজন্য আপনারা নিজেরা আপনাদের ছোট ছোট প্ল্যান রাখুন। এবং সেই

অনুযায়ী কাজ করুন। আপনাদের কাছে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে, টেস্ট রিলিফ যাবে, ফুড ফর ওয়ার্ক যাবে। এসবের জন্য প্রোজেক্ট করে রাখবেন। এছাড়া কোনো প্রোজেক্ট ভালো হলে, তা দেখবেন—ওয়ার্কসে পাঠিয়ে দেবেন। পাওয়ারের দরকার যেখানে আছে, তার প্ল্যান করে সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন ।

আমি খবর পেলাম, ঠাকুরগাঁয়ে একটা কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে। এক বছর আগে সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু পাওয়ার নাই। খবর নিয়ে জানলাম, পাওয়ার সেখানে যেতে এক বছর লাগবে। কারণ, খাম্বা নাই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে বললাম—খাম্বা-টাম্বা আমি বুঝি না। বাঁশ তো আছে। এখানে দাঁড়াও, খাম্বা কাটো, দা লাগাও। দেড় মাস, দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও। কি করে লাগবে, সেটা আমি বুঝি-টুঝি না। দিল, লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসত, এক বছরের আগে খাম্বা পেত না, ঐটা হতো না। খাম্বা আসে কোত্থেকে? পাওয়া গেল, আলু রাখল। আলু রাখার জায়গা নাই। এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় পাওয়ার দিতে চাই ।

কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো- অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক । ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। এর জন্য ১০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। এর জন্য আমার একটা টার্গেট রয়েছে। আপনারা ৬১ জন গভর্নর যখন চার্জ নিয়ে যাবেন, দুই-তিন মাসের মধ্যে জায়গা ঠিক করে, একটা ভিলেইজ ঠিক করে সব ব্যবস্থা করবেন। আমি এখন প্রোগ্রাম করছি। আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ।

প্রথমে এরিয়া ভাগ করে নেবেন। এমন জায়গায় নেবেন, যেখানে আমি ইমিডিয়েটলি পাওয়ার দিতে পারি। ঐ কো-অপারেটিভগুলোতে আমি পাওয়ার দেবো। ধরুন, রাজশাহীতে যদি করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে, যেখানে পাওয়ার নিতে পারি। যদি নাটোরে করি, তাহলে এমন জায়গায় করতে হবে যেন সেখানে পাওয়ার নিতে পারি। এভাবে একটা, দুটো, তিনটে

গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ। এতে কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই ।

তারপর সিস্টেম যা হবে, সবাইকে তা বলে দিতে হবে। এটাকে সাকসেসফুল করতে হবে। এটাকে পুরাপুরি সাকসেসফুল করতে হবে,—এটা স্পেশাল কো-অপারেটিভ নামে পুরাপুরি করতে হবে। তারপর আমার সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারদের সুপারভিশনে একটা কো- অপারেটিভ করব। তাঁরা সেখানে সুপারভাইজ করবেন। একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ্ তারপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভ-এ মানুষ দেখে যে এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও, আমাদের করে দাও, আমাদের করে দাও।

আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। শেখে বই পড়ে—ট্রেনিং হয় না। হলেও খুব কম হয়। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে আর কেউ বই পড়ে শেখে । আর, সবচেয়ে যে বেশি শেখে সে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন । কাজ করে দেখিয়ে দিন, কীভাবে কাজ করতে হয়। বই পড়ে আমাদের একটা ফ্যাশন হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার করুন। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে সবাইকে নিয়ে যান । এক মাস এখানে ট্রেনিং হবে। সেখানে পেনশন খাইয়ে কী হবে? কী করবেন সেখানে ? লেকচার? পাট গাছে ধান হয় না, ধান গাছে পাট হয় না,—বাংলাদেশের মানুষ এটা ভালোই বোঝে। তামাকে বৃষ্টি পড়লে তামাক নষ্ট হয়, তাও বোঝে। রবিশস্য কেমন করে হয় তাও বোঝে। আমরা অনেক লোক এখানে আছি। আমাদের কোনো জন ধান-আম-পাট বেচে লেখাপড়া শিখি নি—এই যাঁদের গভর্নর করেছি, তাঁদের মধ্যে কে ধান-পাট বেচে, মরিচ-পেঁয়াজ বেচে লেখাপড়া শেখেন নি? আপনাদের প্রাকটিক্যাল নলেজ নাই। খালে ডুবে গোসল করেছি আমরা। নদী সাঁতরে পার হয়েছি। কত কী গ্রামে করেছি। কি জানেন না ।

তবে, হ্যাঁ, একটা সিস্টেম শিখবার জন্য কোর্স আমরা দিচ্ছি। এই জন্য যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে হবে আপনাদের কাগজে কলমে। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার

কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো- অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

আপনারা আমার কথা জীবনভর শুনেছেন। আজও শুনুন। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশের জন্য কাজ করুন। সিস্টেমটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে। আমি অনেক ভালো অফিসার দিয়েছি। যদি দরকার হয়, ভবিষ্যতে আরো দেবো। আমি তাঁদের বিশ্বাস করি বলেই দিয়েছি। বিশ্বাস করি, তাঁরা ভালো কাজ করবেন। এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই ।

এতে কিন্তু একটা কমপিটিশন আছে। এই সিস্টেমে গভর্নমেন্ট অফিসার আছেন, আর্মি অফিসার আছেন, পলিটিশিয়ানরা আছেন, আর এমপি আছেন, নন-এমপি আছেন । কমপিটিশানও কিন্তু একটা আছে। এমপি আছেন, নন-এমপি আছেন, সরকারি কর্মচারী আছেন, আর্মি অফিসার আছেন, কমপিটিশন ভালো হবে ।

যাই হোক, তার জন্য একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাফ কথা বলে দিলাম— বি কেয়ারফুল । আপনারা কিন্তু সবাই এক ।

নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গভবন, ২১ জুলাই ১৯৭৫

বিনা কারণে সিস্টেম পরিবর্তন করি নি

আজকে প্রথম দিন আমরা এখানে বসেছি সকলের সাথে দেখাশোনা করবার জন্য—যাকে বলা হয়—গেট টুগেদার। যাতে আমরা মেম্বার যারা রয়েছি, সকলে একসাথে বসতে চাই, সকলকে যেন চেনা যায়, আলোচনা করা যায় এবং জানা যায়, কী অবস্থা ।

শিগগিরই এসেম্বলি সেশন হবে। বাজেট সেশন। আগস্ট মাসে সেন্ট্রাল কমিটি বৈঠক বসবে। একদিন দু'দিনের নয়, দরকার হলে পাঁচ সাত দিনের জন্য বসবে। এবং সেই সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে বিভিন্ন এজেণ্ডা দেয়া হবে। সেই এজেণ্ডা অনুযায়ী কনফারেন্সকে ভাগ করে কতকগুলো সাব-কমিটি বা কমিশন করে দেয়া হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের কাউকে যদি দরকার হয় তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে একটি প্রপোজাল সাবমিট হবে কনফারেন্সের কাছে। যেমন—ফুড, এগ্রিকালচার, ইণ্ডাস্ট্রি, ফ্লাড কন্ট্রোল, এডুকেশন ইত্যাদি। বিভিন্ন সাবজেক্টের সাব-কমিটি করে তাদের কাছে ভার দেয়া হবে। রেসপেক্টিভ মিনিস্টার সেখানে থাকবেন। সরকারি কর্মচারীরা থাকবেন। যদি দরকার হয়, বাহির থেকে—যাঁরা আমাদের কমিটি মেম্বার নন, কিন্তু যাঁরা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, তাঁদের আমরা ইনভাইট করতে পারবো। সেখানে বসে কতটুকু কী করা হয়েছে, কতটা ভুল হয়েছে, কী ত্রুটি হয়েছে বা কী করলে আমরা দেশের ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারবো, সে সম্পর্কে সাজেশন দিলে তখন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে এটা প্রস্তাব করে গভর্নমেন্ট সেই অনুযায়ী তাঁদের কাজকর্ম করবেন। এই আমাদের ইচ্ছে। আগস্ট মাসে একটা ফুল এজেণ্ডা নিয়ে কাজ শুরু করা ।

আপনাদের কাছে বক্তৃতা করে বোঝানোর দরকার নাই। তবে, এটুকু বলতে পারি, কেন আমরা এ নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করলাম আর কেনই-বা আমরা একে বিপ্লব বললাম। সেদিন ডক্টর এনামুল হক সাহেবের একটা লেখা

পড়লাম। তিনি বলেছেন যে—বাংলাদেশ কি স্বাধীন হয় নাই, সেকথা সত্য নয়। বাংলাদেশ অনেকবার স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা রাখতে পারে নাই। বিদেশীদের ডেকে আনতে হয়েছে, ডেকে এনেছে এই বাঙালিরাই । কথাটা আমার মনে লাগল । কিন্তু আমি তো তাঁর মতো শিক্ষিত নই । তিনি তো আমার চেয়ে অনেক গুণীজন, গুরুজন। তাঁকে আজও ভক্তি করি আমি। আমি যা চিন্তা করতাম বা ইতিহাসে যা পড়েছি, তা তাঁর কথা পড়ে আমি কনফার্ম করলাম। আজকে স্বাধীনতার পরে বিনা কারণে এইভাবে সিস্টেম চেঞ্জ করি নাই। বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭ পারসেন্ট ভোট আউট অব থ্রি হানড্রেড ফিটিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিস আমাদের পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল। যদি তার পরেও ইলেকশন দিতাম, এখনো বিশ্বাস করি, দুই এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে, কিন্তু নব্বই পারসেন্টের কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেমে ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক দিন ছিল না, যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম। আর ক্ষমতার জন্য রাজনীতি যদি করতাম, তাহলে আমরা অনেকবারই ক্ষমতায় আসতে পারতাম। যদি নিগোসিয়েশন বা আপোসে আমরা ক্ষমতা চাইতাম, তাহলে কেন আমরা এই পরিবর্তন করলাম?

আজ দুনিয়ার দিকে আমাদের চাইতে হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের কী দশা হলো? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম—এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। সাড়ে ৭ কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিল না । সমস্ত কিছু ধ্বংস। আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম যে, ঠিক আছে। আমরা একদম যাকে বলে ফ্রি হ্যাণ্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বলো, আচ্ছা করো, আচ্ছা দল গড়ো, আচ্ছা লেখো, আচ্ছা বক্তৃতা করো। বাধা নাই, ফ্রি হ্যাণ্ড ।

আমাদের অনেক পুরানো নেতৃবৃন্দ আছেন, আমার মনে পড়ে না যে, দশ-বিশ বছরের মধ্যে তাঁদের কেউ পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালাগালি না করে ফিরে গেছেন। এ আমার জানা নাই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু তাও বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বললাম—যদি কিছু ভালো কথা বলতে চাও—বলো। যদি দেশের মঙ্গল হয়, বলো। কিন্তু দেখতে পেলাম কী? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এ দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তারা এ দেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ

আসতে আরম্ভ করলো। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ।

এ ছাড়াও আরো দেখা গেল, যাদের আমরা এ সমস্ত ভোগ করতে দিলাম, তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আমরা বলেছি যে—বাবা, ঠিক আছে, পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে, ইলেকশন করো, ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই, আর একজন এসে বসবে। হাইকোর্টের একজন এক্স-জাজ আমাদের ইদরিস সাহেবকে ইলেকশন কমিশনার করা হয়েছিল। তাঁকে আমি ইলেকশনের ব্যাপারে বলেছি, কোনো কথা নাই। যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন আপনি, ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। তারপরও যাঁরা ইলেকটেড মেম্বার তাঁরা পার্লামেন্টে, রাতের অন্ধকারে তাঁদের হত্যা করা হলো। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন, দেশত্যাগ করেছেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাঁদের সম্পত্তি, তাঁদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হলো। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো, যারা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদের হত্যা করা হলো। চরম ষড়যন্ত্র । এতো অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজনীতির নাম হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি—টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয় রাজনীতির নামে, একটা ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল ।

নব্য, কিছুদিন আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না । পিপ্ল-এর মধ্যে যে ডিমরালাইজিং ইফেক্ট হয়, তার ফল খুব খারাপ হয়। আমরা জানি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আমরা জানি, বন্যা হয়েছে, এক কোটি লোক চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। ওয়ার্লড ইনফ্লেশন, যা আমার হাতে আপনার হাতে নয়—জিনিসের দাম বেড়ে গেল । ড্রাফট হলো বাংলাদেশে, এই সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে। ফ্লাড এল। সাড়ে ৭ কোটি লোক, ২০০ বছরের গোলামি, অর্থনৈতিক কাঠামো নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলে কোনো গভর্নমেন্ট নাই, সবকিছু রয়েছে ইসলামাবাদে। একটা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল, ছোটখাটো। তাও নয় মাসে আর্মি কন্ট্রোলে নিয়ে নিলো। তাদের স্ট্রাকচার ধ্বংস করে দিলো। নাই একটা ফরেন অফিস, নাই একটা প্ল্যানিং অফিস, নাই একটা কোনো কিছু। আমাদের সবকিছু আরম্ভ করতে হয়েছিল গোড়া থেকে। এই সুযোগে আমাদের যারা স্বাধীনতার নামে অনেক চেষ্টা করেছিল, নিজেদের একটা বেস করা যায় কিনা, ভবিষ্যতে তাদের স্টুজ-রা এ দেশে সরকার

চালাতে পারে কিনা তারা তার ফিকির খুঁজতে লাগল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এবং আগে যে পলিসি আমরা নিয়েছি, বৈদেশিক নীতি, বাংলাদেশের মানুষ, শিক্ষিত সমাজ এবং দুনিয়া এটাকে এ্যাপ্রিশিয়েট করেছে।

আমরা নন-এলায়েণ্ড, আমরা ইণ্ডিপেন্ডেন্টে ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-এক্সিসটেনস-এ বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত পিপলের সাথে আছি, আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই । আমরা আণ্ডার ডেভেলপড্ কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই। আমরা কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই না। আমরা দেশকে গড়তে চাই, আমরা সকলের শান্তি চাই, আমাদের লোক বাঁচতে চায়। এই পলিসি সকলেই, প্রায় whole world পছন্দ করল। আমার দেশবাসী এতে সমর্থন জানাল ।

আমরা মনে করি, আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপে সাক্সেসফুল হয়েছে। আজ আমরা নন-এলায়েণ্ড কান্ট্রিতে আছি, আজ আমরা ইসলামিক সামিটে আছি, আজ আমরা কমনওয়েলথে আছি, আজ আমরা ইউ.এন.ও.তে আছি। ইউ.এন.ও-র চার্টারে বিশ্বাস করি । আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে আমাদের প্রয়োজন নাই। এদের আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। যেখানে কোনো অপ্রেসড ইন্টারন্যাশনাল পিপল থাকবে, আমরা তাদের মর্‌যাল সমর্থন দিতে পারি এবং দেব। যেখানেই থাকুক না কেন, আমরা দেব। আমরাও অপ্রেসড পিপল। আমরাও যুগ যুগ ধরে এটার সাথে পরিচিত ছিলাম। আমরাও মার খেয়েছি। দুনিয়ার শোষকগোষ্ঠী, ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ার আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের স্বজন হারানোর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, আমাদের অর্থনীতির মালিক আমরা এবং আমাদের দেশ সেই সম্পদ ভোগ করবে।

পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা এতো রক্ত দিয়েছি, এতো আমরা আঘাত পেয়েছি, এতো আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালকে হত্যা করা হয়েছে, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের রাস্তাঘাট ধ্বংস করা হয়েছে, তবুও আমরা বলেছি— আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব চাই। ১৯৫ জন, যারা কমিটেড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, তাদের পর্যন্ত আমরা মাফ করে দিলাম। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা এ দেশে সাউথ-ইস্ট এশিয়া,

পারটিকুলারলি সাব-কন্টিনেন্টে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে এ দেশে ডেভেলপমেন্টের কাজ করব। আমাদের এটেনশান থাকবে মানুষের মঙ্গল করা, দেশকে গড়া। কিন্তু পাকিস্তান, দুঃখের বিষয়, একটা পয়সা পর্যন্ত দিলো না। আমরা ছিলাম ৫৬ পারসেন্ট পপুলেশন, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সম্পদ আমাদের ছিল না। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের দিলো না। গোল্ড রিজার্ভ আমাদের দিলো না। আমাদের কোনো একটা জাহাজ দিলো না। কোনো কিছুই তারা আমাদের দিলো না। আমরা আমাদের দিক দিয়ে শত চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তারা এগিয়ে এল না। দ্যাটস্ অল রাইট। মাটি আছে, মানুষ আছে, দেশ আছে। ইনশাআল্লাহ্, কষ্ট হয়েছে আমার মানুষের, না খেয়ে মরেছে—সত্য কথা, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে, যদি গড়তে পারি, অনেস্টলি কাজ করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের কষ্ট একদিন দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, আমরা এখনো পর্যন্ত চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা এগুচ্ছে না ।

কারো সঙ্গে দুশমনি নাই। চায়না রিকনিশন দিলো না। কিন্তু আমরা চায়নার সাথে বন্ধুত্ব চাই। তারা একটা বিগ কান্ট্রি। আমরা এখনো বন্ধুত্ব চাই। আমার সাথে বন্ধুত্ব আছে রাশিয়ার, আমার বন্ধুত্ব আছে ভারতবর্ষের সাথে, আমার বন্ধুত্ব আমেরিকার সাথে। এ বন্ধুত্ব সকলের সাথে চাই। আমরা কারো সাথে গোলমাল করতে চাই না। কারণ, আমি আমার দেশকে গড়তে চাই ।

এই পলিসিতে আজ পর্যন্ত আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু দেশের মধ্যে এজেন্সি শুরু হয়ে গেল। বহুদিন রাজনীতি করেছি। ১৮ বছর বয়স থেকে। তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সাল । তারপর চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। সেই রাজনীতি থেকে আজ এ পর্যন্ত এসেছি। আমি বলতে চাই না যে, আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি। সাধারণ মানুষ থেকে আমি চোঙ্গা ফুঁকেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করেছি। আমি জানি, একটা খবরের কাগজ চলতে পারে না, যদি এ্যাডভারটাইজমেন্ট না পায়। বছরের পর বছর এই টাকা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ব্যয় করতে পারে বলে আমার জানা নাই। আর আমি হলাম বিগেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি লিডার। আমি দেশে একটা পার্টি গড়ে তুলেছি এবং চালিয়েছি, যেটা নাম্বার ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি অব বাংলাদেশ, কিন্তু আমি একটি ডেইলি কাগজ চালাতে পারি না। অর্ধেক ভাগ করেন তার মানিক ভাই। বরং মানিক ভাইয়ের এবিলিটি এবং এক্সপেরিয়েন্স ছিল, ইত্তেফাক

কাগজ চালাতেন তিনি। তা থেকে আমাদের সমর্থন করতেন। অথচ এই তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল, এমন কাগজও চললো, যে কাগজ বছরে এক ইঞ্চি এ্যাডভারটাইজমেণ্ট পায় নাই। কিন্তু একটা কাগজ করতে মাসে কমপক্ষে এক লাখ, সোয়া লাখ, দেড় লাখ টাকা খরচ হয়। আজকে এই টাকা তারা কোথায় থেকে পায়? কে দেয় তাদের এই টাকা, কোথা থেকে আসে? তারপর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলতে যে পদার্থ বাংলাদেশে আছে, তাদের এতো টাকা আছে বলে আমার জানা নাই। ছিল কিনা তাও জানি না । এখন কিছু লোক নতুন টাকার মানুষ হয়েছে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রি তো আমরা নিয়ে নিলাম। দেখা গেল যে, বিদেশের কিছু কিছু জায়গা থেকে পয়সা পেয়ে তারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গোলমাল সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করলাম কেন? এই যে আমাদের সমাজ এখানে দেখতে পাই—আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহুদিন কারাগারে একলা বসে বসে চিন্তা করতে আমি সময় পেয়েছি, এই সব বিষয়ে যে, আমার দেশের ২০% লোক শিক্ষিত তার মধ্যে আমরা ১০% বা ৫% লোক লেখাপড়া কিছুটা জানি। এর মধ্যে এক গ্রুপ আমরা পলিটিসিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ স্কুল টিচার, যারা এই ঘোরপ্যাচের মধ্যে আসতে চায় না। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী হয়ে গেলাম। কেউ ডাক্তার হয়ে গেলাম, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম, কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আর কিছু সংখ্যক লোক হয়ে গেলাম রাজনীতিবিদ। কিন্তু একচুয়াল যেটা পিপল, তাদেরসহ সবাইকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না ।

সেজন্য আমরা চিন্তা করলাম, সমাজের যেখানে যিনি আছেন, তিনি বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন, আর যাই হন—কারণ, আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন—এদের মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন সিস্টেমের কথা বহুদিন পর্যন্ত চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে। এবং ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।

আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল বলে, আমরা পলিটিসিয়ান, একদল বলে আমরা ব্যুরোক্রেট। তাদের অ্যাটিচিউট

হলো হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিসিয়ান। পলিটিসিয়ানরা তাদের স্ট্রেংথ দেখাবার জন্য বলতো যে—অল্ রাইট, গেট আউট । এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকতো। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে—সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজে যে সমস্ত গুণীজ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যতো লোক আছেন তাঁদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করে—জাতীয় দল, যার মধ্যে এক মত, এক পথ, এক ভাব—এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।

আর দ্বিতীয়ত, পয়সাকড়ি খরচ করে অন্য ধরনের রাজনীতি করা যায়। কিন্তু আমি যেটা বলেছি শোষিতের গণতন্ত্র, কেন বলেছি? শোষিতের গণতন্ত্র এ জন্য বলেছি যে, আজকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে মানুষ। বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছে—অল রাইট, যাও তুমি, যেয়ে কনটেস্ট করো। আমি যেয়ে কিছু বক্তৃতা করে দিয়ে এলাম, যাও। পছন্দ হয় না, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আর করবো কি, ভোটটা দিয়েই দিলাম। এ-ও হয়েছে অনেক জায়গায়, হয়। কাজেই সেজন্য সিস্টেম চেঞ্জ করে বলেছি যে, কনস্টিটিউয়েন্সিতে চারজন কি তিনজন কি দুইজন লোক আছে, তাদের সম্বন্ধে সকলকে বলে দেয়া হলো, এই তিনজন চারজন পার্টির লোক আছে তাদের মধ্যে যাকে আপনারা পছন্দ করেন, ভোট দিন। ফলে জনগণ সুযোগ পেলে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওন চয়েস ভালো লোককে পাঠাবার জন্যে। না হলে আমরা অনেক সময় 'জিন্দাবাদ' 'মুর্দাবাদ' দিয়ে পাস করে নিয়ে আসি। তাতে দেখা গেল যে, সত্যিকারের ভালো লোক অনেক সময় নাও আসতে পারে। কিন্তু এতে সত্যিকারের ভালো লোক আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেজন্য এই সিস্টেম করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, জাতীয় ঐক্য, যেটা বলেছি আমি, জাতীয় ঐক্য আমরা করতে পারবো। যারা দেশকে ভালোবাসে না, দেশের সাথে বেঈমানি করছিল, তাদের সকলকে আমরা ক্ষমা করলাম। স্বাধীনতার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, বেঈমানি করল, রাজাকার হলো, তাদেরও আমরা ক্ষমা করে দিলাম। অন্য দেশে বিপ্লবের পরে এভাবে ক্ষমা করে নাই। একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম। বললাম যে—ঠিক আছে, তওবা করো, আল্লাহ্

তোমাদের ঈমান দিক। তোমরা দেশের কাজ করো। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ সেই শত্রু-যে শত্রু আমাদের এখানে ম্যাসাকার করল, তাদের মাধ্যমে লণ্ডনে বসে অর্থ খরচ করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। তাদের কি অধিকার আছে বাংলাদেশে রাজনীতি করবার? ক্ষমা করতে পারি। প্রভিশন হবে ৬০টি জেলার। প্রত্যেক জেলার জন্য একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এস.পি. থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবেন। তিনি স্থানীয়ভাবে শাসনব্যবস্থা চালাবেন ।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রকীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তাঁর কাছে যাবে আমার খাদ্যসামগ্রী। তাঁর কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে। তবে, ব্রিটিশ আমলারা বলে গেছেন—সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে, এস.ডি.ও. সাহেব যা করলেন, সেটাই হবে ফাইনাল কথা, সি.ও. শাসন করবেন থানায় বসে, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাখতে হবে? এতে দেশের মঙ্গল হবে না। কারণ আমি যে টাকা দেব একটা থানায়, সেই টাকা দেব সি.ও. সাহেবকে। এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ বেটার দ্যান এনি সি.ও. ইফ দি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ সিনসিয়ার। অন্যথায় ক্যাশের টাকা সেখান থেকে লুট হয়ে যাবে ।

আমি অর্ডার দিয়েছি, আজকে অর্ডার হয়ে গেছে । ১৫ জুলাই থেকে এই ৬০ জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেয়া হবে। ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। এক বছরের মধ্যে থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকের থাকবে, যুবকের থাকবে, মহিলাদের থাকবে। একজন গভর্নর থাকবেন, যিনি হবেন হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেখানে মেম্বার অব পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারেন। সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার নন, এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারেন। সেখানে সরকারি কর্মচারী যাঁকে বিশ্বাস করি তিনিও হতে পারেন। আবার নাক উঁচু করা চলবে না। পার্টির মেম্বার হবার পরে দে উইল টেক

রেসপনসিবিলিটিজ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ।

এই তো গেল এক দিক; তবে, আমি কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি আইনমন্ত্রীর। আমি অর্ডারগুলো করে দিয়েছি; কিন্তু তাঁর জান শেষ। মানে এইগুলো করতে তাঁর জান শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছি, শুনে মুখ কালো করে ফেলেছেন। অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি, আইন তাঁর বদলাতে হবে। আইন-টাইন আমি বুঝি না। আমি বলেছি, কাজ করে যান, যা কিছু দরকার হয়। এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের সেক্রেটারিয়েট, সব ভাঙ্গতে হবে। এসব চলতে পারে না। আই এ্যাম গোয়িং ফর দ্যাট। টাকা নাই, পয়সা নাই, খাবার নাই, এটা নাই, ওটা নাই। সব ভাঙ্গতে হবে। ডাবল ট্রিপল, অ্যাণ্ড দ্যাট। এক এক নোট লিখে নিয়ে আসে। আমি বলেছি এস্টাবলিশমেন্টের সাহেবরা আছেন। এখান থেকে আরম্ভ করে সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তারপর আসে আমার কাছে। এইটুকু নোট, এটুকু ফাঁক তা সত্ত্বেও ।

এসবের প্রয়োজন নাই, সোজাসুজি কাম চালান। কর্পোরেশন করেছি। অলরেডি দুটি কর্পোরেশন করে ফেলেছি। এভরি কর্পোরেশন ডাইরেক্টলি আণ্ডার দি মিনিস্টার থাকবে । লেট দি মিনিস্টার গেট ওয়ার্ক ফ্রম জয়েন্ট সেক্রেটারি। ব্রিটিশ আমলে সেই ঘুণে ধরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সেই জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাট ইজ অলসো এ রেভল্যুশন ।

আজকে এই যে নতুন এবং পুরানো যে সমস্ত সিস্টেমে আমাদের দেশ চলছে, এর জন্য আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম। আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখবো না, সে জন্য আমি সবাই ভুল করলে আর সকলই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেস্তা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না—আমি যেটা করেছি, সেটাই ভালো, দ্যাট ক্যানট হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হই নি যে সব কিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট,

রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন ল্যাণ্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি। দিজ ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সাথে সাথে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে আমরা যে আজকে মাল্টিপারমোসা কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

এজন্যে ডেডিকেটেড ওয়ার্কারের দরকার। এটা উইদাউট ডেডিকেটেড ওয়ার্কার হতে পারে না। সেই জন্য আজকে আমি চাচ্ছি—আর্মির মধ্যে হোক, নেভির মধ্যে হোক, এয়ারফোর্সের মধ্যে হোক, বিডিআর হোক, রক্ষীবাহিনী হোক, পুলিশ হোক, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক, পলিটিসিয়ান হোক, যেখানেই হোক, ভালো লোক যেখানে আছে, তাঁদের এক জায়গায় করে কাজে লাগাতে হবে। যাও, ওখানে বসো, কাজ করে নিয়ে এসো। আমার তো দরকার নাই, খালি খালি বসে আর্মির অতো পয়সা খরচ করবার তো দরকার নাই। আই ওয়ান্ট মাই আর্মি এ পিপলস আর্মি। আই ডু নট ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ফাইট এগেইনস্ট এনিবডি। বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ফাইট এগেইনস্ট এনিমি। বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ডিপেণ্ড মাইসেলফ অ্যাণ্ড দ্যাট দি সেম টাইম টু ওয়ার্ক ।

আর একটা ফ্যাশান আছে আমাদের—এই কাজটা তো ফুড ডিপার্টমেন্টের, এটা তো এগ্রিকালচারের, আমার তো নয়, এটা তো ইরিগেশনের, আমার তো নয়। ডিস্ট্রিক্ট সাবডিভিশনে সব জায়গাতে হয় কি? একজন আপনার বড়ো অফিসার। আমরা যখন কোথাও যাবো, দেখবো যে, রাস্তায় একটা ইট পড়ে আছে, এটা আমার ডিপার্টমেন্টের না, একথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। হোয়াট ইজ দিস? দিস মেন্টালিটি মাস্ট বি চেঞ্জড। প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি কাজই আমার—মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার কাজ। আমি একটা হাই অফিসিয়াল, আমি একটা পলিটিসিয়ান, আমি একটা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, আমি একটা এম.পি., আমি দেশের একটা কর্মচারী, একজন পুলিশ অফিসার, আই হ্যাভ মাই রেসপনসিবিলিটি। এখানে চুরি হচ্ছে, এখানে অন্যায় হচ্ছে, এখানে খারাপ হচ্ছে, এটা বলার অধিকার আমার থাকবে। দেখার অধিকার থাকবে। সেই

জন্য আজকে যদি পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন স্ট্রং না করা হয়—ভিলেজ লেভেল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যাকে ওয়াচ ডগ বলা হয়, তা যদি না থাকে, তাহলে দেশের মঙ্গল করা যায় না শুধু সরকারি কর্মচারীর ওপর নির্ভর করে। দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যালেন্স, দেয়ার মাস্ট বি পিপলস্ মবিলাইজেশন। আমাদের হলো কান্ট্রিকে মবিলাইজ করতে হবে ফর ডেফিনিট পারপাস। দেখুন, বাংলাদেশের কৃষকও পিছিয়ে নাই । আমি সার দিতে পারি নাই। যা সার দিয়েছি তার থার্টি পারসেন্ট চুরি হয়ে গেছে। স্বীকার করেন? আমি স্বীকার করি। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। মিথ্যা বলে একদিনও হারাম এ দেশের প্রেসিডেন্ট থাকবো না। আমার যে সার আমি দিয়েছি, তার কমপক্ষে থার্টি পারসেন্ট ব্ল্যাক মার্কেটিং-এ চুরি হয়ে গেছে। আমি যে ফুড দিই, তার কুড়ি পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। আমি যে মাল পাঠাই গ্রামে গ্রামে, তার বিশ পারসেন্ট/পঁচিশ পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। সব চুরি হয়ে যায়। হুইট—আমি তো হুইট পয়দা করি না, খুব কমই করি, তবু কোন বাজারে হুইট পাওয়া যায় না? গভর্নমেন্ট গোডাইনের হুইট। সার তো আমি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করি না, তবু কোন বাজারে সার পাওয়া যায় না? লেট আস ডিসকাস দিস ম্যাটার। দেয়ার শ্যাল বি এ ফ্রি ডিসকাশন ।

আমাদের একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। যে লোক হাসতে হাসতে জীবনের মায়া কাটিয়ে ফাঁসি পর্যন্ত যেতে পারে, যে জানে—গুলি হয়ে এক ঘণ্টা পর মারা যেতে পারে, সেই মানুষ ক্ষমতার জন্য মিথ্যা কথা বলবে না। এটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত। এইগুলো কি করে আপনারা করবেন? এই এগ্রিকালচার আমার নয়, চুরি হয় হোক। এই ফুড আমার নয়, চুরি হচ্ছে হোক। এটা আমার নয়, চুরি হচ্ছে হোক—এসব চলতে পারে না । নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না। এবং সেই সাথে সিস্টেমই পরিবর্তন করতে হবে। ঘুণে ধরা সিস্টেম দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যায় না। এই সিস্টেমই হলো করাপশনের পয়দা। এই সিস্টেম করাপশন পয়দা করে এবং করাপশন চলে ।

সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেশনে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ

করেছি। আমি জানি, এদের সাথে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি এডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের জেনে কাজ করি। চুপিচুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সবকিছু নিয়ে। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি ৬০টা থেকে ৭৫ কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করবো। এই কো- অপারেটিভ যদি দরকার হয়, সেন্ট্রাল কমিটির এক-একজন মেম্বার এক-একটা চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার-সেলস। ১১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার আছে । এর মধ্যে ১০০ কি ৭০ জনকে এক-একটা কো-অপারেটিভের চার্জ দিয়ে সব সুপারভাইজিং অফিসার করে—লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মালটিপারপাস সোসাইটি, দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে।

বদমায়েশ একদল লোক—জমি সব শেখ সাহেব নিয়ে যাবে বলে তারা প্রপাগাণ্ডা করে। জমি নেবো না। তোমরা চেষ্টা করবে, একসাথে ফসল উৎপাদন করবে, তোমার শেয়ার তুমি নেবে। কিন্তু তবু এগেইনস্ট প্রপাগাণ্ডা করে। জমি নেবো না, জমি থাকবে । কিন্তু জমির একটা লিমিট আছে তোমাদের রাখার। আইন হয়েছে ১০০ বিঘার বেশি রাখতে পারবে না। সেটা আমরা ফলো করবার চেষ্টা করব। এবং আস্তে আস্তে যদি ফ্লাড বন্ধ করতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফার্টিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব, আরো কত দূর কী করতে পারি। কেন না, আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি যেখানে তিন বছর বন্যা হয় এক বছর ফসল হয়—নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, চিটাগাং হিল ট্রাক্টের জমি, আর অন্য সব জমি এক পর্যায়ে দেখতে চাই তাহলে অসুবিধা হবে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে, কোন জায়গায় কতো পরিমাণ ফসল হতে পারে ।

আজকে কো-অপারেটিভ যদি আমরা করতে পারি, সেখানে যদি ফার্টিলাইজার দিতে পারি, রেশন কার্ড দিতে পারি, তাহলে চুরিটা কম হবে। সেখানে যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা দিতে পারি, চুরিটা কম হবে। একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি। চিৎকার করে, গালাগালি করে কাজ হবে না ।

এই যে পলিটিক্যাল পার্টি—এটা খুব ইমপরট্যান্ট জিনিস। এর মেম্বারশিপ ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। মেম্বার বেছে নিতে হবে। গলায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে বলবে—আমি মেম্বার, আমাকে একটা পারমিট দাও। সেটা হবে না। মেম্বার যে হবে, তার একটা কার্য থাকবে। প্রাইমারি মেম্বার থাকবে অনেক।

এছাড়া আমি আপনাদের বর্তমান মেম্বার করে দিয়েছি। আপনাদের জন্য কৃষক, লেবার অর্গানাইজেশন হচ্ছে। লেবার পলিসি করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় থাকবে না। এই আমার আছে, এই তোমার ডেভেলপমেন্টে, এই ইনকাম করতে পারলে এই তোমরা পাবে।

দিতে চাই আমি তোমাদের লাভের জন্য। ওদেরও দিতে হবে। তোমরা মানুষের মতো বাস করবে। তাদের দিতে হবে, যাতে কৃষক কৃষকের মতো বাস করতে পারে। ছাত্র লেখাপড়া করবে নতুন সিস্টেমে। আমরা একটা নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে বলেছি। কেরানি পয়দা করে লাভ হবে না। মানুষ পয়দা করতে হবে। নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে পারি কিনা, আমরা তা দেখছি। দেশে সার্বিক অবস্থা ইমপ্রুভ করতে সময় লাগবে। তিন বছর, সাড়ে তিন বছর একটা দেশের জীবনে কিছুই না। আমাদের ইকনমিক কণ্ডিশন ভালো নয়। আমাদের মাল বিদেশ থেকে বেশি আনতে হয়। কমিট করতে গেলে ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেব আমার কলম ধরে বসেন। মহাবিপদ আমাকে নিয়ে । টাকা পাওয়া যাবে না ।

দেশের ট্যাক্স, জাতীয় আয় বাড়াতে পারলে দেশের আয়ও বাড়ে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কতকগুলো স্টেপ নিয়েছি, ইকনমিক স্টেপ। তাতে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আমরা যে একটা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম গত বছর, ইনশাআল্লাহ্ অতখানি খারাপ অবস্থায় এ বছর নাই। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি এখন এখানে বেশি বেশি কিছু বলতে চাই না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার এ মাসের ২৩ তারিখে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করবেন। তিনি সেদিন বলবেন। তবে, আমি এটুকু বলতে পারি—আমাদের ইকনমিক কণ্ডিশন ইজ নট সো ব্যাড অ্যাণ্ড ইট উইল ইমপ্রুভ ডে বাই ডে। কারণ, দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, তারা কাজ করছে—ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, কৃষক ভাইয়েরা সবাই কাজে অ্যাডভান্স করেছে, দেশের মানুষও এগিয়ে এসেছে। ইনশাআল্লাহ্ আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি ।

তবে, এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। কোনো জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইমপোর্ট করে এনে কোনো 'ইজম' চলে না। এ দেশে—কোনো দেশে চলে না। আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউণ্ডের সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে

যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ, আমার দেশে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কী, আমার পানি কতো, আমার এখানে মানুষের কালচার কী, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তা না জানলে হয় না। ফাণ্ডামেণ্ডালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই । বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্লড। এটা আমার মত, পার্টির মত।

আমরা কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে চাই না। আমাদের একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে যে, এ ওর বিরুদ্ধে গালাগালি করে, ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে গালাগালি করে। বাংলাদেশের মাটিতে যেন একটা হটবেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হয়ে গেছে। এ ওরে গালাগালি করে, ও এরে গালাগালি করে। আমার মাটিতে বসে গালাগালির দরকার কি বাবা। যার যার দেশে গিয়ে গালাগালি করো। একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেকোরাম আছে । এক দেশে দাঁড়িয়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না। আমার দেশে তোমার কি ভালো, সেটা বল ।

আই বিলিভ ইন পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, নট এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমার পার্টিতে আপনারা যারা আছেন, আসুন, আমরা পজেটিভ অ্যাপ্রোচ নিই । আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম, আমার নেতা সোহ্রাওয়ার্দী সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি হেসে বলতেন—থাক, বলতে দাও। ওতে কি হবে? উনি আমাকে বলছেন, থিংক ফর এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ দ্যান এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। আমার লাইফকে আমি দৃষ্টিতেই দেখেছি ।

যখন আমি ৬ দফা দিলাম, আমার বিরুদ্ধে যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলো সকলে মিলে, আমি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বললাম না। আমি চলে গেলাম দেশের মানুষের কাছে। গিয়ে ৬ দফার প্রচার আরম্ভ করে দিলাম। আমি যখন পার্টি রিভাইভ করলাম, আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হলো। কিন্তু আমরা চলে গেলাম পিপলের কাছে। পিপল আমাকে গ্রহণ করে নিলো । কাউকে গালাগালি করে লাভ নাই ।

আমি বিশ্বাস করি, ক্যাম্বোডিয়া, আই শুড রিকগনাইজ ইট । আই ডোণ্ড কেয়ার এনিবডি ইন দি ওয়ার্ল্ড হোয়েদার এনিবডি ইজ স্যাটিসফায়েড অর এনিবডি ইজ আনহ্যাপি অর এনিবডি ইজ হ্যাপি। আই ফিল দ্যাট দে আর ফাইটিং

ফর দেয়ার ওন লিবার্টি । আই অ্যাম উইথ দেম। আই সাপোর্ট পিআরজি। আই গিভ দেম রিকনিশন বিকজ আই অ্যাম এ সাফারার ফর জেনারেশন টু জেনারেশন ফর দিস বেঙ্গলি নেশন। যে যুদ্ধ করছে তার মাতৃভূমির জন্য, তাকে সমর্থন দেবো। তাই বলে আমি অন্যকে গালাগালি করব না। এই জিনিসটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব।

আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে, নতুন আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ারস—যদ্দূর সম্ভবপর এঁদের রাখার চেষ্টা করেছি। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপিরিয়েন্সড—আমার পুরোনো বন্ধুরা আছেন যাঁরা আগে আমাদের সাথে ছিলেন। কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন। আগে আমরা এক জায়গায়ই ছিলাম। মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম, এটা সব জায়গায় হয়। আবার আমরা এক হয়েছি। সেকেণ্ড রেভল্যুশন ইজ নট দি অ্যাণ্ড। সেকেণ্ড রেভল্যুশন যে করেছি আমি, চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়। করাপশন ন্যাশনাল ইউনিট অ্যাণ্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলেই আমরা একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে পারবো—যেখানে মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবে। এটাই হলো আমার সেকেণ্ড রেভল্যুশনের মূল কথা, এজন্যই আমি সেকেণ্ড রেভল্যুশনের ডাক দিয়েছি ।

আজি আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আমার বহু সহকর্মী—যাঁদের সাথে আমি দুর্দিনে কাজ করেছি, বিপদের দিনে কাজ করেছি, '৪৭, '৪৮, '৪৯ সালে, তাঁরা আজকে এখানে এসেছেন। মাঝখানে এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে গিয়েছিলাম অনেকে। ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন-এর জন্য। আজকে আমরা আবার এক হয়েছি, সরকারি কর্মচারীরা এক হয়েছি। আজকে সকলে মিলে যার যা কর্তব্য আছে করুন। সেই সাথে করাপশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সারা বাংলাদেশের টুয়েনটি থেকে থার্টি পার্সেন্ট দুঃখ দূর হয়ে যাবে মানুষের এজন্য লেট আস টেক ওথ টুডে। যে নিজেরা আমরা করাপ্ট প্র্যাকটিস করি, তাই আবার অন্য কেউ করলে আমরা সহ্য করি না। উই মাস্ট মবিলাইজ দি পিপল এগেইনস্ট করাপশন। এটা যদি করতে পারি, দেখবেন—অনেক প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারব । এ জন্যই আজকে আমাদের মবিলাইজ করতে হবে পিপলকে। আমাদের সোশ্যালি বয়কট করতে হবে—যে লোকটা ঘুষ খায়, তাকে। সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটার মাইনে হাজার টাকা, কিন্তু ব্যয় করে পাঁচ হাজার টাকা, তাকে । যে লোকটার ইনকাম তিন হাজার

টাকা, কেমন করে সে ব্যয় করে ১৫ হাজার টাকা? এই জিনিসটা সমাজের কাছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাহলেই সমাজ তথা পিপলের আপনাদের ওপর আস্থা ফিরে আসবে।

আমি মাঝে মাঝে আল্লার কাছে বলি যে, গেছি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে গেছি সেখানে (বেতবুনিয়া), সে গ্রামের মধ্যে লাখ লাখ লোক দুই পাশে বসে আছেন, ওঁরা এসেছেন আমাকে দেখার জন্য—মনে মনে আমি বলি যে আমি কী করেছি ওঁদের জন্য? আমার দুঃখ হয়-স্টিল দে লাভ মি। দুনিয়ার নিয়মই এই। ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয়। এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার, তার মধ্যে যেন কোনো খুঁত না থাকে। ইফ ইউ ক্যান লাভ সামবডি সিনসিয়ারলি, ইউ উইল গেট দি লাভ অব সামবডি। দেয়ার ইজ নো ডাউট এবাউট ইট। আমার জীবনে আমি দেখেছি, লাখ লাখ লোক দু'পাশ দিয়ে কি অবস্থার মধ্যে—আমি তো কল্পনাও করতে পারি না হোয়াই দে লাভ মি সো মাচ? আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, মবিলাইজ দি পিপল অ্যাণ্ড ডু গুড টু দি হিউম্যান বিইং স অব বাংলাদেশ। দিজ আনফরচুনেট পিপল হ্যাভ সাফার্ড লং—জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে।

যদি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি, যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি—ইনশাআল্লাহ্, বাংলার মাটিতে যা এখনো আছে, তাতে ৭ কোটি লোক হলেও বাংলার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না। আই হ্যাভ সিন দ্যাট।

আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কারণ, আই হ্যাভ বিকাম ইমোশনাল। আগস্ট মাসে আমি আপনাদের সভা ডাকছি উইথ ডেফিনিট এজেণ্ডা। ফুড, এগ্রিকালচার, ইনডাস্ট্রি, এডুকেশন, কো-অপারেটিভ সমস্ত প্রোগ্রাম দিয়া তারপর আমি আপনাদের এই হাউসটাকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দিচ্ছি। আপনারা ডিভাইড হয়ে যাবেন। সব কিছু ডিভাইড হয়ে গেলে তখন এই কমিটিতে বা গ্রুপে সেক্রেটারিয়েট থেকে লোক আসবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোক আসবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার আসবে, সমস্ত ফ্যাক্টস্- ফিগার নিয়ে। এই জায়গাতে কোথায় ডিফেক্ট হয়েছে, কোন জায়গাতে ইমপ্রুভ করতে পারি, সে সম্পর্কে আপনারা একটা সাজেশন দেবেন। তখন

কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে সুপারিশ পেশ করবে এবং ঐ কমিটি সরকারকে এটা কার্যকরী করতে অনুরোধ করবে।

আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। বেয়াদবি মাফ করবেন। লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার, উই আর নাউ ওয়ান পার্টি। পার্টি মানে কি, জানেন? এভরি পার্টি ওয়ার্কার অব মাইন ইজ লাইক মাই ব্রাদার, ইজ লাইক মাই সন। আই ক্রিয়েটেড এ ফ্যামিলি হোয়েন আই অরগ্যানাইজড্ আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আমি যাই নি। আর পলিটিক্যাল পার্টি মিন্স এ ফ্যামিলি, যার মধ্যে আছে আইডিওলজ্যিাল এফিনিটি। সেজন্য পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার পারপাসেস, হোয়্যারেভার উই আর । আমাদের আদর্শ হলো—বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন, আমরা চেষ্টা করি সে সম্পর্কে সকলে মিলে ।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ।

বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে

জীবনপঞ্জি : শেখ মুজিবুর রহমান

১৯২০-১৯৭৫

১৯২০

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭

৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন ।

১৯৩৪

১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করা হয় এবং চক্ষুরোগের কারণে তাঁর লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে।

১৯৩৭

চক্ষুরোগে চার বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৮

১৮ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁরা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলের জনক-জননী ।

১৯৩৯

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধু স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ত—তা সারাবার জন্য ও ছাত্রাবাসের দাবি স্কুল ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুলে ধরেন।

১৯৪০

শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪২

এনট্রেন্স (এস এস সি) পাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গবন্ধু এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩

সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। দিল্লিতে অল ইণ্ডিয়া লীগ কাউন্সিলে যোগদান করেন ।

১৯৪৪

কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা ‘ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'- এর সম্পাদক নির্বাচিত হন ।

১৯৪৬

বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি এস) নির্বাচিত হন।

১৯৪৭

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কোলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ।

১৯৪৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ঠা জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন ।

২রা মার্চ ভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ই মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারে সারা দেশে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ১৫ই মার্চ মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভের পর ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায় । পুলিশী

হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৭ই মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১১ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

১৯৪৯

২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাঁকে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯শে এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি লাভ করেন। ১১ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসিলম লীগের সভায় নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৪ই অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে তাঁকে প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তি পান । ঢাকার বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না।

১৯৫২

২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দী থাকা অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দী মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান । ১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু

জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

একটানা ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেওয়া হয় । ২৬শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি পিকিং-এ এশিয়া প্যাসিফিক শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন ।

১৯৫৩

৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ই নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪

১০ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ই মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন । ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০শে মে বঙ্গবন্ধু করাচী থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। ২৩শে ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫

৫ই জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ই জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট

করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন :

Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the Constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.

[অনুবাদ : স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে 'বাংলা' নামে ডাকেন । 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কী হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কী সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কী ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত । তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তাঁরা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেণ্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন ।]

২১শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩রা ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ই জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০শে মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ই আগস্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮

৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেপ্তার করা হয় ।

১৯৬১

৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র-নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন

বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬২

৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ২রা জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ই জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫শে জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ই জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন ।

১৯৬৩

সোহ্রাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লণ্ডন যান। ৫ই ডিসেম্বর সোহ্রাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ । রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

১৯৬৫

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের

অভিযোগে মামলা দায়ের ও এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন ।

১৯৬৬

৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয় ।

১৯৬৮

৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয় ।

১৯৬৯

৫ই জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে।

এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১লা ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। আয়ুব সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে নেয় । ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান ।

১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিণ্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই'। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ই মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ই মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন । ২৫শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লণ্ডন গমন করেন ।

৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০

৬ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১লা এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮শে অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ই নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে ।

১৯৭১

৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৫ই জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮শে জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার

দাবি জানান ।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ ।'

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩রা মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান ।

৭ই মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা' । ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ।

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে । ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন । ১৬ই মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫শে মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী

ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :

This may be last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. [অনুবাদ : এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে ।]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি বার্তা পাঠান :

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা ।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয় ।

২৬শে মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে ।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশে সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিগামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানান হয় । ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাঁকে বন্দী করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে ।

১৯৭২

৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লণ্ডন পাঠানো হয়। ৯ই জানুয়ারি লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লণ্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে ।

১লা মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০শে জুলাই লণ্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লণ্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ই অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ঠা নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ই মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠানসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের

জন্য নারী ?? পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ । ৩রা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ই অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫

২৫শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪শে ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল—দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারাখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা । এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ই জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন— বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার আওতায় চলে আসে ।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না ।

১৫ই আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নইম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক

অধিকার কেড়ে নেয়া হয় । শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে ।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২রা অক্টোবর ধানমণ্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১লা মার্চ '৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ই নভেম্বর '৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ই নভেম্বর ২০০০ সালের হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯শে নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২রা জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭শে জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮শে জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি

৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হল।

১৫ই আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিনকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে।*

* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এলবাম জাতির জনক, ৩য় প্রকাশ, ১৭ই মার্চ ২০১০ থেকে উদ্ধৃত।